পাণ্ডব গোয়েন্দা ২৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আটত্রিশ অভিযান

অত্যধিক শীত এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে বেশ কয়েকদিন পাণ্ডব গোয়েন্দাদের মর্নিংওয়াক বন্ধ ছিল। আকাশ আবার পরিষ্কার হতেই উৎসাহ উদ্দীপনায় মেতে উঠল ওরা। ঠিক হল আবার আগের নিয়মেই সব চলবে। তাই খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই শয্যাত্যাগ করল বাবলু। এমনিতেই ভোরে ওঠা বাবলুর রোজকার অভ্যেস। আজও তাই উঠল। অন্যদিন নিজে হাতে চা করে খায়। আজও তাই করল। দেওয়ালঘড়ির কাঁটায় এখন ভোর চারটে।

পঞ্চু এতক্ষণ আরাম-কেদারায় শুয়ে কোনওরকম সাড়াশব্দ না করে একভাবে লক্ষ করছিল বাবলুর সবকিছু। এমন সময় হঠাৎ দরজায় টকটক শব্দ হতেই 'ভুক' করে একটা হাঁক দিয়ে লাফিয়ে নামল সে। তারপর দরজার কাছে গিয়ে কানখাড়া করে বোঝবার চেষ্টা করল বাইরে কে হতে পারে?

বাবলু পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে বলল, "ও কেউ না, বিলু। শব্দ শুনে বুঝতে পারিস না?" বলে কোনওরকম জিজ্ঞাসাবাদ না করেই খুলে দিল দরজাটা।

দরজা খোলা পেয়ে পঞ্চু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে আর কোনওদিকে না তাকিয়ে বাইরের গেট পেরিয়ে একেবারে রাস্তায়।

বিলু দরজার কাছ থেকেই বলল, "তুই রেডি তো?"

বাবলু বলল, "ও ইয়েস। চা খাবি একটু?"

"এইসময় এক কাপ পেলে অবশ্য মন্দ হয় না।"

বাবলু হেসে বলল, "এক কাপ তো হবে না ভাই, হাফ কাপ। আমার মতোই করেছিলাম।"

বাবলুর আহ্বানে বিলু ভেতরে এসে বসল। তারপর দু'জনে পাশাপাশি বসে চা খেয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

ওরা ঘর থেকে বেরোতেই পাশের ঘর থেকে মা এসে দরজায় খিল দিলেন।

পঞ্চু তখন দারুণ আনন্দে ছুটোছুটি করছে রাস্তাময়।

ওরা পথে নেমে প্রথমেই এল ভোম্বলদের বাড়ি। তারপর বাচ্চু-বিচ্ছুর।

সবাই তৈরি ছিল। শুধু ডাক পাওয়ার অপেক্ষা।

ভোম্বল মাঙ্কি-ক্যাপে মুখ ঢেকে শালমুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল। বাচ্চু-বিচ্ছুরও শীতের পোশাক। দু'জনের গায়েই শিমলার কোট। বাবলু আর বিলু অবশ্য হাফ-হাতা সোয়েটার একটা করে পরেছিল। পঞ্চুর তো ওসব লাগে না। ওর একটুআধটু গরম লাগলেও শীতকে ও থোড়াই কেয়ার করে।

মাফলারটা গলায় জড়াতে জড়াতে খুশিতে উপচে পড়ে বাচ্চু বলল, "ওঃ। কতদিন পরে আমরা এইভাবে পথ হাঁটছি, তাই না?"

আদুরে গলায় বিচ্ছু বলল, "খুব ভাল লাগছে আমার। যা দুর্যোগ গেল ক'টা দিন। কনকনে হাওয়া, মেঘলা আকাশ, মাঝে মাঝে বৃষ্টি, কখনও বা ঘন কুয়াশা, বিরক্তিকর। কে বলবে যে এটা বসন্তকাল।"

বিলু বলল, "খারাপ আবহাওয়ায় মন-মেজাজও ভাল থাকে না। এখন দু'-একটা দিন একটু বেশ চড়া রোদ্দুর উঠলে শীতের দাপটও কমে যাবে।"

ভোম্বল এতক্ষণে কথা বলল, "আমার প্রিয় ঋতুই হল বসন্তকাল। বর্ষার ঘ্যানঘ্যানানি প্যাচপ্যাচানি আর শীতের কামড় কোনওটাই আমার পছন্দের নয়। তবু যাই হোক, ক'দিনের পর আজ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার মতো ঘুমকাতুরে ছেলেরও আজ ঘুম ভেঙেছে ক'টায় জানিস?"

বিচ্ছু বলল, "ক'টায়?"

"ঠিক সাড়ে তিনটেয়।"

বিলু বলল, "এ-জন্য অবশ্যই তোর একটা ঘুঁটের মেডেল প্রাপ্য হয়। কাল রাত দশটার সময় যখন আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তোর বাড়িতে ফোন করেছিলাম তখন শুনলাম তুই নাকি ন'টার আগেই শুয়ে পড়েছিস। কাজেই ন'টার আগে শুয়ে সাড়ে তিনটেয় ওঠার মধ্যে কোনও বাহাদুরি নেই।"

বাবলু বলল, "ন'টার মধ্যে শুযে পড়ার ঘটনা সত্যি নাকি?"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ, সত্যি। তিন সত্যি। এখন থেকে আমি ন'টার মধ্যেই ঘুমোতে যাব।"

বাবলু বলল, "হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত?"

"শুধু সিদ্ধান্ত নয়, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত। ফার্স্ট বুক-এর সেই কথাগুলো মনে নেই? আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ মেকস এ ম্যান হেলদি, ওয়েলদি অ্যান্ড ওযাইজ...।"

ভোম্বলের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চু কী যেন দেখে 'ভৌ ভৌ' ডাক ছেড়ে তিরের মতো ছুটল।

ছুটল পাশুব গোয়েন্দারাও। দেখল মাথায় টুপি ও লং-কোটপরা তিনজন লোক পঞ্চুর তাড়া খেয়ে চৌধুরীপাড়ার গলির মুখ থেকে বড় রাস্তার দিকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। লোকগুলো ছুটতে ছুটতে হঠাৎই ছোটা থামিয়ে ঘুরে তাকাল একবার ওদের দিকে।

বাবলু চিৎকাব করে উঠল,"পঞ্চু, হুঁশিয়ার।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়া-কাঁপানো একটি শব্দের মধ্যে ধোঁযায় ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। পাশুব গোয়েন্দারা সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেদ করে আব এগোতে না পারলেও পঞ্চু কিন্তু উধাও হয়ে গেল।

মুহূর্তে জেগে উঠল পাড়া। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠল। লোকজনও বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ব্যাপারটা কী! এই শান্ত ভোরে হঠাৎ অমন অশান্ত বোমার শব্দ কেন?

পাড়ার গোস্বামীদা বললেন, "কী হয়েছে রে বাবলা? কারও লাশটাশ পড়ল বুঝি?"

বাবলু বলল, "না, ঠিক তা নয়, তবে—।"

"তোদের কারও কোনও চোটটোট লাগেনি তো?"

"আমরা ঠিক আছি। কিন্তু পঞ্চুটা যে উধাও হযে গেল।"

রায়বাড়ির কর্তাবাবা বললেন, "কোনও চোব-ডাকাত বুঝি?"

ভোম্বল বলল, "সেইরকমই তো মনে হল। তবে কিনা চেহারাগুলো যা দেখলাম তা কিন্তু টেররিস্টদেব মতো।"

"ওরে বাবা। তবে তো ভয়ের ব্যাপার।"

"ভাগ্য ভাল যে আমরা ঠিক সময়েই এসে পড়েছিলাম। না হলে কী যে ছিল ওদের মনে তা কে জানে?"

বাবলুরা আর কালবিলম্ব না কবে ধোঁয়ায় যেখানে ধোঁয়াচ্ছন্ন হয়েছিল সেইদিকে ছুটল।

এদিকটা অন্ধকার। বোমার শব্দ শুনে এদিককার কেউ আর ভয়ে জানলা-দরজা খোলেনি।

বাবলু এখানে এসে জোরে একটা হাঁক দিল, "প-ন-চু-উ-উ-।"

দূব থেকে পঞ্চুর প্রত্যুত্তর শোনা গেল, "ভৌ। ভো-উ-উ-উ-।"

তারপর দেখা গেল ক্লান্ত ও বিষণ্ণ পঞ্চুকে প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে ফিরে আসতে।

বাবলু বলল, "কী হল? ধরতে পারলি না পাজিগুলোকে?"

পঞ্চু নিষ্ফল আক্রোশে জবাব দিল, "গোঁ-ও-ও-ঔ।"

রাতের আকাশ তখনও কালো। সাড়ে পাঁচটার আগে আলো ফোটে না। বাবলু টর্চের আলোয় চারদিক লক্ষ করতে করতে সবাইকে নিয়ে চৌধুরীপাড়ার গলির মুখে এসে দাঁড়াল। আর তখনই দেখল, গলির শেষ প্রান্তে একটি দোতলা বাড়ির নীচে-ওপরে আলো জ্বলছে।

পঞ্চু সেই বাড়ির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে শরীরটা টান করে রইল।

বাবলু বলল, "আগন্তুকদের টার্গেট ছিল মনে হয় ওইখানেই। ওই বাড়িকে ঘিরে।"

ভোম্বল বলল, "মনে হয়। কিন্তু বাড়ির আশপাশে কোনও লোকজনকেও তো দেখছি না।"

বিলু বলল, "হয়তো এই শেষ রাতের অন্ধকারে ওরা ওখানে কোনও প্যানিক সৃষ্টি করে গেছে। তাই প্রতিবেশীরা ভয়ে কেউ ঘর থেকে বেরোচ্ছে না।"

ভোম্বল বলল, "ভাল রে, ভাল। ওদের বাড়ির লোকজনও তো চিৎকার-চেঁচামেচি করবে। লোকজন ডাকবে। তাও তো করছে না দেখছি।"

বাবলু এ-পর্যন্ত নীরব ছিল। এতক্ষণে মুখ খুলল। বলল, "দেখ, হয়তো সবাইকেই শেষ করে দিয়ে গেছে।"

বাচ্চু বলল, "আমার মনও তাই বলছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিচ্ছু বলল, "তবে আর দেরি কেন? চলো না, সবাই গিয়ে দেখি।"

বাবলু ইশারায় নির্দেশ দিয়ে ধীর পায়ে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলল।

যে বাড়িতে আলো জ্বলছিল সেই বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। এ বাড়িটা বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রাজারাম চৌধুরীর বাড়ি। কিন্তু বাড়িটা একেবারেই নিস্তব্ধ। ভেতরের মানুষজনের কোনও সাড়াশব্দ নেই।

বাবলু বলল, "ওরা নির্ঘাত এইবাড়িতেই হানা দিয়েছিল।"

বিলু ততক্ষণে ডোর-বেলে চাপ দিয়েছে।

কিন্তু না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও দরজা খুলে দেওয়ার জন্য কেউ এগিয়ে এল না।

ভোম্বল বলল, "হাওয়া কিন্তু ভাল বলে মনে হচ্ছে না। শয়তানরা এখানেই এসেছিল। এবং বিশ্রীরকমের কোনও খারাপ কাজ করেই চলে গেছে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু নীরব। বাবলুও অসম্ভব রকমের গম্ভীর।

বিলু বলল, "তা যদি হয়েই থাকে তা হলে ওরা চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করবার মতো কেউ থাকবে না। অতএব...।" বলে একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজাটা।

সবার আগে পঞ্চুই ঢুকে পড়ল ভেতরে। তারপর এদিক-ওদিক দেখে সিঁড়ির তলায় গিয়ে কুঁই-কুঁই করতে লাগল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সেদিকে এগিয়ে গিয়েই দেখল এক নেপালি কিশোর হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে সেখানে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে বন্ধনমুক্ত করা হল।

ছেলেটি তখন হাউহাউ করে কাঁদছে। কেঁদে কেঁদে চোখ-মুখ ফুলে গেছে ওর। দুষ্কৃতীরা ওর মুখের মধ্যে গজ পুরে এমনভাবে বেঁধে রেখে গেছে, যাতে ও টুঁ শব্দটি করতে না পারে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা চেনে ছেলেটিকে। খুব সহজ সরল প্রকৃতির। দুষ্টু ছেলেরা পেছনে লাগে ওর। রাগায়। ও হাসিতে মুখ ভরিয়ে এড়িয়ে যায় ওদের। নাম বীর বাহাদুর। সবাই ওকে বাহাদুর বলেই ডাকে।

বাবলু বলল, "এ কী! তোমার এই অবস্থা কে করল? এই অবস্থায় কতক্ষণ পড়ে আছ তুমি? আমরা না এলেই হয়েছিল আর কী!"

বাহাদুর নিজের অবস্থার কথা ভুলে দারুণ উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "তোমরা শিগগির ওপরে যাও। ওরা বোধ হয় বাবুকে খুনই করেছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা শিউরে উঠল, "সে কী!"

বাবলু বলল, "ওরা কারা?"

"জানি না। উঃ, কী কুক্ষণেই যে দরজাটা আমি খুলেছিলাম! রাত দশটা নাগাদ ওরা এল। পাড়ার লোক তখন জেগে। খেয়েদেয়ে শুতে যাচ্ছিলাম। বেল বাজাতেই দরজা খুললাম আমি। ওরা তিনজন ছিল। কী ভয়ংকর চেহারা ওদের। কালো রঙের ওভারকোট পরে এসেছিল ওরা। তিনজনে ভেতরে ঢুকেই গায়ের জোরে আমাকে এইভাবে বেঁধে দরজায় লক করে সিঁড়ির তলায় ফেলে রেখে ওপরে উঠে গেল। একটু পরেই বাবুর সঙ্গে ওদের কথা কাটাকাটি শুনতে পেলাম। তারপরই একটা চাপা আর্তনাদ। মনে হয় তখনই সব শেষ।"

ওপর থেকে পঞ্চুর 'ভৌ ভৌ' ডাক শোনা যাচ্ছে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা একটুও দেরি না করে দ্রুত ওপরে উঠল। ওপরে উঠেই দেখল ঘরের দরজা হাট করে খোলা। ঘরের ভেতরে যে সব জিনিসপত্র ছিল সব কেমন ছড়ানোছিটনো, তছনছ করা। কিন্তু সেখানে কারও অস্তিত্বও নেই। ঘরে আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে। ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে।

এখানে পাশাপাশি দুটো ঘর। একটিতে তালা দেওয়া, অপরটি খোলা। যে ঘরটি খোলা সেই ঘরেই এমন তছনছ কাণ্ড। ঘরের মেঝেয় চাপ চাপ রক্তের দাগ। কিন্তু ঘরে কেউ নেই।

বাবলু বলল, "কোথায় তোমার বাবু?"

"জানি না। তবে নিশ্চয়ই বাবুর কিছু হয়েছে। না হলে এত রক্ত কেন?"

বাবলু বলল, "ওরা যাওয়ার সময় বাবুকে নিয়ে যায়নি?"

"না।"

"ওরা কি তিনজনই ছিল? না আরও দু'-একজন ছিল ওদের সঙ্গে?"

"আর কেউ ছিল না। তিনজনই ছিল ওরা। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই দরজায় খিল দিল। তারপর আমাকে বেঁধে সিঁড়ির তলায় রেখে ওপরে উঠে গেল। বাবুর সঙ্গে প্রথমে ওদের কথা কাটাকাটি হল। ধস্তাধস্তি হল।

বাবুর আর্তনাদ শুনতে পেলাম। এরপর বাকি রাতটা ওরা এখানে কাটিয়ে এই তো একটু আগে চলে গেল। তখনও তিনজন।"

পঞ্চু ততক্ষণে বাথরুমের দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেই দরজায় শেকল দেওয়া ছিল। ওরা শেকল খুলে ভেতবে ঢুকেই দেখল পাজামা আর গেঞ্জি পরা রক্তাক্ত রাজারাম চৌধুরী বন্দি অবস্থায় সেখানে পড়ে আছেন। কিন্তু সংজ্ঞাহীন।

ওরা একটুও দেরি না করে সবাই মিলে বন্ধনমুক্ত করার পর রাজাবাম চৌধুরীকে ধবাধরি করে বিছানায় নিয়ে এসে শোওয়াল। তারপর চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে জ্ঞানও ফেরাল অনেক চেষ্টার পর। জ্ঞান ফিরলে বেশ কিছুক্ষণ অপ্রকৃতিস্থর মতো সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন উনি। তারপর বললেন, "তোমরা!"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, আমরা। আপনি আমাদের চিনতে পারছেন?"

"নিশ্চয়ই। তোমাদের চিনব না, এ কি হয়? কিন্তু তোমরা এখানে কীভাবে এলে? খববই বা পেলে কী করে?"

"কোনও খবর না পেয়েই আমরা এসেছি। আসলে আমরা খুব ভোরে উঠে মর্নিংওয়াকে বেরিয়েছিলাম। এমন সময় সন্দেহজনক তিনজনকে এই গলির ভেতব থেকে বেরোতে দেখেই এখানে আসি আমরা। গোটা পাড়া যেখানে ঘুমিয়ে আছে সেখানে এই বাড়িতে আলো জ্বলতে দেখে আমাদের ধাবণা হয বিপর্যয় যদি কিছু ঘটে থাকে তা হলে এখানেই ঘটেছে। এসে দেখি আমাদের অনুমান যথার্থই। অর্থাৎ যা ভেবেছি তাই ঠিক।"

রাজারামবাবু বললেন, "আমার এই বিপদের মুহূর্তে তোমরা এসে যে কী উপকার কবলে তা কী বলব।" বলে বাহাদুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হ্যাঁ রে, তোকে ওরা মারধোব কবেনি তো?"

বাহাদুর বলল, "না বাবু, আমাকে ওরা হাত-পা-মুখ বেঁধে ঠিক আপনাবই মতো করে সিঁড়ির তলায ফেলে রেখেছিল। এই এরা এসে বাঁচাল আমাকে। কিন্তু আপনার সারা গা যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ডাক্তাববাবুকে একবার খবর দেব?"

"দিবি? দে।"

বাহাদুর ফোনের কাছে এগিয়ে যেতেই রাজারামবাবু বললেন, "তুই থাম। আমি যাচ্ছি।" বলে ধীবে ধীরে উঠে এক-পা এক-পা করে এগিয়ে গিয়ে ফোনেব রিসিভার তুলে নম্বব পুশ কবে ওদিক থেকে সাড়া পেয়েই বললেন, "হ্যালো, ডাক্তার। একবার একটু কষ্ট করে আমার এখানে আসতে হবে যে ভাই।...না না, অন্য কিছু নয়। বাথরুমের ভেতর পা-হড়কে পড়ে গিয়ে মাথাটা ফেটেছে। বক্তপাত হয়েছে প্রচুর। রাখছি তা হলে?"

রাজারামবাবু ফোন রেখে আবার এসে বসলেন। তাবপর বাহাদুরকে বললেন, "যে কাণ্ডটা করে গেল ওরা, তাতে এই ঘর গুছিয়ে তুলতে সারাটা দিন লেগে যাবে। তুই এক কাজ কব, যতটা যা পাবিস সরিয়ে রেখে ডাক্তারবাবুর আসার আগেই আমাদের সবাইকে এক কাপ করে চা খাইয়ে দে।"

বাবলু বলল, "এই মুহূর্তে আবার এসব কেন?"

রাজারামবাবু বললেন, "অসুবিধের কিছুই নেই। মনে করতে হবে রাত্রিবেলা বাড়িতে চোর এসেছিল। এবং আমি সত্যি সত্যিই পা-হড়কে পড়ে গেছি।"

ওঁর কথার উত্তরে বাচ্চু বলল, "সে না হয় মনে করা গেল, কিন্তু এই ব্যাপারে আপনি থানায় একটা ডায়েরি করবেন না?"

রাজারামবাবু হেসে বললেন, "না। তা হলে হয় আমাকে খুন হতে হবে, নয়তো অন্য ঝামেলায় পড়তে হবে। অতএব থানা-পুলিশ একদম নয়।"

বিচ্ছু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "সে কী!"

"হ্যাঁ। সেইজন্যই ডাক্তারকেও মিথ্যে কথা বললাম।"

বাবলুরা তখন এক একজনে কেউ চেয়ার নিয়ে, কেউ বা বিছানায় গুছিয়ে বসেছে।

পঞ্চু মেঝেতেই বসে এক চোখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাজারামবাবুর মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে?"

"নিশ্চয়ই করবে।"

"আততায়ীদের আপনি চিনতেন?"

"চিনতাম। পেশাদার ভাড়াটে গুন্ডা ওরা। খুন-জখমে ওদের জুড়ি নেই। খুন ওরা আমাকেও করত, তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিনা দশদিন সময় দিয়ে গেছে। দশদিনের মধ্যে ওরা যা চায়, আমার কাছ থেকে তা না পেলে আর আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না।"

শিউরে উঠল সকলে। বলল, "কী সাংঘাতিক!"

ভোম্বল বলল, "একটা ব্যাপারে আমরা খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি। এই যে এমন একটা ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেল এখানে, কই, একজনও তো কেউ এগিয়ে এল না একটু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। আপনাদের এ পাড়ায় কি মানুষ বাস করে না?"

রাজারামবাবু হেসে বললেন, "করে। কিন্তু দোষ তাদের কারও নেই বাবা।"

"নেই কেন?"

"মুশকিলটা কোথায় হয়েছে জানো? আমার ঘরে নানান ধরনের লোকজনের আবির্ভাব প্রায়ই ঘটে। অবশ্য কাল রাতের মতো এত খারাপ লোক এর আগে কখনও আসেনি। ওরা যখন এসেছিল রাত্রি তখন দশটা। ঘরে ঘরে তখন কেবল টিভির অনুষ্ঠান চলছে। অতএব বাইরের কোলাহল বা কারও ঘরের ভেতর থেকে চাপা কোনও আর্তনাদ কারও পক্ষেই শোনা সম্ভব নয়।"

বিলু বলল, "এ-কথাটা অবশ্য ঠিক। জোরে টিভি অথবা রেডিয়ো চললে বাইরে থেকে কেউ গলা ফাটিয়ে ডাকলেও অনেক সময় তা শোনা যায় না। তার ওপরে জানলা-দরজা যদি বন্ধ থাকে! কয়েকদিনের দুর্যোগের কারণে সবারই ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ ছিল কাল।"

ভোম্বল বলল, "ওরা সেই সুযোগটাই নিয়েছে।"

"না না। ওরা তো এসেইছিল প্যানিক সৃষ্টি করতে। সবাই সজাগ থাকলেও ওরা ঠিক ওদের কাজ করে চলে যেত। বাধা পেলেই খুন করত আমাকে।"

বাবলু এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তার মানে আপনি কোনও গভীর ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছেন।"

"তোমার অনুমানই ঠিক। তবে কিনা কোনও ষড়যন্ত্রে নয়, একটি দুষ্টচক্রের শিকার হয়েছি আমি। তাই আমার পক্ষে এখন বেঁচে থাকাও দুষ্কর।"

"বুঝেছি। নাউ ইউ আর ইন গ্রেট ডেঞ্জার। কী চায় ওরা আপনার কাছে?"

"ওরা যা চায় তা আমার পক্ষে কখনওই দেওয়া সম্ভব নয়।"

"একটু যদি খুলে বলতেন ব্যাপারটা...।"

"বলব বলব, সব বলব। তোমাদের কাছে কিচ্ছু গোপন রাখব না আমি। কিন্তু সে কথা বলার আগে বলি, লালজি ভিমানি নামে একজনের সঙ্গে দারুণ শত্রুতা চলছে আমার। তারই চক্রান্তে খুন হতে যাচ্ছি আমি। হয়তো শেষ পর্যন্ত ওদের হাতেই মরতে হবে আমাকে।"

"আমরা আপনাকে মরতে দেব না। মৃত্যু যদি স্বাভাবিক নিয়মে আসে তা হলে আলাদা কথা। না হলে কারও সাধ্য নেই আপনার গায়ে হাত দেয়। অবশ্য আপনি যদি কোনও কিছু গোপন না করে আপনার কথা সব ঠিকঠাক বলেন আর আমাদের নির্দেশ মেনে চলেন।"

"তোমাদের সাহায্য পেলে সমস্ত রকমের ভয় এবং ভাবনার ঊর্ধ্বে থাকব আমি। তোমরা আমাকে যেভাবে চলতে বলবে, আমি ঠিক সেইভাবেই চলব।"

বাবলু আগের চেয়েও আরও গম্ভীর হয়ে বলল, "আপনার ওই লালজি ভিমানি থাকেন কোথায়?"

রাজারামবাবু একটু থেমে বললেন, "শালকিয়ার নন্দীবাগানে।"

"কাল রাতে যে আততায়ীরা এসেছিল তারা তা হলে ওঁরই লোক?"

"হ্যাঁ। ওদের একজনের নাম ডোডি, একজন ডাম্পি, আর-একজন পিন্টো।"

এমন সময় বাহাদুর চা নিয়ে এল। সঙ্গে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট।

চায়ে চুমুক দিয়েই চমকে উঠল সকলে। তৃপ্তিতে ভরে উঠে সবাই সবার মুখের দিকে তাকাল।

বাবলু বলল, "এ চা আপনি কোথায় পেলেন?"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "এমন চা আমরা কখনও খাইনি।"

বিলু বলল, "আপনার বাহাদুর কিন্তু চা-টা করেওছে চমৎকার। এই চা একবার খেলে অন্য চা মুখে লাগবে না।"

রাজারামবাবু বললেন, "একসঙ্গে তোমাদের সকলেরই প্রশংসা শুনে খুব ভাল লাগল। আমার এক বন্ধুর ছেলে অসমের একটি চা-বাগানের মালিক। এই চা সে-ই পাঠিয়ে দেয় সেখান থেকে। বাজারে এই চা পাওয়া যায় না। সবই বিদেশে চলে যায়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওদের চা-পান যখন অর্ধপথে, তখন পঞ্চু একটু উশখুশ করতে লাগল। তাই দেখে বিচ্ছু বলল, "এই যাঃ। তোর কথা মনেই ছিল না রে।" বলেই বাহাদুরকে বলল, "বাহাদুর! আর চা আছে তোমার?"

বাহাদুর জিভ কেটে বলল, "না দিদিমণি। আর তো নেই। ওর জন্য একটু তৈরি করে দেব?"

"কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি বরং একটা ডিশ আর দুটো বিস্কুট থাকে তো দাও।"

বাহাদুর সঙ্গে সঙ্গে চারটে বিস্কুট আর-একটা ডিশ এগিয়ে দিল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবার ভাগ থেকে একটু করে চা ঢেলে বিস্কুটসহ খেতে দিল পঞ্চুকে।

চা-পর্ব শেষ হলে বাবলু বলল, "এবার বলুন আপনার কথা।"

রাজারামবাবু বললেন, "এখন থাক। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। মনে হচ্ছে ডাক্তার আসছে।"

ওঁর অনুমানই ঠিক। সত্যি-সত্যিই ডাক্তারবাবু এলেন। এসেই বললেন, "ব্যাপার একটু গোলমেলে মনে হচ্ছে।"

রাজারামবাবু বললেন, "তুমি তো সবেতেই গোলমাল দ্যাখো ডাক্তার। এখন এই ফাটা মাথাটায় একটু যত্ন করে ব্যান্ডেজ করে দাও দেখি?"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "গোলমাল দেখি কি সাধে? পাণ্ডব গোয়েন্দাদেব উপস্থিতিই যে গোলমালেব কথা মনে পড়িয়ে দেয়।" বলে ফাটা মাথার জায়গাটা বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে বললেন, "আঘাত তেমন গুরুতর নয়। কিন্তু অজ্ঞান হয়ে ছিলেন কতক্ষণ?"

"তার মানে?"

"তার মানে আপনার এই আঘাতটা পড়ে যাওয়ার কারণে নয়। কেউ কোনও ভাবী জিনিস দিয়েই আঘাত করেছিল। পিলসুজ কিংবা কোনও ফুলদানি দিয়ে।" বলে ঘবের চারপাশে একবার চোখ বুলিযে বললেন, "ঘরেব ভেতরটা বেশ ভালরকমই নাড়াঘাঁটা হয়েছে দেখছি। ফুলদানিও একটা কাত হয়ে পড়ে আছে। বেশ পাকা হাতের কাজ। যে মেবেছে সে জানে কোন জায়গায় আঘাত করলে মানুষকে বেকায়দায় ফেলা যায। আঘাত যেখানে হেনেছে সেখানে ঘা লাগলে বেশ কিছুক্ষণ জ্ঞান থাকে না।"

রাজারামবাবু বললেন, "বাপ রে। তুমি দেখছি গোয়েন্দারও গোয়েন্দা। ডাক্তাবি না করে তুমি গোয়েন্দাগিরিই কবলে পারতে।"

ডাক্তারবাবুও হেসে বললেন, "তা হলে কি এই কাজের জন্য আপনি আমাকে ডাকতেন? তখন ডাক পড়ত এই পাণ্ডব গোয়েন্দাদেবই।"

ডাক্তারবাবু কয়েকটি ব্যথা-মরার ওষুধ লিখে দিয়ে মাথায ব্যান্ডেজ করে প্রেশার চেক করলেন। তারপর বললেন, "সব ঠিক আছে। আজকের দিনটা একটু শুয়ে-বসে থাকবেন। আপনার মধ্যে একটু অ্যাসিডিটির ভাব লক্ষ করছি। তাই গ্যাস-ফর্ম যাতে না কবে সেজন্য দুধ আর মিষ্টিটা একটু কম খাবেন।"

"ও আমি এমনই খাই না।"

ডাক্তারবাবু ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "আসি তা হলে?"

রাজাবামবাবু বললেন, "বেস্ট অব লাক।"

ডাক্তারবাবু বিদায় নিলে বাবলু বলল, "আমরাও তা হলে এখন আসি। আপনি একটু বিশ্রাম করুন। সারারাত ঘুম হয়নি আপনার। আমরা বরং বিকেলের দিকে এসে সব শুনব।"

"সেই ভাল। অনেক—অনেক কথা বলার আছে তোমাদের।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চুকে নিয়ে যখন বাড়ির বাইরে এল তখন আলোয় ভুবন ভরে গেছে। চারদিকে লোকজনের চলাচল শুরু হযেছে। কে বলবে যে একটু আগেও রাতের অন্ধকারে এ সবই ঢাকা ছিল।

বাবলু বাড়ি এসেই শুনল দুর্গাপুর থেকে ওর বাবা এসেছেন একটু আগেই। কাল আবার কোম্পানির কাজ নিয়ে চলে যাবেন টাটানগরের সাকচিতে। বাবা এখন বাজারে গেছেন।

ওকে এত দেরি কবে ফিরতে দেখে মা বললেন, "কী ব্যাপার রে তোর? এত দেরি কেন? ক'দিন বাদে বেরিয়েছিস বলে কি এতটা সময় লাগাতে হয়? তোর বাবা আর আমি কখন থেকে হানটান করছি।"

বাবলু বলল, "আর বোলো না মা, চৌধুরীপাড়ার রাজারাম চৌধুরীর বাড়িতে আজ একটা কাণ্ড হয়ে গেছে। কোনওরকমে ভদ্রলোকের জীবন আজকের মতো রক্ষা পেলেও উনি কিন্তু বেশিদিন বাঁচবেন না।"

"সে কী! কেন?"

"কারণটা ঠিক জানা নেই। তবে আজ থেকে ঠিক দশদিন পরে উনি খুন হবেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মা শিউরে উঠলেন। বললেন, "কী সর্বনাশ! বেশ ক'দিন শান্ত ছিলি তোরা। আবার তা হলে অশান্ত হয়ে উঠবি?"

"হতেই হবে মা। উনি অত্যন্ত ভালমানুষ। ওঁর জীবন তো রক্ষা করতেই হবে।"

বাবলু আর একবার চোখে-মুখে জল দিয়ে ফ্রেশ হয়ে ওর ঘরে এসে খবরের কাগজ নিয়ে বসল।

মা একটু পরেই ওর জন্য চা জলখাবার নিয়ে এলেন। সঙ্গে বাবার নিয়ে আসা দুর্গাপুরের মিষ্টি। বাবলু খাবারগুলোর দিকে একবার চোখ বুলিয়েই বলল, "পঞ্চুটা কোথায় গেল?"

"কোথায় আবার? তোর বাবা এসেছেন শুনেই বাজারের দিকে ছুটেছে।"

বাবলু হো-হো করে হেসে বলল, "তার মানে গুইরামের দোকানের মালপোর লোভেই ও গেছে। উঃ কী পেটুক!"

এমন সময় দরজার কাছ থেকে ভোম্বলের গলা শোনা গেল, "যত দোষ কি সবই নন্দ ঘোষের? আমি না হয় ভীষণ পেটুক, কিন্তু বাদবাকি যারা, তাদের পাতে তো ভালমন্দ কিছু পড়লে চেটেপুটে সব না খেয়ে ওঠে না।"

বাবলু হেসে বলল, "তুই যদি পঞ্চুর আসনে নিজেকে বসাতে চাস তা হলে ঠিক আছে। আমি কিন্তু তোর কথা বলিনি। পঞ্চুর কথা বলছিলাম।"

ভোম্বল জিভ কেটে বলল, "ওঃ, স্যরি। তা শোন, যে জন্য এসেছিলাম। আজ দুপুরে তুই কিন্তু আমাদের বাড়িতে খাবি। বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছুকেও বলে এসেছি।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "হঠাৎ? তোর বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়া তো সচরাচর হয়ে ওঠে না।"

"হুঁ হুঁ বাবা, ওস্তাদের মার শেষ রাতে। আজ যা খাওয়াব না ...।"

"কী খাওয়াবি?"

"খাওয়াব আজব খাওয়া, ভোজ কয় যাহারে।"

বাবলু কাগজ রেখে বলল, "তবু শুনিই না?"

"হরিণের মাংস।"

"অসম্ভব। হরিণ পাবি কোথায়? বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনে হরিণ মারা এখন নিষিদ্ধ। তুই বললেই আমি বিশ্বাস করব?"

"বড়জামদায় আমার বাবার বন্ধু আদুকাকু আছেন জানিস? উনিই নিয়ে এসেছেন। এককালে নামকরা শিকারি ছিলেন উনি। এখন শিকার করেন না। অন্য চোরাশিকারির গুলিতে একটি হরিণ মারা পড়লে তারই অংশবিশেষ এনেছেন উনি। শুধু তাই নয়, আমাদের সবাইকে একবার ওঁর ওখানে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণও জানিয়েছেন।"

বাবলু আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল। বলল, "দ্য আইডিয়া। অনেকদিন আমরা কোথাও যাইনি। এই সুযোগে টুক করে ওখান থেকে একবার ঘুরে এলেই তো হয়!"

"এখনই হবে না। উনি আজই রাতের গাড়িতে দিল্লি যাচ্ছেন। সেখান থেকে কানাডায় যাবেন ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। তিন মাস থাকবেন ...।"

ওর কথা শেষ হওয়ার আগেই বড়সড় একটা মালপো মুখে নিয়ে পঞ্চু এসে ঘরে ঢুকল। তারপর সেটা ওদের দেখিয়ে কী ভেবে যেন তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ছাদে।

ভোম্বল জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চেটে নিল।

বাবলু বলল, "পাবি। সময়ে যখন এসেছিস তখন তুইও পাবি।"

"তোর বাবা এসেছেন নিশ্চয়ই?"

"এসেছেন তো!"

"তার মানে বর্ধমানের সীতাভোগ, মিহিদানাও আছে কপালে।"

বাবলু আবার কাগজের পাতায় চোখ রেখে বলল, "মনে হচ্ছে নেই। তবে দুর্গাপুরের সন্দেশ আছে। বাবা সম্ভবত ট্রেনেই এসেছেন।"

ওদের কথার মাঝখানেই বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন, "হ্যাঁ, আমি ট্রেনেই এসেছি। দুনে। তা তোদের ব্যাপার কী? এত বেলা পর্যন্ত মর্নিংওয়াক! তার ওপরে শুনলাম রাজারাম চৌধুরীর কী একটা ব্যাপারে নাকি জড়িয়ে পড়েছিস তোরা?"

"জড়িয়ে পড়িনি। তবে কিনা জড়াতে চাইছি।" বলে ভোরের ঘটনাটা শুনিয়ে দিল বাবাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবা ওব কথা শুনে সোফায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চোখ বুজে নীবব বইলেন। তাবপব বললেন, "ওই যে লালজি ভিমানিব কথা বললি, ও লোকটা কিন্তু মোস্ট ডেঞ্জাবাস। ওব পায়েব নখ থেকে মাথাব চুল পর্যন্ত হিংস্রতায় ভবা। ভেজাল সিমেন্টেব কাববাবে বেশ কয়েক কোটি টাকা কামিয়েছে ও। এখন প্রমোটাবেব কাজ কবছে। খুন, জখম, নৃশংসতা ওব মজ্জায় মজ্জায়। ওব ব্যাপাবে কিন্তু খুব সাবধানে পা ফেলিস। আমাব কোম্পানিকেও একবাব খুনেব হুমকি দিয়েছিল ও।"

বাবলু বলল, "তবে তো খেলা ভালই জমবে মনে হচ্ছে।" বলে উঠে গিয়ে বিলু আব বাচ্চু, বিচ্ছুকে ফোনে ডাকল।

একটু পবে ওবা সবাই এলে মা সকলেব জন্য লুচি, আলুব দম, মালপো, মিষ্টি এনে খেতে দিলেন।

বিচ্ছু বলল, "আজকেব সকালটা কী ভাল, তাই না বাবলুদা?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। ভোবে অ্যাডভেঞ্চাবেব গন্ধ, এখন মিষ্টি, মালপো।"

বিলু বলল, "দুপুবে হবিণেব মাংস।"

শুনে চমকে উঠলেন বাবা, "হবিণেব মাংস! ও মাংস তোবা কোথায় পেলি?"

ভোম্বল বলল, "আমাব বাবাব বন্ধু আদুকাকু নিয়ে এসেছেন।"

বাবা হেসে বললেন, "হ্যাঁ, আদুবাবু অবশ্য সবাবই বন্ধু। যদিও বযস ওঁব ছিয়াশি। বিয়ে-থা কবেননি।"

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ কবে বলল, "সে কী! তবে যে শুনলাম উনি কানাডায় যাচ্ছেন ছেলেব কাছে?"

"ঠিকই শুনেছিস। ওঁব পালিত পুত্র। আদুবাবুব মতো মানুষ হয় না। সাবাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন পাহাড বন আব জঙ্গলেব দেশে। চেহাবাও তেমনই মজবুত। এখনও নিযমিত আসন কবেন। মুগুব ভাঁজেন। অত্যন্ত দয়াব শবীব। পাবলে বিকেলেব দিকে গিযে একটু দেখা কবে আসব।"

সকলেব জলযোগপর্ব শেষ হলে বিলু বলল, "আমবা কি এবাব ভোবেব ওই ভৈববদেব ব্যাপাবে নিবিবিলিতে বসে একটু চিন্তাভাবনা কবব?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। মনে হচ্ছে একটা দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষব সঙ্গেই মোকাবিলা কবতে হবে আমাদেব। এদিকে বাজাবাম চৌধুবীও বীতিমতো বহস্যময। তবে কিনা ওঁব মুখ থেকে আসল প্রবলেমটা কী তা না শুনে কোনও সিদ্ধান্তেই আসা যাবে না।"

"তা হলে এখন?"

"বাগানেব দিকেই যাই চল।"

ওবা যখন যাওয়াব জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ঠিক তখনই টেলিফোনটা তাবস্ববে বেজে উঠল। বাবলু গিযে ফোন ধবে হ্যালো কবতেই যা ও শুনতে পেল তাতেই মুখটা কালো হযে উঠল ওব। একটু পবে ফোন বেখে যখন ও বিষণ্ণ মনে এগিযে এল, বাবাই তখন জিজ্ঞেস কবলেন, "কে ফোন কবেছিল বে?"

বাবলু ঠান্ডা গলায় উত্তব দিল, "লালজি ভিমানি।"

"লালজি ভিমানি! সে তোব ফোন নাম্বাব পেল কোত্থেকে?"

"জানি না।"

"কিন্তু তোকে হঠাৎ ফোন কবল কেন?"

বাবলু একটু স্বাভাবিক হয়ে হেসে বলল, "বাতাসে বাকদেব গন্ধ ওবাই আগে টেব পায। ভোবেব ভৈববরাই গিয়ে হয়তো আমাদেব কথা বলেছে।"

বাবা-মা দু'জনেই শঙ্কিত হলেন বাবলুব কথা শুনে। পাশুব গোয়েন্দাবা বওনা হল বাগানেব দিকে।

॥ ২ ॥

পবিবেশ যে মানুষেব মনকে কতখানি প্রভাবিত কবে তা মিত্তিবদেব বাগানে না এলে বোঝা যায় না। এ যেন হাওড়াব নন্দনকানন।

পায়েব তলায় ভিজে মাটি। চাবপাশে সবুজ গাছপালা। মাথাব ওপব সুনীল আকাশ। একটি পলাশ গাছ ও চাব-পাঁচটি কৃষ্ণচূড়ায় লালে-লাল চাবদিক। তা ছাড়া ঝোপেঝাড়ে লতায়গুল্মে ফুল। আব চিনা গাঁদা ও হলুদ গাঁদা ফুলে ভর্তি।

বিচ্ছু বলল, "দেখো বাবলুদা, একটা ব্যাপাবে আমবা কিন্তু খুব সুখী।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "কোন ব্যাপারে?"

"এত ফুল ফুটে থাকে আমাদের বাগানে, কেউ কিন্তু চুরি করতে আসে না।"

ভোম্বল বলল, "তার কারণ কী জানিস? প্রথমত আমরা মর্নিংওয়াকে আসি। আর দ্বিতীয়ত, পঞ্চু। সামান্য দুটো ফুল চুরি করতে এসে কে ওর তাড়া খেয়ে মরবে?"

এমন সময় কে যেন কোথা থেকে বলে উঠল, "তবে তোরা যাই বলিস ভাই, তোদের ওই পঞ্চু কিন্তু আমায় কিছু বলে না।"

চমকে উঠল সবাই। কে? কে বলল এই কথা?

বিলু বলল, "এ তো জগা পাগলার গলা।"

বাবলু চেঁচিয়ে বলল, "জগা, তুই কোথায়?"

অমনি একটা ঘন পাতার গাছের ডাল থেকে উত্তর শোনা গেল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

ওর গলা শুনে পঞ্চু তখন গাছের দিকে ছুটে গেছে। গিয়ে সেও শুরু করেছে 'ভৌ ভৌ' ডাক।

বাবলু গাছতলায় দাঁড়িয়ে ধমকের সুরে বলল, "ওখানে কী করছিস? নাম শিগগির।"

"নামছি নামছি। অমন করছিস কেন? লুকিয়ে একটা বিড়ি খাচ্ছি তাও শান্তিতে খেতে দিবি না?"

"বিড়ি খাওয়ার আর জায়গা পাসনি? পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙলে কী হবে?"

"কী করব রে ভাই? বাবা বকবে, তাই লুকিয়ে খাচ্ছি।"

ভোম্বল বলল, "তোর বাবা তো কবে মরে গেছে। আর তোকে বকবে কে? নেমে আয় বলছি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই এক লাফ।

আর-একটু হলেই পঞ্চুর ঘাড়ে পড়ত। পঞ্চু তাই 'কেঁউ' করে লাফিয়ে উঠল।

জগা আবার ভ্যাংচাল ওকে, "কেঁউ-কেঁউ-কেঁউ-কেঁউ।"

বাবলু বলল, "তোর মাথাটা দেখছি আবার বিগড়েছে।"

জগা সে-কথায় কান না দিয়ে বলল, "দে, একটা ট্যাকা দে দিকিনি, জগদম্বার হোটেলে গিয়ে মাংস-ভাত খেয়ে আসি।"

বাচ্চু বলল, "এক টাকায় মাংস-ভাত কে দেবে তোমাকে?"

"মা জগদম্বাই দেবে। মালকানির হাতির মতো গতর হোক, পাত কুড়নো খাবারগুলো কিন্তু চাইলেই দেয়। তার ওপরে আজ যদি একটা ট্যাকা দিই, তা হলে আজ আমার মাংস-ভাত ঠেকায় কে?"

বিলু ওকে ভাগাবার জন্য তাড়াতাড়ি ওর পকেট হাতড়ে দশ টাকার একটা নোট বের করে ওকে দিল।

টাকাটা হাতে নিয়েই তড়াক করে একবার লাফিয়ে উঠল জগা। বলল, "এত লবাবি আমার সঙ্গে দেখিয়ো না হে ছোকরা। টাকার গরম অন্য লোককে দেখাবে। এক টাকা চেয়েছি, এক টাকাই দাও। এই দশ টাকার নোটটা ওই জগদম্বার হাতে দিলে ও কি আমায় ন'টাকা ফেরত দেবে? ওসব অন্য জায়গায় দেখিয়ো।"

বাবলু এবার ধমকের সুরে বলল, "তুই যাবি এখান থেকে?"

"যাচ্ছি, যাচ্ছি।" বলে আবার সেই গাছেই উঠতে গেল।

বাবলু বলল, "আবার গাছে উঠছিস কেন? যা, গেটের দিকে যা।"

জগা বলল, "তোর কথায় নাকি রে? আমি বলে গেরোন দেখব বলে কখন থেকে গাছে উঠে বসে আছি। উনি কোন মাতব্বর এসেছেন, বলে কি না চলে যা। গেরোন দেখার আমার কতদিনের শখ।"

বাবলু বলল, "আজ আবার কীসের গেরোন? যা হওয়ার তা কাল হয়ে গেছে। আজ কিছু নেই। যা, ভাগ।"

জগা তখন হি হি করে হাসছে আর তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছে।

ভোম্বল বলল, "ভাল কথায় হবে না দেখছি। ঘা-কতক দিই, তবে ও যাবে।" বলে একটা পেয়ারা গাছের ডাল ভেঙে এগিয়ে যেতেই "আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি যাচ্ছি। মারিস না ভাই।" বলে গেটের দিকে দৌড়ল। তারপর খানিক গিয়ে ওদের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বলতে লাগল, "বদমাশ ছেলেগুলো পেটমোটা, নাদাপেটা, ভুঁড়ো, নেড়ুমুণ্ডি, চুলু ...।"

জগা চলে গেলে বাবলু বলল, "উঃ। যা সিন একটা ক্রিয়েট করে গেল না, কারও হাতে মুভি ক্যামেরা থাকলে ধরে রাখা যেত।"

এর পর ওরা ওদের ভাঙা বাড়ির চাতালে এসে গোল হয়ে বসল।

বিলু বলল, "আমাদের আলোচনা-পর্বের শুরুটাই হোক রাজারাম চৌধুরীকে নিয়ে।"

ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও বলল, "এই ব্যাপারে আমরা একমত।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পঞ্চুও জবাব দিল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

বাবলু বলল, "রাজারাম চৌধুরী সম্বন্ধে আমার একটু কৌতূহল আছে।"

ভোম্বল বলল, "কীরকম?"

"আমি জানি উনি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন রিটায়ার্ড অফিসার। অত্যন্ত সৎ এবং সজ্জন মানুষ। ওঁর কোনও দু'নম্বরি ধান্দা আছে বলে আমার অন্তত মনে হয় না। চেহারাটিও মিষ্টি। বাইবে বেরোলে আদ্দির পাঞ্জাবি আব ধুতি ছাড়া পরেন না। সে হেন মানুষের জীবন দুর্বৃত্তদের হাতে বিপন্ন হবে কেন? লালজি ভিমানির মতো ঘোড়েল, শয়তান, ওঁর কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করেন?"

বিলু বলল, "ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়।"

"আরও একটা প্রশ্ন আমার মনেব মধ্যে জেগে উঠছে, সেটি হল উনি একজন ফ্যামিলি ম্যান, ওঁব পরিবারের লোকজনরা কোথায়? একমাত্র বীরবাহাদুর নামে ওই নেপালি ছেলেটি ছাড়া আর কেউ নেই কেন? শেষ প্রশ্ন, পুলিশকে উনি কেনই বা এড়িয়ে যেতে চাইলেন?"

ভোম্বল বলল, "ডাক্তারবাবুকেও তো মিথ্যে কথা বললেন।"

বাবলু বলল, "যদিও সেটা ধরা পড়ে গেল, ধোপে টিকল না। তবুও কেন এই মিথ্যের অবতাবণা?"

বাচ্চু বলল, "অতএব আমাদের প্রথম তদন্ত শুরু হোক রাজারামবাবুকে দিয়েই।"

বিচ্ছু বলল, "তার ওপরে লালজি ভিমানির ওই ফোন। এত তাড়াতাড়ি আমাদের ফোন নম্বর উনিই বা পেলেন কী করে?"

বাবলু বলল, "ভোরের ভৈরবরা হয়তো আমাদের কথা কিছু বলে থাকতে পাবে। কিন্তু ফোন নম্বর..। তা ছাড়া আমরা যে ওদের ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছি, এটাই বা ওরা জানল কী করে?"

বিলু বলল, "ওই ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ওদের কোনও ষড নেই তো?"

"মনে হয়, না।"

এমন সময় হাসি হাসি মুখ করে গেট পার হয়ে ওদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল বীর বাহাদুবকে। ওর এই অপ্রত্যাশিত আগমনে বিস্মিত হল সবাই।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার! বাহাদুব তুমি এখানে?"

বাহাদুর কাছে এসে ধপাস করে ওদের পাশেই বসল। তাবপব বলল, "একটা খবব দিতে এলাম তোমাদের।"

"কী খবর শুনি?"

"তোমরা চলে আসবার পরই ওই লালজি শয়তানটা ফোন করেছিল আমার বাবুকে। বাবু তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তা আমিই ধরেছিলাম ফোনটা। ওকে যা দিয়েছি না, ওর মাথাব ঘিলু চলকে গেছে।"

বাবলু বলল, "কী বলেছিস লালজিকে?"

"বলেছি, তোমার মরণদশা এবার ঘনিয়ে এসেছে। আমাদেব পাড়ার পাণ্ডবরা তোমার দফা রফা কববে। এতদিন আমার বাবুকে ভালমানুষ পেয়ে খুব ভয় দেখিয়ে এসেছ, এবার তুমিই ভয়ে ভয়ে থাকো। তোমাব হাজতবাসের ব্যবস্থা একেবারেই পাকা। আর ওদেব ওই কুকুর পঞ্চু, তার মূর্তি তোমার লোকেরা আজ সকালেই দেখেছে। এবার তুমিও দেখবে। ওর কামড় যে কী মারাত্মক তা তো জানো না। সত্যি, ও যদি তোমাকে কামড়ে ছিঁড়ে দেয় তা হলে আমার যে কী আনন্দ হবে তা কী বলব! আমি তো ওর নামই রাখব পঞ্চু ভিমানি।"

বাবলু বলল, "সর্বনাশ! এ যে একেবারে মৌচাকে ঢিল। বোকার মতো এইসব কথা বলে কখনও? আমরা ভেবেছিলাম কোথায় গোপনে তদন্ত কবব, তার জায়গায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বেধে গেল। যাক, তোব কথা শুনে ভিমানি কী বলল?"

"আমাকে তো হিন্দিতে খুব গালাগালি করল। ইংরেজিতেও বলল 'স্টুপিড'। তারপর বলল, 'ওই পুলিশবালা লেড়কাদের বলে দিস আমার ব্যাপারে মাথা ঘামালে ফল ওদের ভাল হবে না। এক-এক করে ওদেরও আমি শেষ করব।' আমি বললাম, 'বিনাশকালে বুদ্ধিনাশ হয় ভিমানি সাহেব। তোমারও তাই হয়েছে। তবে জেনে রেখো, যা তুমি বাবুর কাছে চাইছ তা দশদিন পরে কেন, দশ বছর পরেও পাবে না। কারণ জিনিসটা আদৌ বাবুর কাছেই নেই।' ভিমানি উত্তেজিত হয়ে বলল, 'তা হলে সেটা কোথায়? কার কাছে আছে?' আমি হ্যাঃ হ্যাঃ করে হেসে বললাম, 'আমি জানি কিন্তু বলব না।' বলে ফোন নামিয়ে রাখলাম।"

বাবলু বলল, "তুই খুব ভুল করলি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাহাদুর বলল, "না বাবলুভাই, আমি কোনও ভুল করিনি। আমার বাবু অত্যন্ত ভালমানুষ। তাঁকে যদি কেউ ভয় দেখায়, ধমকায়, তা হলে আমার মনে বড় দুঃখ হয়। আমি এই বাড়ির সর্বক্ষণের কাজের লোক। কিন্তু বাবু সে-কথা আমাকে বুঝতেই দেন না। আমার দেশ নেপালে। দশ বছর বয়সে আমার বাবা-মা মারা গেলে আমি আমাদেরই গ্রামের একজন লোকের সঙ্গে এখানে আসি। সেই থেকেই এ-বাড়িতে ছেলের মতো আছি। বাবু আমাকে গলায় পরবার জন্য দু'ভরির সোনার চেন গড়িয়ে দিয়েছেন একটা। হাতে দিয়েছেন দামি রিস্টওয়াচ। ব্যাঙ্কের পাসবই করে দিয়েছেন। আর এক লাখ আশি হাজার টাকা পোস্ট অফিসে দিয়ে রেখেছেন মাসে মাসে সুদ পাওয়ার জন্য। তা ছাড়াও আমার নামে কুড়ি হাজার টাকার কে ভি পি করা আছে। বলো তো পরের জন্য কেউ এত করে?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা অবাক হয়ে সব শুনল।

সব শুনে একসময় বাবলু বলল, "না। সচরাচর কেউ করে না। সত্যই উনি মহানুভব। তা কী এমন জিনিস তোর বাবুর কাছে আছে, যা পাওয়ার জন্য ওরা হন্যে হয়ে উঠেছে?"

"জিনিসটা যে কী, তা আমিও জানি না। কেন না, চোখেও দেখিনি সেটা। বাবু বলেছেন ও জিনিস সবাইকে নাকি দেখতে নেই। দেখলে অন্ধ হয়ে যায়। তবে জেনে রেখো, ও জিনিস বাবুর কাছে নেই।"

"সে কী! কার কাছে আছে তা হলে?"

বাহাদুর হেসে বলল, "আছে একজনের কাছে। তাই বাবুর ঘর তোলপাড় করলেও সে জিনিস বেরোবে কেন? অতএব ব্যর্থ হয়েই ফিরে যেতে হল ওদের।"

বাবলু বলল, "জিনিসটা কার কাছে আছে, বলায় কোনও আপত্তি আছে?"

বাহাদুর একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "ওটা আছে আমারই কাছে। আমি ওটাকে এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছি যে, আমি না বললে কারও সাধ্য নেই সে জিনিস উদ্ধার করে।"

বিলু বলল, "রহস্য দেখছি ক্রমেই জটিল হচ্ছে।"

ভোম্বল বলল, "ওইরকম একটা অমূল্য সম্পদ, যার জন্য তাঁর প্রাণ সংশয় হতে চলেছে, সেই জিনিস বাবু বিশ্বাস করে তোর কাছে দিয়ে রাখলেন?"

"হ্যাঁ। উনি জানেন, আমার প্রাণ গেলেও ও জিনিস কখনও হাতছাড়া হবে না।"

বাবলু বলল, "তার মানে বাবু তোকে অত্যন্ত ভালবাসেন। বিশ্বাসও করেন।"

"আমিও ওঁকে শুধু আমার আশ্রয়দাতা বলে নয়, পিতা বলেও জানি। তা তোমরা তো শুনেছি অনেক বড় বড় চোর-ডাকাতকে ঘায়েল করেছ। তোমরা কি পারো না আমার বাবুকে এই বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে?"

বাবলু বলল, "পারি। নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু গলদটা ঠিক কোনখানে তা না জানলে তো কোনও কিছুই করা সম্ভব নয়।"

"আজ বিকেলে তোমরা গেলেই এই ব্যাপারে বাবু সব কথা তোমাদের গুছিয়ে বলবেন।"

"তা যদি বলেন তা হলে আমরাও তৎপর হব।"

বাচ্চু বলল, "আচ্ছা বাহাদুরভাই, ওই বাড়িতে বাবু আর তুমি ছাড়া আর কেউ থাকে না?"

বাহাদুর ঘাড় নেড়ে বলল, "না।"

"তা হলে পাশেরই একটা ঘরে যে তালা দেওয়া দেখলাম, সে-ঘরটা কার?"

"ওটা অনুদিদিমণির ঘর।"

"অনুদিদিমণি কে?"

"বাবুর মেয়ে।"

"ওঁর স্ত্রী?"

"উনিও এখানে থাকেন না।"

"কোথায় থাকেন তা হলে?"

"ওঁরা মা-মেয়ে দু'জনেই বাবুর কাছ থেকে আলাদা থাকেন।"

"কারণ?"

"বাবুর কাজকর্ম ওঁদের পছন্দ নয়। তা ছাড়া বাবুর স্ত্রী সাহেবগঞ্জের একটি স্কুলের হেডমিস্ট্রেস। তাই বাধ্য হয়েই ওখানে থাকতে হয়। ওখানে গঙ্গার ধারে একটি বাড়িও কিনেছেন উনি। নাম দিয়েছেন 'নিরালাবাস'।"

"ওই বাড়িতে তুমি গেছ কখনও?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

খুশিতে মুখ ভরিয়ে বাহাদুর বলল, "হ্যাঁ, গেছি। ওখানে পাহাড় আছে, ঝরনা আছে। আর আছে গঙ্গা। আমরা স্টিমারে চেপে মনিহারি গ্রামে গেছি।"

"সেখানে কী আছে?"

"বাবুর অনেক জমিজমা আছে। বাবুর পৈতৃক বাড়ি তো ওইখানেই।"

"বুঝেছি।"

এর পর কেউ আর কোনও কথা না বলে চুপচাপ বসে রইল।

বাহাদুরও একটুক্ষণ বসে থেকে বলল, "আমি তা হলে আসি?"

"হ্যাঁ, এসো। বাবুকে বোলো, আমরা দুপুর অথবা বিকেলে যাব।"

বাহাদুর বিদায় নিলে বাবলু বলল, "রাজারাম চৌধুরী দেখছি আমাদের ভাবিয়ে তুললেন। কী এমন কাজ উনি করেন, যার জন্য বউ-মেয়ে তাঁর কাছ থেকে আলাদা রইল। লালজি ভিমানির মতো বদ লোক তাঁর শত্রু হল। বাহাদুরের নামে অত টাকা-পয়সা রেখে দেওয়া মানে নিজের স্ত্রী-কন্যাকে উনি বঞ্চিত করতে চান। হয়তো শেষপর্যন্ত বাড়িটাও লিখে দেবেন ওর নামে।"

বিলু বলল, "তা দিন। তবে কিনা বাহাদুর ছেলেটার চোখে-মুখে কিন্তু সততা ও সরলতার ছাপ স্পষ্ট।"

কথায় কথায় বেলা বাড়তে লাগল।

ভোম্বল বলল, "চল। আর দেরি না করে এবার ওঠা যাক। যে-যার বাড়িতে গিয়ে স্নানটান সেরে চলে আয় আমাদের বাড়ি। খাওয়াদাওয়ার পর সময়-সুযোগ বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা উঠে দাঁড়াতেই পঞ্চুও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। তারপর সবাই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল যে যার বাড়ির দিকে।

দুপুরবেলা ভোম্বলদের বাড়িতে মাংস-ভাত খেয়ে তৃপ্তিতে ভরে উঠল সকলে।

প্রবীণ আদুবাবু ওদের সকলকে বাঘ ও হরিণ শিকারের কত রোমাঞ্চকর গল্প শোনালেন। উনি বাইরের দেশ থেকে ঘুরে আসার পর শীতকালে ওদের সকলকে বড়জামদায় যাওয়ার আমন্ত্রণও জানালেন। চক্রধরপুর, চাইবাসা, কিরিবুরু, মেঘাতাবুরুর রঙিন স্বপ্ন দেখালেন। ছোটনাগপুরের অরণ্যভূমির হাতছানি পেয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও এবার শীতে ওইসব দেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

খাওয়াদাওয়ার পর্ব মিটতেই দুটো-আড়াইটে বেজে গেল। পাণ্ডব গোয়েন্দারা অল্প একটু বিশ্রাম নিয়ে সবাই এসে হাজির হল রাজারাম চৌধুরীর বাড়ি।

ডোর-বেলে চাপ দিতেই বাহাদুর এসে দরজা খুলে দিল।

বাবলু বলল, "বাবুর শরীর কেমন?"

"ভালই। উনি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। যাও, তোমরা ওপরে যাও।"

ওরা ওপরে উঠেই দেখল রাজারামবাবু একটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে 'দেবদাসী-তীর্থ' নামে একটি ভ্রমণের বই পড়ছেন। এ-বইটা ওদেরও পড়া। ভারতের নানান তীর্থের পরিচয় ও বর্ণনা আছে এই বইটাতে।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার! আপনার ভ্রমণের নেশাও আছে নাকি?"

রাজারামবাবু এবার সোজা হয়ে উঠে বসলেন। বললেন, "আরে এসো এসো। আমি এতক্ষণ তোমাদের কথাই ভাবছিলাম। বোসো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আসন গ্রহণ করলে রাজারামবাবু বললেন, "তীর্থ ভ্রমণের নেশা না থাক, ঘুরে বেড়ানোর নেশা তো আমার মধ্যে আছেই। সারাটা জীবন গবেষণার কাজে এ-দেশ ও-দেশ করে কেটে গেল। এখন বই পড়ে দেশভ্রমণের সাধ মেটাই।"

বাবলু বলল, "এও মন্দ নয়। এর নাম মানস ভ্রমণ। তা যাক, আপনার ব্যাপারে কিছু কিছু আমরা শুনেছি বাহাদুরের মুখে। আপনি মনিহারিতে না থেকে, সাহেবগঞ্জে না থেকে, এই হাওড়া শহরে বসবাস করছেন কেন?"

রাজারাম চৌধুরী বই মুড়ে সেটাকে বালিশের তলায় রেখে বললেন, "তা হলে শোনো, এই যে বাড়িটা তোমরা দেখছ, এটা ছিল চৌধুরীপাড়ার বিখ্যাত চৌধুরীদের এক শরিকের বাড়ি। বছর কুড়ি আগে জলের দামে এই বাড়িটা আমি কিনে নিই। অনেকটা ফ্ল্যাট সিস্টেমে তৈরি এই বাড়িটা আলোবাতাসযুক্ত এবং লোভনীয়। এর নীচে দুটো ঘর, বাথরুম, রান্নাঘর। ওপরেও তাই। একপাশে সিঁড়ি। নীচের ঘরে একটিতে বাহাদুর থাকে, অপরটিতে মিউজিয়াম—।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "মিউজিয়াম!"

"হ্যাঁ। ওটার ব্যাপারে পরে আসছি। এখন শোনো, ওপরের এই ঘরে আমি থাকি। পাশের ঘরে আমার স্ত্রী ও মেয়ে থাকত। স্ত্রী অবশ্য খুব কম সময়ই থাকতেন। কেন না উনি ভাগলপুরের মেয়ে। বছরের অধিকাংশ সময় সাহেবগঞ্জেই থাকেন। সেটা অবশ্য চাকরির সুবাদে। গ্রীষ্মে আর পুজোর ছুটিতে দিনকয়েকের জন্য এখানে আসতেন। ইদানীং আমার সঙ্গে কোনও ব্যাপারে মতের অমিল হওয়ায় প্রায় বছর দুই হল উনি আসেননি। মেয়েটাকেও আসতে দেননি। কতকটা অভিমান-বশেই বলো, আমিও আর খোঁজখবর রাখিনি ওঁদের। তবে কিনা অনুর জন্য আমার খুব মনখারাপ হয়।"

"অনু অর্থাৎ আপনার মেয়ে?"

"হ্যাঁ, অনুরাধা। নাচ জানে, গান জানে, ভাল ছবি আঁকতে পারে। এ-বছর উচ্চ মাধ্যমিক দেবে।"

"সে আপনাকে চিঠিপত্র লেখে না?"

"না। এমনকী ফোনেও খবর রাখে না। ওর মা ওকে দারুণ কড়া নজরে রাখে।"

"আপনার স্ত্রী অত্যন্ত রাগী মহিলা নিশ্চয়ই?"

"মেয়েও তাই। অসম্ভব রকমের জেদি। তবে কিনা আমার ব্যাপারে ও খুব দুর্বল, কিন্তু মাকে ও দারুণ ভয় করে। আমার মনপ্রাণ জুড়ে সবটুকু জায়গা নিয়েই ও আজও বিরাজ করছে। ওকে দেখবার জন্য...।"

শেষ কথাটা বলার সময় রাজারামবাবুর চোখদুটি জলে ভরে উঠল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সেদিকে একবার তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিল সবাই।

পঞ্চুও সবকিছু শুনছিল কানখাড়া করে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোনও কারণ না ঘটায় একটু ঝিমিয়েই ছিল সে।

রাজারামবাবু আবার বলতে শুরু করলেন, "আসলে আমরা হলাম প্রবাসী বাঙালি। বিহারের মনিহারি গ্রামে আমাদের তিন পুরুষের বাস। এখন অবশ্য পৈতৃক বাড়িটুকু আর সামান্য দু'-চার বিঘে জমি ছাড়া কিছু নেই। পটনায় থেকে আমি পড়াশোনা করি। বিয়ের পর কলকাতায় এসে দু'দশক আগে হাওড়ার এই বাড়িটা কিনি। অনুমার শৈশব এখানেই কাটে। পরে আমার স্ত্রী ওই স্কুল-শিক্ষিকার চাকরিটা পেয়ে সাহেবগঞ্জে চলে যান। এখন উনি ওখানকার হেড মিস্ট্রেস। সাহেবগঞ্জের মনোরম পরিবেশে গঙ্গার ধারে ছোট্ট একটি বাড়িও উনি কেনেন। বাড়িটার নাম নিরালাবাস। আমার সঙ্গে আমার পরিবারের মনোমালিন্য হওয়ার একটা কারণও আছে। একসময় আমি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একজন ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলাম। বছর পাঁচেক হল অবসর নিয়েছি। এই সময়কালে আমি আমার ক্ষমতাবলে কিছু ভাল কাজ যেমন করেছি, তেমনই মন্দ কাজও করেছি কিছু কিছু। এবং সেই কাজেরই ফলভোগ করছি এখন। যার জন্য আজ আমার জীবনও বিপন্ন।"

বাবলু বলল, "কীরকম!"

"তার আগে একটু চা হোক, কী বলো?"

চায়ের নামে লাফিয়ে উঠল সবাই। বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ। সেই চা। যে চা সকালে খেয়েছিলাম।"

পঞ্চু কিন্তু এখন আর কোনও আগ্রহ প্রকাশ করল না। তার কারণ, সে জানে এবারে আর ওর ব্যাপারে কারও কোনও ভুল হবে না।

বাহাদুর চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে তৈরিই ছিল। তাই প্রসঙ্গ উঠতেই তার কাজ শুরু করে দিল।

বাবলু বলল, "আপনার অকপট স্বীকৃতির জন্য ধন্যবাদ। এই ফাঁকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কাল রাতে যে তিনজন আততায়ী এখানে এসেছিল ওরা কি শুধু আপনার এই ঘরেই খানাতল্লাশি করেছে? আর কোনও ঘর দেখেনি?"

"দেখেছে বইকী। ড্রয়ার টেনে চাবি বের করে পাশের ঘরের তালা খুলে দেখেছে।"

"কী করে জানলেন? আপনি তো সারারাত বন্দি ছিলেন বাথরুমে। বাহাদুরের অবস্থাও তাই ছিল।"

"তোমরা চলে যাওয়ার পর আমি সেটা বুঝতে পারি। কেন না ওই ঘরের চাবিটা আমার বিছানার একপাশে পড়ে ছিল। তখনই ঘর খুলে দেখি কী বিশ্রী কাণ্ডটাই না করে গেছে ওরা।"

বাবলু বলল, "তবু এত করেও তো কোনও লাভ হয়নি ওদের! বিফল হয়েই ফিরে যেতে হয়েছে।"

"ঠিক তাই। অবশ্য আমার বড় সাধের মিউজিয়াম আর বাহাদুরের ঘরে কেন কে জানে ওরা ঢোকেনি।"

বিলু বলল, "আপনার মিউজিয়ামটা কি একবার আমরা দেখতে পারি?"

"অবশ্যই পারো। এই মিউজিয়াম করতে গিয়েই তো স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হল আমার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "কীভাবে কী হল বলুন তা হলে শুনি?"

"আগে চা খাও। তারপরে সব বলছি।"

একটু পরেই চা বিস্কুট এল। সর্বাগ্রে দেওয়া হল শ্রীমান পঞ্চুকে। তারপরে অন্যদের। কৃতজ্ঞতা জানাতে পঞ্চু বাহাদুরের হাতটাকে একটু চেটে দিল।

তৃপ্তির সঙ্গে চা খেতে খেতে রাজারামবাবু বললেন, "বৌদ্ধযুগে বৈশালী নামে একটি নগরী ছিল তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। লিচ্ছবিরা সেখানে বাস করতেন। আম্রপালির উদ্যান ছিল সেখানে। একবার প্লেগ মহামারীতে সমগ্র বৈশালী যখন শ্মশানে পরিণত হচ্ছিল তখন ভগবান বুদ্ধদেব সেখানে আসেন। তাঁর পদার্পণমাত্রেই বৈশালী আবার সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বুদ্ধের আগমন, মতান্তরে নিষ্ক্রমণের পর স্মারক হিসেবে একটি সুদৃশ্য তোরণও নির্মাণ করা হয়েছিল সেকালে। সম্প্রতি একটি খননকার্যের ফলে লুপ্ত বৈশালীকে পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। জাপানিরা কোটি কোটি টাকা ঢালছেন এর পেছনে। এখানে বহু প্রাচীন মূর্তি ও কয়েকটি স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে। হাজিপুর থেকে বাসে করে লালগঞ্জ এসে মজঃফরপুরগামী যে-কোনও বাসে চেপে বৈশালীতে আসা যায়..।"

রাজারামবাবু কপালে হাত রেখে বললেন, "হায় ভগবান! কাদের সঙ্গে আমি কথা বলছি তা আমি নিজেই বোধহয় জানি না। তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সম্ভবত কিছুদিন আগেই বোধহয় তোমরা এই জায়গা থেকে ঘুরে এসেছ।"

"হ্যাঁ। দারুণ একটা অভিযানের সূত্রে বিহারের বেশ কয়েকটি অঞ্চল ঘুরতে ঘুরতে ওই জায়গায় গিয়ে পড়েছিলাম আমরা। আমাদের নিয়ে লেখা 'পাণ্ডব গোয়েন্দা—১৪' বইয়ে ওইসব জায়গার বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে।"

"শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম। তা ওই বৈশালীর খননকার্যের তদারকির দায়িত্বে একসময় আমিও ছিলাম। শুধু বৈশালী নয়, এইরকম আরও একটি জায়গায় খননকার্যের সময় আমাকে দীর্ঘদিন সেখানে থাকতে হয়েছিল। সেই জায়গার নাম বিক্রমশীলা।"

বাবলু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "অতীতের সেই বিক্রমশীলা মহাবিহার!"

"হ্যাঁ।"

"ওই জায়গাটা কোথায় বলুন তো? আমাদের খুব যাওয়ার ইচ্ছে। আমরা নালন্দায় গেছি, বৈশালীতে গেছি, কিন্তু বিক্রমশীলায় যাইনি।"

"ওটাও বিহারে। সাহেবগঞ্জ আর ভাগলপুরের মাঝামাঝি জায়গায়।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি! ভাগলপুর, মুঙ্গের সব জায়গাতেই তো গেছি আমরা।"

"একটা জায়গায় কিন্তু যাওনি। সেই জায়গার নাম গৈরীনাথ।"

"সেখানেও গেছি। সুলতানগঞ্জে নেমে গঙ্গার মাঝখানে মোচাকৃতি পাহাড়ের ওপর আজগৈবীনাথের মন্দির দর্শন করেছি। মনোরম জায়গা। গঙ্গার ধারে বসে প্যাঁড়া মেখে দইচিড়া খেয়েছি। জামালপুরে কালীপাহাড়িতে গেছি। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে বালতিতে করে গরম জল তুলে স্নান করেছি। ভাগলপুর থেকে দুমকা দেওঘরের পথে মান্দারহিল দেখেছি। কাছিমের পিঠের মতো ন্যাড়া পাহাড়ের ওপরে কী দারুণ সৌন্দর্য। শুধু বিক্রমশীলার অবস্থানটা জানতাম না বলে যাওয়া হয়নি।"

"এবার তা হলে সময় করে একবার অবশ্যই যেয়ো।"

"যাব। তার আগে সাহেবগঞ্জের নিরালাবাসেও কিন্তু থাকব দু'-একটা দিন।"

রাজারামবাবু বললেন, "সে তো খুবই আনন্দের কথা। তবে কিনা ওদের ওখানে রিসেপশন খুব একটা ভাল পাবে বলে মনে হয় না। তাই বলি কি তোমরা হোটেলেই ওঠো।"

"সে দেখা যাবে। সেরকম বুঝলে হোটেলে তো উঠবই। আমাদের প্রধান কাজই হবে আপনাকে সন্ত্রাসমুক্ত করা আর আপনার পরিবারের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করা।"

"সেটা অবশ্য কখনও সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। লালজি ভিমানির হাত থেকে তোমরা আমাকে মুক্তি দিতে পারলেও আমাদের পারিবারিক ব্যাপারে তোমরা ব্যর্থ হবে।"

"এমন মনে হওয়ার কারণ?"

"সব বলছি একে একে। এইবারই কিন্তু আসল কথার প্রসঙ্গে আসি। বৈশালী আর বিক্রমশীলায় খননকার্য চালাবার সময় সে যুগের এমন সব মূল্যবান নিদর্শন আমি পাই, যা কিনা দেশের পক্ষে এক অমূল্য সম্পদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তার সবই প্রায় আমি সরকারের হাতে তুলে দিই। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন এমন এক সম্পদ আমি পেলাম যা পেলে কেউ হাতছাড়া করে না।"

"কী সে জিনিস?"

"সেটি হল আম্রপালির উদ্যানে পুঁতে রাখা দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা লাফিয়ে উঠল সকলে। বলল, "কী বলছেন আপনি! এও কি বিশ্বাস করতে হবে?"

"অবিশ্বাস করারও তো কিছু নেই। তোমরাই বলো না ভারতের ইতিহাসে যুগ যুগান্তর ধরে যত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কাহিনী তোমরা পড়েছ, তাদের সেই সমস্ত বৈভব, প্রাচুর্য কোথায় গেল? সবই কালক্রমে পাহাড়প্রমাণ মাটির নীচে ঢাকা পড়ে যায়নি কি? তারই ছিটেফোঁটা কখনও-সখনও হাতে এসে যায়। আমি যে স্বর্ণমুদ্রার কথা বলছি সম্ভবত তা মহারাজ প্রসেনজিতের। সেই সময় ওগুলোকে 'কার্ষাপণ' বলা হত। যাই হোক, তা থেকে আমি এগারোটি স্বর্ণমুদ্রা আমার নিজস্ব সংগ্রহে রেখে বাকি সবই আমি তুলে দিয়েছিলাম সরকারের হাতে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বলল, "উপযুক্ত কাজই আপনি করেছিলেন।"

"না। জীবনের চরম ভুলটাই আমি করেছিলাম সেদিন।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "এ কথা বলছেন কেন?"

"বলছি এই কারণে যে, আমি তখন চারদিকে শত্রুবেষ্টিত। আমার মূল শত্রু তখন লালজি ভিমানি। শুধু লালজি নয়, আরও অনেকেই ছিল ওই দলে। তাই ওই স্বর্ণমুদ্রা হস্তান্তরের সময়ই আমার সঙ্গে চরম শত্রুতাব সৃষ্টি হয় ওদের।"

বাবলু বলল, "লালজি ভিমানির ব্যাপারে আমাদের একটু বুঝিয়ে বলুন তো এবার।"

"হ্যাঁ, ওর কথা না বললে ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হবে না। লালজি ভিমানির বাড়ি ছিল লালগঞ্জে।"

"ছিল কেন, এখনও আছে। আসলে ও মহারাষ্ট্রের আকোলা অঞ্চলের লোক। শৈশবে মাতাপিতৃহীন হয়ে এক লালাজির সঙ্গে এদেশে আসে। পরে তাঁর সহায়তায় বিত্তবান হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ায়। লালগঞ্জে ওর বিশাল দালানকোঠা। হাওড়ার নন্দীবাগানে বাড়ি। প্রচুর সম্পত্তির মালিক। শোনপুরের মেলায় ঘোড়া কেনাবেচা থেকে কলকাতায় প্রোমোটারের কাজও করে। তবে কিনা ওর প্রধান ব্যবসা ছিল নতুন আবিষ্কৃত প্রাচীন মূর্তি চোরাচালানের। বৈশালীতে খননকার্যের ফলে যেসব মূর্তি আমি উদ্ধার করেছিলাম তার বেশিরভাগই ওদের চক্রের মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়ে যায়। তার কারণ এই খননকার্য এলাকাভিত্তিক হওয়ায় আমার পক্ষে তো সবদিকে নজর দেওয়া সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া এই বিশাল কর্মকাণ্ডে একা আমি নই, আরও অনেক অফিসারই ছিলেন। ওই সময় কিছু মূর্তি আমিও সরিয়ে ফেলেছি। তবে সেগুলো বিদেশিদেব হাতে তুলে দিইনি। তাকে যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছি আমার নিজস্ব সংগ্রহশালায়। এর মধ্যে কালো কষ্টিপাথরের এমন একটি মূর্তি আমার সংগ্রহে আছে যার আর্থিক মূল্য নির্ধারণ করা এখনও সম্ভব নয়।"

"কীসের মূর্তি সেটা?"

"অবলোকিতেশ্বরের। অসাধারণ ভাস্কর্য তার।"

বাবলু একটু গম্ভীরভাবে বলল, "বুঝেছি, ওই মূর্তির লোভেই তা হলে এত কাণ্ড।"

রাজারামবাবু বললেন, "না। ঠিক তাও নয়। যার জন্য এত কাণ্ড তার কথায় পরে আসছি।"

বিচ্ছু এতক্ষণ একটি কথাও না বলে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল রাজারামবাবুর কাহিনী। সে আর থাকতে না পেরে বলল, "সত্যি, আপনি অসম্ভব রকমের সাসপেন্স রেখে বলতে পারেন তো!"

রাজারামবাবু বললেন, "এইভাবে না বললে আমার অবস্থার কথা তোমাদের বোঝাব কী করে?"

বাবলু বলল, "বলুন এবার যা বলবেন।"

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ওই সমস্ত উদ্ধার হওয়া মূর্তির ব্যাপারে ওরা বারবার আমাব সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। প্রলোভনও দেখিয়েছিল অনেক। কিন্তু আমি ওদের সরাসরি না করে দিয়েছি। তাই আমার ওপর একটা চাপা আক্রোশ ছিল ওদের। আমি যখন যেখানে যা পেয়েছি তখনই তা জমা করে দিয়েছি সরকারের খাতায় এবং দু'-একদিনের মধ্যেই তা যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তারই ভেতর থেকে কিছু কিছু বাছাই করা মূর্তি আমি সরিয়েও রেখেছি আমার সংগ্রহশালায়। সেটা কেউ টেরও পায়নি। সরকারি গাড়ি নিয়ে যখন কলকাতায় আসতাম তখনই একটি একটি করে রেখে যেতাম আমার এখানকার বাড়িতে। আমার ঘরে এখন কোটি-কোটি টাকার সম্পদ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা বিস্ময়ে হতবাক!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজারামবাবু আবার বললেন, "আমার স্ত্রীব কিন্তু ঘোর আপত্তি ছিল এই ব্যাপারে। তিনি প্রতিবাদ করতেন, 'এ অন্যায়। এ অপরাধ। এইভাবে অবৈধ উপায়ে এইসব জিনিস তুমি কখনওই নিজের কাছে রাখতে পারো না। এর জন্য একদিন তোমাকে জেলে যেতে হবে। আব তখন আমি কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না। মেয়েটার দিকে আঙুল দেখিয়ে সবাই বলবে, এর বাবা চোর। তাই বলি কী, এখনও সময় আছে, এ-সবই তুমি সরকারের ঘরে জমা করিয়ে দাও।' আমি স্ত্রীর কথায় কর্ণপাতও করতাম না। বলতাম, 'ওই সংগ্রহগুলো আমার প্রাণ। ওগুলো আমি কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারব না।' যাই হোক, এই তর্কবিতর্কের দিনগুলোর মধ্যেই হঠাৎ করে একদিন যখন ওই স্বর্ণমুদ্রার সন্ধান পেলাম তখন কিন্তু আমি আর ঠেকাতে পারলাম না লালজি ভিমানিকে। আমার নিজের জীবনও তখন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ডোডি, ডাম্পি, পিন্টোদের ভয়ংকব চেহারা তখনই প্রথম দেখলাম। বুঝলাম ঘাতকের দল এরা। তবুও এগারোটি স্বর্ণমুদ্রা নিজের সংগ্রহে রেখে বাকি মুদ্রা তুলে দিলাম সরকারের হাতে। কিন্তু দিলে কী হবে, আমাব সঙ্গী অফিসার ও লালজি ভিমানির অশুভ আঁতাতে সেই স্বর্ণমুদ্রা পথিমধ্যে লুট হয়ে গেল। এমনটি যে হবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। আমার সঙ্গী অফিসারবা তাঁদের আখেব ভালভাবেই গুছিয়ে নিলেন। লালজি ভিমানিও লালে লাল হয়ে উঠল। যাই হোক, এর পব আমি বদলি হয়ে এলাম বিক্রমশীলায়। কিন্তু লালজি ভিমানির লোভের হাত যে সেখানেও পাতা ছিল তা আমাব জানা ছিল না। এখানে এসে এমন এক মূল্যবান সম্পদ আমার হাতে আসে যেটা পাওয়ার জন্যই হন্যে হযে উঠল লালজি ভিমানির চক্র।"

বাবলু বলল, "কী সে জিনিস?"

"সেই জিনিসটা হল চন্দনকাঠেব পেটিকার মধ্যে বাখা এক বিঘত পরিমাণ একটি রত্নময় সুবর্ণচক্র। যা কিনা তন্ত্র উপাসনাব কাজে লাগে। চক্রটি অষ্টকোণ বিশিষ্ট। কয়েকটি ত্রিভুজকে কোনাকুনি করে রাখলে যেমন হয়, ঠিক তেমনটি। সেগুলো সহস্রটি ছোট-ছোট বজ্রমণি দ্বারা এমনভাবে সংযুক্ত যে, দেখলেই মনে হবে এটি যেন একটি রত্নময় মণিপদ্ম। আর সেই চক্রের মাঝখানে বড়সড় এমন একটি হীরকখণ্ড সযত্নে বসানো আছে, যার দ্যুতিতে চোখ ঝলসে যায়। চক্রের পেছনদিকে তিব্বতি ভাষায় লেখা 'ওম মণিপদ্মে হুম' ও অন্য একটি মহামন্ত্র। সম্ভবত বিক্রমশীলা মহাবিহারের গৌরবময় অধ্যায়ের যুগে তিব্বত থেকেই কেউ এটিকে নিয়ে এসেছিল। হয় সেটিকে চুরি করে আনা হয়েছিল, নয়তো কোনও লামা এটির উপাসনা করতেন বলে এটিকে সঙ্গে করে বয়ে এনেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কোনও কারণে এটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। ধ্বংসস্তূপের ভেতরে একটি উপাসনা বেদির মধ্যে এটি পাওয়া যায়।"

বাবলু বলল, "আপনার কথা আমরা যত শুনছি ততই বিস্ময়ে হতবাক হচ্ছি।"

"কাজেই বুঝতে পারছ তো, এইসব জিনিস হাতে এলে কেউ কি তা সহজে হাতছাড়া করে?"

"কিন্তু এইসব জিনিস ব্যক্তিগত সংগ্রহে বাখার অধিকারও তো আপনার নেই।"

"নেই বলেই তো কাল রাতের ঘটনার কথা পুলিশকে জানালাম না। কেন না, থানা-পুলিশ করলে ঘটনার তদন্ত হলে বামাল সমেত ধরা পড়ে যেতাম। যাই হোক, ওই জিনিসটা আমার হাতে আসার পর আমি অত্যন্ত নিরাপদ জায়গায় সেটিকে লুকিয়ে রেখে গোপনে কহলগাঁও-এর এক তিব্বতি-জানা বৌদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তাঁর সঙ্গে আমার বেশ কিছুকাল আগেই পরিচয় হয়েছিল। বয়স প্রায় আশির কাছাকাছি। অত্যন্ত জ্ঞানী। নাম দীননাথ উপাধ্যায়। সেবকরাম নামে তোমাদের বয়সি এক ভক্ত তাঁর দেখাশোনা করত। একমাত্র পণ্ডিত দীননাথ ছাড়া আর কাউকেই আমি দেখাইনি জিনিসটা। এমনকী, ওই বস্তুপ্রাপ্তির কথা জানাইওনি কাউকে। দীননাথ ওই চক্র বা যন্ত্র দেখেই চমকে উঠলেন। বললেন, 'শোনো, এই সাধনচক্রটি তারা উপাসকদের একটি যন্ত্রবিশেষ। ওর সাহায্য ছাড়া সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। ওর অনেক ক্রিয়া আছে। নেহাত মামুলি কোনও চক্র ওটি নয়। বহুকাল আগে তিব্বতের রাজধানী লাসার একটি গুম্ফা থেকে খাম্পা দস্যুরা ওটিকে চুরি করে পালিয়ে যায়। যতদূর জানি তারা কেউ ধরা পডেনি বা ওই যন্ত্রটি উদ্ধাব হয়নি। সেই থেকে সেই পবিত্র গুম্ফাটিও চক্রের অভাবে পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। কিন্তু সেই মহামূল্যবান বস্তুটি যে কীভাবে বিক্রমশীলায় এল, তা ভেবেই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।' আমি বললাম, 'এটাই যে সেই চক্র, সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত?' উনি বললেন, 'অবশ্যই। আমি টিবেটিয়ান ভাষা জানি। গৌতম বুদ্ধের উপাসক। ওই বস্তুটির বৃত্তান্ত আমার অজানা নয়। তবুও এই চক্রের মধ্যে তিব্বতি ভাষায় যা লেখা আছে তা পড়েই আমি আরও বেশি নিশ্চিন্ত হয়েছি। তোমার উচিত এই জিনিস নিজের কাছে না রেখে অবিলম্বে যেখানকার জিনিস সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে আসা।' আমি বললাম, 'আপনার আদেশই শিরে'ধার্য। সময় এবং সুযোগ পেলে অবশ্যই এই কাজ করব আমি।'"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "কতদিন আগেকার কথা এসব?"

"তা ধরো না কেন, বছর পনেরো আগেকার কথা।"

"এর মধ্যে আপনি কি একবারও জিনিসটা যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে আসবার কথা চিন্তা করেছিলেন?"

"করেছি। কিন্তু সফল হইনি। তার কারণ তিব্বত এখন চিনের অধীনে। তীর্থযাত্রীরা মানস সরোবরে যান তাও কড়া প্রহরায়। অতএব...।"

বিলু বলল, "আপনি মানস সরোবর পর্যন্ত কিন্তু অনায়াসেই যেতে পারেন।"

"তাতে লাভটা কী?"

বাচ্চু বলল, "তাতে লাভটা এই, তিব্বতের যন্ত্র তিব্বতে পৌঁছলে আপনি ওটি মানস সরোবরেও বিসর্জন দিতে পারেন, আবার কোনও লামার হাতেও তুলে দিতে পারেন।"

বিচ্ছু বলল, "আমার মতে বলে অতটা ঝুঁকি না নিয়ে এখান থেকে সময় এবং সুযোগমতো একদিন সোজা চলে যান আপনি ম্যাকলয়েডগঞ্জে। আপার ধরমশালার ওই জায়গার নাম লিট্‌ল লাসা। সেখানে গিয়ে দলাই লামার সঙ্গে দেখা করে জিনিসটা আপনি তাঁর হাতেই পৌঁছে দিয়ে আসুন। তারপরে বাকি ব্যবস্থাটা উনিই করে ফেলবেন। মাঝখান থেকে আপনারও দায়িত্ব শেষ।"

রাজারামবাবু বললেন, "বাঃ বাঃ। বেশ বলেছ তো? এই বুদ্ধিটা আমার মাথায় কিন্তু একবারও আসেনি। তা এ-কাজের দায়িত্ব যদি আমি তোমাদেরকেই দিই?"

"তা হলে দারুণ খুশি হব আমরা। কারণ এই নিয়ে আমাদের দু'বার ওই জায়গায় যাওয়া হবে। তবে তার আগে বিক্রমশীলাটা একবার ঘুরে আসব আমরা।"

"হ্যাঁ, যাও। সময় করে দু'-চারদিনের জন্য একবার ঘুরে এসো। আগে তো বিক্রমশীলা বাংলাতেই ছিল। এখন বিহারে। অঙ্গদেশে। মানে বর্তমানে ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত। খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছিলেন এর অধ্যক্ষ। সেই সময় এই বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধসাহিত্যচর্চার এবং বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র বলে পরিগণিত হত। বখ্‌তিয়ার খিলজির আক্রমণে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিক্রমশীলা মহাবিহার শ্মশানে পরিণত হয়।"

ভোম্বল ঘাড় হেঁট করে এতক্ষণ সকলের সব কথা শুনে যাচ্ছিল। এইবার বলল, "বিক্রমশীলার ইতিহাসের কথা থাক। এখন বলুন, আপনি তো দীননাথ উপাধ্যায় ছাড়া আর কাউকেই ওই জিনিস দেখাননি বা ওই সম্বন্ধে কোনও গল্প করেননি। তা হলে লালজি ভিমানি ওটার ব্যাপারে জানল কী করে?"

"কীভাবে জেনেছে তা আমিও জানি না। সম্ভবত আমার কাজকর্মের ব্যাপারে তদারকির জন্য আমারই কোনও খননকারী কর্মচারীকে ও হাত করে রেখেছিল। না হলে কী করে সম্ভব!"

বাবলু বলল, "আমারও তাই মনে হয়।"

"কহলগাঁও থেকে ফেরার পথে রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে ও আমাকে আক্রমণ করে ওর দলবল নিয়ে। বলে, 'কিছু একটা জিনিস তুমি নিশ্চয়ই পেয়েছ বাবু রাজারামজি। ওটা কী, আমি দেখতে চাই। শুধু দেখতে নয়, পেতেও চাই। যদি ভালয়-ভালয় দিয়ে দাও তা হলে ঠিক আছে। না হলে কিন্তু দারুণ বিপদে পড়বে তুমি। আমার সঙ্গে চালাকি করে পার পাবে না। আমাদের সঙ্গে হাত মেলালে অত স্বর্ণমুদ্রা হাতছাড়া হত না তোমার। আমরা কেমন ফুলেফেঁপে গেলাম, তা তুমি যেমন ছিলে তেমনই রয়ে গেলে।' "

বাবলু বলল, "এত কথা যখন বলেছে তখন জিনিসটা নিশ্চয়ই চোখে পড়েছে ওর। কিন্তু কীভাবে? আপনার ওখানে তখন কে-কে থাকত?"

"কেউ না। স্ত্রী থাকতেন ভাগলপুরে বাপের বাড়িতে। অনু তখন সবে হয়েছে। আমি এখানে একাই থাকতাম। আমার রান্না ও অন্যান্য কাজের জন্য পুনিয়া নামে একটি মেয়ে থাকত। স্বামী বিতাড়িতা। তবে সর্বক্ষণের জন্য থাকত না। কাজ হয়ে গেলেই চলে যেত সে।"

"ওই জিনিসটা আপনি যখন নাড়াচাড়া করছিলেন, পুনিয়া তখন সেটা দেখে ফেলেনি তো?"

"অত কি আমার মনে আছে? পনেরো বছর আগেকার কথা। যাই হোক, লালজি তো আমাকে দারুণ শাসাল। আমি পুরো ব্যাপারটাই অস্বীকার করলাম। ওরা আমাকে সার্চ করেও কিছু পেল না।"

ভোম্বল বলল, "সে কী! জিনিসটা তো আপনার সঙ্গেই ছিল।"

"না। ছিল না। কেন না, আজ থেকে চোদ্দো-পনেরো বছর আগে কহলগাঁও-এর রাত যে কী ভয়ানক ছিল তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। তাই আমি ওই মহামূল্যবান জিনিসটা নিয়ে পথে নামতে সাহস করিনি। ওটি আমি উপাধ্যায়ের কাছেই সে রাতের জন্য রেখে এসেছিলাম। উনিও সযত্নে সেটিকে তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রেখেছিলেন নিরাপদ স্থানে। তাই সে যাত্রা আমিও বেঁচে গেলাম। জিনিসটাও হাতছাড়া হল না। কিন্তু ঘটনার গতি এমনভাবে মোড় নিল যে, তা বড়ই রহস্যময়। ওইদিনই গভীর রাতে দীননাথ এক অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। দুষ্কৃতীরা ওঁর ঘরে ঢুকে সবকিছু ভাঙচুর করে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিল ওঁকে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সমস্বরে বলল, "তারপর?"

"তারপর আর কী? খবর শুনে দুরুদুরু বুকে উপাধ্যায়ের ওখানে গিয়ে দেখলাম জিনিসটা উধাও। সেইসঙ্গে সেবকরামও।"

বাবলু বলল, "সে কী!"

বিলু বলল, "তা হলে পুনিয়া বা আর কেউ নয়, ওই সেবকরামই দুষ্কৃতীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল।"

রাজারামবাবু বললেন, "না। ঠিক তাও নয়। ব্যাপারটা খুব জটিল এবং অন্যরকম।"

ভোম্বল বলল, "তবে কি লোভের বশবর্তী হয়ে সেবকরাম ওটিকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল?"

"তাও না। সেবকরামের কথায় পরে আসছি। এখন আমার কথা বলি। বিক্রমশীলা আমার কাজের জায়গা হলেও আমি কিন্তু কহলগাঁওয়ের কাছাকাছি থাকতাম। উপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে আমার বাড়ির ব্যবধান ছিল তিন কিমির মতো। কাজের সময় আমি সরকারি গাড়ি ব্যবহার করলেও সবসময় তা করতাম না। তা ছাড়া পাঁচটার পর ড্রাইভারকে সরকারি নিয়মে ছুটি আমাকে দিতেই হত। আমার ধারণা, আমি উপাধ্যায়ের বাড়িতে এলে ওরা কোনওরকমে টের পেয়ে ওইখানেই কোথাও থেকে কোনও ফাঁকফোকর দিয়ে দেখে ফেলে সবকিছু। সন্ধেরাতের অন্ধকারের জন্য আমরা কেউ তা টের পাইনি। পরে ওরা আমার পিছু নিয়ে আমাকে আক্রমণ করে, কিন্তু ঈপ্সিত বস্তু না পেয়ে আমাকে তখনকার মতো ছেড়ে দিয়েই হানা দেয় উপাধ্যায়ের বাড়িতে। আমি যখন ওঁর ওখানে গিয়েছিলাম তখন সরকারি গাড়িতে। ফলে ওরা ঝামেলা করতে পারেনি। ফেরার সময় পদব্রজেই আসছিলাম। তাই ওরা সুযোগ পেল আমাকে ধরবার।"

বাবলু বলল, "তারপর কী হল?"

"আমি বুঝলাম দিনের আলো ও শয়তানের চোখ এই দুইকে আড়াল করা সত্যই অসম্ভব। তবে সেবকরামকে আমি সন্দেহ করিনি এই কারণে যে, ও ওদের স্পাই হলে উপাধ্যায় খুন হতেন না, বা আমিও আক্রান্ত হতাম না। জিনিসটা ও কিছু টাকাপয়সার বিনিময়ে অনায়াসেই ওদের হাতে তুলে দিত।"

"তা হলে ও পালাল কেন?"

"উপাধ্যায়ের নির্দেশেই ও নিজের জীবন আর ওই অমূল্য সম্পদ নিয়ে সে রাতে গা ঢাকা দিয়েছিল। আশ্রয় নিয়েছিল কহলগাঁওয়েরই এক দুর্দান্ত প্রতিপত্তিশালী শেঠের বাড়িতে। তাঁর নাম ঠাকুর বিন্ধ্যাচল রাম। কিন্তু বাঘের গ্রাস থেকে পালিয়ে বেঁচে ওকে যে সিং-এর মুখে পড়তে হবে, তা ও ভাবতেও পারেনি। বিন্ধ্যাচল রাম ওকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েই একটি ঘরে ওকে বন্দি করে রাখে। বিপদ বুঝে সেবকরাম দরজার পাশে ওত পেতে থাকে পালাবার জন্য। ঘরে কোনও আলোর বালাই ছিল না। অনেক পরে বিন্ধ্যাচল তাঁর একজন লোককে সঙ্গে করে আলো আর খাবার নিয়ে ওকে দিতে এলে ও চোখের পলকে পাশ কাটিয়ে একেবারে হাওয়া। তারপর গঙ্গা পার হয়ে বহুকষ্টে পৌঁছে যায় ওর দেশের বাড়িতে। সেই যে গিয়েছিল আর এ-মুখো হয়নি। হয়নি তার কারণ লোকমুখে উপাধ্যায়ের মৃত্যুসংবাদ ও জেনেই গিয়েছিল। তার ওপর ভয় ছিল লালজি ভিমানি ও বিন্ধ্যাচল রামের।"

রাজারামবাবুর কথা শুনে বাবলু বলল, "এ যা শুনছি এর কাছে তো যে কোনও রহস্যরোমাঞ্চ সিরিজের উপন্যাসও হার মেনে যায়। কাহিনী শুনে মনে হচ্ছে কহলগাঁওয়ের ওই বিন্ধ্যাচল রাম লালজি ভিমানির চেয়েও ভয়ংকর। আমার মনে হয় উনিই এই দুষ্টচক্রের গডফাদার নন তো? না হলে লালগঞ্জের লালজি ভিমানি বিক্রমশীলায় এসে পাত্তা পান কী করে? তা এর পর ঘুরেফিরে ওই জিনিসটা আবার আপনার হাতে কীভাবে এল সেই কথাই বলুন।"

"সে আর-এক ঘটনা। বিন্ধ্যাচলের সঙ্গে আমার কিন্তু কখনও কোনও শত্রুতা, এমনকী আলাপ-পরিচয়ও ছিল না। তবে ভাগলপুরের কাছে নাথনগরের জৈন মন্দিরে একবার আমি তাঁকে দেখেছিলাম। দীর্ঘ উন্নত বলিষ্ঠ চেহারা। চোখে-মুখে কেমন যেন একটা হিংস্র ভাব। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, গলায় সোনার চেন। চলায় ফেরায় আভিজাত্য ফুটে ওঠে। ওঁর চেহারা দেখে আমার বুকও কেঁপেছিল, আবার ভালও লেগেছিল। তা সে বহুদিন আগেকার কথা। ওই ঘটনার পর থেকে কেন জানি না লালজি আমাকে আর বিরক্ত করেনি। এমনকী ওকে আর দেখাও যায়নি ওই অঞ্চলের ধারেকাছে। আমিও কিছুদিন পর কহলগাঁও থেকে আমিনগাঁও-এর দিকে বদলি হয়ে যাই। এর পর অনেক বছর বেশ নির্ভাবনায় কেটে যায়। বছর দু'-তিন আগে আমাকে একবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে ভাগলপুরে যেতে হল আমার শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে এক আত্মীয়ার মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে। তা সেখানেই হঠাৎ করে বাজারের পথে দেখা হয়ে গেল সেবকরামের সঙ্গে। ও কী একটা কাজে ওর গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে ভাগলপুরে এসেছিল। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল সে। বলল, 'বাবু, আমার ধর্মবাপ খুন হয়ে গেল কিন্তু আমি কিছু করতে পারলাম না। কারণ উনি তার আগেই আমাকে ওই চন্দনকাঠের পেটিকা নিয়ে পালিয়ে যেতে বলেছিলেন। যার মধ্যে সেই অভিশপ্ত জিনিসটা ছিল। কিন্তু ওটা নিয়ে পালাবার সময় আমি বিন্ধ্যাচলের খপ্পরে পড়ে গেলাম।' বলে সেই রাতের ঘটনার কথা শোনাল আমাকে। তারপর বলল, 'ওই জিনিসটা আজও আমি বুকে করে আঁকড়ে রেখেছি বাবু। আমার বউ-ছেলেকেও বলেছি, যদি আমার মৃত্যুকাল পর্যন্ত বাবুর সঙ্গে আর দেখা না হয় তবে আমার মৃত্যুর পর ওরা যেন ওই অভিশপ্ত আধারটি গঙ্গার গর্ভে বিসর্জন দেয়। তা আপনার জিনিস আপনিই এবার ফিরিয়ে নিন বাবু। নিয়ে আমাকে মুক্তি দিন।' সেবকরামের কথা শুনে নিজের কানকেও আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার স্ত্রী বারবার বললেন, 'ওই জিনিস বাড়িতে ঢুকিয়ে আর নতুন করে নিজের বিপদ ডেকে এনো না।' মেয়েও বারবার বারণ করল। আমি কারও কথা শুনলাম না। সেই যাত্রাতেই ওর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে ওর দেশের বাড়িতে গিয়ে সেই জিনিসটা নিয়ে এসে আমার কাছে রাখি। আর তখন থেকেই আমাদের পারিবারিক বিপর্যয় শুরু হয়। আমার স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে পাকাপাকি ভাবে সাহেবগঞ্জেই থেকে যান। আমিও জেদের বশে জিনিসটা বাড়িতেই রেখে দিই। জিনিসটা এখন আছে বাহাদুরের জিম্মাদারিতে। কেন না হঠাৎ করে আমি খুন হলেও ও জিনিস ওদের হাতে কখনও যাবে না। বুদ্ধি করে দারুণ একটা জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে ও।'"

"কিন্তু জিনিসটা যে আবার আপনার হস্তগত হয়েছে এই খবরটা ওরা পেল কী করে?"

"ঠিক যেভাবে সেবকরামের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সেইভাবেই শোনপুরের মেলায় হঠাৎ করে লালজির সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ওর। লালজি ওর দেশের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে সেখানে গিয়ে ওর বউ-ছেলেকে ভয় দেখিয়ে ওটার ব্যাপার জেনে নেয়। আর তখন থেকেই লালজি আবার নতুন করে বিরক্ত করতে শুরু করে আমাকে। এমনকী, একবার সাহেবগঞ্জের বাড়িতে চড়াও হয়ে আমার বউ-মেয়েকেও খুব ভয় দেখায়। জিনিস না পেলে মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার হুমকিও দেয়। তবে কিনা স্থানীয় লোকেরা রুখে দাঁড়ালে সেই যে পালিয়েছে তারপর থেকে আর আসেনি। যাওয়ার সময় ওদেরই একজন আমার মেয়ের গলা থেকে মূল্যবান লকেটটি নিয়ে পালিয়ে যায়। সোনা হারানোর জন্য দুঃখ নেই। কিন্তু বৌদ্ধযুগের নিদর্শন সেই স্বর্ণমুদ্রার একটি দিয়ে ওই লকেট তৈরি হয়েছিল তাই আমার আপশোশ। যাওয়ার সময় ওরা বলে গেছে, 'এখন তো একটা নিয়ে গেলাম। পরের বার এসে সব নিয়ে যাব। এরকম আরও অনেক আছে তোদের কাছে।'"

বাবলু বলল, "বাকি স্বর্ণমুদ্রাগুলো?"

"ওগুলো সব আমার কাছেই আছে। ব্যাঙ্কে রাখি না, তার কারণ আমার পক্ষে ব্যাঙ্কের লকারও নিরাপদ নয়।"

"আপনার এখন যক্ষের ভূমিকা। যাই হোক, আমরা শুধু স্বর্ণমুদ্রা নয়, ওই দুর্লভ চক্র ও আপনার সংগ্রহশালাটিও দেখতে চাই।"

রাজারামবাবু বললেন, "বেশ তো, এ তো খুবই আনন্দের কথা। এসো আমার সঙ্গে। সবই দেখাব তোমাদের।" বলেই হাঁক দিলেন, "বাহাদুর! বাহাদুর!"

কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ নেই।

রাজারামবাবু বললেন, "এই ভর সন্ধেবেলায় কোথায় যে গেল ছেলেটা! ওর ওই একটাই রোগ, না বলেকয়ে হুট করে বেরিয়ে যায়।"

এমন সময় হঠাৎই ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়েই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে গেল পঞ্চু। মনে হল কে বা কারা যেন দ্রুত ওপরে উঠে সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিল। পঞ্চু নিষ্ফল আক্রোশে বন্ধ দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিৎকার করতে লাগল, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তৎপর হয়ে বলল, "চেঁচিয়ে লাভ নেই পঞ্চু, নীচে আয়। ও দরজাটা ওরা আর খুলবে না।" বলেই নীচে নেমে বাইরের দরজা খুলতে দিয়ে দেখল সে দরজাও বাইরে থেকে বন্ধ।

ওরা যখন কী করবে না করবে ভাবছে, রাজারামবাবু তখন হঠাৎ কী যেন দেখে শিউরে উঠলেন। বললেন, "ওঃ ভগবান! আমার সব গেল। বাহাদুরের সঙ্গে সেই আসল রত্নটিও উধাও। ওই—ওই দ্যাখো।"

ওরা দেখল, বাহাদুরের ঘরের এক কোণে ক্যাম্পখাটের নীচে দুটো মোজাইক টালি সরানো। অর্থাৎ কিনা

ওর মধ্যেই যে দুর্লভ বস্তুটি ছিল তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু চোরেরা কীভাবে টের পেল জিনিসটা ওখানে আছে বলে?

বাইরে তখন প্রচণ্ড শব্দে একটা বোমা ফাটল। আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ধীরে ধীরে গ্রাস করছে এলাকাকে। রাজারামবাবু বুকে হাত চেপে বসে পড়লেন।

॥ ৩ ॥

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যে এই মুহূর্তে কী করবে, তা ভেবে পেল না। বাইরে বেরোনোর দরজা বন্ধ। ওপরের ছাদে ওঠারও উপায় নেই। দুষ্কৃতীরা যাওয়ার সময় শিকল দিয়ে গেছে সেখানে। কিন্তু ওরা পালাল কীভাবে? ওপর থেকে দড়ির মই বেয়ে? না কি এ-ছাদ ও-ছাদ করে লাফিয়ে?

এদিকে রাজারামবাবুর তো এই অবস্থা। জিনিসটা হারানোর শোকে ভদ্রলোকের স্ট্রোক না হয়ে যায়।

বাইরে তখন অনেক লোকজনের শোরগোল শোনা যাচ্ছে। দারুণ উত্তেজনা।

বাচ্চু আর বিচ্ছু দ্রুত ওপরে উঠে দোতলার জানলা থেকে চেঁচাতে লাগল, "এই যে! শুনছেন? কে আছেন? নীচের দরজাটা একটু খুলে দেবেন? আমরা বেরোতে পারছি না।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার লোকেরা খুলে দিল দরজা। দরজা খোলা পেয়েই পঞ্চু তো এক লাফে বাইরে বেরিয়ে চিৎকারে মাত করে দিল চারদিক।

ওদের মুখে সব শুনে পাড়ারই এক যুবক জলের পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে খুলে দিল সিঁড়িঘরের দরজাটা। তখনই বোঝা গেল দুষ্কৃতীরা এ-ছাদ ও-ছাদ করে লাফঝাঁপ দিয়ে পালিয়েছে। হাওড়া শহরের এইসব এলাকার ঘরবাড়ি নিয়মবহির্ভূতভাবেই গড়ে উঠেছিল একসময়। তাই ওদের পালিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু দুষ্কৃতীরা এইভাবে পালানোর পথ আবিষ্কার করল কীভাবে? তবে কি গতরাতে সবকিছু দেখেশুনে গিয়েই এই কাণ্ডটা করল আজ? এদিকে বাহাদুরের অন্তর্ধানও অত্যন্ত রহস্যময়।

যাই হোক, পাড়ার লোকজনদের সাহায্য নিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা রাজারামবাবুকে ধরাধরি করে ওপরে ওঠাল। তারপর বিছানায় শুইয়ে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে একটু সুস্থ করল।

খানিকবাদে লোকজন সব বিদায় নিলে বাবলু বলল, "আপনার সেই ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দিলে হত না?"

"কোনও দরকার নেই। তোমরা বরং খোঁজখবর নিয়ে দেখো বাহাদুরটা গেল কোথায়? ছেলেটাকে ওরা মেরেই ফেলল, না গুম করে লুকিয়ে রাখল কোনওখানে?"

বাবলু বলল, "আমার কিন্তু মনেই হয় না ওরা সে সব কিছু করেছে বলে। তার কারণ জিনিসটা ওদের হস্তগত হওয়ার পর বাহাদুরকে খুন করে অথবা কিডন্যাপ করে ওদের লাভটা কোথায়? তা ছাড়া সেরকম কিছু হয়ে থাকলে ওরা ওকে নিয়ে বাইরে দিয়েই চলে যেত। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ছাদ দিয়ে পালাতে যাবে কেন?"

"তা হলে বলছ, বাহাদুরের কোনও ক্ষতি হয়নি?"

"তেমন কথাও জোর দিয়ে বলতে পারি না। তবে কিনা আপাতদৃষ্টিতে সেরকম সম্ভাবনা কিছু দেখছি না।" বাবলুর কথায় আশ্বস্ত হয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসলেন রাজারামবাবু। তারপর বললেন, "আর দেরি নয়। চলো, তোমাদের সবকিছু আমি দেখিয়ে রাখি। না হলে কখন যে কী হয় তা তো বলা যায় না। প্রথমেই তোমাদের স্বর্ণমুদ্রাগুলো দেখাই। তারপরে মূর্তিগুলো। হঠাৎ করে আমার মৃত্যু হলে ওগুলো তোমরা সরকারের হাতে তুলে দিয়ো।"

মূর্তির চেয়েও স্বর্ণমুদ্রাগুলো দেখার জন্য বেশি করে যেন অধীর হয়ে উঠল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। তাই রাজারামবাবুর সঙ্গে ধীরে ধীরে নীচে এল।

বাবলু বলল, "আপনার শরীরের অবস্থা কিন্তু ভাল নয়। ইচ্ছে করলে ওগুলো আপনি কালও দেখাতে পারেন।"

"আজ রাতের মধ্যে যদি আমার কিছু হয়ে যায় তা হলে কাল তোমাদের দেখাবে কে? তোমরা কি বুঝতে পারছ না বিপদের মেঘ কী ভাবে ঘনিয়ে এসেছে আমার মাথার ওপর? বাহাদুর যে কেন এখনও ফিরছে না তাও কি বুঝতে পারছ না? অতএব আর দেরি নয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এমন সময় বিচ্ছুই হঠাৎ বলল, "তাই তো, অনেকক্ষণ পঞ্চুর কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছি না, পঞ্চু গেল কোথায়?"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই দরজার কাছ থেকে উত্তর দিল পঞ্চু, "ভৌ। ভো-উ-উ-উ—।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তুই ওখানেই থাক। পাহারা দে চারদিকে।" বলে রাজারামবাবুর সঙ্গ নিল।

রাজারামবাবু একবার এসে থমকে দাঁড়ালেন বাহাদুরের ঘরের কাছে। তারপর ভেতরে ঢুকে সকলকে দেখালেন কীভাবে জিনিসটা লুকনো ছিল ঘরের ভেতর।

সকলে দেখল যে ঘরে বাহাদুর থাকে সেই ঘরেরই এক কোণে মেঝের দুটি মোজেইক টালি খোলা। খোলা জায়গার নীচে একটি হাতখানেক গর্ত। সেটি বেশ ভালভাবে সিমেন্ট দিয়ে মাজা। সেখানে কিছু বিদ্যুৎপ্রবাহী তার এমনভাবে এদিক-ওদিক রয়েছে, যাতে না জেনে যে-কেউ ওর ভেতরে হাত ঢোকালেই মজাটি টের পেয়ে যাবে। সেই জায়গাটার ওপর বাহাদুরের ক্যাম্পখাট থাকার ফলে কারও জানারও কথা নয় ওখানে গোপনীয় কিছু আছে বলে।

রাজারামবাবু বললেন, "অথচ এখন দ্যাখো, ক্যাম্পখাট সরানো। গর্তের মুখ খোলা। সুইচটা এমন জায়গায়, যা কারও চোখে পড়বার নয়, কিন্তু সেটিও অফ করা। এর দ্বারা কী মনে হয়?"

"মনে হয় অন্য কেউ নয়, আপনার বাহাদুরই সরিয়েছে ওটা।"

রাজারামবাবু বললেন, "ঠিক তাই। কিন্তু কেন এ কাজ করল ও? চুরির উদ্দেশ্য? তা ও কখনও করবে না। কেন না ও তো এই বাড়িরই ছেলে। কোনও অভাব তো রাখিনি ওর। এমনকী, এই বাড়িটাও ওকে আমি লিখে দেব কথা দিয়েছি।"

বাবলু বলল, "ওর প্রতি যখন আপনার এতখানি বিশ্বাস তখন আমার মনে হয় ও কোনও-না-কোনওভাবে টের পেয়েছে যে, শত্রুরা জিনিসটা না পেলে আজকালের মধ্যেই হয়তো খুন করবে আপনাদের দু'জনকে। তাই ও জিনিসটা এমন কোথাও রাখতে গেছে যেখানে আপনারা না থাকলেও শত্রুর হাতে কখনও পড়বে না ওটা।"

"তাই যদি হয় তা হলে সে-কথা আমাকে বলতে কী হয়েছিল? তোমাদেরকেও বলতে পারত। আমি নিজে হাতে জিনিসটা তুলে দিতাম তোমাদের হাতে।"

বাবলু বলল, "দেখুন, কী হয়েছে না হয়েছে ব্যাপারটা, তা খুবই রহস্যময়। এ সবই আমাদের অনুমান মাত্র। বাইরের দরজাটা যদি খোলা থাকত তা হলে কিন্তু ব্যাপারটাকে আমরা অন্যরকম বলে মনে করতাম। ধরেই নিতাম শত্রুপক্ষের লোকেরা ভয় দেখিয়ে জিনিসটা হস্তগত করে ওকে সুদ্ধু নিয়ে পালিয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি।"

"ওই দুষ্কৃতীরা তা হলে ভেতরে ঢুকল কী করে?"

"দু'রকম উপায়ে। হয় আগাগোড়াই ওরা ছাদের রাস্তাটা পছন্দ করেছে অথবা আমরা এখানে আসারও অনেক আগে থেকেই ওরা কোনওরকম ভাবে দরজা খোলা পেয়ে সিঁড়ির নীচে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে বসে ছিল।"

বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন কী যেন ভেবে এদিক-ওদিক করতে করতে রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছে। তারপর দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেই বলল, "শেষেরটাই ঠিক। তার কারণ রান্নাঘরে সকলের জন্য প্লেটভর্তি খাবারদাবার রয়েছে দেখছি। অর্থাৎ বাহাদুর আমাদের চা খাইয়ে পরে কোনও একসময় কাউকে কিছু না জানিয়ে খাবার আনতে চলে গিয়েছিল। দুষ্কৃতীরা সেই ফাঁকেই ভেতরে ঢোকে। বাহাদুর সম্ভবত ফিরে এসে সেটা টের পায়। তখনই সে চুপি চুপি জিনিসটাকে গুপ্তস্থান থেকে বের করে সরিয়ে রাখতে গেছে অন্য কোথাও। যাওয়ার সময় দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে যাওয়ার ফলে ওরা আর উপায়ান্তর না দেখে বিপদ বুঝে ছাদ টপকেই পালিয়ে যায়।"

বাবলু বলল, "সব অঙ্ক সহজে মেলে না, বুঝলি? বাহাদুর কখনও শত্রুপক্ষের অবস্থিতি টের পেয়ে অমন কাঁচা কাজ করে? বাহাদুরের অন্তর্ধান এবং বন্ধ দরজার রহস্যের জট অন্যভাবে খুলতে হবে। ওর নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে। তা না হলে ও এখনও ফিরল না কেন?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এর পরে কেউ কোনও যুক্তিই দেখাতে পারল না আর।

রাজারামবাবুও রীতিমতো গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর কোনওরকম কথাবার্তা না বলে পাশের ঘরের তালা খুলে সকলকে নিয়ে ভেতরে আলো জ্বাললেন। এই ঘরটির মেঝে সমতলের চেয়ে একটু নিচুতে। দু'-তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে তবেই নীচে নামতে হয়। সেখানে আবার লোহার গ্রিলের গেটের বাধা। রাজারামবাবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আর এগোতে না দিয়ে দরজার বাঁকের লাগোয়া একটি সুইচ টিপে তারপর গ্রিল দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন ও সবাইকে ঢুকতে বললেন।

ভেতরে ঢুকেই অভিভূত হয়ে গেল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। মূর্তির পর মূর্তিতে যেন একটা মূর্তি-মহল্লা। দামি কার্পেটের ওপর বহু যত্নে সাজিয়ে রাখা সেইসব মূর্তির ভাস্কর্য দেখলে সত্যিই বিস্ময় জাগে। অধিকাংশ মূর্তিই কষ্টিপাথরের। এর মধ্যে দুর্লভ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিটির কোনও তুলনা নেই। কোটি টাকাতেও বোধহয় এর মূল্য নির্ধারণ হয় না। প্রায় শতাধিক দুর্লভ মূর্তি আছে এই ঘরের ভেতর।

রাজারামবাবু বললেন, "কেমন দেখলে আমার সংগ্রহশালা?"

বাবলু বলল, "চমৎকার।"

"তোমরাই বলো, এইসব জিনিস কি হাতছাড়া করা যায়?"

"না, যায় না। এবার আমরা সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলো একবার চোখে দেখতে চাই।"

"দেখাব। সবই দেখাব তোমাদের।" বলে ঘরের শেষপ্রান্তেব একটি মূর্তিকে সরিয়ে তার নীচের অংশের একটি মোজেইক টালি উঠিয়ে আবার একটি সুইচ অফ করলেন। তারপর সেখান থেকে ভেলভেট কাপড়ে মোড়া মুদ্রাগুলি বের করে ওদের হাতে দিয়ে বললেন, "দ্যাখো, ভাল করে দ্যাখো এগুলো। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেকার মুদ্রা। দেবী আম্রপালির হাতে রাজারাজড়ারা তাঁদের যেসব অমূল্য ধন উজাড় করে দিতেন তার সবই তিনি তুচ্ছ জ্ঞানে পুঁতে রাখতেন মাটিতে। কিছু বিলিয়েও দিতেন গরিব-দুঃখীদের। পরে তো সবকিছুই দান করেছিলেন বৌদ্ধসংঘকে। এগুলো তারই নমুনা মাত্র।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্বর্ণমুদ্রাগুলো থেকে একদম চোখ ফেরাতে পারল না।

রাজারামবাবু বললে, "শোনো, এগুলোয় আর আমার প্রয়োজন নেই। কেন না আমি বুঝতে পারছি আমার দিন এবারে শেষ। এখন আমার কাছে মাত্র দশটি মুদ্রা আছে। এর থেকে তোমরা পাঁচজনে পাঁচটি নাও। আর বাকি পাঁচটা তোমরা কখনও সাহেবগঞ্জে গেলে পৌঁছে দিয়ো আমার মেয়ের হাতে। আমার স্মৃতিগুলো ওকে সযত্নে রেখে দিতে বোলো।"

বাবলু বলল, "আপনি কি সত্যিই এগুলো বিশ্বাস করে আমাদের হাতে তুলে দেবেন?"

"নিশ্চয়ই। না হলে তো চোরেদের হাতে পড়বে। তোমরা এগুলো নিয়ে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখবে না, এগুলো তোমাদের কাছে স্মারক হিসেবেই থাকবে। অতএব এগুলো রাখার একমাত্র একমাত্র যোগ্য অধিকারী তোমরাই।"

বাবলু বলল, "আপনার এখানে এসে আজ আমরা যা পেলাম তা আমাদের জীবনে অনেক অনেক প্রাপ্তির চেয়েও বড় প্রাপ্তি। এ ধন যে আমরা রাখব কোথায় তা আমরাই ভেবে পাচ্ছি না। তবে এই প্রসঙ্গে আমরা একটাই কথা বলি, এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আপনি যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা যথার্থই। তবে এর পরিণাম অত্যন্ত মারাত্মক হতে পারত। কেন না যদি কোনওরকমে দুষ্কৃতীরা সন্ধান পেয়ে ওগুলো চুরি করতে আসত তখন তাদের অবস্থা কী হত তা নিশ্চয়ই জানেন? পাপের বেতন তারা হাতেনাতেই পেত এটা ঠিক। কিন্তু আপনি তখন কী করতেন? অত ডেডবডি কোথায় পাচার করতেন আপনি? যাই হোক, আমরা সব যখন দেখেশুনে বুঝে গেলাম তখন আপ্রাণ চেষ্টা করব আপনাকে বিপন্মুক্ত করার। বাহাদুরের অন্তর্ধান রহস্য দিয়েই শুরু হবে আমাদের তদন্তের কাজ। পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রাও আপনার মেয়ের হাতে ঠিকই পৌঁছবে। আর---।"

বাবলুকে ওর কথা শেষ করতে না দিয়ে রাজারামবাবু বললেন, "তবে একটা কথা। আমার স্ত্রী যেন কোনওভাবেই টের না পায় ওই মুদ্রাগুলোর ব্যাপারে। কেন না ও জানতে পারলে ওগুলো ওকে নিতে তো দেবেই না, হয়তো বা ছুড়ে ফেলে দেবে ডাস্টবিনে। আসলে একমাত্র নিজের এবং মেয়ের নিরাপত্তা ছাড়া আর কোনও কিছুই ওর কাছে মূল্যবান নয়।"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় আপনি বোধহয় ভুল মূল্যায়ন করছেন ওঁর ব্যাপারে। আসলে উনি একজন শিক্ষয়িত্রী এবং একটি কন্যার জননী। আপনার শিল্পবোধকে উনি স্বাগত জানাতে পারেন কিন্তু অবৈধ উপায়ে এই সব সংগ্রহকে উনি সমর্থন করতে পারেন না। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন না, এখন এই সব কিছু যদি আপনি সরকারের ঘরে জমা দিয়ে আত্মসমর্পণ করতে যান তা হলে কি সরকার আপনাকে বাহবা দেবে, না পুরস্কৃত করবে? কোনওটাই করবে না। প্রথমেই আপনি অ্যারেস্ট হবেন। তারপরে জেল জরিমানা দুটোই হবে।"

রাজারামবাবু মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "তা হলে এখন তোমরা আমাকে কী করতে বলো?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"সেটা অবশ্য ভেবে দেখার বিষয়। যেভাবেই হোক একটা উপায় বের করতে হবে।"

বাইরের দরজার কাছ থেকে তখন হঠাৎই পঞ্চুর একটানা 'ভৌ ভৌ' ডাক শোনা গেল।

রাজারামবাবু সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো নিভিয়ে ওদের সকলকে নিয়ে সংগ্রহশালা থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর বাইরে দরজার কাছে গিয়েই দেখলেন পাড়ারই কয়েকজন যুবক দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

বাবলু ওদেরই একজনকে বলল, "কী ব্যাপার শোঁটেদা, আপনি?"

"তোদের বাগানের কাছে এইমাত্র একটা ডেডবডি পড়ে থাকতে দেখে এসেছি। তাই খবরটা তোদের জানিয়ে দিলাম।"

রাজারামবাবু বললেন, "কোনও সন্দেহ নেই ওই ডেডবডিটা বাহাদুরের। ওকে মেরে ওরা আমাকে জানাতে চায় যে এবার আমার পালা।" বলে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে বললেন, "এখন তোমরা কী করবে করো। আমার তো মাথায় কিছু আসছে না।"

বাবলু বলল, "আপনি একটু সাবধানে থাকুন। আজ আর ঘর থেকে বেরোবেন না। আমরা দেখছি ব্যাপারটা কী।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দ্রুত পদক্ষেপে ওদের বাগানের দিকে এগিয়ে চলল। গিয়ে দেখল বাগানের প্রবেশপথের মুখেই একজন লোক মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। তার মাথায় জোরালো একটা কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন। কিন্তু লোকটি ওদের সম্পূর্ণ অচেনা। কারা কী কারণে তাকে হত্যা করল, তা বোঝা মুশকিল। তবে সুখের কথা একটাই যে, মৃতদেহটি বাহাদুরের নয়। ওরা আর একটুও বিলম্ব না করে একজনদের বাড়ি থেকে থানায় ফোন করে যে যার বাড়ি ফিরে এল। সে রাতে পাণ্ডব গোয়েন্দারা এতই ক্লান্ত ছিল যে, এইসব ব্যাপার নিয়ে কেউ আর কোনওরকমভাবেই মাথা ঘামাল না। এমনকী, পঞ্চুও কেমন যেন বোবা হয়ে রইল।

পরদিন মর্নিংওয়াকে বেরোল না কেউ। বাবলুও অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোল। নিদ্রাভঙ্গে পাছে ছেলের শরীর-স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় তাই মা-ও ডাকলেন না ছেলেকে।

বাবলু ঘুম থেকে উঠে প্রাতরাশ সেবে যখন খবরের কাগজের পাতায় চোখ রেখেছে ঠিক তখনই বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু এসে হাজির। গতকালের ঘটনার একটা সমাধানসূত্র বের কবাই যে আসল উদ্দেশ্য তা বোঝাই যাচ্ছে। সকলেরই মুখ অসম্ভব রকমের গম্ভীর।

মা একবার ঘরে এসে ওদের মুখগুলো দেখলেন। তারপর কিছু সময়ের মধ্যেই জলখাবাব তৈরি করে নিয়ে এলেন সকলের জন্য। সেইসঙ্গে গরম চা।

বাবলু বলল, "পঞ্চু কোথায়?"

"জানি না। ও তো ভোরেই বেরিয়েছে।"

বলার একটু পরেই পঞ্চু ছুটে ঘরে এসে ঘন ঘন লেজ নেড়ে ওর উত্তেজনা প্রকাশ করতে লাগল।

বাবলু কৌতূহলী হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "কী হয়েছে রে পঞ্চু?"

পঞ্চু ভীষণ ছটফট করতে করতে সাড়া দিল, "ভু-ভু-ভুক। ভো-উ-উ-উ—।"

বিলু বলল, "গোলমেলে ব্যাপার কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। না হলে তো পঞ্চু এরকম করবে না!"

খাওয়া মাথায় উঠল সকলের। একটু কিছু মুখে দিয়ে চাযেব কাপে দু'-একটা চুমুক দিয়েই উঠে পড়ল ওরা।

মা পঞ্চুর জন্য হালুয়া এনেছিলেন এক প্লেট। পঞ্চু সেটা শুঁকে দেখল একবার। তারপর নিয়মরক্ষার জন্য একটু খেয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের দিকে ছুটল।

বাবলুও বিপদের সম্ভাবনা বুঝে বাইবে যাওয়ার আগে পিস্তলটাকে সঙ্গে নিতে ভুলল না।

বাগানে পৌঁছেই দেখল এক নেপালি কিশোরী মিলিটারি কায়দায় ওদের সেই ভাঙা বাড়ির চাতালে পায়চারি করছে। জিনসের প্যান্ট-শার্ট আর মাথায় নেপালি টুপি পরা মেয়েটিকে অত্যন্ত বিচলিত মনে হল।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই থমকে দাঁড়াল মেয়েটি।

বাবলু বলল, "তুমি?"

মেয়েটি ওর সুন্দর গোলালো মুখে একটা থমথমে ভাব রেখেই বলল, "আমি রিয়াং দাওয়া লামু। নেপালি, কিন্তু টিবেটিয়ান। আমাদের আদি বাড়ি ছিল লাসার কাছে গ্যাংচিতে। আমার জন্মস্থান লুম্বিনি। যাই হোক, তোমাদের পরিচিত বীরবাহাদুর আমার বন্ধু। আমার বাবা রঘুনাথ লামু ভারত সরকারের গোর্খা রেজিমেন্টের একজন সৈনিক। কারগিলেও তিনি যুদ্ধ করেছেন। আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য কখন থেকে হানটান করছি। তোমাদের এই কুকুরটা প্রথমে আমাকে একটু ভয় দেখালেও পরে কিন্তু খুব ভাল ব্যবহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করেছে। শুনেছি তোমরা রোজ সকালে একবার করে এখানে আসো, তা আজ এত দেরি করলে কেন?"

বাবলু বলল, "হয়ে গেল। তবে কিনা এই বাগানে সকালের দিকে সবসময় না এলেও বিকেলে আমরা নিয়মিত আসি।" বলে সবাইকে নিয়ে সেই ভাঙা বাড়ির চাতালেই গোল হয়ে বসল।

গতকালের চেয়ে ঠান্ডাটা আজ কম থাকায় সবাই সাধারণ পোশাকেই ছিল। তবে কিনা বাগানের মাটিতে ভিজে ভাবটা থাকার জন্য ঘাসের গালিচার বদলে ভাঙা বাড়ির চাতালটাই উপযুক্ত মনে করল সকলে।

যে যার মতো গুছিয়ে বসলে বাবলু পঞ্চুকে বলল, "আমরা আমাদের আলোচনাটা সেরে নিই। তুই তোর কাজ কর। চারদিক ঘুরে দ্যাখ কেউ কোথাও ওত পেতে আছে কিনা।"

বাবলুর নির্দেশ পঞ্চু বুঝল। তাই সতর্ক দৃষ্টি রেখে টহল দিতে লাগল বাগানময়।

বাবলু এবার সরাসরি মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তা লামু, এবার তোমার কথা বলো। তুমি এইভাবে সকাল থেকে বাগানে পায়চারি না করে আমার বাড়িতে তো যেতে পারতে।"

"তোমার বাড়ি আমি চিনি না। এমনকী, তোমাদের নামও জানি না কারও। দেখিওনি কোনওদিন। বাহাদুরের মুখে তোমাদের একজনের নাম শুনেছি, 'বাবলু ভাই'। সে কে? তুমি?"

"হ্যাঁ, আমি। এই নামেই তুমি খোঁজ করলে পারতে।"

"উপায় ছিল না। এই বাগান ছেড়ে কোথাও যাওয়া সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। কাল সন্ধের পর থেকে ওই গাছের ডালে বসে জেগে কাটিয়েছি সারারাত।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "ফর হোয়াই?"

রিয়াং বলল, "হোয়াই-এর আগে আবার ফর কেন? শুধু হোয়াই বললেই ল্যাঠা চুকে যেত।"

বাবলু হেসে বলল, "তা যেত। তবে কি না অত ব্যাকরণ মেনে কি সবসময় ইংরেজি বলা যায়? তা ছাড়া এমন কিছু ইংরেজি শব্দ আছে যা বাংলা বলতে বলতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। এখন বলো তোমার এখানে রাত্রিবাসের কারণটা কী?"

রিয়াং কিছুক্ষণ মাথা নত করে বসে রইল। তারপর বলল, "আমার বান্ধবী অনুরাধার সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?"

বাবলু বলল, "অনুরাধা কে?"

"সে কী! অনুরাধা মানে অনু। রাজারাম চৌধুরীর মেয়ে।"

"না, নেই।"

রিয়াং এবার ওর রাতজাগা রক্তাভ চোখে বাচ্চু-বিচ্ছুর দিকে তাকালে ওরাও ঘাড় নাড়ল।

বাচ্চু বলল, "হয়তো কখনও মুখোমুখি হলে দেখলে চিনতে পারব। কিন্তু আলাপ-পরিচয় নেই। তা ছাড়া ও তো শুনেছি এখানে থাকেও না। মাত্র গতকালই বাহাদুর ও রাজারামবাবুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়েছে। এদিকে কাল সন্ধের পর থেকে বাহাদুরও...।"

"জানি। খুব একটা দুঃখজনক ঘটনা হয়ে গেছে কাল।"

বাবলু বলল, "কীরকম!"

"লালজি ভিমানির লোকেরা ওকে ধরে নিয়ে গেছে। ও আদৌ বেঁচে আছে কি না জানি না। তবে কাল রাতে ওদেরই একজনকে আমি খুন করেছি।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্তব্ধ হয়ে গেল রিয়াংয়ের কথা শুনে। মেয়েটা বলে কী! তাজা গন্ধরাজের মতো এমন একটি ফুটফুটে মেয়ে কখনও খুন করতে পারে? না, না, এ অসম্ভব! অথচ কথাটা ও এমনভাবে বলল, যেন খুনটা কোনও ব্যাপারই নয়। ইচ্ছে করলেই কাউকে না কাউকে খুন করা যেতেই পারে।

বিচ্ছু বলল, "তুমি খুন করেছ?"

"হ্যাঁ। না করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।"

বাবলু বলল, "রিয়াং, আমার কিন্তু সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। একজন মানুষের খুন হওয়া, বাহাদুরের অপহরণ, তোমার এইভাবে বাগানে নিশিযাপন, কোনওটার সঙ্গে কোনওটাই মেলাতে পারছি না আমরা।"

রিয়াং হেসে বলল, "মিলবে না।"

বাবলু একটু উত্তেজিত হয়ে বলল, "কিন্তু এসব কেন হল? কীভাবে হল?"

"সেই কথাগুলো বলবার জন্যই তো আমি হানটান করছি। এখন আমি যা বলি তা মন দিয়ে শোনো। শালিমার এক নম্বর গেট-এর কাছে একটা নেপালি বস্তিতে আমি থাকি। বাবার কথা তো আগেই বলেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমার মা আছেন। ছোট একটা ভাই আছে। সে স্কুলে পড়ে। আমি নবম শ্রেণীতে পড়ি। অসুখের জন্য দু'বছর ফেল না করলে এ বছরই আমি মাধ্যমিক দিতাম। যাই হোক, চার বছর আগে একবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক করতে গিয়ে অনুরাধার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ওরই সুবাদে বীরবাহাদুরের সঙ্গেও পরিচয় হয় আমার। ওর মতো ভাল ছেলে আমি দেখিনি। একবার আমার কঠিন অসুখের সময় ওর নিজের রক্ত দিয়ে আমার জীবন রক্ষা করেছিল ও। সেই থেকে আমি ওর সঙ্গে ভাই-বোনের একটা পবিত্র সম্পর্ক পাতিয়ে রেখেছি। তোমরা তো জানো, কী দারুণ একটা মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করার দায়িত্ব ওর ওপর আছে। আমিও জানি। আর ওই জিনিসটির জন্যই অনুদের পরিবারের মধ্যে কী দারুণ অশান্তি। অশান্তির কারণেই অনু এবং ওর মা এখন সাহেবগঞ্জের স্থায়ী বাসিন্দা।"

বাবলু বলল, "এ কথাটা অবশ্য রাজারামবাবু নিজেই বলেছেন আমাদের।"

রিয়াং আবার বলতে শুরু করল "সাহেবগঞ্জ জায়গাটা সত্যিই ভাল। তোমরা যদি কখনও যাও তা হলে খুবই ভাল লাগবে তোমাদের।"

"কী করে জানলে? আমাদের ব্যাপারে তোমার কোনও ধারণা আছে?"

রিয়াং একটু রাগতস্বরে বলল, "না নেই। তবে কিনা স্বাভাবিক ধারণা নিয়েই বলছি, যারা অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়, তাদের কাছে সাহেবগঞ্জের পাহাড়ি এলাকা ভাল লাগাই উচিত। তারপরে শোনো, অনুরা চলে যাওয়ার পরও ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিন্তু ছিন্ন হয়নি। এখনও নিয়মিতভাবে চিঠিতে যোগাযোগ রাখি। মাঝেমধ্যে সময় পেলে চলেও যাই ওদের ওখানে। একবার তো সাহেবগঞ্জ থেকে বড় লঞ্চে চেপে মনিহারিতে ওদের গ্রামেও গেলাম।"

বিলু বলল, "সাহেবগঞ্জ! না সকরিকলিঘাট থেকে?"

"সকরিকলিঘাট বহুদিন বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা সাহেবগঞ্জ থেকেই গেছি। শুধু ওদের গ্রামে নয়, কাটিহার পর্যন্ত গিয়েছিলাম।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই এবার এক এক করে বলল, "তবে তো আমাদেরকেও একবার ওই পথে যেতে হবে।"

"বললাম তো, যেয়ো। খুব ভাল লাগবে। তা যাক, যে কথা বলছিলাম। মাত্র দিন পনেরো আগে আমি একবার ভাগলপুর গিয়েছিলাম চম্পানগরে আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে। ফেরবার সময় সাহেবগঞ্জে নেমে অনুর সঙ্গে দেখা করে এসেছি। ওদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে অনুর সঙ্গে আমার গোপন আলোচনা ইত্যাদি হয়। আমরা দু'জনে সাইকেলে ডাবল ক্যারি করে চলে যাই করম পাহাড়ের কোলে একটি ঝরনার ধারে। সেইখানে নির্জনে বসে দুই বান্ধবীতে মনের মধ্যে জমানো অনেক কথাবার্তা বলি। আমার মুখ থেকেই অনু ওর বাবার খবরাখবর পায়। এইবার কিন্তু ওই ঝরনাধারার পাশে বসে ও আর আমি ওদের বাড়ির ব্যাপারে একটা চরম সিদ্ধান্ত নিলাম।"

বাবলু বলল, "কীরকম!"

"সম্প্রতি ভিক্ষু মণিভদ্র নামে এক বুদ্ধিস্ট লামার সঙ্গে ওদের যোগাযোগ হয়। এই লামা তিব্বত থেকে এ দেশে এসেছেন বুদ্ধগয়ায় ভগবান তথাগতের সিদ্ধিলাভের সেই বোধিবৃক্ষ দর্শন করতে।"

"মণিভদ্রর দর্শন তোমার বান্ধবী পেল কী করে?"

"ওরা কয়েকজন মিলে সম্প্রতি বুদ্ধগয়ায় বেড়াতে গিয়েছিল, সেখানেই দর্শন পায় ওঁর।"

"কিন্তু আমরা তো জানি ওর মা ওকে খুবই কড়া নজরে রাখেন, কারও সঙ্গে মিশতে দেন না। তার পরেও এটা কীভাবে সম্ভব হল?"

"দৈবের নির্বন্ধ বলতে পারো। আসলে অন্য কিছু নয়, ওর মা সবসময় আতঙ্কে থাকেন এই বুঝি কেউ ওঁর মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল। লালজি ভিমানির অশুভ প্রভাবটা ওদের পরিবারকে ভয়ে ভয়ে রেখেছে। না হলে মাসিমার মতো ভালমানুষ কিন্তু হয় না। সম্পূর্ণ অন্য ধরনের মানুষ উনি। তা যাক, অনু আমাকে বলল, ওর খুব ইচ্ছে, ওই দুর্লভ জিনিসটি মণিভদ্রর হাত দিয়েই তিব্বতে পাঠিয়ে দেয়। উনি বুদ্ধপূর্ণিমা পর্যন্ত এখানে আছেন। তারপর নেপাল ঘুরে চলে যাবেন। এই ব্যাপারে মণিভদ্রর সঙ্গে কথাও হয়েছে ওর।"

"এই মণিভদ্র লালজি বা অন্য কারও সাজানো কেউ নন তো?"

"না, না, সেরকম কোনও ব্যাপার নয়। এই ব্যাপারে অনু অত্যন্ত সতর্ক মেয়ে। সন্দেহের কোনও অবকাশই নেই।"

"শুনে নিশ্চিন্ত হলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"তা মণিভদ্র অনুর কথা শুনে প্রথমে তো চরম বিস্ময় প্রকাশ করলেন। পরে ওর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে বললেন, 'ওই দুর্লভ সম্পত্তি ফিরে পেলে সরকারিভাবেও প্রাপ্তিস্বীকার করে ওদের পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হবে। শুধু তাই নয়, ওদের আরাধ্যা তারাদেবীর আশীর্বাদও ঘরে বসেই পেয়ে যাবে ওরা।' যাই হোক, এই মর্মে ও আমার হাত দিয়ে একটা চিঠিও পাঠায় বাহাদুরকে। যদিও তার কোনও প্রয়োজন ছিল না।"

"চিঠিতে কী লেখা ছিল?"

"চিঠিতে লেখা ছিল, বাহাদুর! পত্রপাঠ তুমি ওই দুর্লভ ধর্মচক্রটি রিয়াং-এর হাতে তুলে দাও। দেখো, কোনওরকমেই বাবা যেন জানতে না পারেন। লালজি রিয়াংকে সন্দেহ করবে না। তবে কিনা ও যখন ওই জিনিসটি নিয়ে এখানে আসবে তখন পারলে তুমিও ওর সঙ্গে এসো। আমি জানি বাবাকে ছেড়ে তোমার এখানে আসার অসুবিধে অনেক, তবুও রিয়াংই কৌশলে বাবার অনুমতি আদায় করে তোমাকে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে। আমার ধারণা, এই জিনিসটা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে পারলেই আমাদের পরিবারের শান্তি ফিরে আসবে। ভিক্ষু মণিভদ্র এখন বুদ্ধগয়ার তিব্বতি ধর্মশালায় অবস্থান করছেন। ওঁর মাধ্যমেই জিনিসটা আমি সেই পবিত্র গুম্ফায় ফেরত পাঠাতে চাই।"

বাবলু বলল, "কই, চিঠিটা দেখি?"

"ওটা তো বাহাদুরের কাছেই আছে।"

"সর্বনাশ। বাহাদুর তো এখন লালজির হেফাজতে। তার মানে চিঠির ব্যাপারটা ওদের জানাজানি হয়ে গেছে। এখন তোমার ওপর, এমনকী, ভিক্ষু মণিভদ্রর ওপরও নজর পড়ে যাবে ওদের।"

রিয়াং-এর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল এবার। ও কোনও কথাই বলতে পারল না আর।

বাবলু বলল, "চিঠিটা ওকে কবে দিয়েছ?"

"গত সপ্তাহে। আগামীকাল আমাদের যাওয়ার দিন ছিল। সেই মর্মে জামালপুর এক্সপ্রেসে দুটো টিকিটও কাটা ছিল স্লিপার ক্লাসের।"

বিলু বলল, "ও যে তোমার সঙ্গে যাবে এটা রাজারামবাবু জানতেন?"

"জানতেন। ওঁর কাছ থেকে আমিই অনুমতি চেয়ে নিয়েছিলাম। বলেছিলাম, 'আমার এক নিকট আত্মীয়ের খুব অসুখ, তাকে দেখতে যাচ্ছি। আপনি কি বাহাদুরকে আমার সঙ্গে পাঠাবেন? মাত্র দু'-একদিনের জন্য। না হলে আমাকে একা যেতে হবে।' শুনেই এককথায় রাজি হয়ে গেলেন উনি। এমনকী, এও বললেন, পারলে সাহেবগঞ্জে নেমে ওদের একটু খোঁজখবরও নিয়ে আসতে।"

বাবলু বলল, "কাজটা তো বেশ পরিকল্পিতভাবেই এগোচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে এমন কী ঘটল যার জন্য জিনিসটা কালই সরিয়ে ফেলার দরকার হল?"

রিয়াং একটু থেমে দম নিয়ে বলল, "পরশু রাতের ওই আততায়ীরাই আমাদের সব কিছু ওলট-পালট করে দিল। কাল সকালে তোমাদের সঙ্গে দেখা করার পর বাহাদুর আমার ওখানেও গিয়েছিল। ওর মুখে সব শুনে আমিই ওকে পরামর্শ দিয়েছিলাম। জিনিসটা আর ওখানে না রেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমার হাতে তুলে দিতে। তার কারণ, আমি বুঝেই গিয়েছিলাম, ব্যাপারটা যখন তোমাদের নজরে এসেছে বলে শত্রুপক্ষের লোকেরা জানতে পেরেছে, তখন ওরা আর সময় দেবে না। যে কোনও মুহূর্তে অতর্কিতে আবার ঝাঁপিয়ে পড়বে। বাহাদুর বোকার মতো যেভাবে লালজিকে শাসিয়েছে তাতে ও-ই হবে এখন ওদের প্রধান টার্গেট। তা যাক, বাহাদুর আমার আশঙ্কার কথা ভেবে জিনিসটা আমাকে দিতে রাজি হল। এমনকী, এও বলল, ঘটনার গতি এখন যেদিকে মোড় নিয়েছে তাতে এই মুহূর্তে ওর পক্ষে এই বাড়ি ছেড়ে, বাবুকে ছেড়ে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। অতএব জিনিসটা নিয়ে আমাকেই সাহেবগঞ্জে চলে যেতে বলল। আর বিকেল থেকে সন্ধের মধ্যে আমাকে অপেক্ষা করতে বলল তোমাদের এই বাগানে।"

বিলু বলল, "এত জায়গা থাকতে আমাদের এই বাগানে তোমাকে আসতে বলল কেন?"

"ওর ধারণা ছিল অন্য যে কোনও জায়গার চেয়ে এই জায়গাটা খুবই নিরাপদ। কেন না, তোমাদের ভয়ে সচরাচর চোর-ডাকাতরা এখানে আসে না। তার ওপর জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। নির্ভয়ে অনেক গোপন পরামর্শ করা যায়। তার চেয়েও বড় কথা, ওই সময়টায় তোমরা তো প্রায়ই এই বাগানে আসো, তাই।"

"রোজই আসি প্রায়। তবে গতকাল আমরা আসতাম না। তার কারণ আমরা তো ও বাড়ির ঝামেলায় ওদের ওখানেই ছিলাম কাল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাচ্চু বলল, "সবই ঠিক আছে। তবে কিনা জিনিসটা যে হস্তান্তর করা হবে এই কথাটা ও যদি বুদ্ধি করে একবারও আমাদের বলত...।"

"সময়টা পেল কখন? কাল সকালে তোমাদের ওখান থেকে আমার কাছে আসবার পরই তো ওটাকে সরিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত নিই। তোমরা যখন বিকেলে ও বাড়িতে যাও, ওই ব্যাপারে তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করবার কোনওরকম সুযোগও ছিল না তখন। জিনিসটা আমার হাতে তুলে দেওয়ার পরে তোমাদের ও নিশ্চয়ই জানাত। হয়তো বাহাদুরের অসুবিধার কারণে তোমাদেরকে যেতে অনুরোধ করত আমার সঙ্গে।"

বাবলু সব শুনে একটু চুপ করে থেকে বলল, "ঘটনার এই অংশটুকু খুব একটা পরিষ্কার হচ্ছে না আমার কাছে। তার কারণ, আমরা ও বাড়িতে যাওয়ার পর ও আমাদের দরজা খুলে দেয়। হেসে কথা বলে আমরা ওপরে যাই। ও আমাদের চা করে খাওয়ায়। এমনকী, আমাদের জন্য ডিশভর্তি জলখাবারেরও ব্যবস্থা করে রাখে। তারপরই এমন কী হল যে, ও একেবারে উধাও হয়ে গেল? সেরকম কোনও বিপদের কারণ ঘটলে ও একবার চেঁচিয়ে ডাকতেও তো পারত আমাদের?"

"তা হলেই বুঝতে পারছ, ব্যাপারটা নিয়ে ও তোমাদেব সঙ্গে আলোচনা করবার কোনওরকম সুযোগই পায়নি। ইতিমধ্যে আমার একজন প্রতিনিধি গিয়ে ওখানে হাজির হতেই তোমাদের অজান্তে যা হওয়ার তা হয়ে যায়।"

"তোমার একজন প্রতিনিধি মানে? কে সে?"

"আমারই এক দূর সম্পর্কের ভাই রাজু। সমবয়সি। অসমসাহসী এই ছেলেটি ক্যারাটের প্যাঁচে অত্যন্ত বলবান লোককেও নিমেষে ধরাশায়ী করতে ওস্তাদ। শুধু তাই নয়, একটু-আধটু ঢিসুম-ঢুসুমও জানে ও। তাই আমি বাহাদুরের বদলে ওকে নিয়েই সাহেবগঞ্জে যাব ঠিক করেছিলাম। এমন একটি মূল্যবান জিনিস নিয়ে পথে বের হলে, বিশেষ করে রেলযাত্রায় একজন অন্তত বডিগার্ড থাকা উচিত। তাই ওর কথাই সর্বাগ্রে আমার মনে হয়েছিল। তা ছাড়া রাজুর একটি ভাল দিকও আছে। সেটি হল ট্রেন চলতে শুরু করলে আমি যেমন বার্থে শুয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ি, ও তা পারে না। আসলে ট্রেনের দুলুনিতে ঘুমই হয় না ওর। তাই রাত জেগে আমাকে পাহারা দেওয়ার জন্য ওকেই আমার উপযুক্ত মনে করেছিলাম। যাই হোক, ও আমাকে এই বাগানে বসিয়ে রেখে বাহাদুরের কাছে যায় জিনিসটা নিয়ে আসবার জন্য।"

"বাহাদুর ওকে চিনত?"

"অবশ্যই। আমার আত্মীয়স্বজন, এমনকী, পরিচিতদেরও সবাইকেই ও চিনত। তা রাজুর সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল জিনিসটা হাতে এলে আমরা সেটাকে নিয়ে বাড়ি যাব না। এই বাগানেই কোনও একটি গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রেখে রাত জেগে পাহারা দেব, প্রয়োজনে তোমাদের সাহায্য নেব।"

ভোম্বল বলল, "হঠাৎ এইরকম সিদ্ধান্ত নিলে কেন তোমরা? রাজুর সম্বন্ধে যেরকম তুমি বললে তাতে তো মনে হচ্ছে, অতর্কিতে যে কোনও আক্রমণের মোকাবিলা করা ওর পক্ষে কঠিন কোনও ব্যাপারই নয়। তা সে ক্ষেত্রে ওটাকে বাড়ি না নিয়ে গিয়ে আমাদের বাগানে রাখবার পরিকল্পনা কেন হল?"

"তার একমাত্র কারণ, জিনিসটা যতই পবিত্র হোক, আগাগোড়াই ও কিন্তু একটা বিপদ ডেকে আনছে। তাই ওই জিনিস নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়ি যাওয়ার পথেই দুর্ভাগ্যক্রমে যদি কোনও অঘটন ঘটে তখন অনুদের কাছে আমার আর মুখ দেখানোর কোনও উপায় থাকবে না। তার চেয়েও বড় কথা, শালিমারে আমাদের বস্তির পরিবেশ মোটেই ভাল নয়।"

বাবলু বলল, "একটি পরিবারের হিতকামনায় তোমাদের এই আগ্রহ বা উৎসাহ দেখে আমরা অভিভূত হয়ে যাচ্ছি। তবুও এক-আধটা প্রশ্ন আমার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে।"

"কীরকম?"

"এই যে কাল রাতে তুমি বাড়ি ফিরলে না, এর জন্য তোমার মা কিছু বলবেন না তোমাকে?"

"না। তার কারণ, মা জানেন ব্যাপারটা। বাড়িতে আমি বলেই এসেছি, কোনও কারণে রাতে যদি বাড়ি ফিরতে না পারি তা হলে মা যেন চিন্তা না করেন।"

বাবলু একদৃষ্টে রিয়াং-এব মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটু উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল, "এইবার বলো, তারপরে কী হল? তোমার সেই দূর সম্পর্কের ভাই রাজু এখন কোথায়? ওই দুর্লভ ধর্মচক্রই বা এখন কার কাছে? আর যে লোকটি কাল খুন হল, তাকে তুমি খুনই বা করলে কীভাবে?"

রিয়াং বেশ শান্ত গলায় বলতে শুরু করল, "আমাকে এখানে পৌঁছে দিয়ে রাজু তো বাহাদুরের ওখানে গেল। ইতিমধ্যে জিনিসটা লুকিয়ে রাখার জন্য বড় একটি গাছের কোটর আমরা ঠিক করেই রেখেছিলাম। তা

রাজু যখন বাহাদুরের ওখানে গেল তখন সন্ধে হয় হয়। তোমরা ওপরের ঘরে মেসোমশাই মানে অনুর বাবার সঙ্গে কথা বলছিলে। রাজুকে দেখেই বাহাদুর সব কাজ ফেলে ওই জিনিসটি গুপ্তস্থান থেকে বের করে আনল। তারপর ধর্মচক্রের আধার সেই পবিত্র পেটিকাটি পলিপ্যাকে মুড়ে ওর হাতে দিতেই রাজু বলল, 'আমি নয়, তুমি নিজে হাতে জিনিসটা তুলে দেবে চলো বিয়াং-এর হাতে। গোয়েন্দা বাগানেই সে এখন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।' বলেই চাপা গলায় বলল, 'খুব তাড়াতাড়ি। কেন না আমি যেন কীরকম হঠাৎ বিপদের গন্ধ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে আমরা দু'জন ছাড়াও এখানে অন্য কেউ আছে। আমি তোমাকে গার্ড করছি। তুমি জিনিসটা নিয়ে চুপি চুপি ঘরের বাইরে যাও। তারপর...।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখল কুৎসিত চেহারার দু'জন এসে পথরোধ করে দাঁড়াল ওদের। অভ্যস্ত রাজু অদ্ভুত কায়দায় দু'জনকেই কাত করে বাহাদুরকে নিয়ে ঘরের বাইরে এসে ডোর-বোল্টটা টেনে দিয়েই বাগানের দিকে ছুটল।"

বাবলু বলল, "এত কাণ্ড হয়ে গেল, অথচ কেউ কিছু টেরই পেলাম না আমরা!"

ভোম্বল উত্তেজিত হয়ে বলল, "ওদের উচিত ছিল বাইরে বেরিয়েই হাঁকডাক করে আমাদের সতর্ক করে দেওয়া।"

রিয়াং বলল, "উঃ। তোমরা শুধু তোমাদের কথাই ভাবছ। ওদের তখনকার মনের অবস্থাটা একবারও চিন্তা করছ না। তা ছাড়া এটা তোমরা কেন বুঝতে পারছ না ওইসব যা কিছু হচ্ছিল তখন সবই তো গোপনে। বাবুকে না জানিয়েই তো বাহাদুরকে ঝুঁকি নিয়ে করতে হচ্ছিল সব। উনি জানতে পারলে ওর অবস্থাটা কী হত তা একবার ভেবে দেখেছ? মেসোমশাই কখনও ও জিনিস হাতছাড়া করতেন না। বাহাদুরের ওপরও যথেষ্ট রেগে যেতেন। তবে কিনা অনুর চিঠিটা দেখলে ওকে ভুল বুঝতেন না উনি।"

বাবলু বলল, "তারপর বলো।"

রিয়াং বলল, "তারপর আর কী?"

"তারপরই তো সব।"

"আমি তখন বাগানে টানটান উত্তেজনা নিয়ে পায়চারি করছি। এমন সময় ছুটতে ছুটতে ওরা এল। বাহাদুর ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। আমি ওর ভয় দেখে আতঙ্কিত হলাম। বললাম, 'কী হল বাহাদুর, এত ভয় পাচ্ছ কেন তুমি?' বাহাদুর বলল, 'সব জানাজানি হয়ে গেল। কোনওকিছুই আর গোপন রইল না। এর পরে বাবু কি আর আমাকে বিশ্বাস করবেন?' আমি বললাম, 'কেন? বলোই না কী হল?' ওর হয়ে রাজুই তখন সব কথা খুলে বলল। আমি বললাম, 'কিন্তু ওই দুষ্কৃতী দু'জন ওইসময়েই ঘরের মধ্যে ঢুকল কী করে?' ভয়জড়ানো গলায় বাহাদুর বলল, 'মুহূর্তের ভুলে। আমি সকলের জন্য জলখাবার নিয়ে আসার পর রাজু আসবে এই আশায় দরজাটা খোলাই রেখেছিলাম। ওরা সেই সুযোগেই ঢুকে পড়েছে। তারপরে রাজু এল। জিনিসটা ওর হাতে দিলাম। আড়ালে থেকে সবই দেখেছে ওরা। পরের ব্যাপার তো শুনলে।' বাহাদুরের বক্তব্য শোনার পর ওকে অভয় দিয়ে বললাম, 'এতেই ভেঙে পোড়ো না বাহাদুর। হার্টটাকে শক্ত রাখো। এর জন্য কেন এত ভয় পাচ্ছ তুমি? ও জিনিস যে তোমার হাত দিয়েই পাচার হয়েছে তা কে বলতে পারে? লালজির পাঠানো গুন্ডারাই যে ও কাজ করেনি তারই বা প্রমাণ কী?' বাহাদুর বলল, 'সে জিনিস এমনভাবে এমন জায়গায় লুকনো ছিল যাতে না জেনে কেউ সেখানে হাত দিলেই মরতে হত তাকে। এমন কিছু বিদ্যুৎবাহী তার এলোমেলোভাবে রাখা ছিল সেখানে, যাতে...।' আমি বললাম, 'ও কিছু না। ওইসব কাজ যারা করে তারা অন্যের চেয়েও অনেক বেশি চালাক। ওরা যদি কোনওভাবে টের পেত ওখানে ও জিনিস আছে তা হলে কায়দা করে ঠিকই বের করে নিত। তা একান্তই যদি গোলমালের ব্যাপার কিছু হয় তখন বলবে ওদের বাধা দিতে না পেরে জীবন বিপন্ন করেও তুমি পালাতে বাধ্য হয়েছিলে।' বাহাদুর ভয়ে ভয়ে বলল, 'কিন্তু বাবু যখন জিজ্ঞেস করবেন ওইরকম অবস্থায় তুমি আমাদের না ডেকে পালাতে গেলে কেন, তখন কী বলব? তা ছাড়া জিনিসটাই বা কোথায়?' আমি বললাম, 'বুদ্ধি খাটিয়ে যা হয় একটা কিছু বলে দিয়ো। একান্তই যদি মাথায় কিছু না আসে তা হলে বলবে, ওটা খোয়া গেছে।' বাহাদুর তখন সেই অমূল্যনিধি আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'তুমি তা হলে খুব যত্ন করে এটিকে নিয়ে যেয়ো। আমি এখন আসি, কেমন?' এই বলে যেই না ও যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছে...।"

বাবলু উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "অমনই কী?"

"চার-পাঁচজন ভয়ংকর চেহারার লোক এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। ওদের দেখে আমরা দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। বুঝলাম, ওদের শক্তির কাছে আমরা কিছুই না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রুদ্ধশ্বাসে শুনতে লাগল সব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিয়াং বলল, "ওদের একজনের হাতে ছিল বিভলভার, বাকিরা ছিল শুধু হাতেই। ওরা ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। আমরাও ভয়ে পিছু হটতে লাগলাম। বাহাদুর আমাকে আড়াল করে বলল, 'খুব সাবধান। এ-জিনিস কোনওরকমেই যেন ওদের হাতে না পড়ে।' আমি কাঁপা-কাঁপা গলায় বললাম, 'আমার খুব ভয় করছে বাহাদুর।' 'তবে ওটা আমাকেই দাও।' বলেই আমার হাত থেকে জিনিসটা আবার ফিরিয়ে নিল সে।

ইতিমধ্যে বাজু হঠাৎ এক অদ্ভুত কায়দায় চোখের পলকে ধরাশায়ী করল বিভলভারধারী সেই লোকটাকে। ওর হাত থেকে বিভলভার কোথায় ছিটকে গেল। আর সেই সুযোগে বাহাদুরও একেবারেই বাগানের বাইরে।

ওরাও তখন মরিয়া হয়ে ছুটল বাহাদুরকে ধরবে বলে। শিকারি কুকুর যেভাবে শিকারকে ধাওয়া করে, ঠিক সেইভাবেই তাড়া করল ওরা বাহাদুরকে।

বাজু আর আমিও ছুটলাম ওকে সাহায্যের জন্য ওদের পিছু পিছু।

ছুটতে ছুটতেই বাজু বলল, 'এ-জিনিস প্রাণ থাকতে ওদের আমি নিতে দেব না। তবে একটা কথা, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই বাগান ছেড়ে তুই কিন্তু কোথাও যাবি না।'

'তাই কি পারি?'

'যত রাতই হোক, ফিরে আমি আসবই। আমার জন্য তুই অপেক্ষা করবি, কেমন?'

'এই ভরসাটা আমার ওপর রাখতে পারিস।'

ছোটার ব্যাপারে আমরা খরগোশের মতোই দ্রুতগামী। তাই সহজেই ধরে ফেললাম ওদের।

বাজু ওর পায়ের কায়দায় একজনের পায়ে পা গলিয়ে দিতেই আছাড় খেয়ে পড়ল লোকটা। আমিও পেছন দিক থেকে আত্মরক্ষার জন্য নিয়ে আসা ছোট্ট একটি বড় দিয়ে একজনের ঘাড়ে মোক্ষম একটা ঘা দিতেই স্থির হয়ে গেল সে। তবে কিনা লোকটা যে সত্যি সত্যিই মরে যাবে, তা কিন্তু ভাবিনি।"

বিলু বলল, "নিশ্চয়ই এমন কোথাও লেগে গিয়েছিল যে ।"

বাবলু বলল, ইন্টারন্যাল হেমারেজ হয়ে থাকতে পারে। যাক। তারপরে কী হল?"

"বাকিরা ততক্ষণে বাহাদুরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে জিনিসটা কেড়ে নেওয়ার জন্য।"

কিন্তু চোখ কপালে তুলে বলল, শেষ পর্যন্ত ওটা তা হলে ওদের হাতেই পড়ে গেল?"

বিয়াং বলল, "না। বাজুর ইঙ্গিতে বাহাদুর জিনিসটা ওর দিকে ছুড়ে দিতেই বাজু সেটা লুফে নিয়ে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল। যাওয়ার সময় আর-একবার হেঁকে বলে গেল, 'বিয়াং! এটার সদ্গতি করেই আমি কিন্তু ফিরে আসছি। তুই সাবধানে থাকিস। যেখানে তোকে থাকতে বলেছি, ঠিক সেখানেই। না হলে আমি একা পড়ে যাব।' ইতিমধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি প্রাইভেট ট্যাক্সি হঠাৎ সেখানে এসে পড়ায় ওরা বাহাদুরকে মারতে মারতে তাতেই ওঠাল। আমি দেখলাম। কিন্তু কিছু করতে পারলাম না। কেন না নিজেকে বাঁচাবার জন্য আমি তখন উলটো মুখে ছুটেছি। ওরাও তখন পালাতে ব্যস্ত। তাই আমার দিকে কেউ এলই না। এমনকী রাস্তায় পড়ে থাকা ওদের সঙ্গীটিকেও তুলে নেওয়ার চেষ্টা করল না কেউই।"

বাবলু বলল, 'মৃত লোকটির কাছ থেকে অপহরণের জায়গার দূরত্ব কতটা ছিল?"

বিয়াং বলল, তা বেশ খানিকটা।"

"তা হলে হয় ওরা তাড়াহুড়োয় ভুলে গেছে, নয়তো মৃত ভেবে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি।"

"তা হলেও এটা কি একটা অমানবিক ঘটনা নয়?'

"ওদের মধ্যে ওই বোধ থাকলে কি ওরা ওইসব করে বেড়াত?"

বিয়াং বলল, "এদিকে আমার কী অবস্থা বলো তো? বাজুর আশায় সারারাত এই বনের মধ্যে মশার কামড় খেয়ে জেগে কাটালাম, অথচ ওর কোনও পাত্তাই নেই।"

ভোম্বল বলল, "নিশ্চয়ই কোনও বিপদ হয়েছে ওর।"

বিয়াং বলল, "ওর কী বিপদ হবে? কেউ তো ওর পিছু নেয়নি।'

"বিপদটা অন্য কারও দ্বারা অন্য কোনওভাবেও তো হতে পারে?'

বিয়াং একটু আতঙ্কিত হয়ে বলল, "তা পারে।"

বিলু বলল, 'আমার মনে হয় বাজুর ব্যাপারেও একটু খোঁজখবর নেওয়া উচিত।'

মুহূর্তের নীরবতা।

বিয়াং এর চোখদুটো জলে ভরে এল এবার। বলল "যা করলে ভালো হয় তাই করো তোমরা। আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না! ভেবেও কূল পাচ্ছি না কোনও কিছুরই। এদিকে বাজু, ওদিকে বাহাদুর। কার ব্যাপারে

মাথা ঘামাব?" বলে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে একসময় বলল, "কী আছে ওদের কপালে তা কে জানে?"

বাবলু একটু সময় ভেবে নিয়ে একসময় বলল, "বাহাদুর এখন লালজির হেফাজতে। কিন্তু রাজুর ব্যাপারটা রহস্যময়। তোমাকে আমাদের বাগানে থাকতে বলেও কেন যে এল না ও, তা সত্যিই চিন্তার বিষয়। তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমরা এখনই তোমাকে নিয়ে ওর সন্ধানে যাব। তারপর থানায় গিয়ে ওদের দু'জনের ব্যাপারেই মিসিং ডায়েরি লিখিয়ে হানা দেব নন্দীবাগানে লালজির ডেরায়।"

থানার নাম শুনেই কেমন যেন হয়ে গেল রিয়াং। বলল, "তোমরা থানায় যাবে?"

"যেতে তো হবেই।"

"ওই লোকটার খুন হওয়ার ব্যাপারে পুলিশকে কী বলবে?"

"বলব খুনি আমাদের পরিচিতর মধ্যেই।"

রিয়াং ভয় পেয়ে গেল খুব। বলল, "আমি তোমাদের বিশ্বাস করে যা বলেছি তা যেন পুলিশকে বোলো না। তা হলে আমার জেল হয়ে যাবে। ফাঁসি হবে। আমি তো বলেইছি লোকটাকে খুন করবার কোনও মতলবই ছিল না আমার। শুধুমাত্র বাহাদুরকে রক্ষা করবার জন্যই ওদের একটু নিষ্ক্রিয় করতে চেয়েছিলাম। দিস ইজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট।"

বাবলু ওকে আশ্বস্ত করে বলল, "ও ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। আমরা তোমাকে কখনওই বিপদে ফেলব না। তুমি যা করেছ তা ঠিকই করেছ। একজনের জীবনরক্ষার জন্য করেছ। ওইরকম ভয়ানক পরিস্থিতিতে যে কেউ তা করে থাকে। এখন আমরা আমাদের কাজ করব। পারলে তুমি একটু-আধটু সাহায্য কোরো আমাদের।"

"আমার পূর্ণ সহযোগিতা তোমরা পাবে।"

এমন সময় পঞ্চুর ভৌ ভৌ ডাক শুনে সচকিত হয়ে উঠল ওরা। কিছু-না-কিছু নিশ্চয়ই দেখেছে পঞ্চু। না হলে তো এইভাবে চেঁচাবে না ও।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ছুটল পঞ্চুর দিকে। রিয়াংও গেল সঙ্গে।

ওরা যেতেই পঞ্চু ঝোপের ভেতর থেকে কী যেন একটি মুখে করে নিয়ে এল।

বাবলু সেটা হাতে নিয়েই বলল, "এ তো রিভলভার।"

রিয়াং বলল, "বুঝেছি। কাল সন্ধ্যায় সেই দুষ্কৃতীদের একজনের হাতে এটা ছিল। রাজুর আক্রমণেই হাত থেকে ছিটকে যায় এটা।"

বাবলু রিভলভারটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল একবার। তারপর বলল, "এটা এখনই জমা দিয়ে আসতে হবে থানায়। অমনই লালজি ভিমানিদের ব্যাপারটা নজরে আনতে হবে পুলিশের।"

রিয়াং বলল, "যা করবে আমাকে বাঁচিয়েই কোরো। যুদ্ধ করে মরতে আমি ভয় পাই না। তবে কিনা জেলে বন্দি হয়ে ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে আমি রাজি নই। ওই ব্যাপারে একটু ভীতি আছে আমার। যাই হোক, এখন একবার অতি অবশ্যই বাড়ি যেতে হবে আমাকে। না হলে...।"

"না হলে তোমার মা খুব ভাববেন, এই তো? সেইসঙ্গে রাজুর ব্যাপারেও একটু খোঁজখবর নিতে হবে।"

"ওর মা-বাবার ওই একটিই মাত্র ছেলে। ওর কিছু হলে কী যে করবেন ওঁরা...।"

"রাজুর বাড়ি কতদূর তোমার বাড়ি থেকে?"

"একটু দূর আছে। ওরা থাকে বি গার্ডেনে।"

"তা হলে আর দেরি নয়। আগে আমাদের বাড়িতে চলো। ওখানে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে যা হোক কিছু মুখে দাও। কাল রাত থেকে না খেয়েই আছ তুমি। তারপর আমরা সবাই মিলে তোমাকে তোমাদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব। আমাদের স্কুটার আছে। কোনও অসুবিধে হবে না তোমার।"

রিয়াং-এর মুখে হাসি ফুটল এবার। বলল, "চলো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রিয়াংকে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে চলল বাড়ির দিকে। অসম্ভব রকমের একটা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এবারের অভিযান যে আজ থেকেই শুরু হবে তা ওরা সকলেই বুঝতে পারল। তাই বেশ ভালভাবেই মানসিক প্রস্তুতি নিতে লাগল সবাই ভেতরে ভেতরে। শুধু পঞ্চুই যা গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ৪ ॥

বাবলুর বাড়িতে এসে রিয়াং যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। টানটান উত্তেজনা নিয়ে সারাটা রাত কাটাবার পর এমন একটা সুস্থ সুন্দর পরিবেশ পেলে কার না ভাল লাগে?

মা তো ওদের মুখে সব শুনে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "কীসব আজকালকার ছেলেমেয়ে, অ্যাঁ!" তারপর রিয়াংকে বললেন, "তোর সাহস তো কম নয়। তুই যে সারাটা রাত ওই নির্জন বাগানে গাছের ওপরে উঠে বসে রইলি, তোর একটুও ভয় করল না? ধর ওই লোকগুলোই যদি রাতদুপুরে আবার ফিরে আসত?"

রিয়াং বলল, "এলেও আমার নাগাল পেত না।"

মা তখন প্রত্যেকের জন্য বেশ ভালরকম জলখাবার তৈরি করলেন। পঞ্চুর ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে বাবলুরাও আজ সকালে তেমন কিছু খেয়ে যায়নি। এখন লুচি আলুভাজা সন্দেশ আর ছানার পায়েস খেতে দিলেন সকলকে। সবাই খেয়ে তৃপ্ত হলে চা এল।

রিয়াং চা খায় না। তবে কিনা ছানার পায়েসটা ওর খুব ভাল লাগায় একটু বেশি পরিমাণেই খেল ও।

এইবার শুরু হল যাওয়ার প্রস্তুতি। যাওয়ার আগে বাবলু উদ্ধার হওয়া রিভলভারটা পঞ্চুকে দেখিয়ে বাগানের দিকে যাওয়ার ইশারা করতেই পঞ্চু বুঝে গেল তার কাজটা কী। কর্তব্যকর্মে ও একটুও দেরি করল না।

বিলু বলল, "ও কি যাবে না এখন আমাদের সঙ্গে?"

বাবলু বলল, "না। এই মুহূর্তে ওর যাওয়ার কোনও দরকার নেই। ওই চুরি-যাওয়া রিভলভার উদ্ধারের জন্য কেউ-না-কেউ একবার আসবেই ওখানে। আর তখনই পঞ্চুর কাজ হবে তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে তাকে বিবস্ত্র করে দেওয়া।"

বাবলুর কথা শুনে হাসতে লাগল সকলেই।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তখন যে-যার বাড়িতে দেখা করে নিজেদের মোটরবাইকগুলো নিয়ে এল।

রিয়াং তো দারুণ খুশি হল হালকা ধরনের স্কুটারগুলো দেখে। কী সুন্দর ঝকঝকে চকচকে। কোনওটি লাল, কোনওটি নীল, কোনওটি বা খয়েরি। বলল, "তোমরা রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চারাস। সবাই দেখছি চালাতে পারো।"

বাবলু বলল, "এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। চেষ্টা করলে তুমিও পারবে। আমাদের চেয়েও অল্পবয়সিরা আজকাল ব্যবহার করছে এগুলো। অবশ্য তার আগে সাইকেল চালানোর অভ্যাস থাকলে ভাল হয়।"

রিয়াং বলল, "আমি সাইকেলও চালাতে পারি, স্কুটারও। তবে কিনা আমি তো তোমাদের মতো সচ্ছল পরিবারের মেয়ে নই। তাই স্কুটার দূরের কথা, একটা সাইকেলও নেই আমার। অথচ একটা সাইকেলের শখ আমার কতদিনের! ছোট ছেলেমেয়েরা যখন নানা রঙের সাইকেল চেপে ঘণ্টি বাজিয়ে স্কুলে যায়, পার্কে যায়, এদিক-সেদিকে ঘোরাফেরা করে, তখন কী ভাল যে লাগে আমার! লোভও হয়। আমাদের পাশের বাড়ির খুকুর কাছে সাইকেল চাপতে শিখেছি। রাজু আমাকে শিখিয়েছে স্কুটার চালাতে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রিয়াং-এর কথা শুনে সবাই বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

একসময় বাবলু বলল, "ধরো, আমরাই যদি একটা সাইকেল তোমাকে উপহার দিই, তা হলে?"

লাল হয়ে উঠল রিয়াং-এর মুখ। বলল, "না না, তার কোনও দরকার নেই। সবে তো পরিচয় হল তোমাদের সঙ্গে। আমি কেমন মেয়ে, কীরকম প্রকৃতি আমার, কিছুই জানো না তোমরা। এখন ওসব নয়।"

বাবলু বলল, "আমরা কাউকে একবার দেখলেই বুঝতে পারি সে আমাদের বন্ধু হওয়ার উপযুক্ত কি না। তোমাকে ভাল না লাগলে এইভাবে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসি? এত কথা বলি? অন্যের বিপদে যে বা যারা এগিয়ে যায়, তারাই আমাদের বন্ধু।"

সকলের হয়ে বিচ্ছু এবার মিষ্টি হেসে ওকে বলল, "এবার তা হলে শোনো। টিভি হওয়ার পর রেডিয়োর আকর্ষণ যেমন অনেক কমে গেছে, তেমনই এই স্কুটারগুলো আসার পর সাইকেলের কদরও আমাদের কাছে অনেক কমে গেছে। এই স্কুটার ছাড়াও দু'বোনের দুটো সাইকেল রয়েছে বাড়িতে। কেউ ব্যবহার করি না। তারই একটা বরং তুমি নাও এবং এখনই।"

রিয়াং লজ্জা পেয়ে বলল, "প্রথম পরিচয়ের দিনেই এইভাবে ঋণী হয়ে গেলাম তোমাদের কাছে?"

বাচ্চু বলল, "বন্ধুর দেওয়া উপহারকে ঋণগ্রহণ বলে মনে কোরো না। পারলে প্রীতির বন্ধনে তুমি আমাদের সবাইকে জড়িয়ে তোমার ভালবাসা উজাড় করে দিয়ো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিচ্ছু তখনই বাড়ি গিয়ে ওর সাইকেলটা নিয়ে এল। তারপর রিয়াংকে সেটা উপহার দিতেই দারুণ আনন্দে রিয়াং-এর মুখখানি যেভাবে খুশিতে উপচে উঠল, তা দেখার মতো।

যাই হোক, ওরা আর দেরি না করে কিছু সময়ের মধ্যেই এসে হাজির হল শালিমার এক নম্বর গেট-এর কাছে রিয়াংদের নেপালি বস্তিতে। ওর মা তখন কয়েকজন প্রতিবেশী মহিলার সঙ্গে কথা বলছিলেন। মেয়ের সঙ্গে এইভাবে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আসতে দেখেই অবাক হয়ে গেলেন।

রিয়াং সাইকেল থেকে নেমে মাকে বলল, "কাল রাতে আমার জন্য তুমি চিন্তা করোনি তো?"

মা বললেন, "তা অবশ্য করিনি। কিন্তু আজ এতখানি বেলা পর্যন্ত না আসায় ভাবছিলাম।" বলে সকলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "এরা কারা?"

"তুমি ওদের চিনবে না। আমার নতুন বন্ধুরা। অনুদের ব্যাপারে ওরাও মাথা ঘামাচ্ছে। ওদের সঙ্গে প্রথম আলাপেই ওরা আমাকে এই সাইকেলটা গিফ্‌ট দিয়েছে। দ্যাখো কী সুন্দর।"

মা যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। বললেন, "তাই নাকি? এর তো অনেক দাম!"

বাচ্চু বলল, "দামে কী আসে যায়? আমাদের দু' বোনের দুটো ছিল। এখন স্কুটার এসে বাড়িতে রাখার জায়গারও অভাব। তাই ওকেই দিয়ে দিলাম ওটা। আমাদের ঘরজোড়া হয়ে থাকার চেয়ে ওর কাজে লাগুক।"

মা-ও দারুণ খুশি হয়ে বললেন, "ওর যে কতদিনের শখ ছিল। শুধু পয়সার অভাবে কিনে দিতে পারছিলাম না।" বলে ব্যাগ হাতড়ে কয়েকটা টাকা বের করে রিয়াংকে পাঠালেন মিষ্টি আনতে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সমস্বরে বাধা দিল। বলল, "একদম কিছু আনতে দেবেন না মাসিমা। আমরা সবাই পেটভরে খেয়ে এসেছি। রিয়াংই বলুক সত্যি কি না?"

মা বললেন, "তা হোক, এই প্রথম এলে তোমরা। একটু মিষ্টিমুখ তো করতেই হবে।"

অতএব মিষ্টি নিয়ে এলে 'না না' করে খেতেই হল।

ছোট্ট একখানি ঘর, সরু দালান, একফালি উঠোন ও উঠোনের লাগোয়া খুপরিমতো একটি রান্নাঘর নিয়েই রিয়াংদের ছোট্ট সংসার। বাথরুমটা কমন। অন্য ভাড়াটেরাও ব্যবহার করে। তবু কী সুন্দর মেলামেশার পরিবেশ ওদের। রিয়াং-এর একটা ভাই আছে। তার নাম গোপাল। সে অবাক চোখে একবার সাইকেল ও একবার পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একসময় থাকতে না পেরে বলল, "দিদি, আমাকে সাজিয়েগুছিয়ে সাইকেলে চাপিয়ে একবার গার্ডেনে বেড়াতে নিয়ে যাবি?"

রিয়াং বলল, "শুধু গার্ডেনে কেন, যেখানে নিয়ে যেতে বলবি সেখানেই নিয়ে যাব।" তারপর মাকে বলল, "মা, আমাকে হয়তো যে-কোনওদিন এই বন্ধুদের নিয়ে একবার অনুদের ওখানে সাহেবগঞ্জে যেতে হবে। তোমার আপত্তি নেই তো?"

মা বললেন, "আপত্তি করলেও কত যে শুনবে তুমি, তা আমিই জানি। আসলে একা একা কোথাও যেতে চাইলেই ভয় করে আমার। কারও সঙ্গে গেলে তো দুশ্চিন্তার কিছু থাকে না। তা করে যাবে শুনি?"

"তার কোনও ঠিক নেই। যে কোনওদিন যে-কোনও মুহূর্তে।"

"সে আবার কী? যাওয়ার কোনও প্রস্তুতি থাকবে না?"

"কী করে থাকবে বলো? আমরা কি বেড়াতে যাব? কী কাজের জন্য যাব সে তো জানোই তুমি।"

"তবুও যাওয়ার আগে একবার অন্তত বলে যাস।"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই বলে যাবে। ও না বললে আমরা এসে বলে যাব। হুট করে অত দূরের পথ যাওয়া যায় নাকি?"

মা রিয়াংকে বললেন, "কালকের ব্যাপারটা কী হল তা হলে?"

রিয়াং বলল, "পরে সব বলব তোমাকে। এখন একবার রাজুর ওখানে যেতে হবে আমাদের।"

"তুই তো কাল রাজুর সঙ্গেই ছিলি।"

"ছিলাম। তবু একবার ওর বাড়িটা এদের চিনিয়ে দেওয়া দরকার।" বলেই সবাইকে ইশারা করল যাওয়ার জন্য।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রিয়াং-এর সঙ্গে পথে নামল।

রিয়াংদের ওখান থেকে বি গার্ডেন খুব একটা বেশি দূরে নয়। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেল।

ওরা সবাই ওখানে যেতেই রাজুর মা-বাবা দু'জনেই উৎকণ্ঠিত হয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। রিয়াংকে দেখেই রাজুর মা বললেন, "আমার রাজু কোথায়? কাল দুপুরে সেই যে বেরিয়েছে, রাতেও বাড়ি ফেরেনি।"

রিয়াং একবার বাবলুদের মুখের দিকে তাকাল। তারপর বলল, "সে কী! আমরা তো ওরই খোঁজে এলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজুর বাবা বললেন, "তার মানে? ওর খবর তোমরা কেউ জানো না?"

রিয়াং বলল, "না।"

"না কি জেনেও চেপে যাচ্ছ, সত্যি করে বলো ওর কী হয়েছে?"

এইবার বাবলুই কথা বলল রাজুর বাবার সঙ্গে। বলল, "ছেলেটা যে কাল সারারাত বাড়ি ফিরল না, এই ব্যাপারে আপনি পুলিশকে জানিয়েছেন কিছু? থানায় কোনও ডায়েরি লিখিয়েছেন?"

"না। তার কারণ এইরকম ও মাঝেমধ্যেই করে থাকে। তা ছাড়া রিয়াংকে নিয়ে ওর কোথায় যেন যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু রিয়াংকে এখন তোমাদের সঙ্গে আসতে দেখেই বুকের ভেতরটা কীরকম যেন করে উঠল।"

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা খুবই দুশ্চিন্তার। কেন না কাল রিয়াং-এর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল ওর। তারপর ওকে অপেক্ষা করতে বলে সেই যে গেল আর সে এল না। তাই আমরাও চিন্তিত হয়ে ওর খবর নিতে এসেছি। যদিও জানি বাড়িতে ওকে পাওয়া যাবে না। তবুও খোঁজখবর একটু নেওয়া তো দরকার।"

রাজুর বাবা বললেন, "এখন আমি তা হলে কী করব? থানায় যাব?"

বাবলু বলল, "আপনি কিছুই করবেন না। যা করার আমরাই করব। একটা থানায় নয়, প্রত্যেক থানায় খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তবে জেনে রাখুন প্রাণহানির মতো কোনও ঘটনা হয়তো এখনও হয়নি। নিশ্চয়ই অন্য কোনও জালে ও জড়িয়ে পড়েছে।"

"কী করে বুঝলে?"

"সেটাই হওয়া সম্ভব। তার কারণ, মূল্যবান একটি জিনিস ছিল ওর হাতে।"

রাজুর বাবা-মা দুজনেই কান্নাধরা গলায় বললেন, "আমরা গরিব লোক বাবা। থানা-পুলিশ আমাদের পাত্তা দেবে না। আমাদের হয়ে তোমরাই কিছু করো।"

বাবলু বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন থেকে যা করবার তা আমরাই করব। আপনাদের এখানে টেলিফোন বুথ কোথায় আছে বলুন তো?"

রিয়াং বলল, "সবত্র।"

ওরা কাছের একটি বুথে এসে এই এলাকার থানাতেই নিজেদের পরিচয় দিয়ে ফোন করল প্রথমে। থানা থেকে উত্তর এল, "না। কোথাও কোনও দুর্ঘটনাই হয়নি। এমনকী কোনও অপরাধের জন্য গ্রেফতারও করা হয়নি কাউকে। বিশেষ করে নেপালি কোনও ছেলেকে তো নয়ই।"

রিয়াং বলল, "ওর অন্তর্ধানটা দেখছি অত্যন্ত রহস্যময়।"

বাচ্চু বলল, "আচ্ছা বাবলুদা, ঘটনাচক্রে ও লালজি ভিমানির কোনও লোকের হাতেই পড়ে যায়নি তো?"

বাচ্চুর কথাটা লুফে নিয়েই ভোম্বল বলল, "নিঘাত তাই হয়েছে। কেউ ওকে কিডন্যাপই করেছে। না হলে জলজ্যান্ত ছেলেটা গেল কোথায়? আমার মতে বলে, আর একটুও দেরি না করে সোজা নন্দীবাগানে গিয়ে লালজির মোকাবিলা করি। মনে রাখতে হবে, শুধু রাজু নয়, বাহাদুরকেও উদ্ধার করতে হবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। ঠিকই বলেছিস। এ ছাড়া আর কোনও পথই খোলা নেই আমাদের সামনে। তবে যাওয়ার আগে একবার আমাদের ওখানকার থানাতেও জানিয়ে আসতে হবে ব্যাপারটা।"

ওরা আর মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে রিয়াংকে ওর মায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে যে-যার বাড়িতে ফিরে এল। ঠিক হল, দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর একটুও বিশ্রাম না নিয়ে সবাই যাবে থানায়। তারপর রাজারামবাবুর খবর নিয়ে মিত্তিরদের বাগান থেকেই সোজা নন্দীবাগানে।

ক্লান্ত ও বিষণ্ণ বাবলু যখন মনের মধ্যে উত্তেজনা নিয়ে বাড়ি ফিরে এল পঞ্চু তখনও মিত্তিরদের বাগানে টহল দিয়ে দুষ্কৃতীদের কারও না কারও আগমনের প্রতীক্ষা করছে।

বাবলু তাই বাড়ি এসে পঞ্চুকে না দেখে প্রথমেই ডাকতে গেল ওকে।

বাবলুকে দেখেই ছুটে এল পঞ্চু। তারপর ওর পায়ের কাছে শুয়ে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে কুঁই-কুঁই করে জানাল, এখনও পর্যন্ত কেউই আসেনি এখানে।

বাবলু ওকে আদর করে ওর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "মনে হয় দিনের আলোয় কেউ আসবে না। সন্ধের পর বরং দেখা যাবে। এখন ঘরে আয়। খাওয়াদাওয়া সেরে নে।"

বাবলুর কথার উত্তরে পঞ্চু শুধু বলল, "ভৌ ভৌ।"

এরপর ঘরে এসে দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে পাণ্ডব গোয়েন্দারা একজোটে চলল থানায় ওদের বিবৃতি দিতে।

জাঁদরেল ও সি তখন রাবণ রাজার মতো মুখ ফুলিয়ে গভীর মনোযোগে কী একটা গুরুত্বপূর্ণ ফাইলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাগজপত্তরগুলো খুঁটিয়ে দেখছিলেন। ওদের দেখেই কাগজ থেকে চোখ তুলে বললেন, "কী ব্যাপার! এই ভরদুপুরে তোমরা কেন?"

বাবলু বলল, "আবার একটি কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি আমরা। তার আগে বলি, কালকের ওই খুনের ঘটনায় কেউ অ্যারেস্ট হয়েছে কি?"

"এখনও পর্যন্ত হয়নি। এমনকী, লোকটির পরিচয়ও জানা যায়নি। তাই বেওয়ারিশ হিসেবে ওর লাশ এখন মর্গে পচছে।"

বাবলু বলল, "ওর নাম না জানলেও ও যে কার দলের লোক তা কিন্তু আমরা জানি।"

"বলো কী! ও তোমাদের পরিচিত?"

"মোটেই না। লোকটি লালজি ভিমানির হয়ে কাজ করে।"

"সে কী! ওই লোক এখানে কী করতে এসেছিল?"

"শত্রুতা করতে। রাজারাম চৌধুরীর বাড়িতে এক নেপালি কিশোর থাকত। ওর নাম বাহাদুর। তাকেই অপরহরণ করতে এসেছিল সে।"

"ও, মাই গড!"

"অবশ্য একা নয়, সঙ্গে আরও লোক ছিল।"

"বলো কী! রীতিমতো আতঙ্কের ব্যাপার। কাজটা কি সাকসেসফুল হয়েছে?"

"হয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজু নামের আর-একটি ছেলে বি গার্ডেনে থাকত, একই সময়ে সেও নিখোঁজ।"

"এ তো দেখছি ভয়ানক ব্যাপার। একটু পরিষ্কার করে খুলে বলো তো কী থেকে কী হল?"

বাবলু বুদ্ধি করে মূল ব্যাপারটা এড়িয়ে অন্যভাবে বলল, "আসলে গতকাল শেষ রাতে লালজির তিনজন লোক কোনও বদ মতলবেই এ-পাড়ায় হানা দিয়েছিল। বাহাদুরের চেঁচামেচিতে আমরা ছুটে যাই। পঞ্চুর তাড়া খেয়ে ওরাও তখন পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তারপরই গাযের জ্বালা মেটাতে সন্ধের মুখে ওরা আবার আসে বাহাদুরকে উপযুক্ত শিক্ষা দেবে বলে। তখন ও বাধা পায়। ওই পেশাদার গুন্ডাদের সঙ্গে পেরে ওঠা তো সহজ ব্যাপার নয়। তবুও, রাজু নামে আর-এক নেপালি কিশোর মরিয়া হয়ে রুখে দাঁড়ালে তাকে মারতে গিয়ে ওরা ওদের নিজেদের লোককেই আঘাত করে বসে। তারই ফলে মারা যায় লোকটি। ওরা তখন গোলমালের আশঙ্কায় ভয়ে পালায়। যাওয়ার সময় একটা ট্যাক্সি ডেকে তুলে নিয়ে যায় বাহাদুরকে।"

"তারপর?"

"তারপর শুধু বাহাদুর নয়, ওই রাজু নামের কিশোরও নিখোঁজ হয়। কাল রাত থেকে সে আর বাড়ি ফেরেনি।"

ও সি একটু সময় চুপ করে বসে থেকে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "তোমাদের বক্তব্যটা একটা কাগজে ভাল করে লিখে দাও। তারপর দেখছি কতদূর কী করতে পারি। ওই মৃত লোকটির ব্যাপারে এতক্ষণ আমরা অন্ধকারে ছিলাম। এখন আর ওর ব্যাপারে তদন্তের কোনও দরকার নেই। তবে বাহাদুরকে যাতে ওদের কবল থেকে উদ্ধার করে আনা যায় সেই চেষ্টা করছি।"

ভোম্বল উত্তেজিত হয়ে বলল, "লালজিকে অ্যারেস্ট করবেন না?"

"এখনই তা সম্ভব নয়। প্রথমত শালকিয়ার ওই জায়গাটা আমাদের থানা এলাকার অধীনেই নয়, তার ওপর খুনটা স্পটে এসে লালজি ভিমানি নিজেও করেননি। এখন ওই থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে বাহাদুরকে লালজির ডেরা থেকে উদ্ধার করতে পারলে তবেই গ্রেফতারের প্রশ্ন। কিন্তু সেই বা কতক্ষণের জন্য? তোমরা এতদিন পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে নানাভাবে সহযোগিতা করে আসছ। তোমরা তো জানো, এই ব্যাপারে আমাদের ক্ষমতা কতটা সীমায়িত।"

"লালজি ভিমানি কি তা হলে অধরাই থেকে যাবেন?"

"অবশ্যই। ওঁরা হলেন ধরাছোঁয়ার বাইরের লোক। মানুষকে দুঃখ দেওয়ার জন্য, কষ্ট দেওয়ার জন্য, মানুষের ওপর অত্যাচার করবার জন্য যুগে যুগে ওঁরা অবতীর্ণ হন। কাজেই পুলিশের ক্ষমতা নেই ওঁদের কিছু করে।"

ভোম্বল দারুণ রেগে বলল, "বাঃ, চমৎকার। তা হলে আর থানা-পুলিশের দরকার কী? উঠিয়ে দিন এগুলো।"

ও সি টেবিলের ওপর একটা ঘুষি মেরে বললেন, "তোমার কথায় নাকি? তুমি কালিবাবুর বাজারে গিয়ে কাতলা মাছটি কিনে এনে তার মুড়োটি খাবে আর আমি চেয়ে চেয়ে দেখব? আমার পেটটা চলবে কী করে শুনি? মামার বাড়ির আবদার?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু, কেউ একটা কথাও বলছিল না, শুনেই যাচ্ছিল ওদের কথাবার্তা।

ও সি এবার ভোম্বলের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বললেন, "শোনো বাবলু—।"

ভোম্বল বলল, "ভুল করছেন। আমি বাবলু নই, আমার নাম ভোম্বল।"

"হ্যাঁ। মৌরলা মাছের অম্বল। একটা কথা ভাল করে জেনে রাখো, সব ওষুধে সব রোগ সারে না। যক্ষ্মা রোগীকে বাতের ওষুধ খাওয়ালে কি তার যক্ষ্মা ভাল হবে? না ম্যালেরিয়া রোগীকে হাঁপানির ওষুধ দিলে তার হাঁপানি সারবে? যে রোগের যে ওষুধ, তাই তো দিতে হবে? লালজি ভিমানির মতো সংক্রামক ব্যাধির মোক্ষম দাওয়াই হল পরমবীরপুঙ্গব তোমাদের এই শঙ্খমুখ শ্রীমান পঞ্চু। মানুষ মানুষকে মারলে তার শাস্তি হবে। খুন করলে ফাঁসি হবে। কিন্তু কুকুরের কামড়ে কারও মৃত্যু হলে কুকুরকে শাস্তি দেওয়া যায় না। তাই এক্ষেত্রে..."

ভোম্বল ফিক করে হেসে বলল, "কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে।"

"অ্যা-অ্যাই। মোদ্দা কথাটাই হল এই। ওদের মোকাবিলা ছুরি কিংবা গুলিতে নয়। পঞ্চুকে দিয়েই হাসিল করাতে হবে কাজটা।"

বাবলু বলল, "আমরা আজই যাচ্ছি লালজির মোকাবিলায়। এবং এখনই।"

"প্রকাশ্যে দিনের বেলায়?"

"না হলে দেরি হয়ে যাবে। বাহাদুরকে হয়তো মেরেই ফেলবে ওরা। যাওয়ার আগে আপনাদের একটু জানিয়ে গেলাম।"

"ঠিক আছে। তোমরা যাও। ওদিকের ব্যাপারটা আমি দেখছি। ওখানকার থানাকেও জানিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা।" বলে একটা সাদা কাগজ এগিয়ে দিতেই বাবলু ওদের অভিযোগটা লিখে দিল।

বাবলু এবার সযত্নে নিয়ে আসা টোটামুক্ত রিভলভারটা ও সি-র হাতে দিয়ে বলল, "আমাদের বাগান থেকে পেয়েছি। সম্ভবত ধস্তাধস্তির সময়ই শত্রুপক্ষের কারও না কারও হাত থেকে পড়ে গেছে ওটা।"

রিভলভারটা হাতে নিয়েই ও সি বললেন, "এটা তো বাইরের দেশের জিনিস। তবে কি এরা আন্তর্জাতিক কোনও চক্রের সঙ্গেও জড়িত?"

"এ-প্রশ্নের উত্তর পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। এখন আমরা আসি?"

ও সি বললেন, "বেস্ট অব লাক।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা থানা থেকে বেরিয়ে সোজা এসে হাজির হল রাজারামবাবুর বাড়ি।

দরজায় নক করতেই রাজারামবাবু এসে দরজা খুলে দিলেন। তাঁর চোখমুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, একটা আতঙ্কের ঝড় যেন বয়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে। দরজা খুলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, "এসেছ? ওপরে চলো। সারাক্ষণ ভাবছিলাম তোমাদের কথা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়েই ওপরে এল। তারপর যে-যার সুবিধেমতো জায়গা করে নিয়ে বসে পড়ল স্থির হয়ে।

রাজারামবাবুও ওদের মুখোমুখি বসে বললেন, "বাহাদুরের খবর কিছু পেলে?"

বাবলু বলল, "না। তবে পুলিশকে জানিয়েছি ব্যাপারটা।"

"এদিকে আর-এক কাণ্ড হয়েছে।"

সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, "কী কাণ্ড?"

"কাল যে লোকটা খুন হয়েছে ওর নাম আলা, আলামোহন। ওর দাদা বীরা একজন নামকরা তোলাবাজ।"

বাবলু বলল, "জানি। আগে মঙ্গলাহাটে তোলা আদায় করত, এখন চলে গেছে হরগঞ্জ বাজারের দিকে। চোখে দেখিনি যদিও তবু নাম শুনেছি ওদের।"

"বীরার নজর এখন আমার দিকে। ওর ধারণা ওর ভাইকে আমিই পরিকল্পিতভাবে খুনটা করিয়েছি। তোমাদের সাহায্য নিয়ে বাহাদুরের হাত দিয়েই হয়েছে খুনটা। তাই ও অসম্ভব রকমের একটা টাকার দাবি করেছে আমার কাছে। ওদের সকলেরই ধারণা আমি নাকি কোটি কোটি টাকার মালিক। তিনদিনের মধ্যে এই টাকা ওর হাতে তুলে না দিলে ও আমাকেও ওর ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দেবে। শুধু তাই নয়, তোমাদের ক্ষতি করবার জন্যও ও এখন তৎপর হয়ে উঠেছে খুব।"

বাবলু বলল, "রীতিমতো আতঙ্কের ব্যাপার। এখন কী করবেন তা হলে?"

"আমি একটা স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি। আমি ঠিক করেছি আমার বউ-মেয়ে যেমন আলাদা আছে, থাক। বাহাদুরের ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনা যখন নেই, তখন আমারও আর এই বাড়ি ও মূর্তিগুলোর মায়ায় এখানে পড়ে থাকার দরকার নেই। আমি সব কথা পুলিশকে জানিয়ে ধরা দেব অথবা চলে যাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হিমালযেব দিকে। হবিদ্বাব, হৃষীকেশ বা লছমনঝুলাব মতো কোনও জাযগায় পাহাডেব কোলে গঙ্গাব তীবে বাস কবে বাকি জীবনটা নির্বিঘ্নে কাটিযে দেব।"

বাবলু বলল, "না। এই ভুলটা আপনি কখনওই কববেন না। একটু ধৈর্য ধরুন, সব ঠিক হযে যাবে। এই ব্যাপাবে আপনাকে আইনেব হাত থেকে বাঁচানোব একটা পবিকল্পনাও আমি কবে ফেলেছি। এব জন্য একটু মিথ্যাব আশ্রযও নিতে হবে অবশ্য। কিন্তু তাব আগে বাহাদুবকে শত্রুব কবল থেকে মুক্ত কবে আনাটা একান্ত দবকাব।"

"তোমাব পবিকল্পনাটা কী শুনি?

"এখন সেটা বলব না।'

"তা হলে শোনো, বাহাদুব আব ফিবে আসবে না।"

বাজাবামবাবুব কথা শুনে চমকে উঠল সকলে। সবাই সমস্ববে বলল, 'কেন? কেন? ফিবে আসবে না কেন?"

বাবলু বলল, "ওবা কি ওকে মেবেই ফেলেছে?"

বাজাবামবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "না। ওব শবীব থেকে প্রাণবাযুটা এখনও শেষ হয়ে যাযনি। তবে খুব শিগগিব যাবে। কাল বাতে বীবা ফোন কবাব কিছুক্ষণ পবেই লালজিও আমাকে ফোন কবেছিল।

"কী কথা হযেছিল ওব সঙ্গে?

"সেকথা পবে বলছি। তাব আগে একটা প্রশ্ন কবি। আচ্ছা বাবলু কোনও অলৌকিক উপাযে ওই ধর্মচক্রটি তোমাদেব হস্তগত হযেছে কী?

"না।"

"তোমাদেব পবিচিত কাবও হাতেও কি পৌঁছেছে?

"না।'

"এই ব্যাপাবে বাহাদুবেব সঙ্গে কি তোমাদেব কোনও আলোচনা হযেছিল?

"হযনি। সময পেলাম কখন?

'সেই কথাই তো ভাবছি আমি। তোমাদেব তো এব মধ্যে ডিঙিযে পডবাব কথা নয়। অথচ লালজিব ধাবণা, এই সবেব মূলে তোমবাই।

"আগে বলুন লালজিব সঙ্গে ফোনে কী কথা হযেছিল আপনাব?

"ফোনে লালজি আমাকে জানিযেছে, কাল সন্ধেব সময বাহাদুব নাকি ওই দুলভ জিনিসটা নিযে তোমাদেব বাগানে যায। এব জন্য বাহাদুব নয, লালজি দাযী কবে আমাকেই। আমিই নাকি চালাকি কবে বাহাদুবেব মাবফত জিনিসটা তোমাদেব কাছে পৌঁছে দিই। সেখানে তোমাদেব একটি ছেলে ছাডা একটি মেযেও ছিল।

এতক্ষণে বিচ্ছু বলল, তা কী কবে হয? কাল সন্ধেব সময আমবা তো আপনাব এখানেই শিকলবন্দি হযে ছিলাম।"

'সে তো আমাব চেযে ভাল আব কেউ জানে না। কিন্তু সেকথা ওকে বোঝাব কী কবে?"

বাবলু বলল, "তাবপবে বলুন।'

"তাবপবে আব কী? যেহেতু একটি ছেলে ও মেযে ছিল তাতেই ওব ধাবণা হযেছে তোমবা ছাডা আব কেউ নয়। এই ব্যাপাবে বাহাদুবকে মাবধব কবে অনেক জিজ্ঞাসাবাদেও কোনও সদুত্তব পাযনি। ওবা বাববাব বাহাদুবকে প্রশ্ন কবেছে, যা নিযে এত লুকোছাপা সেই জিনিসটা কী? বাহাদুবও বাববাবই বলেছে জিনিসটা অত্যন্ত মূল্যবান একথা সেও জানে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেটাকে চোখেও দেখেনি সে। এই ব্যাপাবে গোয়েন্দা ছেলেমেযেগুলোব কোনও ভূমিকাই নেই। ও নিজেই একজনেব মাধ্যমে জিনিসটা পাচাব কবে দিযেছে দেশেব বাইবে। যাব মাধ্যমে পাঠিযেছে তাব নাম জানতে চাইলেও বলেছে বলব না।'

বিলু বলল, "ভুল কবল। ও বুদ্ধি কবে আমাদেব নামটাই বলে দিতে পাবত।"

বাজাবামবাবু বললেন, "তাই কি হয? প্রযোজনে নিজেব জীবন ও দেবে কিন্তু মিথ্যে বলে কাউকে বিপদে ফেলবে না। লালজি আমাকে এও বলেছে, এই সব ঝুটঝামেলা ও বেশিক্ষণ বাখবে না। আজ সন্ধে পর্যন্ত দেখে মধ্যবাতে বাহাদুবেব ডেডবডি গঙ্গায ফেলে দেবে।'

ভোম্বল বলল, "তাব আগেই আমাদেব কিছু একটা কবতে হবে তা হলে।"

বাজাবামবাবু বললেন, "কিন্তু একটা কথা আমি ভেবে পাচ্ছি না, তোমবা যদি না হও তা হলে ওই দু'জন ছেলেমেযে কে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু হেসে বলল, "ওদের একজনের নাম বাজু তামাং, আর-একজনের নাম বিযাং দাওযা লামু।"

প্রায় লাফিয়ে উঠলেন রাজারামবাবু। বললেন, "বাজু। লামু। ঠিক বলছ?"

"আপনি ওদের চেনেন?"

"খুব ভালরকম চিনি। কিন্তু বাহাদুর ওই জিনিসটা হঠাৎ করে ওদের হাতে তুলে দিতে গেল কেন?"

বাবলু আসল সত্য গোপন করে বলল, "সেটা অবশ্য আমাদের জানা নেই।"

ভোম্বল বলল, "জানা একসময় নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু আমার প্রশ্নটা অন্য। যে জিনিস কখনও চোখেও দেখেননি লালজি, তার প্রতি ওঁর অত কৌতূহল কেন?"

বিচ্ছু বলল, 'চোখে না দেখলেও কহলগাঁওয়ের সেই রাতে ওঁর লোকেদের মুখে কিছুটা শুনেছেন। তারা তো লুকিয়ে দেখেছে উপাধ্যায়ের বাড়িতে ।"

রাজারামবাবু বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ মা। জিনিসটা লুকিয়ে ওরা না দেখে থাকলে পথে আমাকে আক্রমণ করত না, পণ্ডিত দীননাথ খুন হতেন না আর এতদিন ধরে কেউ এর মতো আমার পেছনে লেগে থাকত না লালজি ভিমানি। এ যাবৎ নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে এইবারই সক্রিয় হয়ে উঠেছে।"

ওদের কথাবার্তার মাঝেই টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল।

রাজারাম চৌধুরী ফোন ধরে 'হ্যালো' করতেই ওদিক থেকে কার যেন কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

দু'-এক কথা শোনার পরই রাজারামবাবু বললেন, "তোমার যা ইচ্ছে তাই করো তুমি। এখন আর আমি প্রাণভয়ে ভীত নই। ওই ব্যাপারে যদি কিছু বলবার থাকে তা হলে তোমার ভাষায় ওই পুলিশবালা লেডকা লেডকিদেরই বলো। ওরা এখন আমার ঘরে আমার পাশেই বসে আছে।" বলে ফোনটা বাবলুর হাতে ধরিয়ে দিলেন।

বাবলু ফোন ধরেই বলল 'হ্যালো, লালাজি।"

গাঁক করে উঠলেন লালজি, "আরে লালাজি নেহি লালজি। আমি একবার তোমাদের ওয়ার্নিং দিয়েছিলাম, ইয়াদ আছে?"

' ওইরকম ওয়ার্নিং আমাদের অনেকে অনেকবার দিয়েছে। কাজেই ওইসবে আমরা কান দিই না, মনেও রাখি না ওসব। '

টেলিফোনের মধ্যেই চাপা আক্রোশে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন লালজি, "তোমাদের ব্যবস্থা আমি করছি। সব ক'টার মাথা যদি গুঁড়িয়ে না দিই ।"

বাবলু একটু হেসে বলল, "আপনার দাঁতগুলো কি বাঁধানো? নাকি ওগুলো আসল দাঁত?"

"কা মতলব?"

"কাছাকাছি কোনও দাতের ডাক্তার থাকে তো তাকে আসতে বলুন। আজই গিয়ে আপনার দাঁতগুলো আমরা উপড়ে নিয়ে আসছি।"

রাগে কাঁপতে কাঁপতেই লালজি বললেন, "কব আওগে তুম?"

বাবলুও গলায় জোর দিয়ে বলল, "আভি, আভি। এখনই যাচ্ছি।" বলেই বলল, "আপনার টেলিফোনের ধারেকাছে বসে কেউ যেন কাশছে বলে মনে হল? কোনও বীর হনুমান অথবা বান্দর জাতীয় কেউ আছে?"

লালজি আরও রেগে বললেন, "বদতমিজ। মুখ সামালকে বাতচিত করো। কোই নেহি ইধার।"

"আছে আছে। বীরা থাকে তো ওকেই একবার দাও।"

ফোনটা বীরার হাতেই চলে গেল। উত্তর এল, "কী করে জানলি আমি এখানে আছি?"

"এতে আর জানাজানির কী আছে? চোরের পাশে জোচ্চোর থাকবে, গাধার পাশে তা যাক, রাজারামবাবুর কাছে ক'ত টাকা চেয়েছ?"

"খুব সামান্যই। মাত্র দশ লাখ। পরে আরও চাইব।"

"পাবে। টাকা রেডি। টাকার থলি নিয়ে বসে আছি আমরা। এখনই এসে নিয়ে যাও। '

বাবলুর কথা শুনে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেল বীরা, তারপর বলল, "মজা করবার জায়গা পাসনি?"

"বলছি তো, যদি হিম্মত থাকে এসে নিয়ে যাও টাকাটা।"

"নিশ্চয়ই তোরা কোনও একটা চাল চেলেছিস। ওই টাকা তোরাই এখানে এসে দিয়ে যাবি।"

"তোমার কাজের লোক নাকি আমরা?"

মাত্রাছাড়া রাগে কাঁপা উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে বীরা বলল, "মা হাজার হাত কালীর দিব্যি, আমি নিজে হাতে খুন করব তোদের।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বিরক্তির সুরে বলল, "ভাল রে, ভাল। সেই থেকে দু'জনে মিলে হেন করব, তেন করব না করে যা করবার তা করেই যাও না। আমরা তো ডাকছি তোমাদের। দু'জনেই এসো। তবে একান্তই যদি আমাদের ভয় পাও তা হলে বলো আমরাই যাচ্ছি।"

বীরার বীরত্ব ফুটে উঠল এবার, "ভয়! আমরা যমকেও ভয় করি না।"

"তোমরা সবাইকে ভয় করো। তাই চোরের মতো লুকিয়ে বেড়াও। আমাদের ভয় পাও, তাই আমাদের সামনে আসার সাহস নেই। পুলিশকে ভয়, তাই নিজের ভাইয়ের ডেডবডি মর্গে পচলেও নিতে যাওয়ার হিম্মত নেই।"

বীরা বলল, "তবে রে শয়তান! দাঁড়া তোদের মজা দ্যাখাচ্ছি এবার।"

ওর কথার উত্তরে বাবলু সুর করে একটা শিস টানল। তারপর সশব্দে নামিয়ে রাখল রিসিভারটা।

রাজারামবাবু অবাক চোখে বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি যে কামাল করে দিলে বাবলু। টেলিফোনের মধ্যেই ঝড় উঠিয়ে দিলে? ওই ধরনের দুষ্ট দুর্জনদের সঙ্গে এইভাবে কথা বললে কী করে তা আমি ভেবেই পাচ্ছি না। তোমার এই দুর্জয় সাহস দেখে আমার কিন্তু ভয় ভাবটা একেবারেই কেটে গেছে।"

বাবলু বলল, "আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আপনার পাশে আমরা আছি। তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল এই যে, আপনার এতদিনের যত্নে রাখা ওই তিব্বতি ধর্মচক্রটা ওদের হাতে এখনও পৌঁছয়নি।"

রাজারামবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, "ওটা তা হলে কার কাছে?"

"ওটা রাজুর কাছেই আছে। রিয়াং-এর মুখ থেকে আমরা সব শুনেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"নিশ্চিন্ত থাকতে পারি না। কেন না, রাজু ছেলেটা অত্যন্ত বদ।"

"বদ নয়, ডাকাবুকো। কিন্তু ছেলেটা যে কোথায় উধাও হয়ে গেল...।"

এমন সময় টেলিফোনটা আবার বাজতে লাগল তারস্বরে।

রাজারামবাবু টেলিফোনে হাত দিতে গেলেই বাবলু বাধা দিল। বলল, "আপনি নয়, আমি। আমিই ধরছি ফোনটা," বলে ফোনের কাছে এগিয়ে গেল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই তাকিয়ে রইল বাবলুর মুখের দিকে।

ঘনঘন লেজ নাড়তে লাগল পঞ্চু।

ঘড়ির কাঁটায় তখন তিনটে বেজে দশ মিনিট। অর্থাৎ দুপুর গড়িয়ে বিকেল। বাবলু একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রিসিভার তুলে বলল, "হ্যালো!"

ওদিক থেকে লালজির গলা শোনা গেল, "আমি লালজি ভিমানি বলছি।" সুর একেবারেই অন্যরকম। "তোমরা আসছ তো?"

"কোথায়?"

"আমার এই গরিবখানায়।"

"আপনি আমন্ত্রণ জানালে আমরা নিশ্চয়ই যাব। তবে কিনা এই প্রথমবার তো?"

"কোনও কুছু ওসুবিধে হোবে না। হাওড়া মইদানের কাছে জিরো থ্রি ফোর নাইন একটা গাড়ি থাকবে, তোমরা সেই গাড়িতে চেপে আমার এখানে চলে আসবে। আমি তোমাদের মতো সাহসী ছেলেমেয়েদের খুব ভালবাসি। তোমাদের সঙ্গে কখনও দুশমনি করতে পারি? আর ওই বীরা বান্দরটার কথায় কুছু মনে কোরো না তোমরা। ওকে আমি সাইজ করে দেব। আমি তোমাদের সঙ্গে একটু বেওসার কথা বলতে চাই। তোমাদের সঙ্গে আমার দোস্তি হয়ে গেলে আমি খুব খুশি হব।"

"আমরাও খুশি হব আপনি যদি আমাদের সঙ্গে একটু ভাল ব্যবহার করেন।"

"তোমরা আমার লেড়কা কি মাফিক।"

"তাই যদি হয় তো বাহাদুরও তাই। তা হলে ও বেচারিকে অযথা ধরে নিয়ে গিয়ে মারধোর করছেন কেন?"

"তোমরা এলেই ওকে আমি তোমাদের সঙ্গে বিদায় দেব। তবে একটা কথা, আমাদের এই বন্ধুদের মাঝখানে যেন পুলিশ না আসে। জানো তো ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কখনও ভাল থাকে না।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আমরা এখনই যাচ্ছি।" বলে ফোন নামিয়ে রেখে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে চাপা গলায় ফিসফিস করে কিছু বলতেই পঞ্চুকে নিয়ে ওরা বাড়ির দিকে ছুটল। ওদের উৎসাহ তখন দ্যাখে কে?

বাবলু রাজারামবাবুকে বলল, "আপনার বাহাদুরকে আজই ফিরে পাবেন আপনি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিস্মিত রাজারামবাবু বললেন, "সাহস নয়, তোমাদের দুঃসাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমার শুধু একটাই ভয়, কিছু যদি হয়ে যায় তোমাদের তা হলে তোমাদের বাবা-মা কিন্তু আমাকেই দোষ দেবেন।"

"আমাদের বাবা-মা আমাদেব ব্যাপারে কারও প্রতি দোষারোপ করবেন না। তাঁরা জানেন আমরা যা করি তা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী। অতএব...।"

একটু পরেই ওরা সবাই এসে গেলে বাবলু রাজারামবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাওড়া ময়দানের দিকে এগিয়ে চলল।

॥ ৫ ॥

কথা রেখেছিলেন লালজি। তাই গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল ডোডি, ডাম্পি আর পিন্টো।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা এক এক করে গাড়িতে উঠলে বুকে-পিঠে কাপড় বাঁধা অবস্থায় পঞ্চুও উঠল।

ডোডি বলল, "এই পাপটাকে আবার সঙ্গে নিয়ে এলে কেন?"

ভোম্বল রেগে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল বোধহয়, বিলুই ওকে থামাল।

বাবলু বলল, "পাপটাকে সঙ্গে এনেছি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাতে।"

ওরা সবাই গাড়িতে উঠে বসলে গাড়ি স্টার্ট নিয়ে বাঙালবাবুর ব্রিজের ওপর দিয়ে শালকিয়ার দিকে চলল।

ডাম্পি বলল, "কী হয়েছে ওর? ওকে ওইভাবে কাপড় জড়িয়ে ব্যান্ডেজ করে রেখেছ কেন?"

"ও খুব অসুস্থ। সারাগায়ে ঘা।"

পিন্টো বলল, "হবে না! যে হারে এতদিন লোককে কামড়েছে তার ফল তো ভোগ করতেই হবে। আমি বলছি এইবারই ও মরবে।"

ডোডি বলল, "হঠাৎ ঘা হল কী করে?"

"গোরুতে কামড়ে দিয়েছিল।"

চমকে উঠল সবাই।

ডাম্পি বলল, "গোরুতে কামড়ে দিয়েছিল? গোরু কখনও কামড়ায়?"

"গোরু বলেই তো কামড়ায়। ওদেরও দাঁত আছে। দাঁত আছে বলেই ঘাস খায়, খড়-বিচালি খায়।"

বাবলুর কথা শুনে তিনজনেই 'হুঁ' করে মুখ ঘুরিয়ে নিল। পিন্টো একবার আড়চোখে তাকাল কটমট করে।

গাড়ি যেমন চলছিল তেমনই চলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছল নন্দীবাগানে। লালজির যে বাড়ির সামনে এসে গাড়িটা থামল সেটাকে একটা রাজপ্রাসাদ বললেও ভুল হবে না।

ওরা গাড়ি থেকে নামতেই বাড়ির ভেতর থেকে ষণ্ডামার্কা একজন লোক এসে ওদের দিকে চোখ বুলিয়েই বাড়ির ভেতরে গেল খবর দিতে।

আবহাওয়া এখানে খুবই থমথমে। পরিবেশ দেখে মনে হল বাইরের কোনও লোকের এই বাড়ির ধারে কাছে আসতে খুবই অসুবিধে। হুট করতেই কেউ যে এসে বাড়িতে ঢুকে পড়বে সে উপায়টি নেই।

ডোডি, ডাম্পি আর পিন্টোরও চোখ-মুখের ভাব তখন অন্যরকম।

বাবলু চাপা গলায় বিলুকে বলল, "জানতাম এইরকম হবে।"

ডোডি গম্ভীর স্বরে বলল, "যাও, ভেতরে যাও।"

ডাম্পি চাপা গলায় আস্তে করে বলল, "আজই তোদের শেষদিন।"

বাবলু হেসে সবাইকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল । প্রাসাদোপম এই বাড়ির মস্ত হলঘরটি অত্যন্ত বিলাসবহুল। হলঘরের শেষ প্রান্তের দেওয়ালে বিশাল একটি অরণ্যময় গুহা-পেন্টিং করা আছে। যা দেখলেই আতঙ্ক জাগে।

ভোম্বল সেদিকে তাকিয়েই বলে উঠল, "বাবা! ওটা আবার কী?"

ডাম্পি বলল, "ওটা কী তাও বোঝো না চাঁদু? ওটা হল বাঘের গুহা।"

হঠাৎ কোত্থেকে একটা বেড়াল সেখানে এসে ম্যাও করে উঠতেই বিলু বলল, "যাক, বাঘের গুহায় যে বেড়াল থাকে এই প্রথম দেখলাম।"

মারমুখো হয়ে উঠল পিন্টো, "তবে রে।"

অমনই একটা বাজখাঁই গলার আওয়াজ শোনা গেল, "ওদের আসতে দাও।"

সবাই তাকিয়ে দেখল হলঘরের এক প্রান্তে ভেলভেটের গালিচায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মধ্যবয়সি একজন রহিস আদমি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। তবে দারুণ আকর্ষক ওঁর চোখদুটি। সেদিকে তাকালেই বুকের রক্ত যেন হিম হয়ে আসে। ইনিই লালজি ভিমানি। ওঁকে ঘিরে প্রায় আট-দশজন গুন্ডামতো লোক বসে আছে সেখানে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা যেতেই লালজি বললেন, "আদাব। তসরিফ রাখিয়ে।"

বাবলু বলল, "আপনি তো বাংলায় এসে বাঙালিই হয়ে গেছেন ভিমানিসাহেব। আবার ওই ভাষায় অভ্যর্থনা কেন?"

লালজি হেসে বললেন, "আরে বেঙ্গলি বয়। আমরা যে যাই হই না কেন, সবরকম লোকের সঙ্গেই তো কাজকারবার আমাদের। তাই একটুআধটু ওইরকম বেরিয়ে যায় মুখ দিয়ে।" বলে পঞ্চুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমাদের এই কুত্তাটার বয়স কত হল?"

"তা ধরুন না কেন আমাদেরই বয়সি ও।"

"কিন্তু কুকুর তো শুনেছি দশ বছরের বেশি বাঁচে না। তা এ-ব্যাটা এখনও বেঁচে আছে কী করতে?"

বাবলু হেসে বলল, "আসলে এর কামড়ে এখনও অনেকের মরণ লেখা আছে তো, সেইজন্য। তা ছাড়া কে কখন মরবে তা কে বলতে পারে? অদ্যই যে আপনার শেষ রজনী নয় তা কি আপনিই হলফ করে বলতে পারেন?"

ডোডি গর্জে উঠল, "কিন্তু তোদের শেষদিন যে আজই তা কিন্তু আমরা হলফ করে বলতে পারি।"

ধমকে উঠলেন লালজি, "আমি যখন কারও সঙ্গে কথা বলব তখন আমি চাই না সেখানে অন্য কেউ কথা বলুক। এই ছোট্ট বন্ধুরা আমার মেহমান আছে। এদের সঙ্গে ভালভাবে কথাবার্তা বলবে। তোমাদের শরীরে আছে ষাঁড়ের শক্তি কিন্তু এদের মাথায় আছে ব্রিটিশের বুদ্ধি।"

লালজির ধমক খেয়ে চুপ করে গেল ডোডি। অন্যেরাও কেউ কোনওরকম ফোঁসফোঁস করল না।

বাবলু ভালভাবে তাকিয়ে দেখল, এই হলঘরের ভেতরে ও বাইরে যাওয়ার মোট চারটে দরজা। কিন্তু প্রতিটি দরজার সামনে একজন করে ভীষণ-দর্শন লোক টুল নিয়ে বসে আছে। ঘরের একপ্রান্তে গুহাচিত্র, অন্য প্রান্তে স্ক্রিন। অর্থাৎ প্রোজেক্টার বসিয়ে সিনেমার ছবি দেখা হয়।

বাবলু বলল, "আপনার এখানে এসে খুব খুশি হলাম ভিমানিসাহেব। এমন সুন্দরভাবে সাজানো ঘরদোর এর আগে আমরা দেখিনি।"

লালজি বললেন, "এটা আসলে রুচির ব্যাপার। আমার গরিবখানা তোমাদের পছন্দ হয়েছে জেনে খুশি হলাম।"

বাবলু বলল, "তা বলুন এবার আপনার বক্তব্য কী?"

লালজি বললেন, "রাজারামবাবুর যে জিনিসটা তোমাদের কাছে আছে ওই জিনিসটা আমি ফেরত পেতে চাই।"

বাবলু বলল, "রাজারামবাবুর কোনও কিছুই আমাদের কাছে নেই। শুধু তাই নয়, ওঁর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক বা পরিচয়ও ছিল না কোনওদিন। শুধু মর্নিংওয়াকে বেরিয়ে সেদিনের ভোরে আপনার লোকদের চেহারা দেখে আমাদের পঞ্চু তাড়া করলে তারই সূত্র ধরে আমরা ওই বাড়িতে যাই, গিয়ে ওই অসহায় অবস্থা থেকে ওঁদের উদ্ধার করি।"

"এই পর্যন্ত সবই ঠিকঠাক আছে। তারপরই তোমরা একটা পলিটিক্স করে বাহাদুরের কাছ থেকে ওই জিনিসটি হাতিয়ে নিলে।"

"আপনার এই ধারণা ঠিক নয়।"

লালজি এবার জোরের সঙ্গে বললেন, "হ্যাঁ, এই ধারণাই ঠিক।"

লালজির হাতের কাছে একটা শংকর মাছের চাবুক রাখা ছিল। লালজি সেটাকে নাচিয়ে বললেন, "ডোডি অত করে চাবকাল বাহাদুরকে, ও-ও আসল সত্য স্বীকার করল না।" তারপর একটু থেমে বললেন, "শুধু তাই নয়, তোমাদেরই একটি মেয়ের হাতে বীরার ভাই খুন হয়েছে।"

বাবলু উত্তেজিত না হয়ে বলল, "খুন কেন হবে? ওটা খুন নয়। অ্যাক্সিডেন্ট।"

"অ্যাক্সিডেন্ট!"

"নিশ্চয়ই। আপনার পাঠানো এই পেশাদার খুনিগুলোর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যই শুধুমাত্র আত্মরক্ষার্থে সামান্য একটু আঘাত করেছিল। তাতেই মারা যায় আলা। এর নাম খুন? আপনি একজন পেশাদার ক্রিমিনাল হয়ে খুন কাকে বলে জানেন না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লালজি এবার লাল হয়ে শয়তানের হাসি হেসে বললেন, "এত যখন জানো, তখন এর পরেও তুমি কী করে বলো যে, ওই মেয়েটি তোমার দলের মেয়ে নয়?"

"আমি এখনও বলছি ওই মেয়ে আমাদের কেউ নয়। খুনের তদন্ত করতে গিয়েই সব জেনেছি।"

"সে যাই হোক, এই কাজ যে করেছে তাকে কিন্তু আমি ছাড়ব না। তার হাতদুটো আমি কেটে নেবে।" বলে একবার বাচ্চু-বিল্টুর দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

সে তাকানোতে ওরা ভয় পেল বলে মনে হল না।

লালজি আবার বললেন, "এখনও বলছি, জিনিসটা ভালয়-ভালয় আমাকে দিয়ে দাও। তবে কিনা লালজি ভিমানি কারও সঙ্গে বেইমানি করে না। আমি তোমাদের পাঁচজনকে পাঁচ লাখ রুপিয়া মিঠাই খেতে দিয়ে দেব।"

বাবলু চমকে উঠে বলল, "আস্তে কন কত্তা, অত টাকার মেঠাই খেলে আমাগোর হার্ট অ্যাটাক ওইয়া যাবে।" বলে বলল, "শুনুন, আমাদের টাকা চাই না। আমরা বাহাদুরকে চাই। ভালয়-ভালয় ওকে নিয়ে আসুন। ওকে নিয়ে আমরা বাড়ি ফিরে যাই।"

"বেশ, ঠিক আছে। বাহাদুরকে আমি এখনই ফিরিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু ওই জিনিসটার কী হবে?"

"জিনিসটা আদৌ আমাদের কাছেই নেই। তবে ওইটার ব্যাপারে সন্ধান চলছে। যদি পাই তখন ওটা থানাতেই জমা দেব, আপনার হাতে তুলে দেব না।"

লালজি আবার রক্তচক্ষু হলেন। বললেন, "ও চিজ তুম সবকো পাস হ্যায়।"

ভোম্বল এবার দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, "কচুপোড়া খাও। যত বলছি আমাদের কাছে নেই ওটা, ততই কথা বাড়াচ্ছে। জবানটা ঠিক রাখুন লালজি। বাহাদুরকে আগে নিয়ে আসুন। আগে দেখি ওর কী হাল করেছেন, তারপর আপনার সঙ্গে কথা।"

লালজি একজনকে ইশারায় বাহাদুরকে আনতে বললেন।

বাহাদুর এলে ওরা দেখল নির্দয়ভাবে মারা হয়েছে বাহাদুরকে। ওর সারাশরীরে শংকরমাছের চাবুকের দাগ।

বাবলু শিউরে উঠে বলল, "কী করেছেন ছেলেটার অবস্থা? আপনি মানুষ না জানোয়ার?"

লালজি রক্তচক্ষুতেই বললেন, "এ লেড়কা। আউর আগে মাত বাড়ো। জবান সামালকে...।"

ভোম্বল মারমুখী হয়ে বলল, "চোপ।"

বাহাদুর ভয়ে ভয়ে বলল, "এদের সঙ্গে এইভাবে কথা বোলো না তোমরা। এরা অতি নৃশংস। এদের প্রাণে কোনও মায়া-দয়া নেই।"

বাবলু বলল, "ওরা যে নির্দয় তা জেনেবুঝেই আমরা এখানে এসেছি। কিন্তু আমরা যে কী সেটাও তো ওদের জানা দরকার।"

বাহাদুর বলল, "কিন্তু কেন তোমরা এসেছ এখানে?"

"আমরা তোমাকে নিয়ে যাব বলে এসেছি। এই বেড়ালের বাসায় মানুষ থাকতে পারে?"

ডোডি এবার একটা ঘুষি পাকিয়ে বাবলুর দিকে এগিয়ে এল, "এটা বেড়ালের বাসা? এটা হচ্ছে বাঘের গুহা। ওকে কোথায় নিয়ে যাবি তোরা? এখান থেকে তোদের একজনও বেরোতে পারবি ভেবেছিস?"

বাবলু বলল, "আমরা বেরোবোই। সেটা যে-কোনও উপায়েই হোক। সঙ্গে করে বাহাদুরকেও নিয়ে যাব।"

লালজি হাসলেন। বললেন, "তোমাদের চারদিকে তা হলে একবার ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখো।"

বাবলু মৃদু হেসে বলল, "অনেক আগেই দেখে নিয়েছি। কাঠের পুতুলের মতো কয়েকজন লোক বন্দুক হাতে স্টেনগান হাতে বসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু ওদের সাধ্য নেই আমাদের কিছু করবার। এই মুহূর্তে আমরা আপনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে ওই বুদ্ধুরা যদি সত্যিই গুলি চালায় তা হলে সেই গুলিতে আপনাদেরও কয়েকজন মরবে।"

বাহাদুর বলল, "এই আমি শেষবারের মতো বলছি ও জিনিস ওদের কাছে নেই।"

"তা হলে কার কাছে আছে?"

"আমি বলব না।"

"বলবি না? তা হলে মর তুই।" বলে চাবুকটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই বাবলু ঝাঁপিয়ে পড়ে চাবুকটা কেড়ে নিল লালজির হাত থেকে।

বাবলু বলল, "ছেলেটাকে এত মেরেও আশ মেটেনি আপনার?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন লালজি। বললেন, "ইতনা হিম্মত তেরা। মেরে পর হাত উঠায়া?"

বাবলু বলল, "হাত ওঠাইনি তো? চাবুকটা কেড়ে নিয়েছি শুধু।" বলে সেটা বিলুর দিকে ছুড়ে দিতেই বিলু লুফে নিল।

লালজি বললেন, "চিড়িয়াখানায় বাঘ দেখেছিস তো?"

"অবশ্যই।"

"আমিও সেই বাঘ।"

বাবলু বলল, "তাই নাকি? বাঘকে আমরা দারুণ ভয় পাই। কিন্তু বেড়াল বাঘের মতো দেখতে হলেও তাকে আমরা ভয় করি না। শুধু আমরা কেন, আমাদের চেয়ে ছোট ছেলেমেয়ে যারা, তারাও ভয় পায় না। যাই হোক, বাহাদুরকে মেরে ফেললেও একটি কথাও বের করতে পারবেন না ওর মুখ থেকে। জিনিসটা যে ও আমাদের কাউকে দেয়নি, এই কথাটা ও ঠিকই বলেছে।"

"তা হলে দিল কাকে?"

বাহাদুর বলল, "আমি বলছি। আমারই এক দেশোয়ালি ভাইকে জিনিসটা দিয়েছি আমি।"

"সে এখন কোথায়?"

বাবলু বলল, "সে যেখানেই থাক, জিনিসটা এখন আমারই হেফাজতে।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই এবার চমকে উঠল বাবলুর কথা শুনে।

বাহাদুর বলল, "এইভাবে নিজের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে সেধে বিপদ ডেকে এনো না বাবলুভাই। ওটা তোমার কাছে নেই। রাজুকে দিয়েছি আমি।"

বাবলু বলল, "সে যাকেই তুমি দিয়ে থাকো না কেন, পরে গভীর রাতে সে এসে জিনিসটা আমার কাছেই রেখে গেছে।"

দলের ভেতর থেকে একজন বলল, "এতক্ষণে সত্যি কথাটা মুখ দিয়ে বেরোল। রাজু নামের ওই ছেলেটা ওলমুখো। তার সঙ্গে একটা মেয়েও ছিল রিয়াং না কী যেন নাম। সেও নেপালি।"

বোমার মতো ফেটে পড়লেন লালজি, "এহি বাত তু নে মুঝকো পহলে কিঁউ নেহি বতায়া? শুধু শুধু আমার মেহমানদের এতক্ষণ আমি এত কষ্ট দিলাম।" বলার পরই লালজি একটু নরম হয়ে বললেন, "বেঙ্গলি ভাই, ওই জিনিসটা আমি নিজের করে পেতে চাই। সাচমুচ বতাও ওই জিনিসটা কী আছে?"

বাবলু হেসে বলল, "আচ্ছা মাথামোটা লোক তো আপনি! জিনিসটা কী তা-ই জানেন না, অথচ সেটা পাওয়ার জন্য এমন হনুমানের মতো লাফালাফি করছেন?"

"অ্যায়সা মাত বোলো। সাচমুচ বতাও ও চিজ ক্যা হ্যায়।"

"আসলে ওটা একটা আস্ত ঘোড়ার ডিম। যা কেউ কখনও দেখেনি।"

লালজি মিনতি করে বললেন, "বহেলা মাত করো। ঠিক করে বলো ভাই ওটা কী আছে?"

বাবলু বলল, "আপনার যখন এতই আগ্রহ তখন আর না বলে পারি না। তা হলে শুনুন ভিমানিসাহেব, ওই জিনিসটা অন্য কিছুই নয়, সম্রাট অশোকের মাথার মুকুট। প্রাচীন সেই স্বর্ণমুকুটের মাথায় লম্বালম্বিভাবে পরপর এমন তিনটি হিরে বসানো আছে, যার কাছে কোহিনুরও ম্লান।"

লালজি এবার আবেগে কাঁপতে লাগলেন। তারপর হঠাৎই বাবলুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ওটা আমি চাই। ওটা না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব। সম্রাট অশোকের মাথার মুকুট আমি না পেলে পাবে কে? অশোকের মুকুট না পেলে শোকে আমি চণ্ডাশোক হয়ে যাব। আমি ইতিহাস বোঝে, শিল্প-সাহিত্য বোঝে, পুরানা জিনিসেরও ভাও বোঝে, রুপিয়া বোঝে, আমি তোমাদের পাঁচ লাখ নয়, দশ লাখ রুপিয়া দিয়ে দেব।"

বাবলুও সোল্লাসে বলল, "তবে তো দশ মিনিটের মধ্যেই ওই জিনিস পেয়ে যাবেন আপনি। তারপর ওটা মাথায় দিয়ে কিষ্কিন্ধ্যার রাজার মতো সিংহাসনে বসবেন।"

লালজি গাঁক করে উঠলেন, "অ্যাই, ক্যা বোলা তুমনে? কিষ্কিন্ধ্যার রাজা? আমি কি বান্দর আছে?"

"আরে রামো। আপনি লালজি ভিমানিই আছেন। তবে যে স্যাম্পেলগুলোকে আপনার চিড়িয়াখানায় ঢুকিয়ে রেখেছেন আপনি, এদের ফেসকাটিংগুলোই বালি, সুগ্রীবের আমলকে মনে করিয়ে দেয়। যাক, এখন আমাদের বাড়ি যাওয়ার ব্যবস্থাটা করে দিন।"

লালজি কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই ডোডি বলল, "ওই জিনিস হাতে না-পাওয়া পর্যন্ত একজনও কেউ বেরোবে না এখান থেকে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লালজি এবার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ওই স্বর্ণমুকুট আমার হাতে এলে তবেই তোমরা মুক্তি পাবে।"

বাবলু বলল, "আমরা আপনার অতিথি। আমরা বন্দি নাকি যে, মুক্তি পাব?"

"হ্যাঁ, বন্দি। তার কারণ, তোমরা বহুত খতরনক। আমি যাওয়ার সুযোগ করে না দিলে তোমরা কেউই এখান থেকে বেরোতে পারবে না। এমনকী এই কুকুরটাও নয়। তা শুনেছি এই ব্যাটা তো খুবই ডেঞ্জারাস। এর সেই বিক্রম কোথায় গেল? মুখ চুপসে বসে আছে। ভেউ-মেউ কিছুই করছে না, ব্যাপারটা কী?"

বাবলু বলল, "ভেউ-মেউ তো ও করে না, ও শুধু ভেউ-ভেউ করে। ও যখন কাউকে কামড়ায় তখন ওর কামড় যারা খায় তারাই মেউ-মেউ করে। তবে ও এখন চুপ করে আছে দুটি কারণে। এক হল, ও দারুণ অসুস্থ, দ্বিতীয় কারণ, ওর আজ মৌনী একাদশী।"

লালজি বললেন "বলো কী! কুকুরের একাদশী?"

ভোম্বল আর থাকতে না পেরে বলল, "এতে অবাক হওয়ার কী আছে?"

বিলু বলল, "আমাদের এই কুকুর হল যুধিষ্ঠিরের সেই কুকুর। এ আগুনে পোড়ে না, জলে ডোবে না, বরফে গলে না, বাতাসে ওড়ে না।"

লালজি অবাক হয়ে বললেন, "অ।"

ডাম্পি ফুঁসে উঠল এবার, "তবে যে তখন বললি ওকে গোরুতে কামড়েছে।"

বিলু বলল, "কামড়েছেই তো। ওর গায়ের লোমগুলোকে ঘাস মনে করে গোরুতে চিবিয়ে দিয়েছে।"

লালজি আবার রুদ্রমূর্তি ধরলেন। বললেন, "শোনো বাছাধনরা, মজা করার একটা সীমা আছে। সেই সীমা তোমরা অনেক আগেই ছাড়িয়ে গিয়েছ। এই সমস্ত ব্যাপারে কোনওরকম বেয়াদপি আমি পসন্দ্ করি না।"

বাবলু বলল, "না করলেন তো ভারী বয়েই গেল! এখন বলুন, আমাদের ব্যাপারে আপনি কী ডিসিশন নিলেন?"

"আমার যা বলবার তা আমি বলেই দিয়েছি। ওই মুকুট আমি হাতে পাব, তোমরাও তোমাদের বাড়ি যাবে।"

"বেশ, তা হলে দেখাই যাক আপনার জবানের দামটা কীরকম। কিন্তু আমরাই যদি এখানে থাকলাম তো ওই জিনিস আপনাকে দেবে কে?"

লালজি এবার রক্তচক্ষু হয়ে বললেন, "কোনওরকম বদ মতলবি আমার সঙ্গে করতে এসো না বেঙ্গলি বয়। আমি লালজি ভিমানি। এখন পর্যন্ত আমি কম করেও আশি মন ঘিউ খেয়েছি। ওই মুকুট কোথায় আছে বলো, আমার লোক গিয়ে নিয়ে আসবে। ডোডি আর বীরাকে এখনই পাঠাচ্ছি আমি।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তাই হোক তবে। আমি বাড়িতে ফোন করে মাকে বলে দিচ্ছি ওরা গেলেই যেন মুকুটটা দিয়ে দেয়।"

লালজি ভিমানি ফোনটা এগিয়ে দিলেন বাবলুর দিকে।

বাবলু নম্বরগুলোতে পুশ করে লাইন পেতেই বলল, "মা, আমি বাবলু বলছি। দু'জন লোক আমার নাম করে বাড়িতে যাবে। ওদের যেন আদরযত্নের কোনও অভাব না হয়। ওরা তোমাকে দশ লাখ টাকা দেবে...।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার আগেই বীরা বলল, "না। টাকা ওখানে দেওয়া হবে না।"

ডোডি বলল, "আমরা জিনিস নিয়ে এখানে ফিরে এলে তখনই মিলবে টাকা। তার আগে নয়।"

লালজি বললেন, "এইরকমই তো হওয়া উচিত।"

বাবলু বলল, "যা আপনারা বলবেন, যেমনটি বলবেন, সেইরকমই হবে।" বলেই মাকে বলল, "ওরা এখন কোনও টাকা দেবে না। কিন্তু কিছু না দিক সম্রাট অশোকের ওই মুকুটটা ওদের হাতে তুলে দিয়ো।" বলে ফোন রেখে দিল।

লালজি তখন ডোডি আর বীরাকে আদেশ দিলেন বাবলুর বাড়িতে যাওয়ার।

ডোডি বলল, "ওর বাড়ি তো আমি ঠিক চিনি না।"

বাবলু বলল, "পাড়ার লোকেরা তো চেনে। ওখানে গিয়ে যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই বলে দেবে।"

ওরা চলে গেলে বাহাদুর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। বলল, "এ তুমি কী করলে বাবলুভাই? ওই জিনিস এই শয়তানের হাতে তুমি কেন তুলে দিচ্ছ? তুমি কি জানো না, ওই জিনিস হাতে পাওয়ার পর ওরা দশ লাখ টাকা নয়, দশটা গুলি খরচা করবে আমাদের জন্য।"

বাবলু ফ্যাকাশে হওয়ার মুখ করে বলল, "তাই তো রে! এই কথাটা তো আমি একবারও ভেবে দেখিনি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লালজি শয়তানের হাসি হেসে বললেন, "বহুত হুঁশিয়ার লেড়কা তুম। ইস লিয়ে, না? একটা নেপালি ছেলের মধ্যে যে বুদ্ধি আছে তোমরা পুলিশবালা লেড়কা, তোমাদের সেই বুদ্ধিটুকুও নেই? ওদের শুধু একবার ফিরে আসতে দাও, তারপর দ্যাখো তোমাদের কী হাল করি।"

বাবলু কোনও কথা না বলে মুখ টিপে একটু হেসে আড়চোখে সবাইকে একবার দেখে নিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল।

এই মুহূর্তে আর কতক্ষণ নীরবতা পালন করা যায় সেটা জানার জন্যে বুঝি পঞ্চু একবার অকাল বাবলুর দিকে।

বাবলু ইশারায় ওকে আরও একটু ধৈর্য ধরতে বলল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও নীরব।

শুধু একভাবে কেঁদে চলেছিল বাহাদুর।

বাবলু বলল, "শুধু শুধু কাঁদছিস কেন তুই? আর-একটু পরে ওরা মুকুট নিয়ে ফিরে এলেই তো আমরা চলে যাব।"

বাহাদুর বলল, "হ্যাঁ চলে যাব। তবে একেবারে যমালয়ে।"

লালজি খানিক উশখুশ করে এসময় বললেন, "চায় পিয়োগে?"

বাবলু বলল, "মাথাখারাপ! শেষে চায়ের সঙ্গে কী বলতে কী খাইয়ে দেবেন তার ঠিক কী?"

"কিন্তু ওদের আসতে এখনও দেরি হচ্ছে কেন?"

"এসে পড়বে। হয়তো রাস্তা জ্যাম আছে। তা আপনার ওই লোকেরা বিশ্বাসী তো? মানে, ওই রাজমুকুট হাতে পেয়ে চম্পট দেবে না?"

"দিয়ে ওরা যাবে কোথায়? তা ছাড়া লালজি ভিমানির সঙ্গে দুশমনি করে কেউ পারে না।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। তবে ওরা এলেই কিন্তু আমরা যেন ছাড়া পাই। তার আগে ওই বিশ লাখ টাকা নিয়ে আসুন। টাকাগুলো গুনে তো নিতে হবে। তা ছাড়া একসঙ্গে এত টাকা কখনও চোখে দেখিনি। দেখেও একটু আনন্দ পাই।"

লালজি হেসে বললেন, "হাঁ হাঁ। কিউ নেহি। রুপিয়া সবসময় গুনে নেওয়াই ভাল।" বলেই হাঁক দিলেন, "পিন্টো! এ পিন্টো! উয়ো দশ লাখবালা দো পাত্তি আভি লেয়াও।"

একটু পরেই দুটো বাণ্ডিল নিয়ে এসে লালজির হাতে দিল পিন্টো।

লালজি পাত্তি দুটো একবার ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে বাবলুর হাতে দিয়ে বললেন, "ভাল করে গুনে দ্যাখো ঠিক আছে কি না।"

বাবলু দেখল একগাদা পুরনো লটারির টিকিটের ওপর একটি করে দশ টাকার নোট সাঁটা। তারও গায়ে কালি দিয়ে কয়েকটা শূন্য বসিয়ে দশ লাখ করা। এইরকম বাণ্ডিল দুটো। এই বাণ্ডিল যে ওদের জন্যই করা তা নয়, দেখেই মনে হল লালজি যাদের সঙ্গে গোলমাল করেন তাদের জন্য করা এগুলো। বাবলু তো জানতই এইরকম ধাপ্পাবাজি একটা হবে, তাই সে আগাগোড়াই তৈরি ছিল। লালজিকে এতক্ষণ খেলতে দিয়েছিল ও। এবারে ওর খেলা শুরুর পালা। তাই হেসে বলল, "আরে আপনার মতো পবিত্র পাপীর টাকা কি গুনতে আছে? যাক, আমরা টাকা যখন পেয়ে গেছি তখন আর দেরি নয়, আপনার রক্ষীদের বলুন দরজার পাশ থেকে সরে যেতে। আমরা বিদেয় হই।"

"ক্যা মতলব? ডোডি আর বীরা ফিরে না আসা পর্যন্ত যাওয়া দূরের কথা, উঠে দাঁড়াবে না পর্যন্ত ওই জায়গা থেকে।"

বাবলু বলল, "অদ্ভুত ব্যাপার! ওরা ফিরে আসবে এইরকম ভুল ধারণা আপনি করলেন কী করে? এতক্ষণে হয়তো সোনার মুকুট আনতে গিয়ে সন্দেশ আর রসগোল্লায় চাপা পড়ে মরেই গেছে ওরা।"

লালজি ফুঁসে উঠলেন, "তার মানে?"

"তার মানে সবাই বোঝে। আপনার এই বিশ লাখ টাকার মতো সম্রাট অশোকের সোনার মুকুটও অলীক। সবটাই ধাপ্পা। আপনার এই বেড়ালের ঘরে আসবার আগে আমার এই বন্ধুদের বাড়ি পাঠিয়ে আমার মাকে জানিয়ে রেখেছিলাম আয়োজন রেডি রাখতে। আমাদের পাড়ায় নেলো আর কেলো নামে দু'জন ওয়েট লিফটার আছে। বয়স বেশি নয়, কুড়ি থেকে বাইশের মধ্যে। রোজ এক কেজি করে মাংস আর টেংরির জুস খায়। ওদের একজন সন্দেশ, আর-একজন রসগোল্লা খেতে ভালবাসে বলে ওদের নামই হয়ে গেছে সন্দেশ-রসগোল্লা। পরম করুণাময় ঈশ্বরের অসতর্কতায় ষাঁড়ের শক্তি নিয়ে জন্মেছে ওরা। ফাঁসিতলার মোড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাজি রেখে একবার দুটো লৌহমানবকে গুঁড়িয়ে দিয়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। আমরা চলে আসার পর থেকেই আমাদের বাড়িতে বসে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল ওরা। এখন সন্দেশ আব রসগোল্লার আলিঙ্গনেব চাপে হাড়গোড় ভেঙে হয়তো হাওড়া হাসপাতালে বেড নিয়ে শুয়ে আছে ডোডি, বীরা।"

লালজি বোমার মতো ফেটে পড়লেন, "তবে রে! এইবার তা হলে আমার সঙ্গে মজা করাব ফলটা দ্যাখ।"

বাবলু বলল, "দেখি কেমন ম্যাজিক।"

লালজি বললেন, "বেঙ্গলি বয়, তুমি একটু বেশি বুদ্ধি ধরো আমি তা জানি। লেকিন ইয়াদ রাখো, লালজি ভিমানিও তার খুপরিতে নেহাত কম বুদ্ধি রাখে না। তাই বলি শোনো, আমার ওই দু'জন লোক বরবাদ হয়ে গেলেও আমার কুছু ওসুবিধে হোবে না। বরং আরও নতুন দশজন দলে আসবে। কিন্তু তোমবা আমার এই ফাঁদ থেকে আর বেরোতে পারবে না। তোমরা এখনই মরবে। এই হত্যালীলা শুরু হবে তোমাদের এই কুকুরটাকে দিয়েই।"

বাবলু হোঃ হোঃ করে হেসে বলল, "মরতে আমরা ভয় পাই না লালাজি। সে ভয় থাকলে কখনও এখানে আসতাম না।"

"লালাজি নেহি। লালজি বলো, লালজি।"

"ওই হল। আমাদের গায়ে হাত দিলে আপনাবও লাল-ঝোল গড়িয়ে যাবে। যাই হোক, শুধু আমরা কেন, আমাদের এই পরম বকধার্মিক পঞ্চুচন্দ্র মরতে ভয় পায় না! দেখছেন তো আমার বন্ধু বিলু, ভোম্বল কেমন চুপ করে বসে আছে। বাচ্চু-বিচ্ছু তো মেয়ে। ওরাও ভয়ে কাঁদছে না। শুধু বাহাদুরটা বোকা তাই কাঁদছিল। এখন দেখছি কান্না ভুলেছে। তা যাক, যে কথা বলছিলাম। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলে থাকেন, কেউ কাবও হাত ধরে পৃথিবীতে আসে যায় না। মানুষ একা আসে, একা যায়। আমরা কিন্তু সেই মতে বিশ্বাসী নই। মানুষ একা আসে ঠিক কথা কিন্তু যাওয়ার সময় সবাই একা যায়, তা নয়। যেমন আজ আমরা সবাই যমের বাড়ি না যমাই কা ঘর, কী যেন একটা আছে, সেখানে একসঙ্গেই যাব। কীভাবে যাব সেটাই এবাব দেখুন।" বলে পঞ্চুব গায়ে জড়ানো কাপড়ের ঢাকাটা খুলে দিল বাবলু।

ঢাকা খুলতেই দেখা গেল পঞ্চুর বুকে-পিঠে সর্বত্র কয়েকটা প্লাস্টিক বক্স ব্যাটারি ইত্যাদি তামার সরু তার দিয়ে বাঁধা।

সেদিকে তাকিয়েই শিউরে উঠলেন লালজি। বললেন, "এসব ক্যা হ্যায়?"

বাবলুর এক হাতে তখন পিস্তল, অন্য হাতে রিমোট।

বাবলু বলল, "পঞ্চুকে দেখে এখন কী মনে হচ্ছে লালজিবাবু?"

"মেরে তো কুছ সমঝমে নেহি আতা।"

"বুঝিয়ে দিচ্ছি। মানব-বোমা জানেন? যা দিয়ে মানুষ অন্যকে মেরে নিজে মরে? এ-হল তাই। আপনি আমাদের মারবেন অথচ আপনি বেঁচে থাকবেন, তা কি হয়? যে মুহূর্তে আপনি আমাদেব আক্রমণ করবেন সেই মুহূর্তে আমি রিমোটে চাপ দেব। পাছে ওগুলো খুলে যায় বা নড়াচড়া পেয়ে বিস্ফোবণ ঘটায় তাই পঞ্চু এতক্ষণ অসুস্থতার ভান করে বসে ছিল। এখন ভেবে দেখুন কী করবেন? আমাদের ছাড়বেন, না মারবেন? রিমোটে চাপ দিলে একসঙ্গে কিন্তু আমরা সবাই মরব।"

শুধু লালজি নয়, ঘরে আর যারা ছিল সবাই ভয়ে কাঁপতে লাগল থরথর করে। কেন না, এতক্ষণ এদের কথাবার্তা শুনে সবাই বুঝে গেছে এই ছেলেমেয়েদের চেয়ে বিপজ্জনক প্রাণী বনের বাঘও নয়।

একজন ভয়ার্তস্বরে বলল, "ওদের ঘাঁটাবেন না লালজি। ওরা যে কী ডেঞ্জারাস তা ক্রিমিনাল মাত্রেই জানে। ওদের অসাধ্য কিছু নেই। কী কুক্ষণে যে এরা জন্মেছিল! এমনকী এই কেলে-কুকুরটা পর্যন্ত এদেব পাল্লায় পড়ে গোল্লায় গেছে। কেমন ছাগলের মতো বোকা বোকা মুখ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে দেখুন। অথচ ও একটা দস্যু।"

লালজি বাবলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "গেট আউট। যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আউর কভি মাত আও হিয়া'পর।"

ভোম্বল রেগেমেগে বলল, "মশাই! ভদ্রভাবে কথা বলুন। আমাদের কোন দায় পড়েছে এখানে আসতে যাওয়ার? আপনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাই তো এসেছিলাম।"

"ঠিক আছে। আর আমি এখানে আসতে বলব না তোমাদের। জলদি নিকাল যাও।"

বাবলু বলল, "এত সহজে আমরা এখান থেকে যাব নাকি? আগে আপনার লোকেদের বলুন ওদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো পঞ্চুর পায়ের কাছে নামিয়ে রাখতে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লালজির নির্দেশে রিভলভার, স্টেনগান যার কাছে যা ছিল সবাই সব এনে নামিয়ে রাখল পঞ্চুর পায়ের কাছে।

এই সময়ে পঞ্চু ওর মুখখানাকে এমন করল, যেন মনে হল একটু হাসল ও ওদের ওই কাণ্ড দেখে।

বাবলু এবার গম্ভীর গলায় ভোম্বলকে বলল, "তুই বাহাদুরকে নিয়ে এই অস্ত্রগুলো বাইরে যেসব সাদা পোশাকের পুলিশ মোড়ের মাথায় অপেক্ষা করছে, তাদের হাতে দিয়ে আয়।"

ভোম্বল বলল, "যদি ওরা না থাকে?"

"তা হলে একটা ট্যাক্সি ডেকে আমাদের জন্য অপেক্ষা কর। আমরা নিজেরাই গিয়ে থানায় জমা দিয়ে আসব।"

লালজি ও তাঁর লোকেরা দারুণ ভয় পেয়ে তাকিয়ে রইলেন ওদের মুখের দিকে।

বাবলু এবার পঞ্চুর গা থেকে ওইসব খুলে বিলুকে বলল, "যা, এটা সসম্মানে কিষ্কিন্ধ্যার রাজার গলায় পরিয়ে দিয়ে আয়। মুকুট তো এল না, মালাটাই পরুক।"

লালজির তখনকার মূর্তি দেখলে যমের বুকও বুঝি শুকিয়ে যেত।

বিলু বাবলুর নির্দেশমতোই কাজ করল।

নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসতে লাগলেন লালজি। এমন অসহায় অবস্থা এর আগে আর কখনও হয়নি ওঁর। কিন্তু বাবলুর চোখের দিকে তাকিয়ে ওর এক হাতে রিমোট ও অন্যহাতে পিস্তল দেখে কিছুই করতে পারলেন না।

বাবলু এবার কঠিন গলায় বলল, "আমরা এখান থেকে বেরিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত কেউ কোনওরকম ভাবে গোলমাল করবার চেষ্টা করবেন না কিন্তু। যদি করেন তো সকলের বিপদ আপনারাই ডেকে আনবেন।" বলে এক-পা এক-পা করে পিছু হটে দরজার কাছে গিয়ে সবাইকে বাইরে বেরিয়ে যেতে বলে বলল, "গলার মালাটা এবার খুলে ফেলুন লালজি মহারাজ। আর এই নিন রিমোট। আপনার ওই বিশ লাখ টাকার মতো এটাও চারশো বিশ। মানব-বোমাটোমা কিছুই নেই ওতে। কয়েকটা পুরনো ব্যাটারি আর খেলনা প্লাস্টিক বক্স তার দিয়ে বাঁধা ছিল। আর এই রিমোটটাও অকেজো। আসলে আপনার সঙ্গে আমাদের এই সাক্ষাৎকারটা সেয়ানে-সেয়ানে কোলাকুলি ছাড়া আর কিছু নয়।"

দারুণ ক্রোধে দড়াম করে ফেটে পড়লেন লালজি।

বাবলু বলল, "তবে সাবধান। আমাদের এই কুকুরের দাঁতগুলো কিন্তু বাঁধানো নয়। আর আমার হাতের এই পিস্তলটাও খেলনা পিস্তল নয়।"

লালজি আর থাকতে না পেরে তারের মালাটা গলা থেকে খুলে ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর নিজের গোপন জায়গা থেকে রিভলভার বের করে রুখে দাঁড়াতেই পঞ্চু বিকট শব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল লালজির বুকে।

প্রাণান্ত চিৎকার করে লালজি লম্ফঝম্ফ শুরু করলেন।

শুধু লালজিকে নয়, ঘরসুদ্ধ লোককে তাড়া করে ছোটাতে লাগল পঞ্চু।

ততক্ষণে দলে দলে পুলিশ এসে ঘরে ঢুকছে।

বাবলুর কাজ শেষ। সে এবার পঞ্চুকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এসে সকলের সঙ্গে মিলিত হল। ভোম্বল আর বাহাদুর ট্যাক্সি নিয়ে রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করছিল অধীর আগ্রহে। সবাই মিলিত হয়ে ট্যাক্সিতে চেপে বসতেই ট্যাক্সি রওনা দিল বাড়ির দিকে।

মুক্তির আনন্দে বাহাদুরের মুখে তখন খুশি আর ধরে না। পঞ্চুও তখন গভীর প্রশান্তিতে। আর পাণ্ডব গোয়েন্দারা? ওদের বুকে তখন জয়ের গৌরব।

ওরা সবাই বাড়ি ফিরেই দেখল, নেলো আর কেলো অর্থাৎ সন্দেশ-রসগোল্লা তখন বাড়ির সামনে বুক ফুলিয়ে পায়চারি করছে। আর রাস্তার ধারে ঘাসের ওপর শুয়ে কাতরাচ্ছে ভোঁদো, বীরা। এমনই অবস্থা ওদের যে, উঠে দাঁড়াবারও ক্ষমতা নেই আর।

ওরা যেতেই সন্দেশ বলল, "তোদের কথামতো এদের কী হাল করেছি একবার দেখ।"

বাবলু বলল, "দেখলাম। একেই বলে মোক্ষম দাওয়াই। আজ আমরা জেনেশুনেই এমন এক জায়গায় গিয়েছিলাম, যেখানে গেলেই আমরা ফাঁদে পড়ব। তাই হঠাৎ একটু অভিনব পরিকল্পনা করে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে বাড়ি পাঠিয়ে পঞ্চুকে একটু অন্যরকম ভাবে ব্যবহার করেছি অনেক ঝুঁকি নিয়ে। তখনই ওই ঘুঘুদের ধরবার জন্য একটা ফাঁদও পেতে রাখলাম। বাচ্চু-বিচ্ছু এসে আমার মাকে বলে গেল আমাদের নাম করে কেউ এলে তাকে তোমাদের হাতে তুলে দিতে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রসগোল্লা বলল, "বুদ্ধিটা ভালই খাটিয়েছিলি। ধর, সেই সময় আমরা যদি পাড়ায় না থাকতাম?"

"তা হলে মা ওদের ঘরে বসিয়ে দরজায় শিকল তুলে দিতেন। তারপর ফোন করতেন থানায়।

"চমৎকার। কিন্তু কী এমন হল তোদের যে, এমন একটা নাটক করতে হল?"

বাবলু বাহাদুরকে দেখিয়ে বলল, "আসলে এই ছেলেটাকে ওরা কিডন্যাপ করে আটকে রেখেছিল ওদের ওখানে। ওকে শত্রুপুরী থেকে উদ্ধার করতে গিয়েই যত ঝামেলা।"

"ওখানে গিয়ে তোরা কোনও বিপদে পড়িসনি তো?"

"দারুণ বিপদে পড়েছিলাম। তবে কিনা ভগবানের দয়ায় আর মায়ের আশীর্বাদে বিপন্মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি।"

বিলু বলল, "তা এদের এমন অবস্থা কী করে হল?"

"তোর মা সেলুনের নকুকে দিয়ে খবর পাঠাতেই এসে হাজির হলাম আমরা। তখনই বুঝলাম কোনও ঘুঘুকে তোরা ফাঁদে ফেলতে চাস। তাই তোরই ঘরের মধ্যে চুপচাপ বসে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। এমন সময় ওরা এল। এসে ঘরে ঢুকতেই দু'জনকে জড়িয়ে ধরে বললাম, 'কী বন্ধু! কেমন আছ?' ওরা তখন উত্তর দেবে কী? আমাদের চাপ সহ্য করতে না পেবে কুঁইকুঁই করতে লাগল। এমন কিছু বেশি চাপ দিইনি। তাতেই এই। তবে যা হয়েছে এর পর আর গুন্ডামি মস্তানি করবার ক্ষমতা থাকবে না ওদের। খুব ভালভাবে চিকিৎসা হলে একটু-আধটু চলেফিরে বেড়াতে পারবে হয়তো।"

ভোম্বল বলল, "এই ওদের উপযুক্ত শাস্তি। প্রাণেও মরল না, অথচ দুর্বল শরীর নিয়ে বেঁচে রইল। কারও ক্ষতি করবার কোনও ক্ষমতাই রইল না আর।"

সন্দেশ বলল, "এখন তা হলে এদের ব্যাপারে কী করবি কিছু ঠিক করলি?"

বিলু বলল "কী আবার করব! পুলিশে দেব।"

বাবলু তখন দু'জনকে সার্চ করে দুটো আগ্নেয়াস্ত্র বের করেছে। বলল, "এইগুলো সহ পুলিশে দেব। তারপর পুলিশই ঠিক করবে ওদের হাজতে দেবে না হাসপাতালে ভর্তি করবে।"

ভোম্বল তো আরও এককাঠি। বলল, "আচ্ছা ওদের মুখেই শুনি ওরা কী চায়।" বলে ওদের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, "আমরা কি তোমাদের এই অবস্থায় কিছু সাহায্য করতে পারি?"

বীরা ফোঁস করে উঠল এবার। বলল, "এক চড় মারব তোর মুখে। আমরা একবার সুস্থ হয়ে উঠি, তারপর দেখ কী হাল করি তোদের। আমার ভাইয়ের বদলা তোদের সবাইকে মেরে নেব আমি।"

"সে তো পরের কথা। সেরে উঠলে। এখন কোথায় যাবে? থানায় না হসপিটালে?"

ডোডি এবার নরম সুরে বলল, "ভাইটি, আমার কথা একটু শোন রে ভাই। তোদের সঙ্গে যা কিছু খারাপ ব্যবহার আমরা করেছি তা লালজির নির্দেশে। এখন যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আমরা একেবারেই শক্তিহীন। এখনই আমাদের চিকিৎসার দরকার। তাই বলি কী, দয়া করে তোরা আমাদের পুলিশের ঝামেলায় জড়াস না। একটা ট্যাক্সি ডেকে দে, পালাই।"

বাহাদুর ফোঁস করে উঠল এবার। বাবলুকে বলল, "এমন ভুলটি কোরো না বাবলুভাই। ওরা এখন নিজেরা বিপাকে পড়ে পালাতে চাইছে। অথচ আমি যখন কেঁদেকেটে ওদের অত করে বলেছিলাম আমি নির্দোষ, আমাকে ছেড়ে দাও, তখন ওরা আমার কোনও কথা শোনেনি।" তারপর ডোডির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "এই লোকটা, এই লোকটাই আমাকে চাবুক দিয়ে মেরেছিল বেশি। এখনও আমার সর্বাঙ্গ জ্বালা করছে বাবলুভাই। জ্বর আসছে।" বলে গায়ের জামা খুলে সকলকে দেখাল।

বাহাদুরের অবস্থা দেখে শিউরে উঠল সবাই। পাণ্ডব গোয়েন্দারা আগেও দেখেছিল। এখন ভাল করে দেখল।

বাবলু বলল, "না না। এদের ছেড়ে দেওয়ার কোনও যুক্তিই নেই।"

বিলু বলল, "বিশেষ করে লালজির ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য এদের একান্ত প্রয়োজন। এদের মোচড় দিলেই অনেক কথা বেরিয়ে আসবে এদের মুখ থেকে।"

ভোম্বল বলল, "আর এই বীরা গুন্ডা। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে দিব্যি গা-ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে। একে ধরিয়ে দিতে পারলে আমাদের সুনাম আরও বৃদ্ধি পাবে।"

পঞ্চু এতক্ষণ একভাবে এদের দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়ছিল ঘন ঘন। এবার ওর আর করণীয় কিছু নেই বুঝে ঘরে গেল।

বাবলুর মা-ও গেটের কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ে-চেয়ে দেখছিলেন ওদের ব্যাপারস্যাপার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাচ্চু-বিচ্ছুও চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল বাহাদুরের পাশে।

বাবলু ঘরে এসে থানায় ফোন করতেই ওদের পরিচিত ইনস্পেক্টর ফোন ধরলেন। তারপর ওর মুখে সব শুনেই বললেন, "একটু নজরে রাখো ওদের, আমরা এখনই যাচ্ছি। ওদিকে লালজির খবরও ভাল নয়। তোমাদের মুখে খবর পেয়ে পুলিশ বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাজিকের মতো উধাও সব। কয়েকজনকে অবশ্য পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে।"

বাবলু বলল, "আপনারা আসুন তা হলে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশের গাড়ি এসে থামল বাড়ির সামনে।

ইনস্পেক্টর ডোডি আব বীরার অবস্থা দেখে বললেন, "হাতি একেবারে কাদায় ফেঁসেছে দেখছি। এ কী অবস্থা!"

বাবলু তখন আগ্নেয়াস্ত্রদুটো ইনস্পেক্টরের হাতে তুলে দিল।

ইনস্পেক্টর বললেন, "কীভাবে কী হল তা হলে শুনি?"

সন্দেশ বলল, "বাবলুরা আজ কোনও একটা বিপজ্জনক জায়গায় গেলে বাড়িতে হামলা হওয়ার আশঙ্কায় মাসিমা আমাদের একটু নজরদারি করতে বলেছিল। এমন সময় দেখি দুই মূর্তিমান ওদের বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ডাকাতি অথবা মাসিমাকে ভয় দেখানো। তাই মারধোর করিনি, কোনও কিছুই করিনি। আদর করে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে একটু চাপ দিয়েছিলাম শুধু। তাতেই এই। লোহার মানুষকে গুঁড়িয়ে দিয়ে আমরা মেডেল পেয়েছি। এরা তো—।"

ইনস্পেক্টর ডোডি ও বীরাকে ধমক দিয়ে বললেন, "এমন অসময়ে এইসব যন্ত্রপাতি নিয়ে লোকের বাড়িতে কেন এসেছিলি?"

বীবা বলল, "কেন আবার? নিজেদের মরণকে এইভাবে ডেকে আনব বলে।"

"যা, গাড়িতে উঠে বোস। হাজতে ঢুকিয়ে তোদের ব্যবস্থা আমি করছি।"

বীরা বলল, "আমাদের উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকলে আমরা এইভাবে ধুলোয় পড়ে থাকতাম? আমাদের বুকের পাঁজর এমনভাবে টাটিয়ে উঠেছে যে, হাত নাড়তে পারছি না আমরা। একটু নড়াচড়া হলেই সারা শরীর ঝনঝনিয়ে উঠছে। শুধুমাত্র সেই কারণেই পকেটে ওগুলো থাকা সত্ত্বেও ওদের কিছু করতে পারিনি। হাতদুটোও যদি অকেজো না হত তা হলে অনেক আগেই শেষ করে দিতাম ওই নৃসিংহ অবতারদুটোকে। আমাদের হাজতে ঢোকালে ওদেরও ঢোকানো উচিত।"

ইনস্পেক্টর ধমক দিয়ে বললেন, "তার মানে বিচারক মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন বলে তাঁরও ফাঁসি হবে? তাই না?"

ডোডি বলল, "অত কথার দরকার নেই। আমাদের যেখানে নিয়ে যাওয়ার নিয়ে চলুন। আমরা জেলঘুঘু লোক। জেল হাজতে আমরা ভয় পাই না।"

অবশেষে সবাই মিলে ধরাধরি করে ওদের ভ্যানে ওঠালে পুলিশ বিদায় নিল।

বাহাদুর বলল, "আমি তা হলে এবার যাই?"

বাবলু বলল, "কোথায় যাবি? কাল থেকে খাওয়াদাওয়া নেই, কিছু নেই। শরীরের এই অবস্থা। এই অবস্থায় কেউ যায়? আগে আমাদের বাড়িতে আয়। মুখ-হাত ধুয়ে পেটভরে কিছু খা। ডাক্তারবাবুকে দেখিয়ে ওষুধপত্তরের ব্যবস্থা করি, তবে তো যাবি।"

বাহাদুর হেসে বলল, "সে ঠিক আছে। আসলে বাবুর জন্য বড্ড মন কেমন করছে আমার।"

"স্বাভাবিক। বাবুকে আমি এখনই ফোনে সব জানিয়ে দিচ্ছি। আয়, ভেতরে আয়।"

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, সবাই চলে গেলে বাবলু বাহাদুরকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে এল। তারপর বাহাদুরকে বাথরুম দেখিয়ে রাজারামবাবুকে ফোন করতে গিয়েই অবাক! ও-বাড়ির ফোন শুধু বেজেই চলেছে। রাজারামবাবু ফোন ধরছেন না। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা নয়। তিনি তা হলে কোথায়?

বাবলুর মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ ঘনিয়ে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ৬ ॥

কী হল! কোথায় গেলেন রাজারামবাবু! এই একটা চিন্তাই পেয়ে বসল পাণ্ডব গোয়েন্দাদের। ওরা বাহাদুরকে নিয়ে কিছু সময়ের মধ্যেই এসে হাজির হল রাজারামবাবুর বাড়ির সামনে। এসে দেখল দরজায় তালা দেওয়া। কেউ কোথাও নেই।

বাহাদুর ছলছল চোখে বলল, "বাবুর কি তা হলে কোনও বিপদ হল?"

বিলু বলল, "কী বিপদ হবে? দরজায় তালা যখন, তখন নিশ্চয়ই কোথাও উনি গেছেন।"

এমন সময় পাশের বাড়ির এক মহিলা বাহাদুরকে দেখেই চমকে উঠলেন। বললেন, "কী ব্যাপার বাহাদুর! তোমাকে নাকি পাওয়া যাচ্ছিল না কাল থেকে। কত ভাবছিলেন উনি।"

বাহাদুর বলল, "হ্যাঁ, একটু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। তা বাবু কোথায় গেছেন বলতে পারেন?"

"কী করে বলব বাবা। তোমাদের ঘরের দরজা তো সবসময়ই বন্ধ থাকে। উনি তো ঘর ছেড়ে সাধারণত কোথাও যানও না।" বলেই বললেন, "ওই তো আসছেন।"

রাজারামবাবু একগাদা মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে একটি রিকশায় চড়ে হাসি হাসি মুখে এসে নামলেন ওদের সামনে।

বাহাদুর বলল, "এই সন্ধেবেলা আপনি কোথায় গিয়েছিলেন বাবু?"

রাজারামবাবু বললেন, "সন্ধে কী রে! এখন রাত আটটা।"

বাবলু বলল, "তা এই রাতে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?"

"থানায়।"

চমকে উঠল সকলে।

বাবলু আবার বলল, "হঠাৎ কী এমন হল আপনার যে, থানায় যেতে হল?"

রাজারামবাবু হেসে বললেন, "বলব, বলব। সব বলব। আগে ঘরে তো চলো।"

রাজারামবাবু ঘরের তালা খুলতেই বাহাদুর মিষ্টির প্যাকেটগুলো নিয়ে ওপরে উঠে গেল।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও উঠতে লাগল।

রাজারামবাবু বললেন, "তোমাদের পঞ্চু কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?"

বিচ্ছু বলল, "ও ভীষণ ক্লান্ত। তাই বিশ্রাম নিচ্ছে।"

ওপরের ঘরে গিয়ে সবাই গুছিয়ে বসলে রাজারামবাবু বললেন, "ভাগ্যে গেলাম। তাই জানতে পারলাম তোমাদের খবর। বাহাদুরকে যে তোমরা ওই শয়তানের খপ্পর থেকে বের করে আনতে পেরেছ এর জন্য তোমাদের ধন্যবাদ। শুধু দুঃখ এই, লালজিকে ধরেও ধরা গেল না। মনে হয় ও জলপথে পালিয়েছে। ওর বাড়ির পেছন দিকের একটা পথ চলে গেছে গঙ্গার দিকে। সেই দিকেই গেছে হয়তো।"

ভোম্বল বলল, "ওর বাড়িতে আপনি গেছেন কখনও?"

"না। তবে কিনা ও নন্দীবাগানে বাড়ি করেছে শুনে একবার দূর থেকে ওর বাড়ি আর আশপাশের এলাকাটা দেখে এসেছি।" বলে বাহাদুরকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, "তোর ওপর খুব নির্যাতন হয়েছে, না রে?"

"হয়েছে। এইসব বন্ধুদের কৃপায় আমি যে আবার ফিরে আসতে পেরেছি এতেই আমি ধন্য। তবে কিনা যা শিক্ষা এরা ওদের দিয়েছে তাতে মনে হয় না আর ওরা এদিকে আসবে।"

রাজারামবাবু বললেন, "আসবে না। তার কারণ লালজি পলাতক। ওর চ্যালাচামুণ্ডারাও ছত্রভঙ্গ। অতএব এখানকার পাট ওর শেষ। প্রোমোটারির কাজটা অবশ্য ও দূরে থেকে লুকিয়ে গা ঢাকা দিয়েও করাতে পারে।"

বিলু বলল, "মনে হয় সে কাজটাও খুব সহজ হবে না।"

রাজারামবাবু বললেন, "ওসব কথা এখন থাক। আগে সবাই মিষ্টিমুখ করো। পরে তোমাদের কথা শুনে আমার কথা বলব। তোমরা হয়তো জানো না আমার বুকের বোঝাটা কতটা হালকা হয়ে গেছে আজ।" বলে বাহাদুরকে বললেন, "নে, সবাইকে খাবার ভাগ করে দিয়ে তুই খা, আমাকে দে। অনেকদিন পর আজ আমি দারুণ তৃপ্তি করে মিষ্টি খাবো।"

বাহাদুর বলল, "আগে তা হলে বাইরের কল থেকে এক বালতি জল ভরে নিয়ে আসি।"

"জল আমি আনিয়ে রেখেছি। তুই খাবার ভাগ কর।"

বাহাদুর প্লেট এনে খাবার সাজিয়ে এগিয়ে দিল প্রত্যেককে। কত যে ভাল ভাল মিষ্টি এনেছেন রাজারামবাবু, তার ঠিক নেই। সেই সঙ্গে বড় বড় শিঙাড়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "এত মিষ্টি কী করে খাব?"

রাজারামবাবু বললেন, "যা পারো খাও। বাকিটা বাড়ি নিয়ে যাও। পঞ্চুর জন্যও তো লাগবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা দারুণ খুশি হয়ে মিষ্টিমুখ করতে লাগল। সবচেয়ে বেশি খুশি হল ভোম্বল। তার কারণ একে ও মিষ্টি খেতে ভালবাসে, তার ওপর পরিমাণে এত বেশি যে, এরকম সচরাচর বরাতে জোটে না।

বাবলুও মিষ্টান্নভোজী। বলল, "এমন সুস্বাদু মিষ্টি অনেকদিন খাইনি। এ যা খেলাম তাতে আজ রাতের খাওয়াটা গেল।"

রাজারামবাবু বললেন, "এবার বলো তোমরা কীভাবে কী করলে? বাহাদুরকেই বা উদ্ধার করলে কীভাবে?"

বাবলু তখন আগাগোড়া যা যা হয়েছিল সব বলল।

রাজারামবাবু বললেন, "ওই মানব-বোমার পরিকল্পনাটা তোমাদের মাথায় এল কী করে?"

বাবলু বলল, "জানি না। বিপদকালে হঠাৎ করে এইরকম একটু-আধটু চিন্তাভাবনা মনের মধ্যে খেলা করে যায়। তবে এই ধরনের মিথ্যাচারের ঝুঁকিও আছে অনেক। আমরা জানতাম তেমন কোনও বিপদ হলে সঙ্গিন মুহূর্তে পুলিশের সাহায্য আমরা পাব। তবু ভয় ছিল এই কারণে যে, ওই এলাকাটা তো আমাদের থানা এলাকার মধ্যে পড়ে না। এখানকার থানার নির্দেশ পেয়ে ওঁরা কতটা সক্রিয় হবেন তা আমাদের জানা ছিল না। তবু যাই হোক ঠিক সময়েই গিয়ে পৌঁছেছিলেন ওঁরা।"

সব শুনে অভিভূত হয়ে রাজারামবাবু বললেন, "এবার আমার কথা শোনো। তোমরা তো চলে গেলে, আমি হালভাঙা নৌকোয় বসা মাঝির মতো অথৈ জলে যেন ভাসতে লাগলাম। কত কী চিন্তা করলাম মনে মনে। বুঝলাম জীবনে এগিয়ে চলার পথে কখনও পিছু ফিরে তাকাতে নেই। কালের স্রোতকে মেনে নিতে হয়। যুগধর্মকে স্বীকার করতে হয়। ভগবানের নাট্যশালায় যে নাটকের শেষ হয়েই গেছে, ভাঙা মঞ্চে তারই স্মৃতিমন্থন করে লাভ কী। যুগের পর যুগ পার হয়ে গেছে। প্রকৃতির ধ্বংসলীলায় অতীত বিলীন হয়ে নতুনের রংবাহার আসছে। আম্রপালির উদ্যানের সেই স্বর্ণমুদ্রাই বলো আর প্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন এইসব মূর্তিগুলোই বলো, এদের সাধ্য নেই শতাব্দী সহস্রাব্দের পরে ঘুম থেকে উঠে এসে পুরাতন সেই যুগকে আবার নতুন করে ফিরিয়ে আনে। মমির মতো অভিশাপকেই এরা জাগিয়ে তুলতে পারে। এদের সাধনা করলে জীবনসাধনা ব্যাহত হয়। ওই স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে কী কাণ্ডই না হয়ে গেল। কত রক্ত ঝরল। খুন হল। এইসব দুর্লভ মূর্তিগুলোও অভিশপ্ত কম নয়, আমার ঘরে আসার পর আমার ঘর তো ভেঙে দিতে পারল ওরা। আমার সুখ শান্তি নষ্ট হল। জীবন বিপন্ন করে তুলল। কী না হল বলো তো? তাই ভাবলাম এইসব জঞ্জাল আর আমি বাড়িতে রাখব না। এক একদিন এক একটিকে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে আসব। অথবা জমা দেব সরকারের ঘরেই। তাতে অবশ্য আমার জেল জরিমানা দুইই হবে। কিন্তু মনের ভেতর থেকে ভয় বলে জিনিসটা চলে যাবে বরাবরের মতোই। এই ভেবে আমি থানায় গিয়ে সব কথা ওঁদের জানিয়ে এলাম।"

বাবলু কপাল চাপড়ে বলল, "ব্লান্ডার করে এলেন। আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত একটু তর সইল না আপনার? এই ব্যাপারে আমি মনে মনে এমন একটা পরিকল্পনা করেছিলাম যাতে করে সাপও মরত অথচ লাঠিও ভাঙত না।"

রাজারামবাবু বললেন, "কী সেই পরিকল্পনা?"

"সে যাই হোক, এখন আর ওইসব ভেবে কোনও লাভ নেই। পুলিশ আপনাকে কী বলল?"

"একটু অপেক্ষা করো, ওরা এল বলে।"

এর পর বেশ কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। একসময় বাইরে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। সেই সঙ্গে ডোর-বেলের শব্দ।

রাজারামবাবু বললেন, "পুলিশ।"

বাহাদুর গিয়ে দরজা খুলে দিতেই চার পাঁচজন সম্ভ্রান্ত চেহারার সাদা পোশাকের অফিসার এবং পাণ্ডব গোয়েন্দাদের পরিচিত ইনস্পেক্টর ওপরে উঠে এলেন। এর পর মূর্তিগুলোর ব্যাপারে নানা জিজ্ঞাসাবাদের পর সেগুলো দেখতে চাইলেন ওঁরা।

রাজারামবাবু নিজে গিয়ে সবকিছু দেখিয়ে আনলেন।

অফিসাররা আবার ওপরে এসে গুছিয়ে বসে বললেন, "এই সমস্ত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ মূর্তিগুলোকে আপনি বছরের পর বছর আটকে রাখলেন কী বলে?"

রাজারামবাবু মাথা হেঁট করে বললেন, "লোভে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"কিন্তু এর পরিণাম কী হতে পারে জানেন?"

বাবলু আর থাকতে পারল না। বলল, "কী আবার? কিছুই না।"

ইনস্পেক্টর হেসে বললেন, "তোমার কথায় কী? কেউ যদি অফিসের ক্যাশ ভেঙে তার দশ বছর বাদে সেই টাকা অনুতপ্ত হয়ে অফিসে ফেরত দিতে যায় তখন কি তাকে কেউ কোনওভাবেই ক্ষমা করবে?"

বাবলু বলল, "ওই সমস্ত অসার যুক্তি খাড়া করবার কোনও প্রয়োজন নেই। উনি বলছেন লোভে। কিন্তু আমরা জানি মোটেও তা নয়। এগুলো লোভের সামগ্রী হলে এত যত্নে কখনওই এখানে থাকত না। এতদিনে এগুলো লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে শোভা পেত। আসলে উনি শিল্পরসিক লোক। তাই শিল্পকে যথার্থ মর্যাদা দেবেন বলে নিজস্ব সংগ্রহশালায় রেখে দিয়েছিলেন। এমন তো অনেকেই রাখে। তাতে দোষটা কোথায়?"

সাদা পোশাকের অফিসারদের একজন বললেন, "দোষ আছে বইকী। অন্যেরা যা পারে উনি তা পারেন না। কেন না উনি ওই বিভাগেরই একজন ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন।"

"সেইজন্যই তো নিরাপত্তার কারণে জিনিসগুলো এতদিন আগলে রেখেছিলেন উনি।"

"সরকারি তত্ত্বাবধান ছাড়াও ওঁর এই ঘরখানি বেশি নিরাপদ বলে মনে করেন উনি?"

বিলু বলল এবার, "অবশ্যই। জিনিসগুলো এখানে ছিল বলেই আজও সংগ্রহে আছে। না হলে কোথায় পাচার হয়ে যেত তা কে জানে?"

বাবলু বলল, "আম্রপালির উদ্যানের দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার ব্যাপারটা বোধহয় জানেন না আপনারা। সেদিন তো উনি ভাল মনেই সরকারের ঘরে সবকিছু জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু তা কি আদৌ জমা পড়েছিল? মাফিয়াচক্রে সেগুলোও তো উধাও হয়ে গিয়েছিল মাঝপথে। প্রশাসন কি পেরেছিলেন সেগুলোকে উদ্ধার করে আনতে? সেইসময় এমন একটি দুষ্টচক্রের আবর্তে উনি পড়ে গিয়েছিলেন যে, এগুলোও পাছে বেহাত হয়ে যায় সেই ভয়ে এগুলো তখন সরিয়ে রেখেছিলেন। পরে মায়ার বশবর্তী হয়ে আগলে রেখেছিলেন দীর্ঘদিন।"

ভোম্বল বলল, "শুধু তাই নয়, আমরা আমাদের নিজেদের জীবন বিপন্ন করে আজ যেভাবে বাহাদুরকে লালজি ভিমানির ডেরা থেকে বের করে নিয়ে এলাম তার পরিণামে কী হল? শুধুমাত্র প্রশাসনের গাফিলতির জন্য লোকটা পালিয়ে গেল চোখে ধুলো দিয়ে। অথবা বলা যেতে পারে ইচ্ছে করেই তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেওয়া হল।"

একজন বিজ্ঞ অফিসার সব শুনে বললেন, "শোনো বাবলু, আমরা প্রশাসনিক তদন্তের জন্য এতক্ষণ ধরে এত সব কথা বললাম। ওঁর শিল্পপ্রেমকে আমি অভিনন্দন জানাই। ওঁর বদলে অন্য যে কেউ হলে এইসব মূর্তি বিদেশে পাচার করে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে বসে থাকতেন। উনি কিন্তু তা করেননি। তবে কিনা আইনের কতকগুলো ঘোরালো দিক আছে, সেইখানেই একটু গোলমাল দ্যাখা দেয়। যাই হোক, উনি ওঁর পুরনো রেফারেন্স-এর উল্লেখ করে এবং প্রতিলিপি জমা দিয়ে কাদের রাহুর গ্রাস থেকে রক্ষা করবার জন্য এগুলো সরিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন তা উল্লেখ করে আবেদন করলে হয়তো ওঁকে আমরা রেহাই দিতে পারব।"

বাবলু বলল, "সে যা হয় করুন। তবে জেনে রাখুন ওই চুরি যাওয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলোর ব্যাপারে বিহার রাজ্যের পুলিশ ভিজিলেন্স সেল বসিয়েও এতদিনে একটি মুদ্রাও উদ্ধার করতে পারেননি। অথচ সন্দেহজনক লালজি ভিমানিরাও ফুলেফেঁপে ঢোল হয়ে সমাজে মাথা উঁচু করে বসে আছেন।"

এর পরে আর কোনও কথা নয়। বাহাদুর চা করে নিয়ে এলে সবাই চা খেয়ে রাজারামবাবুর স্টেটমেন্ট নিয়ে বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

ভোম্বল বলল, "স্টেটমেন্টে উনি কী কী লিখেছেন তা জানি না। তবে আপনারা একটু লিখে দেবেন যে শুধুমাত্র লালজি ভিমানির ভয়েই এতদিন উনি মূর্তিগুলো প্রশাসনের হাতে তুলে দিতে পারছিলেন না। আজ লালজি পুলিশের নজর এড়িয়ে পালিয়ে যেতেই উনি সঙ্গে সঙ্গে ওঁর কর্তব্য শেষ করেছেন। কেন না লালজি ওঁকে বার বার শাসিয়ে এসেছিলেন ওইসব দুর্লভ মূর্তি লালজির হাতে তুলে না দিয়ে সরকারের ঘরে জমা দিলে হত্যার সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি।"

পুলিশ বিদায় নিলে পাণ্ডব গোয়েন্দারাও বিদায় নিল। যাওয়ার সময় রাজারামবাবুর ইচ্ছামতো মিষ্টির প্যাকেটও একটা নিয়ে গেল পঞ্চুর জন্য। কথা হল কাল সকালেই বাহাদুর গিয়ে দেখা করবে বাবলুর সঙ্গে। তারপর সবাই মিলে মাথা ঠান্ডা করে নতুন উদ্যমে চিন্তাভাবনা করবে রিয়াং ও রাজুর ব্যাপারে। সত্যি, রাজুটা যে কোথায় গেল!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পরদিন সকালেই বাহাদুর এসে হাজির হল বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুকে সঙ্গে নিয়েই।

পঞ্চুর সে কী আনন্দ সকলের সঙ্গে বাহাদুরকে দেখে। আসলে ও বোধহয় বুঝতে পারছে আবার একটা কোনও বড়সড় অভিযানের প্রস্তুতি নিতে চলেছে সকলে। এবং সেটা হচ্ছে এই নেপালি কিশোরকে কেন্দ্র করেই।

বাবলুদের বাড়ি এলে যথারীতি চা-পর্বটা বেশ জুতসইভাবেই সাঙ্গ হল। মা আজ খুব যত্ন করে আলুপরোটা তৈরি করেছিলেন। সেই সঙ্গে ছিল কড়াপাকের সন্দেশ। কখন কাকে দিয়ে যে আনিয়েছেন তা কে জানে? অথবা এমনও হতে পারে সন্দেশ রসগোল্লা ওরফে নেলো আর কেলোর জন্যই আনিয়েছিলেন কাল। উদ্বৃত্ত যেগুলো, সেগুলো রেখে দিয়েছিলেন সকলের জন্য। বাবলুর বাবা-মা'র একটা অন্যরকম সাংসারিক ধারা আছে। যা কিনা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু বেশি করে কিনে রাখা। সেই জন্যই হঠাৎ করে কেউ এসে পড়লে অতিথি আপ্যায়নের কোনও অসুবিধে হয় না ওদের।

যাই হোক, জলযোগপর্ব শেষ হলে বাবলু বাহাদুরকে জিজ্ঞেস করল, "তোর শরীরের অবস্থা এখন কীরকম?"

"ব্যথা আছে। কাল রাতে বাবু ডাক্তারবাবুকে ডাকিয়ে এনে ওষুধ মলমের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মনে হয় দু'-একদিনের মধ্যেই সেরে যাবে।"

"এখন তা হলে রাজুর ব্যাপারে একটু খোঁজখবর নিতেই যাওয়া যাক।"

"যেতে তো হবেই। আমার মনটা পড়ে আছে ওইদিকে। কী যে হল ছেলেটার কিছু ভেবে পাচ্ছি না। কোথায় গেল? কোথায় যেতে পারে?"

ভোম্বল বলল, "আচ্ছা, জিনিসটা হাতে পেয়ে কোনওরকম লোভের বশবর্তী হয়ে...।"

"না, না। ও কাজ সে করবে না। আমার সঙ্গে, রিয়াং-এর সঙ্গে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে?"

বিলু বলল, "তা হলে ও রিয়াংকে কথা দিয়েও ফিরে এল না কেন?"

বাহাদুর বলল, "সেইটাই তো ভেবে পাচ্ছি না। লালজি ছাড়া আর কোনও শত্রুও এখানে নেই আমাদের। অথচ লালজির হাতেও ধরা পড়েনি ও। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার।"

বাচ্চু এবার অনেক ভেবেচিন্তে বলল, "আচ্ছা এমনও তো হতে পারে এখান থেকে গা আড়াল দেওয়ার সময় কোনও বদ লোকের পাল্লায় পড়ে গেছে ও?"

বিচ্ছু বলল, "হতে পারে নয়, সেইরকমই হয়েছে। না হলে ও যাবে কোথায়?"

বাবলু বলল, "দ্যাখ, এই ব্যাপারটার মীমাংসা ঠিক এইভাবে হবে না। বদ লোকের পাল্লায় পড়লে তারা ওকে মেরে-ধরে জিনিসটা কেড়ে নিয়ে পালিয়ে যাবে। ওকে সুদ্ধু গুম করবে কেন?"

বিলু বলল, "হয়তো এমনভাবে মেরে ফেলে রেখেছে কোথাও যে, ও আর উঠতে পারছে না।"

"তেমন কোনও ব্যাপার হলে থানা-পুলিশের চোখে পড়বেই।"

ভোম্বল বলল, "এখানকার সবক'টা থানায় তুই একবার ফোন করে দ্যাখ, কী বলেন ওঁরা?"

বাবলু তাই করল। সব থানায় ফোন করে একটাই উত্তর পেল। না। ওরকম কাউকেই ওঁরা পাননি।

বিলু বলল, "এখন তা হলে আর দেরি না করে রাজুর বাড়িতে যাই চল। রিয়াং-এর সঙ্গে দেখা করি।"

বিচ্ছু বলল, "আমার মনে হয় নিশ্চয়ই অন্য কোনও কিছুর গোলমাল একটা হয়েছে। যে রিয়াং সাইকেল পেয়ে অমন অভিভূত সেই-বা একবার দেখা করতে এল না কেন আমাদের সঙ্গে? তারও তো পাত্তা নেই।"

বাহাদুর বলল, "ওকে তোমরা সাইকেল দিয়েছ? ওর কিন্তু নিজের একটা সাইকেলের দরকার ছিল খুব। ক'দিন ধরে আমিও মনে মনে ভাবছিলাম আমার জমানো টাকা থেকেই ওকে একটা সাইকেল আমি কিনে দেবো।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর সময় নষ্ট না করে যে যার বাড়ি থেকে স্কুটার নিয়ে এসে যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

পঞ্চুর উৎসাহ তো সবার চেয়ে বেশি। ও তাই মহানন্দে এসে জুটল বাবলুর স্কুটারে।

বাবলু ওর সারা গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এখন না। তুই বরং একটু বাড়িতেই পাহারা দে। আমরা যাব কি আসব।"

পঞ্চু কিছু ব্যাপার বোঝে। তাই বললে কথা শোনে। ও বোঝে এই মুহূর্তে রহস্যের কোনও গন্ধ নেই। কারও দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কোনও আশঙ্কা নেই। তাই ও আবার ঘরের কাছে গিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসল দরজার সামনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পঞ্চুকে টা-টা করে সোজা গিয়ে হাজির হল রিয়াংদের বাড়ি। কিন্তু গিয়ে দেখল তালা বন্ধ।

একজন প্রতিবেশিনীকে জিজ্ঞেস করায় বললেন, "রিয়াংকে তো কাল রাত্রি থেকেই দেখছি না। তবে ওর মা ছোট ভাইটাকে নিয়ে রাজুদের বাড়ি গেছে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর একটুও দেরি না করে তখনই ছুটল রাজুদের বাড়ি।

ওরা গিয়ে দেখল বাড়িটা কেমন যেন থমথম করছে।

স্কুটার থেকে নেমেই বাবলুর প্রথম প্রশ্ন, "রাজু?"

রাজুর মা বললেন, "রাজু ফিরে এসেছে।"

রিয়াং-এর মা-ও খবর পেয়ে বেরিয়ে এলেন ঘরের ভেতর থেকে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের দেখেই সবিস্ময়ে বললেন, "এ কী তোমরা!"

"হ্যাঁ আমরা। আমরা এলাম রাজুর খবর নিতে।"

"রিয়াং তা হলে কোথায়?"

"ওর ব্যাপারে আমরা তো কিছু জানি না। আমরা ওরও খবর নিতে এলাম। কেন যে ও দেখা করল না আমাদের সঙ্গে, তাই তো আমরা ভেবে পাচ্ছি না।"

"কাল রাত্রিবেলা ও যে আমাকে বলল তোমাদের সঙ্গে ও কোথায় যেন যাচ্ছে।"

"কই, না তো! আমাদের এখন কোথাও যাবার পরিকল্পনা ছিল না। তা ছাড়া কাল আমরা বাহাদুরকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করবার চেষ্টাতেই ছিলাম। অন্য কোনওদিকে নজর দিতে পারিনি আমরা।"

"ভারী আশ্চর্য তো! ও আমাকে মিথ্যে কথা কখনও বলে না। কী এমন হল ওর যে, এইভাবে চলে যেতে হল ওকে?"

বাবলু তবুও বলল, "আপনি কি একটুও অনুমান করতে পারেন, ও কোথায় গেছে বা যেতে পারে?"

"না।"

"রাজুর ফিরে আসার খবরটা কি পেয়েছে ও?"

"ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই গেছে।"

বাবলু একটুক্ষণ কী যেন ভেবে বলল, "আমরা একবার রাজুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওর মুখ থেকে দু'-একটা কথা শুনলেই বুঝতে পারব ও কোথায় গেছে, কেন গেছে?"

রাজুর মা বললেন, "কিন্তু বাবা, ও যে এখন কথা বলার অবস্থায় নেই।"

সবার আগে বাহাদুরই তখন ঢুকে গেল রাজুর ঘরে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হাতছানি দিয়ে ডাকল ওদের।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ধীর পদক্ষেপে ঘরে ঢুকল রাজুর। ওর মাথায় ব্যান্ডেজ। হাতে-পায়ে স্টিচ লাগানো।

ও সবাইকে দেখে একটু ম্লান হাসবার চেষ্টা করল। তারপর বলল, "তোমরা এসেছ? আমি জানতাম, না এসে তোমরা পারবে না। মায়ের মুখে শুনলাম কাল এখানে এসে আমার খবরও নিয়ে গেছ তোমরা।"

বাবলু বিস্ময় প্রকাশ করে বলল, "কিন্তু তোমার এমন অবস্থা হল কী করে?"

"আকস্মিক দুর্ঘটনা বলতে পারো।"

"সে তো দেখছি। কিন্তু হল কীভাবে?

"বলছি। তার আগে বলো তোমরা চা-টা খাবে কিনা?"

"কোনও প্রয়োজন নেই। সবে আমরা খেয়ে আসছি। কিন্তু তোমার কথা বলার আগে একটা কথার উত্তর দাও, রিয়াং কোথায়?"

রাজু ম্লান হেসে বলল, "এখন ক'টা বাজে?"

"পৌনে ন'টা।"

"তা হলে ও এখন অনুদের বাড়ির ছাদে বসে অনুর সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করছে।"

"তার মানে ও এখন সাহেবগঞ্জে?"

"আমিই পাঠিয়েছি ওকে। না পাঠানো ছাড়া উপায় ছিল না।"

"কিন্তু যাওয়ার আগে আমাদের সঙ্গে কি একবার দেখা করে যেতে পারত না?"

"পারত। তা হলে হয়তো কালই যাওয়া হত না ওর। কেন না ট্রেন পেত না।"

বাবলু একটু রাগতস্বরে বলল, "তা সে তোমাদের ব্যাপার, তোমরা যা করেছ ঠিকই করেছ। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমাদের নাম করে গেল কেন?"

"না হলে ওর মা ওকে যেতেই দিতেন না। এখন ভাই কোনওরকম রাগ অভিমান না করে ওর মাকে বোঝাতে হবে তোমাদের যাবার কথা ছিল ঠিকই কিন্তু বাহাদুরের কারণে দেরি হয়ে যাওয়ায় তোমরা যেতে পারোনি। ও তোমাদের বাড়িতে গিয়ে দেখা না পেয়ে ভেবেছিল তোমরা চলেই গেছ, তাই ও-ও স্টেশনে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। ব্যাপারটা এইরকমই হয়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "বুঝলাম। কিন্তু এমন কী ব্যাপার ঘটল যে, ওকে কালই চলে যেতে হল?"

"সেই ব্যাপারেই বলব তোমাদের।"

"আর ওই জিনিসটা?"

"ওই জিনিসটা যথাস্থানে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই গেছে ও। এবার আজ রাতেব গাড়িতে তোমরা গেলে, কাল-পরশুর মধ্যেই ওটা মণিভদ্রর হাতে পৌঁছে দিলে, তবেই সকলের শাপমুক্তি। উঃ কী অভিশপ্ত জিনিস ওটা! ও জিনিস আব এক মুহূর্তও কাছে রাখা ঠিক নয় ভেবেই বিপদ-আপদের সবরকম ঝুঁকি মাথায় নিয়েই ওকে পাঠিয়েছি। কিছু যদি হয় তো ওর একার ওপর দিয়েই হোক।"

বাবলু বলল, "সে ঠিক আছে। তবে কাজটা কিন্তু ভাল করোনি। একটু ধৈর্য ধবা উচিত ছিল।"

রাজু একবার ম্লান হাসল। তারপর বলল, "ধৈর্য! ধৈর্যের বাঁধ যে একেবারেই ভেঙে গেছে বাবলুভাই। তাই আর ধৈর্য ধরতে সাহস হয় না। এখন আমার মুখে সব কথা শোনার পরও যদি বলো ধৈর্য ধরা উচিত ছিল, তা হলে অবশ্য ক্ষমা চেয়ে নেব আমি। তবে আমার এইরকম অবস্থা দেখার পর আশা করি তোমরা মেনে নেবে যে, আমি যা করেছি তা ভেবেচিন্তেই করেছি।"

বাবলু বলল, "তুমি আমাদের ভুল বুঝো না ভাই। যা তুমি করেছ তা নিশ্চয়ই বুঝে-শুনেই করেছ। তবে কিনা ওইরকম একটি গোলমেলে জিনিস নিয়ে ওর একা অতদূরে যাওয়ার ব্যাপারেই একটু যা আপত্তি আমাদের। এখন বলো তোমার কী কথা। তোমার কথা না শুনে কোনও মন্তব্য করব না আমবা।"

রাজু বলল, "ওই রাতে বাহাদুর তো জিনিসটা আমাব দিকে ছুড়ে দিল। আমিও সেটা লুফে নিয়ে পালাবার জন্য দৌড় দিলাম। এমন সময় হল কী শোনো—।"

রাজু আর রিয়াং-এর মা চা আর কেক নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

বাবলু রিয়াং-এর মাকে বলল, "মেয়ের জন্য একদম মনখারাপ করবেন না। আমবা আজকালের মধ্যেই যাচ্ছি। নিয়ে আসব ওকে। আসলে একটু ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। আমরা যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলাম কিন্তু কবে এবং কখন তা ঠিক করিনি। এদিকে ও বাড়িতে গিয়ে আমাদের না পেয়েই স্টেশনে চলে যায়, তারপর টিকিট কেটে গাড়িতে উঠে বসে। কিন্তু সাহেবগঞ্জে নেমে যখন দেখতে পাবে না আমাদের, তখনই নিজের ভুলটা বুঝতে পারবে।"

"সে যাক না কেন, ও তো যায়ও। কিন্তু তোমাদের নাম করে গেল বলেই তো অবাক হয়ে গেলাম।"

"আমাদের তো যাওয়ার কথা ছিলই। সেইজন্যই ও আমাদের নাম করেছে। আসলে বাহাদুরের ঝামেলাটা না থাকলে চলে আমরা যেতামই।"

"যাক বাবা। ভালয়-ভালয় ফিরে এলেই বাঁচি।"

সবাই চা আর কেক ভাগ করে খেতে শুরু করলে মায়েরা বিদায় নিলেন।

রাজু বলতে শুরু করল, "আমি তো জিনিসটা বুকে নিয়েই প্রাণপণে দৌড় শুরু করলাম। ইচ্ছে ছিল জিনিসটা নিয়ে এসে আমাদেরই বাড়িতে লুকিয়ে রাখব। কিন্তু বিধি বাম। ওই জিনিসটা নিয়ে ছুটে পালানোর সময় হঠাৎই কিছু লোক আমাকে চোর মনে করে 'চোর চোর বলে তাড়া করল। আমি দারুণ ভয়ে কী যে করব কিছু ভেবে পেলাম না। আসলে এমন যে হবে বা হতে পারে তা আমি ভাবতেও পারিনি। আমি বুঝেই গেলাম জিনিসটা এবার আমার সত্যিই হাতছাড়া হল। তবুও আমি আমার মনোবল হারালাম না। শিবপুর শিবতলার কাছে একজনের একটা ভাঙা গাড়ি রাস্তার ধারে অনেকদিন ধরে পড়েছিল। আমি যা আছে কপালে ভেবে জিনিসটা সেই গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে আবার ছোটা শুরু করলাম। ততক্ষণে ওরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আমার ওপর। তারপর সবাই মিলে মেরেধরে হাতের সুখ করে বিদায় নিল। ওরা আমাকে এমনভাবে মারল যে, কিছুক্ষণ আমার কোনও জ্ঞান ছিল না। এইসময় একটি ছেলে, নাম সর্বাশিস গুহঠাকুরতা, বাড়ি শ্রীরামপুরে, বোধ হয় ওর কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছিল। আমার ওইরকম অবস্থা দেখে আমাকে ওদের সেই আত্মীয়ের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করিয়ে আমাকে বাঁচায়। আমার নির্দেশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ও-ই গিয়ে সেই গাড়ির ভেতর থেকে জিনিসটা নিয়ে এসে আমাকে দেয়। হারানিধি ফিরে পেয়ে আমি যেন পুনর্জন্ম লাভ করি। তাই বাড়ি ফিরেই রিয়াংকে ডেকে সব কথা বলে আর দেরি না করে ওকে কালই সাহেবগঞ্জে চলে যেতে বলি। এই ব্যাপারে তোমাদের সাহায্য চাইনি তার কারণ—আমি চাই না ওই অশুভ জিনিসটার প্রভাবে তোমাদের কোনও ক্ষতি হোক।"

বাবলু বলল, "ও। এই ব্যাপার। তবে জিনিসটা যে ক্ষতিকর তা বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি খুব চিন্তিত হচ্ছি এই ভেবে যে, আমরা তো জিনিসটার অমর্যাদা করছি না। ওটা যাতে যথাস্থানে ফেরত যায় সেই চেষ্টাই করছি, তবু কেন এইরকম হচ্ছে?"

রাজু বলল, "জানি না ভাই। কিচ্ছু জানি না।"

বাবলু বলল, "জামালপুর এক্সপ্রেস কখন ছাড়ে?"

রাজু বলল, "রাত আটটা পঁয়ত্রিশে।"

বাবলু বলল, "তা হলে আর দেরি নয়। আজই রওনা দিতে হবে আমাদের। না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

রাজু বলল, "সর্বনাশ হবে কেন?"

"তার কারণ আছে। প্রথম কারণ, যে ভয়ে তুমি জিনিসটা নিয়ে সাততাড়াতাড়ি ওকে পাঠিয়ে দিলে, সেই ভয়েই। অর্থাৎ ওই অভিশপ্ত জিনিসটা পথে ওর বিপদ একটা ঘটাবেই। আর দ্বিতীয় কারণ...।"

বিলু বলল, "অতটা আশঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। কিছু তো নাও ঘটতে পারে।"

বাবলু বলল, "না ঘটলেই ভাল। তবে কিনা আমার ভয়টা যে অন্য জায়গায়।"

ভোম্বল বলল, "কীসের ভয় তোর?"

"আমার ভয় লালজি ভিমানি নামের ওই শয়তানকে।"

"লালজি জানবে কী করে যে, ওই গাড়িতে ও যাচ্ছে?"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনকেই একটু বিমর্ষ দেখাল এবার।

বিচ্ছু বলল, "আমি বুঝেছি বাবলুদা কেন এত ভয় পাচ্ছে। কাল সন্ধেবেলা আমাদের সামনেই পুলিশের তাড়া খেয়ে লালজি পলাতক। এদিকে ট্রেন রাত আটটা পঁয়ত্রিশে। অতএব লালজি যদি কাল রাতে ওই একই গাড়িতে গিয়ে থাকেন তা হলে তো স্টেশনেই ধরে ফেলবে ওকে।"

বিচ্ছুর কথা শুনে লাফিয়ে উঠল সকলে। বলল, "তাই তো! এমন তো কেউ ভেবে দেখিনি। যদি সত্যিই তাই হয়, কী হবে তা হলে?"

বাবলু কপাল চাপড়ে বলল, "কিছুই আর করবার থাকবে না।"

ভোম্বল বলল, "আজ যে আমরা যাব, ও গাড়িতে কোনও রিজার্ভেশন পাব কি?"

রাজু বলল, "চেষ্টা করে দেখতে পারো। কেন না, গাড়ির তো খুব একটা ডিম্যান্ড নেই।"

বাবলু তখন পকেট হাতড়ে শ'তিনেক টাকা বের করে রাজুর হাতে দিয়ে বলল, "এটা তুমি রাখো। কোনও ওষুধপত্তরের দরকার হলে কিনে নিয়ো। আমরা তো বেশি টাকা সঙ্গে নিয়ে আসিনি। তা হলে আর-একটু বেশি দিতাম।"

কুণ্ঠিত রাজু বলল, "আবার এসব কেন ভাই? তা ছাড়া আজ তোমরা বাইরে যাবে, তোমাদেরও তো টাকা-পয়সার দরকার।"

বাবলু বলল, "টাকা-পয়সা তো সকলেরই দরকার। তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠো, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি। আমরা তা হলে আসি, কেমন?"

বাহাদুর হঠাৎই বলল, "অনুদিদিমণির ফোন নম্বর তো আমার কাছে আছে। ফোন করে জেনে নিলে হয় না, রিয়াং ওখানে পৌঁছেছে কি না?"

বাবলু বলল, "দ্য আইডিয়া। ফোন নম্বরটা দে দিকিনি।"

বাহাদুর ওর পকেট থেকে ছোট্ট একটি নোটবুক বের করে সেটা বাবলুকে দিল। তাতে যে কত লোকের নাম ঠিকানা ও ফোন নম্বর লেখা, তার ঠিক নেই।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা রাজুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিকটবর্তী একটি বুথে নিয়ে এস টি ডি করল। কিন্তু না। ওখানে শুধু টেলিফোন বেজেই চলেছে, কেউই সে ফোন ধরল না। একবার-দু'বার নয়, বারবার চেষ্টা করেও বিফল হয়ে ওরা হাল ছেড়ে দিয়ে বাড়ির পথ ধরল। তা ছাড়া করবেটাই বা কী? এইভাবে সময় নষ্ট তো করা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ৭ ॥

রাজুর ওখান থেকে ফিরে এসেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা মেতে উঠল নতুন অভিযানের আনন্দে। বিলু আর ভোম্বল তখনই গেল টিকিট কাটতে। বাবলু ওদের ভাল করে বুঝিয়ে দিল, "ফর্ম ফিলাপ করে কাউন্টারে দিবি। বার্থ যদি পাওয়া গেল ভাল। না হলে ওয়েটিংলিস্টের ওই টিকিটেই দ্বিতীয় শ্রেণীর বগিতে চেপে রওনা হব আমরা। এক রাতের ব্যাপার। তাই অসুবিধেও হবে না কিছু।"

এই যাত্রায় বাহাদুরকেও অবশ্য সঙ্গে পেতে চেয়েছিল ওরা। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজারামবাবুকে ছেড়ে ওর পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া শংকরমাছের চাবুকের ব্যথা এখনও মরেনি ওর গা থেকে।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সবকিছু গোছানোই থাকে। শুধুমাত্র শীতের সময় হলে উলের পোশাক একটু যা বেশি হয়, আর অন্যসময় হালকা ধরনের ব্যবহারের উপযোগী দু'-একটা নিতেই হয় সঙ্গে। এর বেশি বোঝা বাড়ায় না ওরা।

বাইরে যাওয়ার আনন্দে পঞ্চু তো একেবারেই দিশেহারা। বাচ্চু-বিচ্ছু ওকে ওদের বাড়িতেও নিয়ে গিয়ে বেশ ভাল করে সাবান মাখিয়ে স্নান করিয়ে সেন্ট ছিটিয়ে দিল। পঞ্চুর তো আরও আনন্দ তাতে। এরপর শুধু ঘর আর বার। আর কখন সন্ধে হয় তারই প্রতীক্ষা।

ভাগ্য ভাল বিলু, ভোম্বল কনফার্ম টিকিটই পেয়ে গেল। তাও আবার 'এস ওয়ান' বগিতে। পর পর বার্থ। কী করে হল? কী করে হল তা অবশ্য জানবার প্রয়োজন নেই। টিকিট পেয়েছে এই যথেষ্ট। টিকিট হয়েছে আবার ভাগলপুর পর্যন্ত।

বাবলু বলল, "যাব তো আমরা সাহেবগঞ্জ। তা ভাগলপুরের টিকিট কাটতে গেলি কেন?"

বিলু বলল, "ইচ্ছে করেই কেটেছি। তার কারণ ভাগলপুরেই ট্রেনটার পৌঁছবার কথা ভোর পাঁচটা পঁচিশে। সাহেবগঞ্জ তারও অনেক আগে। অর্থাৎ তিনটে তিরিশে। ধর সেইসময় যদি আমরা ঘুমিয়েই থাকি, তা হলে? তখন ফাইন দেওয়ার চেয়ে ভাগলপুরে নেমে পিছিয়ে আসা অনেক ভাল।"

বাবলু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। এখন আর অন্য কোনওদিকে মন না দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তৎপর হ। রাত সাড়ে আটটায় গাড়ি...।"

"আটটা পঁয়ত্রিশে।"

"ওই হল। আমরা এখান থেকে সাতটার সময় রওনা দেব। অমনই পঞ্চুর জন্যও টিকিট কেটে নেব একটা।"

ভোম্বল বলল, "ওর টিকিটও আমি আলাদা করে কেটে নিয়েছি। না হলে ট্রেনে ওঠার সময় কে লাইন দিয়ে টিকিট কাটতে যাবে?"

ওরা সবাই তখনকার মতো বিদায় নিলেও খাওয়াদাওয়ার পর দুপুরে আবার এসে হাজির হল বাবলুর কাছে। যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলেও পরিকল্পনা তো একটা করতেই হবে।

ওদের দেখে দারুণ উৎসাহ পেয়ে পঞ্চু এসে বাবলুর গা ঘেঁষে বসল।

বিলু বলল, "যাওয়া তো আমাদের হচ্ছেই। রাজারামবাবু কি জেনেছেন আমরা যাচ্ছি বলে?"

"না। বাহাদুর গিয়ে যদি বলে থাকে তা হলে আলাদা কথা। না হলে কীভাবে যে যাওয়ার কথাটা বলব তা কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না। ওঁর এতদিন ধরে সংরক্ষণ করা ওই জিনিসটা রিয়াং একা-একা নিয়ে গেছে শুনলেই হয় তো ওঁর স্ট্রোক হয়ে যাবে।"

"তা অবশ্য ঠিক।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু বাহাদুর যদি সত্যি কথাটা বলে দেয়?"

"তা হলেই তো চিন্তার ব্যাপার।"

বিলু বলল, "খুব একটা চিন্তার ব্যাপার নাও হতে পারে। কেন না ওই জিনিসটা যে রাজুর জিম্মায় আছে তা তো উনি জানেন। রাজুর সন্ধান যে পাওয়া যাচ্ছে না তাও জানেন। অতএব...।"

"কিন্তু ওই জিনিসটা যে ওঁরই মেয়ের মাধ্যমে মণিভদ্রর হাত দিয়ে পাচার করা হচ্ছে সেটা কি উনি জানেন? তাই বলি, এই ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে দেখা করে খুঁটিয়ে ঘা না করাই ভাল। ইতিমধ্যে লালজির লোকেদের পাল্লায় পড়ে রিয়াং যদি জিনিসটা হাতছাড়া করে ফেলে থাকে তা হলে তো অনুশোচনার শেষ থাকবে না ওঁর। তাই বলি, আমরা যেমন যাচ্ছি যাই। বরং বাহাদুরের সঙ্গে একবার দেখা করে ওকেই জানিয়ে যাব আমাদের যাওয়ার ব্যাপারটা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলুর কথা শেষ হতে-না-হতেই বাহাদুর এসে হাজির। বলল, "বাবু জানতে চাইলেন তোমরা কি আজ সত্যি সত্যিই সাহেবগঞ্জে যাচ্ছ?"

বাবলু বলল, "যাচ্ছিই তো! তবে কিনা শেষ মুহূর্তে যদি কোনও অঘটন না ঘটে।"

"বাবু তা হলে স্টেশনে দেখা করবেন তোমাদের সঙ্গে।"

"আমরা যাব। আমাদের রিজার্ভেশন হয়ে গেছে। কিন্তু বাবুকে তুমি ওই জিনিসটার ব্যাপারে কিছু বলেছ নাকি?"

"না, অন্যভাবে বলেছি। আর সেইজন্যই দেখা করতে এলাম তোমাদের সঙ্গে। রাজুর ফিরে আসার ব্যাপারটা জানাইনি বাবুকে। বাবু জানেন ও এখনও বেপাত্তা। আর তোমরা সাহেবগঞ্জে যাচ্ছ লালজির খোঁজে। বাবুর এখন ভয় লালজি খেপে গিয়ে অনুদিদিমণির ওপর কোনও হামলা না চালায়। তাই বারবার অনুরোধ করেছেন, তোমরা ওখানে গিয়ে ওদের একটু সাবধানে এবং সতর্ক থাকতে বোলো।"

"মণিভদ্রর ব্যাপারটা তা হলে উনি জানেন না?"

"একেবারেই নয়।"

ভোম্বল বলল, "না জানানোই ভাল। এখন তা হলে আমাদের নিজেদের আলোচনায় আসা যাক। সাহেবগঞ্জে গিয়ে আমরা উঠব কোথায়?"

বাহাদুর বলল, "স্টেশনের ধারেকাছেই থাকবার জায়গা দু'-একটা আছে। তবে খুব একটা উন্নতমানের নয়। ওখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে নির্মলা সিনেমার কাছে একটা ভাল লজ আছে। পারলে তোমরা সেখানেই উঠো। আর খুব যদি অসুবিধে হয় তা হলে অনুদিদিমণিদের ওখানে গেলে ওরা কিন্তু আদরযত্নের কম করবে না।"

বাবলু বলল, "সে ঠিক কথা। তবে কিনা কারও আশ্রয়ে গেলে স্বাধীনভাবে থাকা যায় না। তা ছাড়া ওখানে গিয়ে আমাদের কয়েকটা কাজ আছে। যেমন ধরো, লালজি ভিমানির ব্যাপারে খোঁজখবর নেওয়া। প্রয়োজনে আমরা কহলগাঁও, এমনকী ভাগলপুরেও যাব। আর অতীতের সেই বিক্রমশীলা মহাবিহার, সেখানে তো যাবোই। অমনি আর-একজনের ব্যাপারেও খোঁজখবর নেব। সেই রহিস আদমিটির নাম হল বিন্ধ্যাচল রাম। আমার মনে হয় ওইখানে গেলেই কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে।"

বাহাদুর বলল, "তা হলে তোমরা ফিরবে কবে?"

"অভিযান শুরু করলে তার শেষ যে কোথায় হবে তা কি বলা যায়?"

"বাবু যদি মত দেন আর আমি যদি একটু সামলে উঠি তা হলে আমিও গিয়ে জুটে যাব তোমাদের সঙ্গে।"

বাবলু উল্লসিত হয়ে বলল, "তবে তো দারুণ হয়।"

বাহাদুর চলে গেলে পাণ্ডব গোয়েন্দারা আরও কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে জোর আলোচনা করে যে যার বিদায় নিল। এই ব্যাপারে শুধু একটাই দুশ্চিন্তা রইল, সেটা রিয়াংকে নিয়ে। মেয়েটা কি আদৌ যথাস্থানে পৌঁছতে পেরেছে?

নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই পাণ্ডব গোয়েন্দারা স্টেশনে এসে হাজির হল।

অনেকদিন পর বেশ পুরোপুরি একটা ভ্রমণের মেজাজ নিয়ে ওদের এবারের এই অভিযান। তার কারণ, লালজির ব্যাপারে এই শহরাঞ্চলে ওদের আর কোনও দুশ্চিন্তা নেই। ধরা যেতে পারে রাজারামবাবুও এখন বিপন্মুক্ত। লালজি বা তার দলবল হয়তো আবার ফিরে যাবে বিহারে, বৈশালীর উপকণ্ঠে লালগঞ্জে। আর বিন্ধ্যাচলের সঙ্গে যদি ওদের এখনও কোনও খারাপ কাজের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে তাহলে তা সেখানেই। অতএব ওদের এবারের এই অভিযানের ভেতর দিয়ে দুষ্টচক্রের এই দুই নায়ককেই যে-ভাবে হোক ফাঁসাতে হবে। আর রিয়াং যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ওদের চক্রে পড়ে থাকে তা হলে ধর্মচক্রসহ উদ্ধার করতে হবে ওকেও।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ওদের নির্ধারিত বার্থের দখল নেওয়ার পরও দেখল বেশ কয়েকটা বার্থ খালি আছে। বাবলু অবাক হয়ে বলল, "ব্যাপারটা কী? এ-গাড়িতে কি লোক হয় না?"

একজন প্রবীণ ভদ্রলোক বসেছিলেন সাইড লোয়ারে। বাবলুর কথা শুনে বললেন, "কে বললে লোক হয় না? শনি, রবি বা ছুটির দিন হলে এই গাড়িতে তিলধারণের জায়গা থাকে না। আজ হচ্ছে গিয়ে বৃহস্পতিবার। তার ওপর এইসময় জল পার্টিদের ভিড় একটু কমই থাকে।"

ভোম্বল বলল, "জল পার্টি?"

"হ্যাঁ জল পার্টি। সময় বিশেষে এই গাড়ির নাম জামালপুর এক্সপ্রেস থাকে না। এর নাম হয়ে যায় 'বোল

ব্যোম এক্সপ্রেস'। ট্রেনে উঠলেই শুনবে, 'চলো ব্যোম, হটো ব্যোম, ইধার আও ব্যোম'। কী বুঝলে? বুঝলে না তো কিছুই?"

ভোম্বল বলল, "না।"

ওদের লাগোয়া পরের সারির বার্থগুলোয় একদল ছেলেমেয়ে অনেকক্ষণ থেকে কলকল করছিল। ওরা এসেছে সন্তোষপুর থেকে। যাবে জামালপুর পর্যন্ত। বারো থেকে সতেরোর মধ্যে বয়স ওদের। বান্টি, বুবাই, মাম, ভুনাই কী সব নাম ওদের। ওরাও হাঁ করে শুনছিল প্রবীণের কথাগুলো। ওদেরই ভেতর থেকে বুবাই নামের ছোট্ট ছেলেটি বলল, "আর একটু খুলে বলুন, তা হলে আমরাও শুনি?"

প্রবীণ বললেন, "হ্যাঁ, যা বলছিলাম। এই গাড়ি তখন বিশেষ করে চৈত্র-বৈশাখ থেকে শ্রাবণ-ভাদ্র মাস পর্যন্ত পুরোপুরি ওদের দখলে চলে যায়। হইহল্লা, চিৎকার চেঁচামেচি এমনকী মারামারি পর্যন্ত হয়। তিনজনের বার্থ রিজার্ভ করিয়ে দশ-বারোজনকে নিয়ে ওঠে ওরা। যায় সুলতানগঞ্জ পর্যন্ত। তারপর গঙ্গায় স্নান করে, বাঁকে করে জল নিয়ে গৈবীনাথকে দর্শন করে তিন-চারদিনের পথ পায়ে হেঁটে চলে যায় দেওঘরের বৈদ্যনাথধামে।"

বাবলু বলল, "বুঝেছি। ওদের ওই জলযাত্রার দৃশ্য অবশ্য আমরাও দেখেছি একবার। সেবার জামালপুরের কালীপাহাড়ে গিয়ে কী দারুণ অভিজ্ঞতাই না হয়েছিল আমাদের! উঃ, কী সাংঘাতিক।"

এমন সময় বাচ্চু-বিচ্ছুই দেখতে পেল বাহাদুরকে। ওরা ট্রেনেব জানলা থেকেই হাতছানি দিয়ে ডাকল ওকে, "বাহাদুর! বাহাদুব! আমবা এখানে।"

সঙ্গে রাজারামবাবুও ছিলেন।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল তিনজনেই নেমে গিয়ে ডেকে আনল ওঁদেব। পঞ্চুও জানলার ধারে সিটে বসে কুঁইকুঁই করতে লাগল। বাহাদুরকে দেখে কী আনন্দ ওর!

বাহাদুরের কাঁধে একটি কিট ব্যাগ ছিল। হাতে একটি ঝোলা।

বাবলু বলল, "আমি অনেকক্ষণ থেকেই তোমার কথা চিন্তা করছিলাম। এত দেরি কবে এলে যে?"

বাহাদুব হেসে বলল, "টিকিট কাটতে গিয়েই দেরি হয়ে গেল। বাবু বলেছেন আমাকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে।"

বাহাদুরের কথা শুনে সবাই উল্লসিত হয়ে উঠল। বাচ্চু বলল, "সত্যি! সত্যি বলছ তুমিও যাবে?"

বিচ্ছু বলল, "কী দারুণ হয় তা হলে।"

বাহাদুর বলল, "হ্যাঁ। বাবুর সেইরকমই ইচ্ছে।"

রাজারামবাবু বলেন, "তোমরা এই প্রথম যাচ্ছ, অচেনা জায়গা। সেইজন্যই পাঠালাম বাহাদুরকে। তা ছাড়া আমার মিসেস একটু গম্ভীর প্রকৃতির। অনুর খোঁজখবর নিতে গেলে উনি কীরকম ব্যবহার করবেন তোমাদের সঙ্গে তা তো জানি না। বাহাদুর থাকলে ব্যাপারটা সহজ হবে।" তারপর বললেন, "তোমরা কিন্তু একটু সাবধানে চলাফেরা কোরো। লালজি যদি সত্যিই নন্দীবাগান থেকে পালিয়ে ওই অঞ্চলে গিয়ে থাকে তা হলে তোমাদের ওপরও চড়াও হবে কিন্তু। বাগে পেলে তোমাদের একজনকেও ও ছাড়বে না।"

বাবলু বলল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। ইতিমধ্যে যদি কোনও অঘটন না হয়ে থাকে তা হলে রিয়াং, অনু কারও গায়েই ওরা হাত দিতে পারবে না। আমাদের তো নয়ই। আমরা ওদের সর্বনাশ ঘনিয়ে তবেই ফিরে আসব।"

রাজারামবাবু তখন এই গাড়ির কোচ অ্যাটেনডেন্টকে ডেকে বাহাদুরের দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটটা স্লিপার ক্লাসে করিয়ে নেমে গেলেন গাড়ি থেকে। তারপর বললেন, "ওখানে গিয়ে ওদের সঙ্গে দেখা করে ফোনে একটু যোগাযোগ কোরো আমার সঙ্গে। কেমন?"

বাবলু বলল, "সে কথা কি বলে দিতে হয়?"

যাই হোক, এবারের অভিযানে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আনন্দযাত্রায় একটা নতুন মাত্রা যোগ হল, বাহাদুর।

বাহাদুর বলল, "কাল অত মার খেলাম তবু তোমাদের সঙ্গ পাওয়ার আনন্দে এখন মনে হচ্ছে আমার যেন কিছুই হয়নি। আমি যেন ঠিক আগের মতোই আছি। কোনও ব্যথা নেই, বেদনা নেই, সম্পূর্ণ সুস্থ যেন আমি।"

বাবলু বলল, "এইরকম মনে হলেই ভাল। আসলে মানসিক অবস্থাটার ওপরই শরীরের সব কিছু নির্ভর করে।"

রাজারামবাবু বললেন, "সিগন্যাল হয়ে গেছে।"

ওঁর বলা শেষ হতেই নড়ে উঠল ট্রেন। তারপর আলো ঝলমল স্টেশন প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে অন্ধকারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যবনিকা ভেদ করে গন্তব্যের পথে এগিয়ে চলল হু হু করে। বালি পর্যন্ত গিয়ে গাড়ি কর্ড লাইনে যাবে। তাই বর্ধমানের আগে আর কোথাও থামা নেই।

ওরা সবাই একজোট হয়ে মুখোমুখি বসে ওদের কাজকর্মের ব্যাপারে আলোচনা করতে লাগল।

বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, কাল ওখানে পৌঁছনোর পর আমাদের প্রথম কাজটা কী হবে?"

বাবলু বলল, "সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। যেমন রিয়াং যদি জিনিসটা নিয়ে ভালভাবেই ওখানে পৌঁছতে পেরে থাকে তা হলে কাল আমরা সারাটাদিন ধরে বাহাদুরকে নিয়ে সাহেবগঞ্জ চষে বেড়াব। তারপর পরশু সকালে অথবা ওদের সুবিধেমতো যে কোনও একটা দিন রিয়াং আর অনুকে নিয়ে বুদ্ধগয়ায় তিব্বতি ধর্মশালায় গিয়ে ধর্মচক্রটি তুলে দিয়ে আসব মণিভদ্রের হাতে। তারপর কহলগাঁও আর বিক্রমশীলায় অভিযান চালিয়ে খুঁজে বের করব ওই ঘোড়েল শয়তানদের।"

"মোট কথা, একটা কিছু করে তবেই আমরা আসব, এই তো?"

"অবশ্যই। না হলে বদনাম হয়ে যাবে আমাদের।"

বিচ্ছু বলল, "কিন্তু বাবলুদা, যদি ধরো তোমার আশঙ্কাই সত্যি হয়, রিয়াং যদি সত্যি সত্যিই ওদের খপ্পরে পড়ে গিয়ে থাকে, তা হলে?"

ভোম্বল ফুট কাটল, "তা হলেই তো সর্বনাশ। অর্থাৎ বাতের ঘুম যাবে, মনের অশান্তি বাড়বে আর পাহাড় পর্বতে অরণ্যে গুহায় ছুটোছুটি করে তোলপাড় করতে হবে চারদিক। অর্থাৎ ভ্রমণের শুধু বারোটা নয়, সাড়ে বারোটা বেজে যাবে একেবারে।"

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা সত্যি সত্যিই খুব ঘোরালো হয়ে উঠবে তা হলে। এইভাবে একা যাওয়াটা ওর খুবই অনুচিত হয়েছে। লালজিরা যদি সত্যি সত্যিই কাল রাতে ওই ট্রেনে গিয়ে থাকে তা হলে নিজেদের স্বার্থেই আত্মরক্ষার খাতিরে ওরা নজর রাখবে চারদিকে।"

বাচ্চু বলল, "তবে বাবলুদা, আমি কিন্তু অন্যভাবে একটু চিন্তাভাবনা করছি।"

"কীরকম, তবু শুনি?"

"লালজি বা তার লোকেরা কি আদৌ চিনবে রিয়াংকে? ওদের কে ওকে দেখেছে?"

"ঠিক কথা। সে রাতে যারা ওকে দেখেছে লালজির সঙ্গে যদি তাদেরই কেউ থাকে, তবেই ওকে চেনা সম্ভব। ডোডি ছাড়াও ডাম্পি বা পিন্টো তো থেকে থাকতে পারে? অন্যদের মধ্যেও থাকতে পারে কেউ। বিশেষ করে অমন এক সুদর্শনা কিশোরী নেপালি মেয়ে। ও নিজেই তো চিনিয়ে দেবে নিজেকে। একা কোনও নেপালি মেয়েকে ওইভাবে ট্রেনজার্নি করতে দেখলে সন্দেহ কি ওদের হবে না ভেবেছিস্? অতএব ভয়টা আমার ওইখানেই।"

বাহাদুর বলল, "আমিও ঠিক ওই ভয়ই করছি।"

ভোম্বল বলল, "সে যখন যা হওয়ার তখন তাই হবে। এখন থেকে আকাশপাতাল ভেবে তো কোনও কূলকিনারা পাওয়া যাবে না। এখন যেটা সর্বাগ্রে ভাবা দরকার সেই ব্যাপারেই একটু ভাবনাচিন্তা করা হোক।"

বিলু বলল, "যেমন?"

"যেমন ধরো আমাদের এইসব ভাল ভাল খাবারদাবারগুলো কি জুড়িয়ে জল হয়ে যাওয়ার পর খাওয়া হবে, নাকি এখনই সদ্‌গতি হবে এগুলোর?"

বাবলু বলল, "বর্ধমানটা আসতে দে না।"

"তার মানেই রাত দশটা। এদিকে পঞ্চুর অবস্থাটা একবার দ্যাখ। মুখটা যেন শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে বেচারির। তাই বলি কি, বর্ধমান আসার জন্য অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নিয়ে যে-যার বার্থ উঠিয়ে শুয়ে পড়ি আয়। ওদিকে আবার শেষরাতে নামা।"

বিলু বলল, "এই কথাটা অবশ্য মন্দ বলিসনি তুই। খাবার ভাগ করে খেতে খেতেই বর্ধমান এসে যাবে। শোওয়াটা তারপরে।"

অতএব খাবার ভাগাভাগিতে বসল সবাই। এবারে আর লুচি আলুর দমের ব্যাপারই নেই ওদের। মাটন বিরিয়ানি, চিকেন চাপ আর ভাল সন্দেশ ছিল সকলের জন্য। শুধু বাহাদুরের জন্যই যা ছিল না। এদিকে রাজারামবাবু বাহাদুরের হাত দিয়ে কিশমিশ কাজুবাদাম থেকে শুরু করে ক্ষীরকদম, সন্দেশ, মিহিদানার লাড্ডু আর পলিপ্যাকে মোড়া বড় বড় রাজভোগ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সকলের জন্য। এত কিছু দিয়েছিলেন যে সব কিছু খাওয়াই গেল না। বেশির ভাগই রয়ে গেল সকালের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

খাওয়াদাওয়ার পর্ব শেষ হতেই বর্ধমান এসে গেল। পঞ্চু খুব তৃপ্তি করেই বিরিয়ানি খেয়েছে। মাংস খেয়েছে। কিন্তু কেন কে জানে মিষ্টিতে ও মুখও দেয়নি।

যাই হোক, ওরা যে-যার বার্থ নামিয়ে শোওয়ার ব্যবস্থা করতেই পঞ্চু ঢুকে পড়ল সিটের তলায়। ওইটাই ওর সবচেয়ে পছন্দসই জায়গা। ওইখান থেকেই ও সকলকে পাহারা দেয়।

বাবলু আর বিলু উঠল আপার বার্থে। বাচ্চু-বিচ্ছু গেল মিড্‌ল-এ। ভোম্বল আর বাহাদুর রইল লোয়ার বার্থে।

চমৎকার জার্নি। সুন্দর আবহাওয়া। বর্ধমান ছেড়ে ট্রেন ছুটে চলেছে বোলপুরের দিকে। খানা জংশন থেকে লাইন বদল করে এ-গাড়ি যাবে বোলপুর, রামপুরহাট, নলহাটি তিনপাহাড় পেরিয়ে সাহেবগঞ্জের দিকে। তারপর জামালপুরে যাত্রার বিরতি। লাইন গিয়ে মিশবে কিউল নদীর ধারে কিউলে। পাণ্ডব গোয়েন্দারা তার আগে, অনেক আগেই নেমে পড়বে সাহেবগঞ্জে। এখন শুধু ঘুম ঘুম আর ঘুম।

॥ ৮ ॥

সবাই ঘুমিয়ে পড়লেও বাহাদুরের চোখে ঘুম ছিল না। তাই শেষরাতে ট্রেন এসে সাহেবগঞ্জে থামতেই ও ডেকে তুলল সকলকে।

ভোম্বল দারুণ বিরক্ত হয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, "ভাল লাগে না বাবা। গাড়িটা ঘণ্টা দুই লেট করলে কেমন আরামে ঘুমিয়ে সকালে নামতাম। তা নয় ঠিক সময়ে এসে ঢুকে পড়ল। কোনও মানে হয়?"

বিলু বলল, "এই রকম সময়ে অচেনা দেশের অচেনা পরিবেশে এসে পৌঁছনোর কত আনন্দ বল দেখি? ঘুম তো সব সময়ই আছে।"

"তোর মুণ্ডু।"

বাবলু বলল, "দেরি করিস না। নেমে পড়।"

পঞ্চু তো আগেই গেটের কাছে চলে গিয়েছিল। এখন সবাই আসতেই প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে পড়ল ও।

এত অন্ধকার রাতে স্টেশন ছেড়ে কোথাও যাওয়া নয়। ওরা তাই স্টেশনের ওয়েটিংরুমেই এসে হাজির হল।

বাচ্চু বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবলুদা, কী বড় পাহাড় একটা দ্যাখো। অন্ধকারে যেন প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

বাহাদুর বলল, "এখানে কি ওই একটা পাহাড়? অনেক পাহাড় আছে এখানে। ঝরনা আছে। সকাল হলে দিনের আলোয় এর চারদিকের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যাবে।"

বিচ্ছু বলল, "গঙ্গাও তো আছে।"

"আছেই তো। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বড় স্টিমারে চেপে দূরের মণিহারিঘাট থেকেও ঘুরে আসতে পারো।"

বাবলু বলল, "এসেছি যখন সবকিছু না দেখে যাব না। আপাতত এখন গরমাগরম একটু চা পেলে মন্দ হত না।"

বাহাদুর বলল, "স্টেশনের বাইরে তো সারি সারি চায়ের দোকান রয়েছে। বলো তো নিয়ে আসি।"

বাবলু বলল, "না, থাক। হাতে করে বয়ে নিয়ে আসার চেয়ে ওইখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়ার মজাই আলাদা। আর তাতে হবে কি নিশিভোরের পাহাড়ি হাওয়ায় ঘুমের ভাবটাও কেটে যাবে, দূর হবে ট্রেনজার্নির ক্লান্তিও।"

বাবলুর কথামতো সবাই তাই চলল।

চারদিকের ঘন অন্ধকারে স্টেশন এলাকাটা থমথম করছে। ট্রেন থেকে নামা যাত্রীরা ওই রাতেও রিকশায় চেপে চলেছে যে যার ঘরের দিকে। আসলে সকলেই তো ওদের মতো নয়। স্থানীয় বাসিন্দা এরা। কিন্তু পাণ্ডব গোয়েন্দারা যাবে হোটেল কিংবা লজে। তাই সকাল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই ওদের।

বাহাদুর ওদের সঙ্গে করে একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে ছ'কাপ চায়ের অর্ডার দিল। সেই সঙ্গে বিস্কুট। বিস্কুট একটা পঞ্চুকে দিতেই কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেয়ে নিল সেটা। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও গাঢ় দুধের বিহারি চা খেয়ে দারুণ তৃপ্ত হল।

চা খেয়ে আবার ওরা এসে হাজির হল ওয়েটিং রুমে। কেন না রাতের আঁধার কাটতে তখনও অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দেরি। ওরা বসে বসে নিজেদের মধ্যে নানারকম অন্য আলোচনায় সময় কাটিয়ে দিল। হঠাৎই ভোরের পাখির কলকলানিতে চমক ভাঙল ওদের। একটু একটু করে আলো ফুটছে তখন।

বাহাদুর বলল, "এবার তা হলে রওনা হওয়া যাক?"

বাবলু বলল, "মন্দ কী? তবে কিনা সকাল ছ'টা না হলে কোনও হোটেলে ঢোকা ঠিক নয়।"

ভোম্বল বলল, "না, না, সাতটা। কেন না টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কোনও হোটেলের বা লজের নিয়ম থাকলে ছটাতেই ঘর ছেড়ে দিতে হবে। ঘুমটা কিন্তু ভাল হবে না তাতে।"

বাহাদুর বলল, "আচ্ছা, আমি বলি কী, আমার সঙ্গে চলোই না তোমরা অনুদিদিমণির ওখানে। কোনও অসুবিধে হবে না তোমাদের।"

বাবলু বলল, "না। যাদের সঙ্গে আমাদের কোনও পরিচয় নেই তাদের বাড়িতে হঠাৎ করে উঠতে আমাদের খুবই খারাপ লাগবে। তাই হোটেল অথবা লজেই উঠব আমরা। বিশেষ করে পঙ্কুর ব্যাপারে বিরক্তও তো হতে পারেন ওঁরা।"

অতএব আর দ্বিমত নয়। ভোরের আলোয় পথ দেখে ওরা সাহেবগঞ্জের রাজপথ ধরে এগিয়ে চলল।

বাহাদুর বলল, "ডানদিকে এই যে দেখছ সোজা রাস্তাটা, এইদিকেই গঙ্গার ঘাট। আর এই পথেই হনুমান মন্দিরের কাছে অনুদিদিমণিদের বাড়ি। আমার তো এখানে এলে যেতেই ইচ্ছে করে না।"

ওরা স্টেশনের সংলগ্ন নিম্নমানের হোটেলগুলো দেখে এগিয়ে চলল সিনেমা হলের দিকে। ওখানে সত্যিই একটি ভাল হোটেল আছে।

বিলু বলল, "থাকার জায়গাটা চমৎকার তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তবে কিনা শহর থেকে দূরে। আমার মনে হয় রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি থাকাই ভাল। বাজারের কাছে জমজমাট জায়গায় থাকা হবে তা হলে।"

বাহাদুর বলল, "কিন্তু খুবই নিম্নমানের যে ওগুলো।"

"হোক না। ক্ষতি কী? কোনও গোলমাল বাধলে হাঁকডাক করলে থানা পুলিশ লোকজন সবকিছুরই সাহায্য পাব। আমরা তো এখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারে আসিনি। এসেছি আমাদের কাজে।"

অতএব সবাই একমত হয়ে স্টেশনের কাছের হোটেলেই উঠল ওরা। ষাট টাকায় সকলের থাকার মতো ঘরও পেয়ে গেল একটা। আলো পাখা আছে। বাথরুম কমন। অনেক সস্তা। বাহাদুর ওদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে একটা রিকশা নিয়ে চলে গেল অনুদের বাড়ি। যে বাড়ির নাম নিরালাবাস।

ঘরে জিনিসপত্র রেখে প্রথমেই ওরা দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল। তারপর হোটেলের ছেলেটিকে চায়ের অর্ডার দিয়ে গাড়ির পোশাক ছেড়ে বাইরে বেরোনোর জন্য তৈরি হল। বাচ্চু-বিচ্ছুর অবশ্য চুল আঁচড়ানো ইত্যাদির ব্যাপারস্যাপারগুলো থাকায় দেরি হতে লাগল একটু।

ওরা বেশ ভালভাবে তৈরি হয়ে নিলে চা এল। সেইসঙ্গে এখানকার বেকারিতে তৈরি একরকমের মুখরোচক বিস্কুট।

পঙ্কুকেও চা-বিস্কুট দেওয়া হল।

বাবলু হাসতে হাসতে বলল, "প্রথম দর্শনেই মোহিত হওয়া বলে একটা কথা আছে জানিস তো?"

ভোম্বল বলল, "জানি বইকী।"

"আমারও তাই হয়েছে। দারুণ ভাল লেগে গেছে জায়গাটা। কী সুন্দর ছোট্ট পাহাড়ি জনপদ। পথে পথে ঘুরে যেটুকু যা বুঝলাম রেলকলোনিই এখানে বেশি। ফরাক্কা ব্রিজ হওয়ার আগে তো লোকে এই পথ দিয়েই সকরিকলিঘাটে স্টিমার পেরিয়ে শিলিগুড়ি যেত।"

বিলু বলল, "এখন তো শুনেছি সকরিকলিঘাট একেবারেই বন্ধ। তা সে যাই হোক, বাংলার কত কাছে এই সাহেবগঞ্জ। কী সুন্দর বনসবুজে ঘেরা এখানকার পাহাড়। আজই আমরা যে-কোনও একটা পাহাড়ে উঠব, কী বল?"

বাচ্চু-বিচ্ছু বিলুকে সমর্থন করে বলল, "তবে না তো কী? এতদূরে এসে পাহাড়ে না উঠে যাব? পাহাড়ে উঠব, ঝরনা দেখব, গঙ্গার ঘাটে যাব।"

বাবলু আয়েস করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, "সবই করব। তবে কিনা রিয়াং-এর খবরাখবর পাওয়ার পর। মেয়েটা আদৌ এসে পৌঁছতে পারল কি না তা জানতে না পারা পর্যন্ত আমার মনে কিন্তু শান্তি নেই। তোদের সঙ্গে আমি কথা বলছি বটে তবে মন আমার পড়ে আছে ওর দিকে।"

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করছে তখনই বাহাদুরকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন দেবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুর্গার মতো এক মধ্যবয়সি ভদ্রমহিলা, "কই কোথায় আমার আর সব ছেলেমেয়েরা? কই তারা?" বলতে বলতে ঘরে ঢুকেই বললেন, "এরা বুঝি?"

বাহাদুর বলল, "হ্যাঁ, এরাই।" বলে বাবলুকে বলল, "মা। তোমরা এইখানে এসে উঠেছ শুনেই ছুটে এলেন। বললেন, আমি না গেলে দেখছি ওরা কেউ আসবে না। চল তো গিয়ে ধরে নিয়ে আসি সবক'টাকে।"

মা বললেন, "এখানে আমরা মা-মেয়েতে দু'জনে থাকি। তা আমার বাড়িতে নীচে ওপরে ঘর খালি থাকতে তোমরা এসে হোটেলে উঠলে যে বড়? কাল থেকে রিয়াং-এর মুখে তোমাদের কথা শুনে অনু যে কী করছে তা কী বলব? তোমাদের বই পড়ে তোমাদের দেখবার জন্য পাগল ও। ঘরে গেলে দেখবে তোমাদের বইতে ওর আলমারি কীরকম ঠাসা।"

বাবলু বলল, "আসলে আপনাদের সঙ্গে আমাদের কোনও আলাপ পরিচয় এর আগে কখনও হয়নি তো। তাই একটু সংকোচ হচ্ছিল। তা ছাড়া আমরা এই পাঁচজন। সঙ্গে কুকুরটা—।"

"ওকে তোমরা কুকুর বোলো না। ও তো পঞ্চু। আমি নিজেও তোমাদের বই পড়েছি। আজ আমি ওকে নিজে হাতে ক্ষীর তৈরি করে খাওয়াব। এখন এসো দেখি তোমরা সবাই ভালয় ভালয় তোমাদের জিনিসপত্তর নিয়ে।" বলে বললেন, "বাহাদুর, তুই রিকশা ডাক।"

হোটেলের মালিকও তখন করজোড়ে এগিয়ে এসেছেন তাঁদেরই এলাকার মিস্ট্রেসকে সম্মান জানাতে। বললেন, "ইয়ে সব আপ কি মেহমান, মুঝে তো কোঈ কুছ বতায়া নেহি।"

"আরে, আমিও কি জানি ওরা আসবে বলে? তা ছেদিলালজি, তোমার মেয়ে কিন্তু আজকাল প্রায়ই স্কুল কামাই করছে। ওকে একটু বুঝিয়ে বোলো। ক্লাসটিচারের পড়া যদি ভালভাবে ফলো না করে তা হলে কিন্তু মাধ্যমিকে পাশ করতে পারবে না।"

"হাঁ, হাঁ। আমি ওর মার সঙ্গে কথা বলে ওকে একটু সমঝে দিবে।" বলে হোটেল ভাড়ার টাকাটা নিয়ে এসে ফিরিয়ে দিলেন বাবলুকে।

বাবলু তো কিছুতেই নেবে না। ছেদিলালও ছাড়বেন না। তাঁর বক্তব্য যেহেতু ওরা এইখানকারই একজন জনপ্রিয় স্কুলশিক্ষিকার গেস্ট, বিশেষ করে যে স্কুলে তাঁর নিজের মেয়েও পড়ে, তারও ওপর ওরা যখন আসামাত্রই ঘর ছেড়ে দিচ্ছে তাই এই ঘরভাড়ার টাকা নৈতিক কারণেই নিতে পারেন না তিনি।

অতএব টাকা নিতেই হল বাবলুকে।

পরে বাহাদুর রিকশা ডেকে নিয়ে এলে ওরা দু'জন দু'জন করে এক-একটি রিকশায় চেপে এসে পৌঁছল নিরালাবাসে।

রিয়াংকে নিয়ে অনু দাঁড়িয়েছিল বাইরের দরজার কাছেই। তাই দেখে পঞ্চুর সে কী আনন্দ। ও রিয়াংকে দেখেই এক লাফে ওর কাছে গিয়ে কুঁই কুঁই করতে লাগল।

অনু যেন ওদের কতই পরিচিত এমনভাবে বলল, "ওঃ, মহাশয়রা আসতে পারলেন?"

বাবলু বলল, "তুমি নিশ্চয়ই অনু। অনুরাধা।"

"কেন সন্দেহ আছে?"

"তা অবশ্য নেই। তবে তোমার এই বান্ধবীটি কাউকে কিছু না জানিয়ে এমনভাবে পালিয়ে এলেন যে আমাদেরও ছুটে না আসা ছাড়া উপায় ছিল না।" তারপর রিয়াং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, "বেশ কীর্তি তোমার। ওইরকম একটা মহামূল্যবান সামগ্রী নিয়ে ওইভাবে কেউ আসে?"

রিয়াং বলল, "জিনিসটা অভিশপ্ত বুঝেই রিস্ক একটু নিয়েই নিলাম। কেন না ও জিনিস হাতছাড়া হবার হলে তোমরা থাকলেও কিছু করতে পারতে না অথবা কিছু করতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনতে।"

বাবলু হেসে বলল, "বিপদে পড়বার জন্যই তো আমরা। বিপদে পড়তেই যে আমরা ভালবাসি। বিপদে না পড়লে আমাদের নিয়ে অভিযানগুলো লেখা হবে কী করে?"

মা বললেন, "ছেলেমেয়েগুলো এল সব অত দূর থেকে, কোথায় ওদের ঘরে নিয়ে যাবি, বসাবি, তা নয় দুনিয়ার গল্প এখানেই শুরু করে দিলি?"

বাচ্চ-বিচ্ছুর হাত ধরে অনু ও রিয়াং ওপরের ঘরে নিয়ে গেল। বাবলু, বিলু ও ভোম্বলও ওদের পিছু পিছু ওপরে উঠল বাহাদুরের সঙ্গে।

ছোট্ট বাড়ি। ওপরে পাশাপাশি দুটো ঘর দালান। একটি ঘরে অনুর লাইব্রেরি, অপরটি ফাঁকা থাকে। নীচের ঘরে অনু শোয় ওর মায়ের সঙ্গে। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের লাইব্রেরির ঘরে বসিয়ে অনু বলল, "সত্যি, তোমরা হলে আমার কল্পলোকের বন্ধু। তোমরা যে কখনও আমাদের বাড়িতে আসবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আসলে আমার তো ধারণাই ছিল তোমরা গল্পের চরিত্র। সবই বোধহয় বানানো কাহিনীর গুলতাপ্পি। কিন্তু তোমরা যে বাস্তব তা কে জানত? যাই হোক, তোমরা যে আমার বাপির পাশে এসে দাঁড়িয়েছ এতে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ তোমাদের কাছে।"

বাবলু বলল, "আসবার আগে তোমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করবার চেষ্টাও করেছিলাম আমরা। কিন্তু...।"

"আমাদের ফোনটা কয়েকদিন হল আউট অব অর্ডার হয়ে আছে। কমপ্লেন করেছি, কবে ঠিক করে কে জানে?"

এমন সময় মা নীচের থেকে হাঁক দিলেন, "ওরে এই মেয়েগুলো, একবার নীচে আয়।"

অনু বলল, "মেয়েগুলো যখন বলেছে তখন বাচ্চু-বিচ্ছুও আসুক আমাদের সঙ্গে।" বলে ওদেরও হাত ধরে নীচে নিয়ে গেল ওরা।

বাবলু বলল, "এমন চমৎকার ঘরোয়া পরিবেশ হলে দিনের পর দিন থাকলেও অস্বস্তি হয় না। অনুর মা কী দারুণ ভালমানুষ, তাই না? রাজারামবাবুর মুখে শুনেছিলাম উনি অত্যন্ত গম্ভীর। রাশভারি। কিন্তু কই? এ যে তার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

বিলু বলল, "তার কারণ আছে। আসলে উনি একজন শিক্ষিকা, তাই রাজারামবাবুর ওই ব্যাপারস্যাপারগুলো ঠিক মেনে নিতে পারেননি। সে কারণে টেনশনে ভুগতেন, গম্ভীর হয়ে থাকতেন। মেজাজ দ্যাখাতেন। বিশেষ করে লালজি ভিমানিকে কেন্দ্র করে আতঙ্কেও ছিলেন তিনি। তাই ভরসা করে মেয়েকেও বাপের কাছে না রেখে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন।"

ভোম্বল বলল, "এইটাই তো স্বাভাবিক। মেয়েদের সব সময় মায়ের কাছেই থাকা উচিত। মা ছাড়া কখনও বাবারা ছেলেমেয়ে মানুষ করতে পারেন?"

বিলু বলল, "তার ওপর রিয়াং-এর মুখে আমাদের ব্যাপারে উনি শুনেওছেন সবকিছু। ওই ধর্মচক্রটিও এখন তাঁর হাতের মুঠোয়। তাই বিপদের মেঘ ক্রমশ দূর হওয়ার সম্ভাবনায় এবং আবার ওঁদের পরিবারের অসন্তোষ দূর হওয়ার আশায় দারুণ খুশি উনি।"

বাবলু বলল, "এ ছাড়াও যেটুকু সময় ওঁকে দেখলাম তাতে বেশ বুঝতে পারছি প্রকৃতিগতভাবে উনি মোটেই জাঁদরেল মহিলা বলতে যা বোঝায় তা নন। দারুণ হাসিখুশি এবং অতিথিবৎসল।"

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

অনুর মা সবাইকে নিয়ে ওপরে এলেন। অনু, রিয়াং, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই একসঙ্গে ওপরে এল। প্রত্যেকের হাতে খাবারের ডিশ, খাবার।

মা বললেন, "শোনো বাবারা। আমার এই ওপরের ঘর নতুন। তা ছাড়া লোকজনেরও যাতায়াত এখানে নেই বলেই কোনও বাড়তি চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা করা নেই। একটা চেয়ার টেবিল যা আছে তা অনুর মতোই। এই ঘরে বসে ও পড়াশোনা করে। তোমরা বাবা মেঝেয় আসন পেতে বসে খাও।"

বাহাদুর অসম্ভব কর্মতৎপরতায় আসন, বেডশিট এইসব পেতে বসবার জায়গা করে দিল সকলের।

বাবলুরা খুশিমনে বলল, "আপনি মা। আপনি আমাদের যেখানে বসাবেন, যেভাবে খেতে দেবেন, যা দেবেন, তাই খাবো।"

"তোমাদের বই পড়ে জেনেছি তোমরা শিঙাড়া জিলিপি খেতে খুব ভালবাস, তাই আনিয়েছি। সঙ্গে প্যাঁড়া গোলাপজামুন এইসবও আছে।"

বাবলু বলল, "খেতে আমরা সব কিছুই ভালবাসি। তবে কিনা আমাদের অভিযানের ব্যাপারগুলো অধিকাংশ সময়ে হিন্দি বলয়েই হয় বলে শিঙাড়া, জিলিপিই দেখতে পাই সর্বত্র।"

"যাই হোক, তোমরা খাও। খেয়েদেয়ে সবাই মিলে আনন্দ করে চারদিক ঘুরে এসো। বাহাদুরকে যখন পেয়ে গেছি তখন আর আমার কোনও অসুবিধেই নেই। এইটুকু সময়ের মধ্যেই বাহাদুর আমাকে সব বলেছে। তোমরা আমাদের ভাঙা পরিবারকে জুড়ে দিয়েছ। মূর্তিগুলো উনি জমা দিন। আর এই পাপও আমি বিদেয় করি।"

অনু বলল, "ওই পবিত্র ধর্মচক্রকে তুমি পাপ বলছ কেন মা?"

"তুই থাম দেখি?"

বাবলু বলল, "এখানে এস টি ডি বুথ আছে ধারেকাছে?"

"না। ওই স্টেশনের দিকেই যেতে হবে তোমাদের। ফোন করবার জন্য অত ব্যস্ত হয়ে কী করবে? আগে খাওদাও। তারপরে তো?"

মা খুব যত্নের সঙ্গে খাওয়ালেন ওদের। শিঙাড়া, জিলিপির চেয়েও ওদের বেশি উপাদেয় লাগল গোলাপজামুনগুলো। ভোম্বল তো একাই খেয়ে নিল আট-দশটা।

মা বললেন, "এগুলো ভাগলপুরের। আমার এক ছাত্রীর বাবা পরশু পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এক হাঁড়ি। ভাল ঘিয়ে ভাজা। তোমাদের কপালে ছিল তাই পেয়ে গেলে। না হলে এ জিনিস সাহেবগঞ্জে পাওয়া যায় না।"

জলযোগপর্ব শেষ হলে চা খাওয়ার পালা। চা-পর্ব শেষ হলে মা বললেন, "অনু আর রিয়াং-এর সঙ্গে তোমরা এবার ঘুরে এসো চারদিক। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর তোমাদের সঙ্গে আমি গুছিয়ে গল্প করব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা তো ঘুরতেই চাইছিল। তাই আর দেরি না করে হনুমান মন্দিরের বিশাল হনুমানজিকে দর্শন করে এগিয়ে চলল গঙ্গার দিকে।

এখানকার গঙ্গার শোভা অতুলনীয়। স্টিমারঘাট, বার্নিংঘাট, স্নানঘাট সব পাশাপাশি। স্টিমার ঘাটে অনেক লোকজন, মণিহারিঘাটের যাত্রীরা অপেক্ষা করছেন স্টিমারের প্রতীক্ষায়।

ওরা পায়ে পায়ে স্নানের ঘাটে এসে বসল। এইখানে বসে গঙ্গার সৌন্দর্য দেখার রমণীয় অভিজ্ঞতার কথা ওরা কখনও ভুলবে না।

বাবলু বলল, "রিয়াং, তোমার বান্ধবী অনুকে আমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেছে। মায়ের তো তুলনাই নেই। এখন বলো ওই জিনিসটা নিয়ে একা তুমি কীভাবে এলে?"

রিয়াং বলল, "আমি দারুণ একটা ঝুঁকি নিয়ে রাজুর কথামতো হাওড়া স্টেশনে এলাম। টিকিটও কাটলাম সাহেবগঞ্জের। তারপর থ্রি-টিয়ার বগিতে এসে একজন কোচ অ্যাটেনডেন্টকে আমার অবস্থার কথা বলতেই উনি একটি আপার বার্থ পাইয়ে দিলেন আমাকে। কিন্তু কথায় বলে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। হঠাৎ দেখি নীচের লোয়ার বার্থে দু'জন লোককে নিয়ে তোমাদের ওই ভিমানিসাহেব।"

"লালজি ভিমানি! তুমি তাঁকে চিনতে?"

"না। দেখিওনি কখনও। তবে ওঁর একজন লোককে সে রাতে আমি দেখেছিলাম বলে চিনতে পারলাম। তা ছাড়া ওরা বার বার ভিমানি সাহেব ভিমানি সাহেব করছিল বলে বোঝার কোনও অসুবিধে হল না।"

"সেই লোক তোমাকে চিনতে পারেনি?"

"মনে হয়, না। কেন না আমি তো বার্থে উঠেই জিনিসটা মাথার কাছে একপাশে রেখে শুয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় হল কী, একদল অসভ্য লোক হইচই করে গাড়িতে উঠে অশ্রাব্য গালাগালি দিয়ে কিল, চড়, ঘুষি মেরে নামিয়ে দিল ওদের।"

ভোম্বল বলল, "ওদের বুঝি রিজার্ভেশন ছিল না?"

"না। তবে ওই লোকগুলোর ছিল।"

"তারপর?"

"তারপরই শাপে বর হল। ওদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুমই হল না সারারাত। শেষরাতে ট্রেন সাহেবগঞ্জে থামলে ওরা নামল। আমিও ওদের সঙ্গ নিয়েই লেডিজ ওয়েটিংরুমে রাত কাটালাম।"

"লালজি ভিমানির সঙ্গে আর দেখা হয়নি?"

"না। মনে হয় ওরা সাহেবগঞ্জে নামেনি ট্রেন থেকে।"

বাবলু বলল, "খুব জোর বেঁচে গেছ এ যাত্রা। আমার মনে হয় ওরা কহলগাঁওতেই গেছে। ওইখান থেকেই কোনও বদ বুদ্ধির ছক কষবে।"

হঠাৎই পঞ্চুর বিকট চিৎকারে চমকে উঠল সকলে। ব্যাপারটা কী হল বুঝে ওঠার আগেই ওরা দেখল দু'জন গুন্ডা গোছের লোক ছুটে চলেছে রাস্তা দিয়ে। ওরা কারা, কেন এবং কীজন্য এসেছিল, পঞ্চুইবা কেন ওদের দেখে অমন চিৎকার করল তার কিছুই বুঝতে পারল না ওরা।

বাবলু বলল, "আর এখানে থাকা নয়। নিশ্চয়ই আমরা শত্রুপক্ষের নজরে এসে গেছি। ওরা হয়তো লক্ষ রেখেছিল ওই বাড়ির দিকে। তারপর পিছু নিয়ে এখান পর্যন্ত এসেছে। নিশ্চয়ই ওদের কোনও বদ মতলব ছিল। শুধুমাত্র পঞ্চুর জন্যই সুবিধে করতে পারেনি।"

বিলু বলল, "তোর কি মনে হয় ওরা লালজিরই কোনও লোক?"

"অবশ্যই। সে রাতে ওরা ট্রেনের কামরায় রিয়াংকে দেখতে না পেলেও ট্রেন থেকে নামার সময় হয়তো দেখেছে। লালজিকে রিয়াং সাহেবগঞ্জের স্টেশনে নামতে না দেখলেও ওরা হয়তো অন্য কোনও বগি থেকে চোখের আড়ালে নেমেছে এবং তখনই দেখেছে রিয়াংকে।"

বিচ্ছু বলল, "তার মানে বাবলুদা তুমি বলতে চাও লালজি সাহেবগঞ্জেই আছেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"থাকাটাই সম্ভব। তার কারণ ওরা এখন সব সময় নজর রাখবে ওই নিরালাবাসের দিকে। কে বা কারা আসে যায় সেই ব্যাপারে খোঁজখবর নেবে। আর সেই জন্যই লোক লেগেছিল আমাদের পেছনে।"

বাচ্চু বলল, "তা হলে চারদিকে একটু খোলা নজর রাখলে এই সাহেবগঞ্জেই আমরা দর্শন পেয়ে যাব লালজি ভিমানির।"

বাবলু বলল, "এখানে ওদের ঠিক কোথায় তা তো জানি না। তবে মনে হয় ওইসব হোটেলগুলোর দিকে একটু নজরদারি করলেই সন্ধান পাব ওদের।"

ওরা তাই এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে যেমন হাঁটাপথে এসেছিল তেমনই ফিরে চলল বাড়ির দিকে। কিন্তু বাড়ির দিকে এগোলেও বাড়িতে ওরা ঢুকল না। এত তাড়াতাড়ি কি ঘরে ফিরতে মন চায়? ওরা তাই স্টেশন সংলগ্ন জমজমাট বাজারের কাছে এসে হাজির হল। কত কী যে বিক্রি হচ্ছে বাজারে তার ঠিক নেই। এইখানে এসে হোটেলগুলোতে ওরা খোঁজ নিল। চেহারার বর্ণনা দিল। কিন্তু না, সেরকম কেউই ওঠেনি এখানে।

ভোম্বল বলল, "কী ব্যাপার বল তো? উঠল কোথায় তা হলে?"

বাবলু বলল, "এখানে যে এসেছেই, কোনও হোটেলে যে উঠেছেই তার তো কোনও প্রমাণ নেই। এ শুধু অনুমান মাত্র।"

"তা হলে ওই লোকগুলো?"

"লালজিরই লোক ওরা। উনি হয়তো ফোনে ওদের নির্দেশ দিয়েছিলেন আমাদের মতো কেউ ওই বাড়ির দিকে গেলে তার দিকে নজর রাখতে। ওরা সেইমতো কাজ করতে গিয়েই পঞ্চুর তাড়া খেয়ে পালিয়েছে।"

বাবলুর হঠাৎই কী মনে হতে ওরা যে লজে প্রথমে উঠিছিল সেই লজের মালিক ছেদিলালের কাছে গেল। তারপর ওঁকে লালজির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই ছেদিলাল বললেন, "লালজি কাল আয়া থা। আজ ভি হ্যায়। ও বদমাশ হমকো কপিয়া কি লালস দিখাতা।"

"কীরকম!"

"আমার এই গরিবখানার হোটেলটা ও বিশ লাখ টাকা দিয়ে কিনে নিতে চায়। লেকিন হামি দিবো কেনো?"

ভোম্বল বলল, "আপনার এই হোটেলটার তিন-চার লাখ টাকার বেশি দামই নয়। তা বিশ লাখ টাকা যদি পান তো দিয়ে দিতে আপনার আপত্তি কী?"

ছেদিলাল বললেন, "আছে। খোকাবাবু, এই হোটেল আমার বাপ ঠাকুরদাদার আমলের। এ আমার সন্তানের মতো। এই হোটেল আর কেউ নিয়ে নিলে আমার বুকে বাজবে না? সামান্য রুপিয়ার লালসে আমার সন্তানকে আমি বিক্রি করে দেব? তারপরেও শোনো, ওই বিশ লাখ টাকা পেলে সে টাকা আমি রাখব কোথায়? যেখানেই রাখি না কেন ওই লালজিই গুন্ডা লাগিয়ে আবার তা কেড়ে নেবে। সেইজন্যই তো অত দাম দিতে চাইছে ও।"

বাবলু বলল, "শুনেছি লালজি লোকটা খুবই খারাপ লোক। উনি কোথায় উঠেছেন বলতে পারেন?"

"তুম সব নির্মলা সিনেমা কা পাস চলি যাও। ওঁহি পর এক লজ মিলেগা। ও যব আতে—।"

বাবলু বলল, "আর বলতে হবে না। ওই লজটা আজই ভোরে আমরা দেখে এসেছি।"

"ওই লজ আগে একজন বাঙালিবাবুর ছিল। এখন ওটা বিক্রি হয়ে গেছে। এইখানকারই একজন রহিস আদমি কিনে নিয়েছেন।"

বাবলু চাপা গলায় বিলুকে বলল, "ভাগ্যিস ওখানে আমরা উঠিনি।"

"তা হলে যাচ্ছেতাই ব্যাপার একটা হয়ে যেত।"

"ভগবান রক্ষে করেছেন। একেবারেই ওদের খপ্পরে পড়ে যেতাম। সমস্ত প্ল্যান বানচাল হয়ে যেত। জীবনও বিপন্ন হত।"

"আমরা সবাই মরতাম। নন্দীবাগানের প্রতিশোধ ওরা খুন জখম করেই নিত।"

"তবুও সবাই জেনে রাখ আমাদের কিন্তু পায়ে পায়ে মরণ।"

অনু এতক্ষণে কথা বলল, "আমার কিন্তু মৃত্যুভয় একদমই নেই। আমি সবসময়ই মনে করি 'মরণ রে! তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান'।"

বাবলু বলল, "এরকম মনে করা ভাল। তবে কিনা বিপদ এসে দরজায় দাঁড়ালে কাব্য তখন দৌড়ে পালাবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"আমার প্রায়ই মনে হয় তোমাদের অভিযানের জালে জড়িয়ে আমিও কাহিনীর এক বিশেষ চরিত্র হয়ে যাই। ওই যে তোমাদের দশম খণ্ডে সংযুক্তা নামের একটা মেয়ে আছে, আমার কেবলই মনে হয় ওই সংযুক্তার মতো কেউ বেশ আমাকেও চুরি করে নিয়ে গিয়ে কোথাও আটকে রাখত আর তোমরা গিয়ে আমাকে উদ্ধার করে আনতে তবে কিন্তু বেশ হত।"

"আর যদি লোপাট হয়ে যেতে?"

অনুরাধা মায়াবি চাঁদের মতো হেসে বলল, "গেলে যেতাম।"

ভোম্বল বলল, "এখন তা হলে কী করবি? পথে পথেই ঘুরবি, না ঘরে ফিরবি?"

রিয়াং বলল, "এখনই ঘরে ফেরা নয়। চলো সবাই করম পাহাড়ের সেই ঝরনাটার কাছে যাই।"

অনু বলল, "তাই চল। কিন্তু কীভাবে যাওয়া যায়। পথ তো অনেক দূরের।"

বাবলু বলল, "কতদূরের পথ?"

"প্রায় তিন কিলোমিটার।"

বাচ্চু-বিচ্ছু উৎসাহ নিয়ে বলল, "আমাদের কাছে ও কিছুই নয়। চলো তো হাঁটা দিই।"

হাঁটতে অবশ্য হল না ওদের।

অনুই একজন রিকশাওয়ালাকে ডাকল, "গোপালদা, এই গোপালদা।"

রিকশাওয়ালা রিকশা থামিয়ে বলল, "কী ব্যাপার! রিকশা লাগবে?"

"হ্যাঁ আমাদের এই সাতজনকে একটু ঝরনা দেখিয়ে আনবে? ঘণ্টাখানেক থাকব। আরও দু'-একটা রিকশা ডাকো না।"

"কলকাতা থেকে এসেছ বুঝি। চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি। কুকুরটাও যাবে তো?"

"হ্যাঁ, সবাই যাব আমরা।"

অন্য রিকশা আর ডাকতে হল না। ওদের দেখে পর পর তিন-চারটে রিকশা এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে। ওরা মোট চারটে রিকশা নিয়ে বাজারের পথ ধরে এগিয়ে চলল করম পাহাড়ের দিকে।

এখানকার পথঘাট বাজার দোকান পেরিয়ে ওরা রিকশায় চেপে এগিয়ে চলল করম পাহাড়ের দিকে। সাহেবগঞ্জ সত্যিই একটি বড়সড় গঞ্জ।

খানিকটা যাওয়ার পর রেললাইন পার হতে হল। আসলে করম পাহাড়টা স্টেশনের উলটো দিকে। পাহাড় এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। কী সুন্দর সবুজে ঘেরা মস্ত পাহাড়।

ওরা যত এগোয় প্রকৃতির চেহারা ততই পালটায়। একসময় ওরা বড় একটি স্টেডিয়ামের কাছে এসে পৌঁছল।

রিকশাওলা বলল, "স্টেডিয়াম দেখবে তো দেখে নাও। যতরকমের খেলাধুলো সব এখানেই হয়।"

বাবলু আর পঙ্কু একটা রিকশায় ছিল । সর্বাগ্রে ওরা নামল। তারপরে অন্যেরা।

বাবলু বলল, "ঝরনা এখান থেকে কতদূর?"

"বেশি দূর নয়। প্রায় এসে গেছি।"

বাবলু অনুকে বলল, "একটা কাজ করলে হয় না?"

"কী কাজ?"

"আমরা তো এখানে অনেকক্ষণ থাকব, তার ওপর ঝরনাও বেশি দূরের পথ নয়। তাই অযথা রিকশাগুলোকে আটকে রেখে কোনও লাভ নেই। এতে ওদেরও ক্ষতি, আমাদেরও টেনশন বাড়বে। ঘুরে সুখ হবে না।"

রিকশাওলা গোপালদা বলল, "হ্যাঁ, সেই ভাল। তোমরা উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে। এইটুকু পথ তোমরা হেঁটেও যেতে পারবে। আমাদের বসিয়ে রাখলে ভাড়াও দিতে হবে বেশি। তাই বলি কী, তোমরা এখানে যতক্ষণ খুশি থাকো, ঘোরো, বেড়াও, তারপর সব কিছু দেখে এসো সময়মতো।"

অতএব চারটে রিকশাকে ওদের দাবিমতো চল্লিশ টাকা দিতেই খুশি মনে বিদায় নিল ওরা।

বাবলুরা পায়ে পায়ে স্টেডিয়ামের ভেতরে এল। একেবারে করম পাহাড়ের কোলেই স্টেডিয়াম।

বিচ্ছু অভিভূত হয়ে বলল, "প্রকৃতির কী অপরূপ রূপ। আমার তো মনে হচ্ছে এখান দিয়েই পাহাড়ে উঠি।"

ভোম্বল বলল, "দেখব একবার চেষ্টা করে?"

রিয়াং বলল, "না। না। এখান দিয়ে পাহাড়ে উঠে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তার চেয়ে চলো বরং ঝরনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাছে যাই। ওখানে গিয়ে ঝরনার গতিপথ ধরে ক্রমশ উঠতে থাকব ওপরে।"

পঞ্চু তখন স্টেডিয়ামের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ছুটোছুটি করছে। সেইসঙ্গে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও দৌড়চ্ছে। বাবলু আপনমনেই কী যেন চিন্তা করতে করতে পায়চারি করতে লাগল সবুজ ঘাসের ওপর। অনু ও রিয়াং স্টেডিয়ামের সিঁড়িতে বসে রইল চুপচাপ।

হঠাৎ কোথা থেকে একদল কুকুর এসে পঞ্চুর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তেই লেগে গেল ঝটাপটি। একা পঞ্চু অত কুকুরের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন?

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই মিলে তখন নুড়ি পাথর হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়েই মারতে লাগল্ অন্য কুকুরগুলোকে। কিন্তু কী দারুণ রাগী কুকুরগুলো। উলটে পঞ্চুকে ছেড়ে ওদের দিকেই তেড়ে এল সবাই।

অনু আর রিয়াং ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

এই মুহূর্তে পিস্তল ব্যবহার করা ছাড়া আর কোনও উপায়ই ছিল না বাবলুর। সে পিস্তল উঁচিয়ে একটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতেই ভয় পেয়ে লেজ গুটিয়ে পালাল সব। কিন্তু ফল তাতে খুব একটা ভাল হল না। হঠাৎ কোথা থেকে এক আদিবাসী যুবক কালো প্যান্ট ও ময়লা ছেঁড়া একটা কালো গেঞ্জি পরে একটি পুরনো মোটরবাইক নিয়ে স্টেডিয়ামের ভেতরে ঢুকে রক্তচক্ষুতে ওদেব দিকে তাকিয়ে ওদের ঘিরে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে লাগল।

ওর চোখের দিকে তাকিয়েই কেমন এক অশনি সঙ্কেত দেখতে পেল বাবলু। তবু বিপদে সাহস হারাল না। কঠিন গলায় বলল, "এই রকম সার্কাসের খেলা আমরাও দেখাতে পারি। তাই বলি বেশি কেরামতি না দেখিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে যাও।"

আদিবাসী যুবক হঠাৎ ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য একেবারে বাবলুর গা ঘেঁষে মোটরবাইকটাকে নিয়ে যেতে লাগল।

পঞ্চু তখন দারুণ চিৎকার করছে।

অন্য কুকুরগুলোও তখন দূর থেকে সমানে জবাব দিচ্ছে ওর চিৎকারের।

মোটরবাইক আবার এগিয়ে আসতেই বিলু আর ভোম্বল একজোটে ঝাঁপিয়ে পড়ল যুবকের ওপর। তারপর তিনজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্টেডিয়ামের মাঠে। মোটরবাইকটাও কাত হযে পড়ল সেখানেই।

সেই সুযোগে বাবলু সেটাকে উঠিয়ে চেপে বসল তার ওপর। তারপর একই রকম কায়দায় কসরত দেখাতে লাগল সেটাকে নিয়ে।

ধুলো ঝেড়ে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াল আদিবাসী যুবক। তারপর হঠাৎই খেপে গিয়ে আক্রমণ করল বিলুকে।

এদিকে ভোম্বলও তখন মারমুখী। রাগে দুমদাম করে দু'-চার ঘা বসিয়ে দিতেই অবস্থা চরমে উঠল।

সেই মুহূর্তে পঞ্চু হাঁকডাক করে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে না পড়লে অবস্থা কী হত কে জানে?

ইতিমধ্যে আশপাশ থেকে অনেক লোক এসে জড়ো হয়েছে স্টেডিয়ামের ভেতরে।

অনু আর রিয়াং তখন কান্না শুরু করে দিয়েছে।

ওদেরই ভেতর থেকে একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, "কী হল? জংলি হঠাৎ খেপে গেল কেন?"

বাচ্চু বলল, "জানি না। আমরা কলকাতা থেকে এখানে এসেছি। যাচ্ছিলাম ঝরনা দেখতে। এখানে এমন সুন্দর একটা স্টেডিয়াম দেখে আমরা ভেতরে ঢুকে ঘুরছি, এমন সময় এই লোকটা উল্কার মতো এখানে এসে আমাদের টার্গেট করে মোটরবাইক ছুটিয়ে তাড়া করছে।

এক প্রবীণ ভদ্রলোক জংলিকে বিলু, ভোম্বলের খপ্পর থেকে ছাড়িয়ে বললেন, "তোর মতো যুবকের কি উচিত এই সমস্ত অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লড়তে আসা?"

জংলি রক্তচক্ষুতেই বলল, "এরা আমার লালুকে ভয় দেখিয়েছে।" বলে বাবলুকে দেখিয়ে বলল, "এই ছেলেটা। এ পিস্তল চালিয়েছে। যদি ওই গুলি আমার লালুকে লেগে যেত? তা ছাড়া এই বয়সের ছেলে এই জিনিস কোথায় পেল? কী মতলবে এসেছে এরা এখানে? এরা ঝরনা দেখতে আসেনি। মিথ্যে কথা বলছে।"

বাবলু মোটরবাইকটাকে গোলাকারে একপাক ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, "ভাল রে ভাল, আমাদের খারাপ উদ্দেশ্য থাকলে এই মোটরবাইক চালিয়ে ওকেই তো আগে গুঁড়িয়ে দিতাম। ও আমাকে মারতে এসেছিল তাই আমরাও ওকে বুঝিয়ে দিলাম যে, প্রয়োজনে আমরাও মারধোর করতে পারি।"

অপর একজন জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা হঠাৎ গুলি চালালে কেন? গুলির শব্দ পেয়েই তো আমরা ছুটে আসছি। আর শব্দ শুনেই খেপে গেল ও।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "গুলি তো একটাই ছিল। তাও শূন্যে ছুড়েছি। এখানকার একদল হিংস্র কুকুর আমাদের এই কুকুরটাকে বিরক্ত না করলে, আমাদের কামড়াতে না এলে, আমরা কখনওই ও কাজ করতাম না।"

জংলি দারুণ হিংস্র হয়ে বলল, "ওই জিনিস তোর হাতে কী করে এল বল?"

বাবলু বলল, "না আসার কী আছে? আমি একজন পুলিশ অফিসারের ছেলে। আমার আত্মরক্ষার্থে এই পিস্তল সঙ্গে রাখতেই হয়। তা ছাড়া এই বনে-পাহাড়ে কত মন্দ লোক আমাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। চার-চারজন মেয়ে আমাদের সঙ্গে। ওদেরও কোনও ক্ষতি হতে পারে তো? কত খারাপ লোক ঘোরাফেরা করে এই অঞ্চলে। তাই নিরাপত্তার খাতিরেই ওই জিনিস সঙ্গে রাখতে হয়েছে আমাকে। এতে দোষের কী আছে?"

জংলি বলল, "তোরা মিছে কথা বলছিস?"

ভোম্বলের মাথা একটুতেই গরম হয়ে যায়। তাই রেগেমেগে বলল, "এই মাথামোটা, আমরা মিছে কথা বলছি? তুমি মোটরবাইক নিয়ে মারতে এলে আমাদের, আর আমরা প্রতিরোধ করছি বলেই যত দোষ হয়ে গেল? ঠিক আছে, সত্যি-মিথ্যার প্রমাণ এখনই হয়ে যাক। এখানকার থানা কোথায়? থানায় চলো, তা হলেই প্রমাণ হবে আমরা কে।"

থানার নাম শুনে মুখটা কেমন চুপসে গেল জংলির। বলল, "কেন? আমি থানায় যাব কেন?"

বিচ্ছু মুখ খুলল এবার, "কেন যাবে না? তুমি একজন পুলিশ অফিসারের ছেলেকে চাপা দিয়ে মারতে আসবে আর থানায় যাবে না? আমরাই নিয়ে যাব তোমাকে।"

জংলি বলল, "থানায় আমি কিছুতেই যাব না। তবে তোদেরও আমি ছাড়ব না। আমার লোকজন নিয়ে এখনই আসছি আমি। কী করে তোরা বাড়ি যাস আমি দেখব। শিগগির আমার মোটরবাইক আমাকে দে।"

বাবলু তখন মোটরবাইকটা নিয়ে খানিক দূরে এগিয়ে গেল। গিয়ে বলল, "তোমার মোটরবাইক তুমি এখানে এসেই নিয়ে যাও। তারপর চেয়ে চেয়ে দেখো কী করে আমরা বাড়ি যাই।"

জংলি বাবলুর দিকে এগিয়ে যেতেই বাবলু আরও একটু এগিয়ে গেল মোটরবাইক নিয়ে। বলল, "এবার একটু কষ্ট করে এখানে এসো দেখি, এসে তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যাও, লক্ষ্মীটি।"

জংলি আরও রেগে বলল, "তুই কি আমাকে এইভাবে মাঠময় ছোটাবি? আমি যত এগোব তুই ততই দূরে যাবি? তোর মতলবটা কী?"

"এইভাবেই তোমাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে।"

সেই প্রবীণ বললেন, "জংলি, এবার কিন্তু তুই মরবি। ওরা পুলিশের ছেলেমেয়ে না হলে কখনও বারবার থানায় যেতে চায়? কিন্তু থানায় গেলে তোর অবস্থাটা কী হবে তা একবার ভেবে দেখেছিস? এই তো ক'দিন আগে ছাড়া পেয়েছিস। আবার ঢুকিয়ে দেবে কিন্তু।"

"সেইজন্যই তো থানায় আমি যাব না। কিন্তু ওরা আমাকে বারবার থানায় নিয়ে যেতে চাইছে কেন?"

"তোর বেয়াদবি দেখে। নিজের দোষ তুই স্বীকার কর, তারপর তোর জিনিস নিয়ে তুই ঘরে চলে যা।"

জংলি এবার রাগে গরগর করতে করতে বাবলুর দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর কাছ থেকে মোটরবাইকটা ফিরিয়ে নিয়ে আবার নিজমূর্তি ধরল। বলল, "এবার? এবার কোথায় যাবি বাছাধন?"

অন্যান্য লোকও এবার প্রতিবাদ করে উঠল।

প্রবীণ বললেন, "এবার কিন্তু আমাদের হাতে মার খাবি তুই। ওরা যদি থানায় যায়, পুলিশ যদি আসে, তা হলে আমরাই কিন্তু ধরিয়ে দেব তোকে। না হলে তোর জন্য কি আমরা মার খেয়ে মরব পুলিশের হাতে?"

জংলি এতক্ষণে ভয় পেয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করল।

প্রবীণ বললেন, "এই লোকগুলো এখন চারদিকে মস্তানি করে বেড়াচ্ছে। টিভিতে সিনেমাতে ভিলেনদের দেখছে আর নিজেদের মনে করছে এক একটি মহাবীর। এদের না আছে পেটে বিদ্যে, না আছে মাথায় কিছু। মারদাঙ্গা করছে। খুনখারাপি করছে। জেল খাটছে। বেরিয়ে এসে আবার যে কে তাই। তবে ওই কুকুরগুলো ওর প্রাণ। ওরই মধ্যে লালু নামের একটা কুকুর ওর দারুণ অনুগত। প্রত্যেকদিন সকালে কুকুরগুলোকে ও রুটি পাউরুটি যখন যা পায় তাই খাওয়ায়। কাজেই বুঝতে পারছ তো শূন্যে গুলি ছুড়ে ওর ওই কুকুরদের ভয় দেখানোর জন্যই অত রেগেছিল ও। এখন বোধহয় মাথাটা একটু ঠান্ডা হয়েছে। যাও, তোমরা ঝরনা না কোথায় যেন যাবে, সেখানেই যাও।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা পায়ে পায়ে ঝরনা-পাহাড়ের দিকে এগোল। আরও প্রায় এক কিমি যাওয়ার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একসময় পৌঁছে গেল ঝরনার কাছে। ঝরনার ধারা সর্বশেষ যেখানে এসে নদীর আকার নিচ্ছে সেখান পর্যন্ত গিয়ে থমকে দাঁড়াল ওরা।

এই জায়গাটা খুব একটা মনোরম নয়। তবে পাহাড়ের অনেক উচ্চস্থান থেকে ঝরনাটা যেখান দিয়ে নেমে আসছে সেই জায়গার সৌন্দর্য অতুলনীয়।

বিলু বলল, "কী রে! যাবি নাকি ওখানে?"

বাবলু বলল, "না। ঘোরার মুডটাই নষ্ট হয়ে গেছে।"

ভোম্বল বলল, "আমার পা-টা যা কেটেছে না! জ্বালা-জ্বালা করছে।"

বিলু বলল, "আমারও চামড়া কিছুটা গুটিয়ে গেছে। রক্ত পড়ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। যা জোর পড়েছি হতচ্ছাড়াটাকে নিয়ে।"

অনু বলল, "আমি বলি কী, আজ প্রথম দিনেই এত ঝামেলার পর পাহাড়ে না উঠতে যাওয়াই ঠিক। তা ছাড়া বেলাও হয়েছে। এখন চলো ঘরেই ফেরা যাক। এমন হবে জানলে রিকশাগুলোকে কখনওই হাতছাড়া করতাম না।"

রিয়াং বলল, "সেই ভাল। আজকের দিনটা রেস্ট নিয়ে কাল একটু ভোর ভোর উঠে বরং এইদিকেই আসা যাবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও আর কোনওরকম দ্বিরুক্তি না করে দূর থেকেই ঝরনাবতরণ দেখে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিল। পঞ্চুকে আগে রেখে সবাই নীরবে এগিয়ে চলল ঘরের দিকে। এখন অনেকটা পথ হাঁটতেই হবে ওদের।

বাড়ি এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সকলে। ঝরনা-পাহাড়ে ওঠা না হোক, ঘোরা নেহাত মন্দ হয়নি। এইটুকু সময়ের মধ্যে যা হয়েছে তাই বা মন্দ কী?

প্রথমেই বিলু আর ভোম্বলকে ফার্স্ট এড দেওয়া হল। বেশ কয়েক জায়গায় কেটে-ছড়ে গেছে ওদের।

মা বললেন, "কোথায় গিয়ে কী কাণ্ড করে এলি বাবা?"

অনু বলল, "আমরা ঝরনা-পাহাড় গিয়েছিলাম, ওখানে পা হড়কে পড়ে গিয়েই এই অবস্থা দু'জনের।"

যাই হোক, এর পরে সকলের এক এক করে স্নান সেরে নেওয়ার পালা। অতএব সেইরকমভাবে প্রস্তুতও হল সবাই।

স্নানপর্ব শেষ হলে বাবলু বলল, "আমি এখনই একবার আসছি নীচে থেকে।"

অনু বলল, "নীচে আবার এখন কী কাজ পড়ল তোমার? খাওয়াদাওয়ার পাটটা আগে চুকিয়ে নাও, তারপরে যা করবার করবে।"

"আঃ আসছি।" বলে তরতর করে নীচে নেমে গেল বাবলু।

একটু পরেই হাসি হাসি মুখ করে ফিরে এসে বলল, "একটা বড় কাজ সেরে এলাম।"

অনু বলল, "কী কাজ?"

"তুমিই বলো না কী কাজ?"

"কী করে বলব? যা রহস্যময় তোমরা। কখন যে কী করো তা কে জানে? ওই আদিবাসীর সঙ্গে যেরকম করলে তোমরা, আমরা তো রীতিমতো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এইসব অঞ্চলে ওরা কিন্তু অত্যন্ত ডেঞ্জারাস। কথায় কথায় খুন-জখম করে বসে।"

এমন সময় বাহাদুর হাঁক দিল, "বাবলুভাই, এবার খেতে এসো।"

দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থাটা নীচেই হয়েছে। তাই বাবলু নয়, সবাই নীচে এল। এমনকী, পঞ্চুও।

রিয়াং এবার বাবলুকে বলল, "অনুর কথার উত্তরটা তুমি কিন্তু এড়িয়ে গেলে।"

বাবলু বলল, "কী কথার?"

"অনু যা জানতে চাইল।"

বাবলু মিটিমিটি হাসতে লাগল। রহস্যময় হাসি।

অনু বলল, "বলো না, তখন 'আসছি' বলে কোথায় গেলে?"

বাবলু বলল, "কথায় কথায় ভুলে গিয়ে যে কাজটা সবচেয়ে আগে করা উচিত ছিল সেই কাজটা করে আসতে।"

অনু এবার অভিমান করে বলল, "এসেছ তো? বেশ করেছ। আর আমি জানতে চাই না। তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গোপনীয়তা তোমার মধ্যেই চাপা থাক। এখন খাওয়াদাওয়ার পাটটা দয়া করে সেরে নাও দেখি।"

বাবলু বলল, "নাঃ। অনুরাধা দেখছি রাধার মতোই অভিমানী। এ রাধার মানভঞ্জন কী করে করব?"

"বলেছি তো, তোমার ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই। তোমার গোপনীয়তা তোমার মধ্যেই ঢেকে রাখো।"

বাবলু বলল, "তোমার বাপিকে ফোন করতে গিয়েছিলাম।"

সঙ্গে সঙ্গে খুশির আলোয় যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল অনুর মুখ। বলল, "সত্যি?"

"তবে কি মিথ্যে? আমাদের পৌঁছনোর সংবাদ পাওয়ার জন্য, তোমাদের কুশল জানবার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন তিনি। ট্রেন থেকে নেমেই ফোন করবার কথা বলেছিলেন। অথচ আমরা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। তাই যেই না মনে হল অমনই আর একটুও দেরি না করে ফোনটা করে এলাম। এখন অবশ্য চার্জ একটু বেশি পড়ল। তা হোক।"

"কত চার্জ হয়েছে বলো, আমার কাছে টাকা আছে। আমি দিয়ে দিচ্ছি।"

"সেটা কি ভাল হবে?"

"ভাল হবে কি মন্দ হবে, তা পরে দেখা যাবে। বলো, কত চার্জ হয়েছে তোমার? এ টাকা নিতেই হবে তোমাকে।"

"এইটুকু সময় কথা বললাম, তাতেই একান্ন হাজার টাকা পড়ল। এই টাকাটা আমাদের কাছে অনেক। আমরা সবাই দশ হাজার টাকা করে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম। একটা ফোন করতে তার সবই বেরিয়ে গেল। হাতে আমাদের কিচ্ছু নেই। দাও তবে টাকাটা।"

অনু চোখ কপালে তুলে বলল, "একান্ন হাজার টাকা!"

"তোমার কোটিপতি বাপি বলে কথা। তাঁকে ফোন করতে এই টাকাটা একটিপ নস্যির মতো। কিছুই নয় এটা।"

"কিন্তু এত টাকার কথা তো ভাবাই যায় না!"

"আমিই কি ভাবতে পেরেছিলাম? তবে কি না আমার নাম বাবলু, আমি একটুও চমকাইনি। বিল হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিটিয়ে দিয়েছি। অথচ তুমি তো দেখছি চমকের ঘোরটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারোনি। তা ঠিক আছে, তোমার কাছে ও টাকা না থাকে না হয় নাই দিলে।"

অনু এবার মুখ নামিয়ে বলল, "তুমি সত্যি কথা বলছ না। আসলে আমি উচ্ছ্বাসের বশেই বলে ফেলেছিলাম টাকা দেওয়ার কথা।"

বাবলু বলল, "তবে? এই যে তোমরা আমাদের এত আদরযত্ন করছ, খেতে দিচ্ছ, এবার আমরা যদি বলি আমাদের এই খাওয়াদাওয়ার বিল একটা দিয়ে দাও আমাদের, তা হলে কেমন হয় তুমিই বলো?"

"চমৎকার হয়। দুষ্টু ছেলে কোথাকার! মারপিট করবে তাতেও মজা, টেলিফোন করবে তাতেও দুষ্টুমি। উঃ কী কুক্ষণেই আমি টাকা দেওয়ার কথা বলেছিলাম। এখন বলো, বাপি আমার কথা কী বললেন?"

"বাপি তো শুধু তোমার কথাই বললেন, তোমাকে একবার একটু দেখবার জন্য ছটফট করছেন উনি।"

"আজ রাত্রেই আমি বাপিকে ফোন করব। আর শোনো, তোমরা যখন বাড়ি যাবে আমিও তখন যাব তোমাদের সঙ্গে। তারপর বাপিকে নিয়েই ফিরে আসব। আমাদের এখানে এমন সুন্দর একটা বাড়ি থাকতে কী দরকার বলো তো হাওড়ার ওই বাড়িটার?"

বাবলু বলল, "দরকার আছে। বাংলা থেকে বাঙালির বাস কখনও তুলে নিতে নেই? ওই ভুল যেন কখনও কোরো না। পারলে বছরের পর বছর বাড়ি তালাবন্ধ রাখো, মাঝেমধ্যে একবার করে যাও। তবু বাড়ি বেচো না। তা ছাড়া ওই বাড়ি বেচে কত টাকাই বা পাবে? চার লাখ? পাঁচ লাখ? তার বেশি তো নয়। তোমাদের কি টাকার অভাব আছে?"

ওদের ওই কথাবার্তার সময়ই মা এসে বললেন, "ওঃ। এদের দেখছি বকবকানির আর শেষ হয় না। কখন খেতে দিয়েছি। আসলে আমার এই মেয়েটাই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কী যে করবে ও তা ভেবে পাচ্ছি না।" বলে বাবলুর হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে খাওয়ার জায়গায় বসালেন।

অনেকদিন পরে নতুন হাতের নতুন রান্না খেয়ে তৃপ্তিতে ভরে উঠল সকলে। পঞ্চুও দারুণ তৃপ্তি করে চেটেপুটে সবকিছুই খেয়ে নিল। অনুকে নিয়ে রিয়াংও বসল ওদের সঙ্গে। শুধু বাহাদুরকে নিয়েই মা পরিবেশন করে খাওয়ালেন সবাইকে। কত কী-ই না খাওয়ালেন। তবে কি না ঘি গরমমশলা দিয়ে শোলমাছের ঝোল আর কালবোস মাছের কালিয়ার যেন তুলনাই নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ৯ ॥

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর সবাই ছাদে গিয়ে রোদে বসল। এ বাড়ির ছাদ থেকেই দূরের গঙ্গা দেখা যায়। মাঝেমধ্যে কিছু বাড়ির আড়াল পড়ে।

ছাদে শতরঞ্চি বিছিয়ে সবাই গোল হয়ে বসলে পঞ্চু অনুর গায়ে ঠেস দিয়ে রিয়াং-এর কোলে মাথা রেখে শুল। রিয়াং একটু একটু করে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল ওর গায়ে। পঞ্চুও চোখ বুজে সমানে আদর খেতে লাগল।

বাবলু বলল, "শোনো, এবার কিন্তু আমাদের কাজের কথাটা হোক।"

সরাসরি বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে অনু বলল, "বলো।"

বাবলু বলল, "আমরা সবাই জানি, আমরা এখানে বেড়াতে আসিনি। এসেছি একটি বিশেষ কাজে। বেড়ানোও হবে। কেন না এই যাত্রায় বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রাকৃতিক অবস্থানটা না দেখে আমরা যাব না। তবে কি না সেটা হবে আসল কাজের সমাপ্তির পর।"

রিয়াং বলল, "আসল কাজ বলতে?"

"ওই ধর্মচক্রটি মণিভদ্রর হাতে পৌঁছে দেওয়া।"

অনু বলল, "হ্যাঁ। কালপরশুর মধ্যেই ওই কাজটা সেরে ফেলতে হবে আমাদের।"

বাবলু বলল, "পরশু নয়। পারলে কালই ওটা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।"

অনু বলল, "এই ব্যাপারে মণিভদ্রর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আচ্ছা, এমন করলে হয় না, আমরা যদি একটা গাড়ি করে মণিভদ্রকে এখানেই নিয়ে আসি?"

কেউ কিছু বলার আগেই বাচ্চু বলল, "কখনও নয়। অমন ভুল কেউ করে?"

বিচ্ছু বলল, "লালজির লাল চোখ এখানেও পৌঁছে গেছে। চারদিকে তার প্রখর দৃষ্টি। আমাদের পেছনেও লোক লেগেছে তার।"

রিয়াং বলল, "কী করে বুঝলে?"

"সকালে গঙ্গার ঘাটে দু'জন লোককে পঞ্চু তাড়া করেছিল মনে আছে? এমনকী, ওই জংলিও ওর দলের কেউ হতে পারে। তবে এটা ঠিক, আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় পর্যন্ত জংলি জানত না আমরা কারা।"

বিলু বলল, "আবার জংলি ওদের কেউ না-ও হতে পারে।"

বাবলু বলল, "এই ছোট্ট জায়গায় ওদের লোক না হওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই কম। তখন আমাদের পরিচয় না পেলেও এখন পাবে। ও গিয়ে যদি লালজির সঙ্গে দেখা করে সকালের ঘটনার কথা বলে তখনই জেনে যাবে আমি পুলিশ অফিসারের ছেলে নই। আমরা কী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি এখানে। অতএব নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। তাই বলি মণিভদ্রকে এখানে আনবার চেষ্টা না করাই ভাল। আমরাই বরং ভেতরে ভেতরে একটা গাড়ি ঠিক করে কাল খুব ভোরে বুদ্ধগয়ায় চলে যাই চলো। পারলে জিনিসটা মণিভদ্রর হাতে পৌঁছে দিয়ে ওই তিব্বতি ধর্মশালাতেই একরাত থেকে আসব আমরা। অমনই সবাই মিলে মনের ভার হালকা করে বেশ আনন্দের সঙ্গে ঘুরে বেড়াব বুদ্ধগয়ার মন্দিরে-মন্দিরে। কী সুন্দরভাবে যে সেজে উঠেছে বুদ্ধগয়া তা না দেখলে ধারণাই করতে পারবে না কেউ।"

অনু বলল, "আমার তো দেখা। আমি তো জানি কত ভাল জায়গা ওই বুদ্ধগয়া।"

বাবলু বলল, "খুঁটিয়ে দেখা না হলেও দেখা আমাদেরও।"

রিয়াং বলল, "শুধু আমিই কখনও যাইনি।"

"তাই বলি, আর দেরি না করে কালই যাওয়ার ব্যবস্থা করো। জিনিসটা মণিভদ্রর হাতে তুলে দেওয়ার পর ওখানেই গৌতমবুদ্ধের বিশাল মূর্তির সামনে রিয়াংকে আমরা সংবর্ধনা জানাব ওর কৃতিত্বের জন্য। ও যে একা দারুণ একটা বিপদের ঝুঁকি নিয়েও ওই জিনিসটা এখান পর্যন্ত নিয়ে আসতে পেরেছে এ কি কম কথা?"

বাবলুর প্রস্তাবে সবাই রাজি হল।

একটু পরেই বাহাদুর এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলে বাবলু বলল, "এবার অনুরাধাকে অনুরোধ করছি ও যেন কোনও কিছু পাওয়ার আশায় দুটি হাত মেলে দেয় আমার সামনে।"

অনুরাধা সবিস্ময়ে বলল, "কী ব্যাপার! আমি আবার কী পাব তোমাদের কাছ থেকে? কী আমার পাওয়ার আছে?"

"আছে তো কিছু-না-কিছু নিশ্চয়ই। তবে তা কিন্তু সামান্য নয়।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"বেশ তো। কী দেবে দাও। তোমাদের দান আমি দু'হাত পেতেই নেব।"

বাবলু স্মিত হেসে বলল, "না। আমাদের কোনও ভালবাসার দান এটা নয়। তোমার বাপিরই দেওয়া জিনিস। তোমাকেই দিতে বলেছেন। আর বলেছেন তুমি এটি যত্নে রেখো।"

অনুরাধাও স্মিত হেসে হাতদুটি পেতে দিলে বাবলু ওর ফিকে গোলাপি হাতের ওপর লাল রঙের একটি ভেলভেটের ছোট্ট বটুয়া তুলে দিয়ে বলল, "এই নাও।"

"কী এটা?"

"খুলেই দ্যাখো।"

বটুয়া খুলেই অবাক হয়ে গেল অনুরাধা। দারুণ আনন্দে চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "আবার সেই জিনিস?"

"আম্রপালির উদ্যানে পাওয়া স্বর্ণমুদ্রা। এগারোটির মধ্যে একটি তোমার কাছে ছিল, সেটি খোয়া গেছে। বাকি দশটির পাঁচটি আছে আমাদের কাছে। তোমার বাপিই দিয়েছেন। এগুলো তোমার। যত্ন করে রেখো। এর আর্থিক মূল্যের চেয়ে ঐতিহাসিক মূল্য অনেক।"

ছাদের খোলামেলা জায়গায় রোদের ছটায় প্রাচীন সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলো ঝলমলিয়ে উঠল যেন।

অনু বলল, "এর থেকে একটা আমি লকেট করিয়ে বাকি চারটে লকারে রেখে দেব।"

বাবলু বলল, "তবে এখনই নয়। আগে লালজির পাকাপাকি ব্যবস্থা করি, তারপর। সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ওইসব লকেটটকেটের চিন্তা মনেও এনো না।"

বাহাদুর বলল, "বাবলুভাই ঠিকই বলেছে। না হলে আবার হয়তো নতুন কবে একটা ঝামেলা শুরু হবে। আবার খোয়া যাবে। তাই বলি সাবধানের মার নেই।"

বাবলু বলল, "যাক, অনেক বাধাবিঘ্নর পর আমরা কিন্তু সাফল্যের দিকে অনেকটা এগিয়ে আসতে পেরেছি।"

বিলু বলল, "কীরকম?"

ভোম্বল বলল, "কাজের কাজ তো কিছুই হল না। তা হলে সাফল্য কোথায়?"

বাবলু হেসে বলল, "সাফল্যের কথা তো বলিনি। সাফল্যের দিকে এগিয়ে আসার কথা বলেছি। প্রথমত, লালজি ভিমানিকে নন্দীবাগান ছাড়া করানো গেছে। ওর দুই কুখ্যাত শাগরেদও এখন ইনভ্যালিড। দ্বিতীয়ত, রিয়াং দারুণ একটা ঝুঁকি নিয়ে ওই মহামূল্যবান ধর্মচক্রটি শয়তানের চোখ এড়িয়ে নিয়ে আসতে পেরেছে। তৃতীয়ত, এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো রাজারামবাবুর নির্দেশমতো পৌঁছে গেল তাঁর মেয়ের হাতে। এটা কি সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া নয়?"

বাহাদুর বলল, "তা ছাড়া ওদের খপ্পর থেকে ওইভাবে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা? এও তো কম নয়।"

বাবলু বলল, "এখন যেটা বাকি রইল, সেটা হল ওই দুষ্প্রাপ্য ধর্মচক্রটি বুদ্ধগয়ায় পৌঁছে দেওয়া। তারপর আবার এখানে ফিরে এসে তদন্তের কাজ শুরুর আগে বিক্রমশীলা মহাবিহারের সেই পবিত্রভূমিতে গিয়ে মাথাটা নুইয়ে আসা। অতীশ দীপঙ্করের স্মৃতিবিজড়িত সেই পুণ্যভূমি কী দারুণভাবে আকর্ষণ করছে আমাকে।"

এমন সময় মা এলেন। বললেন, "তোমরা কি বিক্রমশীলায় যাবেই?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। আমরা নালন্দায় গেছি, বৈশালীতে গেছি, সারনাথে গেছি, তাই বিক্রমশীলাটাই বা বাকি থাকে কেন?"

"না, না। এতদূর এসেছ যখন, তখন যাবেই। কবে যাচ্ছ তোমরা?"

বাবলু বলল, "কাল ভোরে যদি আমরা বুদ্ধগয়ায় যাই, পরশু একটু রেস্ট নেব। তারপরই চলে যাব বিক্রমশীলায়।"

"কাল ভোরে বুদ্ধগয়ায় যাবে?"

"হ্যাঁ, ওই জিনিসটা যত শিগগির সম্ভব মণিভদ্রর হাতে তুলে দিয়ে আসাই ভাল।"

"তবে তো একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে হয়। না হলে যাবে কী করে?" বলে বাহাদুরকে বলল, "তুই একবার প্রভুজিকে ডেকে আনতে পারিস? ওর গাড়িতেই পাঠাব তা হলে।"

বাহাদুর তখনই চলে গেল।

মা বললেন, "বিক্রমশীলায় যাওয়ার দুটো পথ আছে। এক হল এখান থেকে ভাগলপুরগামী যে কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্যাসেঞ্জার ট্রেনে চেপে বিক্রমশীলা হল্টে নেমে টাঙ্গায় যাওয়া অথবা কহলগাঁও পৌঁছে সেখান থেকেই কোনও ব্যবস্থা করা। তবে কিনা কহলগাঁও গেলে আবার একটু পিছিয়ে আসতে হয়।"

"তা হোক। আমরা কহলগাঁও দিয়েই যাব। তার কারণ আমার মন বরাবরই বলছে ওই কহলগাঁওই আমাদের রহস্য অভিযানের মূল কেন্দ্র।"

"ওখানে আর কীসের অভিযান করবে তোমরা ?"

"অভিযান অন্য কিছুর নয়। উপাধ্যায়ের হত্যাকারীরা যদি বেঁচে থাকে তা হলে তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া, লালজি ভিমানির গতিবিধির ওপর নজর রেখে তাকেও পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া, আর বিন্ধ্যাচল রামের একটু মোকাবিলা করা। আমাদের মনে হচ্ছে ওই লোকটিই আসল খলনায়ক।"

"বেশ। বিক্রমশীলায় তোমরা তা হলে বেড়ানোর মন নিয়েই যাচ্ছ। এখন বলো, অতীশ দীপঙ্কর না ওখানকার প্রাকৃতিক অবস্থান, কীসের আকর্ষণে যাচ্ছ তোমরা?"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই সমস্বরে বলে উঠল, "দুয়েরই আকর্ষণে।"

পঞ্চু এতক্ষণ চোখটি বুজে ঘাপটি মেরে শুয়ে ছিল। সেও হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

অনু পঞ্চুর মুখটা নেড়ে দিয়ে বলল, "তুই কী বুঝিস যে 'ভৌ ভৌ' করছিস? তুই চুপ কর।"

পঞ্চু একবার 'গোঁ-ও-ও-ঔ' করে চুপ করল।

মা বললেন, "দুয়ের আকর্ষণেই যখন যাচ্ছ তখন প্রথমেই বলি, অতীশ দীপঙ্কর সম্বন্ধে তোমরা কে কী জানো একটু তোমাদের মুখ থেকেই শুনতে চাই।"

বিলু বলল, "আমরা কেউ কিছুই জানি না। শুধু নামের সঙ্গেই যা পরিচিত।"

মা বাবলুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি?"

"আমারও ওই একই উত্তর। শুধু এইটুকু জানি যে, উনি একজন তিব্বতি ভাষা জানা ভারতীয় পণ্ডিত ছিলেন।"

বাচ্চু বলল, "এই ব্যাপারে আপনি যদি একটু আলোকপাত করতেন...।"

বিচ্ছু কথাটা শেষ করল, "খুব ভাল হয় তা হলে। যাঁর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে যাব তাঁর সম্বন্ধে কিছুমাত্র যদি জানা না থাকে তা হলে কেমন যেন হয়ে যায় ব্যাপারটা।"

ভোম্বল বলল, "অতীশ দীপঙ্কর, এই নামটার মধ্যে আমার যেন কীরকম রোমাঞ্চ লাগছে। আপনি বেশ ভাল করে একটু বুঝিয়ে বলুন তো শুনি? তার আগে বলুন, অতীশ দীপঙ্কর কি একই ব্যক্তি না দু'জন?"

ভোম্বলের কথা শুনে অনু বলল, "সেবেছে। তোমরা দেখছি এখানে ইতিহাসের ক্লাস না বসিয়ে ছাড়বে না। তোমরা কি জানো, মা একবার বলতে শুরু করলে থামতে পারেন না? মায়ের ক্লাসে ছাত্রীরা তাই অধৈর্য হয়ে ওঠে?"

বাবলু বলল, "আমরা তো এমন একজনের মুখ থেকেই সব কিছু শুনতে বা জানতে চাই।" বলে বলল, "আপনি বলুন।"

মা হেসে বললেন, "যাদের আগ্রহ আছে তাদের কাছে বলতেও ভাল লাগে। ভোম্বলের প্রশ্নের উত্তর দিয়েই শুরু করি, যেমন ও জানতে চেয়েছে অতীশ দীপঙ্কর একই ব্যক্তি কি না। ওর প্রশ্নের উত্তর এই যে, দীপঙ্করই অতীশ। তিব্বতে দীপঙ্কর, অতীশ নামেই পরিচিত ছিলেন। ফ্রাঙ্ক সাহেব যখন তিব্বতে গিয়েছিলেন তখন অতীশের নামাঙ্কিত শিলালিপিও আবিষ্কার করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানলাভ করে দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এইসব গ্রন্থের কিছু কিছু এখনও তিব্বতে পাওয়া যায়। ফরাসি পণ্ডিত পি কর্ডেয়ার যে ক্যাটালগ বের করেছিলেন তার পাতায় পাতায় দীপঙ্করের পুঁথির নাম আছে।"

বিচ্ছু বলল, "এসবের কিছুই আমরা জানতাম না।"

বাবলু বলল, "আপনার এখানে এসে সত্যিকারের জ্ঞানার্জন করতে পারলাম আমরা। এখন বলুন উনি কোন সময়ের লোক?"

মা বললেন, "তুমি খুব ভাল একটা প্রশ্ন করেছ বাবলু। অতীশ দীপঙ্কর ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন।"

বিলু বলল, "ওঁর বাবা মায়ের নাম জানা যায়?"

"অবশ্যই। ওঁর বাবার নাম ছিল কল্যাণশ্রী আর মায়ের নাম প্রভাবতী। দীপঙ্করের প্রথম নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। শৈশবে ইনি জেতারি নামে একজন অবধূতের কাছে অধ্যয়ন করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে জেতারির অগাধ পাণ্ডিত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছিল। তাই অল্পবয়সেই চন্দ্রগর্ভ বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রচুর জ্ঞানলাভ করেন। জেতারির কাছে বেশ কিছুকাল শিক্ষাগ্রহণের পর তাঁরই নির্দেশে তিনি চলে যান কৃষ্ণগিরিবিহারে। সেখানে সুপণ্ডিত রাহুল গুপ্তর কাছে অধ্যয়ন শুরু করেন। তারও পরে মাত্র উনিশ বছর বয়সে ওদন্তপুরীবিহারের মহাসাঙ্ঘিকাচার্য শীলরক্ষিতের কাছে দীক্ষা নিয়ে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অ্যাখ্যা পান।"

ভাবাপ্লুত বাবলু বলল, "অপূর্ব। এই বিষয়ে কোনওরকম পড়াশোনা আমাদের কারও ছিল না। তারপরে বলুন।"

"ওঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার এমনই ছিল যে, তার কোনও সীমা বা পরিসীমা ছিল না। মগধের বহু বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতের সংস্পর্শে গিয়ে উনি বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ে অনেক মূল্যবান উপদেশও লাভ করেছিলেন। এর পর তিনি রওনা হন সুদূর ব্রহ্মদেশের দিকে। সেখানে গিয়ে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত সুবর্ণদ্বীপে মহাপণ্ডিত আচার্য চন্দ্রকীর্তির ছাত্র হন। চন্দ্রকীর্তির কাছে একটানা বারো বছর জ্ঞানলাভের পর আবার তিনি মগধে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই সময় মগধে তাঁর সমকক্ষ পণ্ডিত আর কেউ-ই ছিল না। তখন মগধাধিপতি ছিলেন পালবংশীয় নয়নপালদেব। তাঁরই অনুরোধে দীপঙ্কর বিক্রমশীলার জগদ্বিখ্যাত মহাবিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এইসময় চেদীরাজ কর্ণদেবের সঙ্গে নয়নপালের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। দীপঙ্করই তখন মধ্যস্থ হয়ে সেই যুদ্ধ স্থগিত করে উভয়ের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করেন। আগেই বলেছি, দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়ে অতীশ হন। সেইসময় ল্হা নামে এক রাজা তিব্বতের থোলিন নগরে রাজত্ব করতেন। লাসার কাছে নেথান নগরে ইনি দেহত্যাগ করেন।"

বাবলু বলল, "এবার বিক্রমশীলার ব্যাপারে কিছু বলুন।"

অনু বলল, "এক মিনিট। এক গেলাস জল খেয়ে আসি আগে।"

মা বললেন, "যাচ্ছিস যখন, তখন একটা জাগে করে সকলেব জন্যই জল নিয়ে আয়।"

অনু জল আনতে চলে গেল।

ওরা সবাই চুপচাপ বসে থেকে কল্পচক্ষে অনুভব কবতে লাগল অতীশ দীপঙ্করেব স্মৃতিকে। যে যার কল্পনায় অতীশ দীপঙ্করের একটা কল্পিত চেহারা এঁকে নিতে লাগল নিজেদেব মনেব মধ্যে।

হঠাৎই অনুর চিৎকারে কল্পনার জাল ছিঁড়ে গেল সকলের।

পঞ্চু তো সবার আগে বিদ্যুতের গতিতে ছুটে গেল।

অনুর মা দারুণ ভয়ে পেয়ে ছুটলেন, "কী হল অনু!"

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ছুটল। গিয়ে নীচে নেমে দেখল সিঁড়ির একেবাবে শেষ ধাপে হাত পা মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বাহাদুব। ঘরের দরজা দু'হাট করে খোলা।

মা বললেন, "সর্বনাশ হয়ে গেছে। এত কাণ্ড করেও ধবে রাখতে পারলাম না জিনিসটাকে।" বলে ঘরে ঢুকে আলমারি খুলে দেখলেন সত্যি সত্যিই জিনিসটি উধাও। তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পডলেন।

বাবলুরা ততক্ষণে বাঁধনমুক্ত করেছে বাহাদুরকে।

বাহাদুরের চোখে জল।

বাবলু বলল, "তোমার এমন অবস্থা কে করল বাহাদুর?"

বাহাদুর বলল, "কিছুই বুঝতে পারিনি। যখনই আমি ছাদ থেকে নেমে এসে গাড়ির ব্যবস্থা করব বলে প্রভুজির ওখানে যাওয়ার জন্য দরজার ছিটকিনি খুলেছি তখনই আচমকা এই বিপর্যয়। কোনও কিছু দেখে বা বুঝে উঠতে পারিনি। তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি, ওরা চুরির জন্যই এখানে এসেছিল।"

এরপর বেশ কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। কারও মুখে একটিও কথা নেই। কী কথাই বা বলবে? একেই বলে তীরে এসে তরী ডুবে যাওয়া।

অনেক পরে বাবলুই বলল, "আমরা নিজেদের খুব চালাক মনে করি। কিন্তু আমাদের চেয়েও ঢের বেশি বুদ্ধিমান লালজি ভিমানি। কেমন নিঃশব্দে কাজটি সেরে গেলেন কেউ আমরা টেরও পেলাম না। অর্থাৎ ওঁর লোকজন দিয়ে আমাদের গতিবিধির উপর ভালভাবে নজর রেখেই সময় এবং সুযোগ বুঝে কাজটি হাসিল করে গেলেন উনি।"

অনু বলল, "এই ব্যাপারে আমরা কি সবাই গিয়ে থানায় একটা ডায়েরি লেখাব?"

"লাভটা কী? পুলিশ কিছুই করতে পারবে না। বরং ওইরকম একটি দুর্লভ সামগ্রী নিজেদের কাছে রাখার অপরাধে হাজার রকমের কৈফিয়ত দিতে হবে।"

"তা হলে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"আমাদের নিজেদেরই এগিয়ে যেতে হবে এই কাজে। এবং আমি ঠিক করেছি লোকটার মুখোমুখি একবার হতে পারলেই ওর দফাটি আমরা খেয়ে দেব।"

মা বললেন, "ও লোক কিন্তু ভয়ানক।"

বাবলু বলল, "আমরা, আমাদের এই পঞ্চু, আরও বেশি ভয়ানক। 'সাপের লেখা আর বাঘের দেখা' বলে একটা কথা আছে জানেন তো? লালজির সঙ্গে এইবার আমাদের দেখা হলে ঠিক তাই হবে।"

"ওর নাগাল কি আর পাবে তোমরা?"

"পেতেই হবে।"

বিলু বলল, "আমার মনে হয় জিনিসটা নিয়ে ওরা খুব একটা বেশিদূর যেতে পারেনি।"

ভোম্বল বলল, "ঠিক তাই। ওবা ওটা প্রথমেই লালজির হাতে তুলে দেবে। তারপর লালজি স্থির করবেন জিনিসটা নিয়ে তিনি যাবেন কোথায়? তাই বলি কী, এখনও সময় আছে। এখনও গিয়ে লালজির ওপর ঝাঁপিয়ে পডতে পারলে জিনিসটা আবার হস্তগত হতে পাবে।"

বাবলু বলল, "অতএব আব দেরি নয়। তৈরি হযে নে সব। এখনই বেরোতে হবে।"

মা বললেন, "কোথায় যাবে তোমরা?"

বাবলু বলল, "লালজির ডেরায়। উনি এখানে কোথায উঠেছেন তা আমরা জানি। তাই খুব একটা বেগ পেতে হবে না।"

রিয়াং বলল, "আমরাও যাব তোমাদের সঙ্গে।"

"আমরাও মানে?"

"অনু আর আমি দু'জনেই।"

শুনেই বাচ্চু-বিচ্ছু বাধা দিল।

বাচ্চু বলল, "খবরদার নয। এই ধরনের দুষ্ট দুর্জনদের মোকাবিলায় আমরা যতটা অভ্যস্ত, তোমরা তা নও। তাই তোমাদের যাওযা কোনওমতেই চলতে পাবে না।"

বিয়াং বলল, "এ-কথাটা কি আমাব ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?"

"তোমাদের দু'জনের ক্ষেত্রেই।"

বিচ্ছু বলল, "জংলি যখন স্টেডিয়ামে বাবলুদার ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল তখন কিন্তু তোমবা দু'জনেই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে।"

অনু বলল, "তা পেয়েছিলাম। তবে এখন কিন্তু সাহস অনেক বেড়ে গেছে।"

রিযাং বলল, "গুলিব সামনে আমি অসহায়। তবে কিনা ক্যারাটের প্যাঁচে ওদের দশজনের শক্তি একা আমিই বাখি।"

বাবলু বলল, "সে ঠিক আছে। কিন্তু অনু তো তা নয়। ওব কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে।"

অনু বলল, "তবুও আমি যাব। দূর থেকে নজব বাখব তোমাদের দিকে। বিয়াং আমার সঙ্গে থাকবে।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ততক্ষণে রীতিমতো যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েছে। পঞ্চুও দারুণ উৎসাহে লেজ নাডছে ঘন ঘন।

রিয়াং ও অনুও যাত্রার প্রস্তুতি নিতে লাগল।

বাবলু মাকে বলল, "ওদের আপনি আটকান। নয়তো বিপদ হতে পারে।"

রিয়াং বলল, "তোমরা এগোও। আমরা ধরে ফেলব তোমাদের। নির্মলার কাছাকাছি থাকব আমরা। ওখানে তো ওই একটিই মাত্র হোটেল।"

বাবলু বলল, "এখনও ভেবে দ্যাখো।"

অনু বলল, "ভাবাভাবির কিছু নেই। আমরা নির্মলায় সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। যেতেই পারি। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের অভিযান হবে বলে সিনেমা হল তো বন্ধ থাকবে না।"

বাবলু বলল, "যা ভাল বোঝো তাই করো।" বলে পথে নামল।

বাড়ির বাইরে আসতেই দুটি রিকশা পেয়ে গেল ওরা। তাতেই গাদাগাদি করে চেপে বসল সবাই। তারপর এগিয়ে চলল ওদের গন্তব্যের দিকে।

সিনেমা হলের সামনে রিকশা থেকে নেমে প্রথমেই ওরা টিকিট কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

টিকিটের রেট, কখন শো আরম্ভ, এইসব জেনে একটু সময় কাটাল। ভাবটা এই, যে কেউ ওদের দেখলেই মনে করবে ওরা সিনেমা দেখতে এসেছে।

একটু পরেই রিয়াং ও অনুও এসে গেল।

মেয়েদের এক জায়গায় রেখে পঞ্চুকে সঙ্গে নিয়েই আবার সেই হোটেলে গেল বাবলু, বিলু, ভোম্বল। পঞ্চুও যাচ্ছিল। বাবলুই ওকে থাকতে বলল, বাচ্চু, বিচ্ছু, রিয়াং ও অনুর কাছে।

হোটেলের লোকটি বলল, "তুম সব সবেরে আয়া থা না? ঘর নেহি মিলা তুমকো?"

এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, "কী ব্যাপার! ঘর চাই তোমাদের?"

"আপনিই ম্যানেজার?"

"না। আমি এখানকার স্থানীয় অন্য লোক। ম্যানেজার আমার বন্ধু হন। আর হোটেলটা একসময় বাঙালির ছিল বটে, তবে এখন এটা বিক্রি হয়ে গেছে।"

"তাই নাকি? এর মালিক কে?"

"মালিক যেই হোক, তোমাদের কী দরকার সেটা আগে বলো।"

"লালজি ভিমানি এই হোটেলের কোন ঘরে আছেন?"

"আছেন নয়, ছিলেন। এই তো একটু আগে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন উনি।"

"কোথায় গেলেন?"

"তা তো বলতে পারব না ভাই। তবে মনে হয় উনি কহলগাঁওতেই গেছেন। রাঙাবাবার আশ্রমে তো উনি প্রায়ই যান।"

"সেই আশ্রমটা কোথায় বলতে পারবেন?"

"হ্যাঁ, কহলগাঁওয়ের গঙ্গার মাঝখানে ছোট ছোট দ্বীপের মতো কয়েকটি পাহাড আছে। তারই একটিতে রাঙাবাবার আশ্রম। ভারী মনোরম জায়গাটা।"

"এখানে ফিরে আসার কথা বলে গেছেন কিছু?"

"না ভাই। সেসব কিছুই বলেননি উনি।"

বাবলু বলল, "উনি কি প্রায়ই আসেন এখানে?"

"আগে আসতেন। ইদানীং অনেকদিন হল আসা বন্ধ করেছিলেন। তারপর হঠাৎ এই আবির্ভাব। কিন্তু তোমরা এতসব কেন জিজ্ঞেস করছ বলো তো ওঁর ব্যাপারে?"

বাবলু বলল, "আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। পরে সব বলব আপনাকে। আচ্ছা বলুন তো, উনি কি একা? না কি আর কেউ গেছেন ওঁর সঙ্গে?"

"উনি তো একা ছিলেন না, সঙ্গে আরও একজন ছিল। পরে আরও দু'জন এসে জুটলে একটু আগেই লজ ছেড়ে চলে যান তিনি।"

বাবলু বলল, "ওঁরা একটি বহুমূল্য চোরাই জিনিস পাচার করতে গেছেন। আমরা খবর পেয়েই ছুটে এসেছি।"

বাবলুর মুখে এই কথা শুনেই ভদ্রলোক হোটেলের অন্য লোকটিকে বললেন, "কেশবলাল, শুনছ তো ব্যাপারস্যাপার? আমার কিন্তু আগাগোড়াই সন্দেহ হচ্ছিল।"

"তা ভালই হয়েছে পাপ বিদায় হয়েছে।"

"ভাল তো হয়েইছে। কিন্তু...।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, এখানে কোনও গাড়িটাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না? প্রাইভেট গাড়ি?"

"কী করবে?"

"আমরা তা হলে ওঁর পিছু নিতাম।"

"মাই গড। সাহস আছে তোমাদের! ওরা কিন্তু অত্যন্ত বদ লোক। যদি বুঝতে পারে তোমরা ওর পিছু নিয়েছ তা হলে কিন্তু দেখলেই গুলি চালাবে।"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে ওর পিস্তলটা বের করে বলল, "জবাবে তা হলে আমরাও বাধ্য হব পালটা জবাব দিতে।"

এমন সময় ম্যানেজার এলেন। এসে সব শুনে বললেন, "গাড়ির দরকার হলে গাড়ির ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি। কিন্তু এখন রওনা হলে কি নাগাল পাবে ওঁর। উনি এখন অনেকদূরে।"

বাবলু বলল, "দেখিই না চেষ্টা করে!"

"গাড়ির ভাড়া কে দেবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"আমরাই দেব।"

"তোমাদের তো চিনলাম না।"

বাবলু তখন নিজের পরিচয় দিয়ে অনুর মায়েব কথাও বলল।

হোটেলের ম্যানেজার একজন লোককে বললেন, "জংলিকে একবার ডাকো তো।"

জংলির নাম শুনেই পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। সর্বনাশ! আবার জংলি! সেই জংলি নয় তো?

একটু পরেই জংলি এল। সেই লোক। বাবলুদের দেখেই দাঁত বের করে হাসল এবার। দেখে মনে হল সকালের সেই রাগের লেশমাত্র নেই ওর।

ম্যানেজোর বললেন, "জংলি! সাহুজিকা ওই প্রাইভেট মিলেগা?"

জংলি ঘাড় নেড়ে বলল, "নেহি। ও গাড়ি তো লালজি ভিমানি লে কর চলা গিয়া।"

"কাঁহা গয়া ও লোগ?"

"কহলগাঁও।"

ম্যানেজার বাবলুকে বললেন, "আজ এই অবেলায় আর গিয়ে কাজ নেই। ওই গাড়ি আজ রাতে ফিরে এলে ওর ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে লালজিকে কোথায় রেখে এল ও। কাল ভোরে ওই গাড়িই আমি ব্যবস্থা করে দেব তোমাদের। অথবা তোমরা ট্রেনেও যেতে পারো।"

বাবলু বলল, "সেই ভাল। অযথা হাঁকপাঁক কবে লাভ নেই। কাল ভোবে আমরা কি আপনার সঙ্গে দেখা করব?"

"তোমাদের আসতে হবে না। আমি নিজেই যাব। অনুদের বাড়ি আমি জানি। আমার মেয়েও ওর মায়ের একজন ছাত্রী। ওদেব ওই পরিবাবের ওপব লালজি যেন শনির দৃষ্টি দিয়ে রেখেছেন অনেকদিন ধরে।" বলে জংলিকে বললেন, "শুধু গুন্ডামি আব সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করলে হবে? ওই ছেলেগুলোকে চিনে রাখ। এরা হল পুলিশবালা লেড়কা। একটু নজর রাখবি এদের দিকে।"

জংলি সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে ধবল বাবলু, বিলু আর ভোম্বলকে। তারপর বলল, "ম্যায় নে বহুত বুঢাহি কিয়া থা তুম সবকো সাথ। ওই টাইমমে ম্যায নেশে মে থা। মুঝে মাফ কবনা ভাই।"

বাবলু বলল, "ও কিছু না। যার সঙ্গে গভীব বন্ধুত্ব হয়, তার সঙ্গে পহেলা মুলাকাত ওইভাবেই হয়।"

ম্যানেজার বললেন, "এর আগে তোমাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ওর?"

বাবলু তখন সকালের কথাটা সব বলল।

ম্যানেজার বললেন, "জংলিটা আসলে মাথামোটা আর খুব বদমেজাজি। কিন্তু ওর চেয়ে ভালমানুষ আর হয় না। খারাপ-ভাল দু'রকম কাজই করে। তা যাক, এখন থেকে ওর সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্কই হোক। পারলে ও জীবনও দিয়ে দেবে তোমাদের জন্য।"

বাবলু এবার ম্যানেজারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জংলিকে সঙ্গে করেই নীচে এল। বিলু, ভোম্বলও এল ওইসঙ্গে।

বাচ্চু, বিচ্ছু, অনু, রিয়াং সবাই তখন অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল ওদের জন্য। পঞ্চুও ছটফট করছিল। তাই ওদের ফিরে আসতে দেখে দারুণ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করতে লাগল।

বাচ্চু বলল "কী হল বাবলুদা?"

বাবলু ঘাড় নেড়ে বলল, "আমরা আসবার আগেই পাখি ফুড়ুত।"

"সে কী! এত অল্প সময়ের মধ্যে এ কী করে সম্ভব?"

"অসম্ভবের কিছুই নেই। অপারেশনের ছক কসে ওবা গাড়ি নিয়ে তৈরি ছিল। জিনিসটা হাতে আসতেই উধাও।"

জংলি বলল, "কোন সা চিজ কে লিয়ে ইতনা তকলিফ উঠাতা তুম?"

বাবলু তখন আকারে-ইঙ্গিতে একটু আভাস ছিল।

জংলি বলল, "সমঝ গিয়া। ও চিজ রামু ঔর রঘুনে চুরায়া। ও ভি সাথ গয়া লালজিকা।"

"রামু আর রঘু কে?"

জংলি বলল, "ও মেরা জান পয়ছান আদমি আছে। ঠিক হ্যায়, আভি তুম ঘর চলা যাও। কাল শুভে দিখা যায়েগা। হাম যবতক জিন্দা হ্যায় তবতক কিসিসে ডরনা মাত।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর দেরি না করে অনুদের বাড়ির দিকেই রওনা হল। এমন সময় হঠাৎই কোথা থেকে

যেন একটা ইট এসে পড়ল পঞ্চুর গায়ে। পঞ্চু ইটের ঘায়ে অস্থির হয়ে 'ভৌ ভৌ' ডাক ছেড়ে একজনের দিকে তেড়ে যেতেই আর দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়ল অনুর ওপর। অনু চিৎকার করে উঠল।

ওর চিৎকারে ছুটে এল জংলি।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও ছুটে গেল অনুকে বাঁচাতে। কিন্তু ততক্ষণে ওরা অনুকে নিয়ে একটা গাড়িতে করে উধাও।

কী থেকে যে কী হয়ে গেল তা ভেবেও পেল না কেউ।

॥ ১০ ॥

এমন একটা ঘটনায় দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিল চারদিকে। বিকেলে গড়িয়ে সন্ধে হয়ে এসেছে তখন। সাহেবগঞ্জের শান্ত সুন্দর পরিবেশে এ কী বিপর্যয়।

পঞ্চু তখন ফিবে এসে চিৎকারে মাত করে দিয়েছে।

জংলিও খেপেছে দারুণ। রীতিমতো ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে সে স্থানীয় এক যুবকেব কাছ থেকে তার স্কুটারটা প্রায় ছিনিয়েই নিয়ে এল। নিয়ে এসে বাবলুকে বলল, "ওঠো।"

বাবলু সকলকে সতর্ক থাকতে বলে জংলির স্কুটারে চেপে বসল।

তারপর সেই গাড়ির গতিপথ ধরে রওনা হল দু'জনে।

শহর ছাড়িয়ে একসময় জঙ্গলের পথ ধরল ওরা।

বাবলু বলল, "আমরা ঠিক রাস্তাতেই যাচ্ছি তো?"

জংলি বলল, "একই রাস্তা ইধার।"

অনেকটা যাওয়ার পর দেখা গেল অনুকে নিয়ে গাড়িটা বোধহয় বাতাসেরও আগে উড়ে চলেছে।

জংলি বলল, "আগে দেখো।"

"দেখছি তো। আর-একটু জোরে চালালেই ধরে ফেলব আমবা।"

এমন সময় হঠাৎই অঘটন। জংলি সেই অন্ধকারে ভুল করে বাঁকের মুখে একটা বড় গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা মারল। তারই ফলে পথের দু'দিকে ছিটকে পড়ল ওরা। স্কুটারটাও টাল খেয়ে পড়ে রইল রাস্তার মাঝখানে।

জংলির মাথার সামনের দিকে চোট লেগেছে বেশি। সেখান থেকে ঝবঝর করে রক্ত ঝরছে।

আর বাবলুরও সর্বাঙ্গ কেটে-ছেড়ে একশা। ওর মাথার পেছন দিকে চোট লেগেছে। প্রথমটায় ও অনেক চেষ্টা করেও মাথা তুলতে পারল না। পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ধীরে ধীরে উঠে বসল। তখনও মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

এদিকে জংলি একেবারেই সংজ্ঞাহীন।

অন্ধকারে বোঝা না গেলেও বাবলু বুঝতে পারল এই মুহূর্তে ওকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। কিন্তু এখানে কোথায় ডাক্তারখানা, কোথায় কী? আর নিয়েই বা যাবে কী করে? সহায়-সম্বলহীন এই বনে-পাহাড়ে সে তো একা।

একদিকে অনুর অপহরণ, অন্যদিকে জংলির এই অবস্থা। কাজেই উভয় সংকটে পড়ে বাবলুর দুশ্চিন্তার শেষ থাকল না।

জংলিকে দেখতে গেলে অনুরাধা লোপাট হয়ে যায়। আর অনুর খোঁজে রওনা হলে জংলির জীবন বিপন্ন হয়। ফলে যত দেরি হবে অনু ওই দুষ্টচক্রের হাতে পড়ে ততই দূরে চলে যাবে।

বাবলু তাই এইসব চিন্তা করে অস্থির হয়ে উঠল। মনে-মনে রাগও হতে লাগল খুব। রিয়াং আর অনুকে বারবার বারণ করেছিল ওদের সঙ্গ না নিতে। ওরা বেশি পাকামি করে ঘর থেকে না বেরোলে এই কাণ্ডটা হতই না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর দূর থেকে আসা একটা গাড়ির জোরালো আলো ওর চোখে পড়ল। নিশ্চয়ই কোনও বাস অথবা ট্রাক বা বড় ধরনের কেনও কিছু এদিকে আসছে।

সেটা কাছাকাছি এসে থেমে গেল। কেন না থামা ছাড়া উপায় ছিল না। জংলির স্কুটারটা পথের মাঝখানে এমনভাবে পড়ে ছিল যে, সেটাকে না সরিয়ে যাওয়ার অসুবিধে অনেক।

একটি মাল বোঝাই ভারী ট্রাক ভাগলপুর থেকে আসছিল দুমকা যাওয়ার জন্য। পথের মাঝখানে এমন দুর্ঘটনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দেখে ট্রাক থামিয়ে নেমে এলেন এক সর্দারজি। তারপর জংলির কাছে গিয়ে ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে বললেন, "আরে বন্ধু! আরে দোস্ত! তুমনে ইয়ে বডি কিঁউ জমিন পর রাখ্খা? উঠো, দেখো, দুনিয়া কি হালত।"

বাবলু এবার এগিয়ে গিয়ে বলল, "ওর কি ওঠার শক্তি আছে? দেখছেন তো কী অবস্থা ওর। এখনই কোনও ডাক্তারখানায় অথবা হাসপাতালে নিয়ে না গেলেই নয়।"

সর্দারজির সঙ্গে যে ক্লিনার ছিল সে বিহারের লোক। গাড়ি থেকে নেমে এসে ওকে দেখেই বলল, "আরে জংলি না? আমি জানতুম একদিন ও এই কাণ্ডই করবে। দারুণ বেপরোয়া স্কুটার চালায়। মাঝে মাঝে আবার সার্কাসের খেলা দেখানোর মতোও করে।" বলে বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা এদিকে যাচ্ছিলে কোথায়?"

বাবলু তখন সব বলল। শুনেই লাফিয়ে উঠল ওরা।

লোকটি বলল, "এঃ হে। আর-একটু গেলেই তোমরা ওদের ধরে ফেলতে পারতে। একটা প্রাইভেট মির্জা চৌকি আর আম্মাপালির মাঝখানে ব্রেকডাউন হয়ে পড়ে আছে। নিশ্চয়ই ওই গাড়ি। দু'জন লোক খুব চেষ্টা করছে গাড়িটাকে সারিয়ে তোলবার।"

বাবলু বলল, "এখন তা হলে কী করা যায়?" তারপর বলল, "আচ্ছা, ওই গাড়িতে কোনও মেয়েকে দেখেছ তোমরা?"

লোকটি বলল, "আমরা খেয়াল করিনি। স্পিডে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। এখন সাহেবগঞ্জের একটা ধাবায় গাড়ি রেখে খাওয়াদাওয়া সেরে রাতে গাড়ি নিয়ে আবার রওনা দেব।"

সর্দারজি তখন স্কুটারকে রাস্তার মাঝখান থেকে সরিয়ে একটু-আধটু ঠুকে চালাবার উপযুক্ত করে তুললেন।

বিহারি লোকটি বলল, "এমন জায়গায় ফেঁসেছ তোমরা যে, ধারেকাছে কোথাও একটু জলটল নেই, এনে ওর মুখে দেব।"

তবু ওরা জংলিকে পথের ধার থেকে সরিয়ে এনে একটু খোলা জায়গায় রাখতে একসময় ধীরে ধীরে চোখ মেলল জংলি। তারপর একবার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আবার চোখ বুজল।

এমন সময় হঠাৎই দুরন্ত গতিতে একটি স্কুটার নিয়ে ওদের সামনে এসে ব্রেক কষল রিয়াং। তারপর স্কুটার থেকে নেমেই বলল, "এ কী অবস্থা তোমাদের? এমন কী করে হল?"

বাবলু বলল, "অন্ধকারে একটু অসতর্কতার জন্য।"

"অনুকে নিয়ে ওরা কোনদিকে গেছে? ওদের খবর জানো?"

"এইদিকেই গেছে।" বলে বিহারির কথা বলতেই ও এক লাফে আবার স্কুটারে বসেই দ্রুত এগিয়ে চলল নির্দেশিত পথের দিকে।

বাবলু বিহারিকে বলল, "ভাইসাব, তুমি একটু কষ্ট করে জংলিকে সাহেবগঞ্জে পৌঁছে দেবে? না হলে আমি একা। আমি তা হলে ওই মেয়েটার খোঁজে একটু ওদিকে যাই।"

জংলি তখন আবার সচেতন হয়ে নিজেই উঠে বসেছে। কিন্তু দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়েই পড়ে যায় ও। ভাল করে কথা বলার শক্তিও ও তখন হারিয়ে ফেলেছে।

সর্দারজি ও বিহারি ওকে অনেক কষ্টে কোনওরকমে ধরাধরি করে ট্রাকে ওঠাল। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে এগিয়ে গেলে বাবলুও স্কুটারে বসে অন্ধকার বনপথে রওনা হল গন্তব্যের দিকে।

এদিকে বড়-বড় পাহাড় ও জঙ্গলের জন্য জায়গাটা একটু বেশিরকমের অন্ধকার ও ভয়াবহ বলে মনে হয়। বাবলু ভয়ের সঙ্গে খুব একটা পরিচিত নয়। তার ওপরে এই পথেই দুর্জয় সাহসে দুরন্ত গতিতে একা রিয়াং রণং দেহি মূর্তিতে এগিয়ে গেছে ভেবেই ওর মনের জোর আরও বেড়ে গেল যেন।

এইভাবে অনেকটা পথ যাওয়ার পর এক জায়গায় এসে থামতেই হল ওকে। কেন না, স্কুটারে তেল যতটুকু ছিল তা শেষ হয়ে গেছে। অথচ এই পর্যন্ত আসার পথে কোনও বিকল গাড়ি বা অন্য কোনও কিছুই ওর নজরে পড়ল না। এমনকী রিয়াংও বেপাত্তা।

কেন এমন হল?

তবে কি রিয়াং এদের পেছনে ধাওয়া করার আগেই ওরা ওদের গাড়ি ঠিক করে অনুকে নিয়ে পালাল? তা যদি হয় তা হলে ওরা তো এখন নাগালের বাইরে চলে গেছে। এই মুহূর্তে কী যে করবে বাবলু তা কিছুতেই ভেবে পেল না। ওদিকে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু যে এখন কী করছে তাই বা কে জানে? রিয়াং একা দুঃসাহসে ভর করে অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল তাই বা বলতে পারে কে? প্রবল মানসিক উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগল বাবলু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অনেকক্ষণ চুপচাপ এক জায়গায় একভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর ও স্কুটারটা একপাশে রেখে সামনের পথ ধরেই এগিয়ে চলল। যাওয়া ছাড়া উপায়ও নেই। ওকে এই মুহূর্তে হয় এগোতে, না হয় পেছোতে হবে। কোথায় কতদূরে গিয়ে যে লোকালয় পাবে তা ও জানে না। তবু রাতের আশ্রয় কোথাও না কোথাও পাবেই, এই ভরসাতেই এগিয়ে চলল।

যদিও নির্ভয়, তবুও এই মুহূর্তে ওর মনের মধ্যে দুটো সংশয় দেখা দিল। এক, ওর কাছে অনেক টাকা। আর-এক, বন্য জন্তুর ভয়। সেইসঙ্গে আরও সংশয় দেখা দিল মনে। এই পথ যদি কহলগাঁও ভাগলপুরের পথ হয় তা হলে পথ এত নির্জন কেন? তবে কি অন্ধকারে পথ ভুল করে ও অন্য কোনও পথে স্কুটার চালিয়ে নিয়ে এসেছে? তাই বা কী করে হয়?

এইসব ভাবতে-ভাবতেই এগিয়ে চলল বাবলু। হঠাৎ কিছুদূরে যাওয়ার পর কী যেন দেখে থমকে দাঁড়াল ও। একটু আশার আলোও ফুটে উঠল ওর চোখে-মুখে। ও দেখল অনুকে নিয়ে যে গাড়িটা উধাও হয়ে গিয়েছিল সেই গাড়িটাই কাত হয়ে পড়ে আছে পথের ধারে। আর একজন লোক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে ধুলোয় উপুড় হয়ে। গাড়ির মধ্যে আর কেউ নেই। নেই অনুও। রিয়াংও নেই ধারেকাছে।

বাবলু চিন্তা করে দেখল অনুকে যখন অপহরণ করা হয় তখন তিনজন ছিল। তাদের একজনকে তাড়া করে পঞ্চু। কিন্তু সেই লোকটা ভাগ্যক্রমে পঞ্চুর কবল থেকে পালিয়ে বাঁচে। বাকি দু'জনই কিডন্যাপ করে অনুকে। এই লোকটি তাদেরই একজন। বাকি একজন তা হলে কোথায়? অনুই বা কোথায় গেল? যদি ধরা যায়, রিয়াং স্কুটার নিয়ে এসে এই লোকটিকে আক্রমণ করে অনুকে নিয়ে পালিয়েছে তবুও একটা প্রশ্ন জাগে, সে অনুকে নিয়ে বাবলুর কাছে না গিয়ে অন্যদিকে উধাও হয়ে গেল কেন? আর বাকি লোকটিই বা কোথায়? এই দুর্ঘটনাই বা হল কখন? ওই সর্দারজি বা বিহারি কিন্তু গাড়ি দুর্ঘটনার কথা বলেনি। ওরা বলেছিল একটা গাড়িকে ওরা ব্রেকডাউন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেছে। কিন্তু এটা তো একটা দুর্ঘটনাই। কীভাবে হল এমন বিপর্যয়? এর উত্তর দেবে কে?

বাবলু তখন সেই যন্ত্রণাকাতর লোকটির কাছে গিয়ে বলল, "এই যে ভাই, তোমার এমন অবস্থা কী করে হল? কী নাম তোমার?"

লোকটি অতিকষ্টে বলল, "মেরা নাম হীরা।"

"তোমার ওই সঙ্গীটির নাম?"

"ও পান্না হ্যায়।"

"তোমাদের এই গাড়িটা ওলটাল কী করে?"

"উলট দিয়া গয়া।"

"সে কী! উলটে দিয়েছে? কিন্তু তোমার এমন হাল কী করে হল? তোমার সঙ্গী কোথায়? আর সেই মেয়েটি?"

"বতাতা হুঁ। পহলে হামকো থোড়া পানি পিলাও।"

"এই তো মুশকিলে ফেললে, এই বনে-পাহাড়ে জল আমি কোথায় পাব? এক হতে পারে তুমি যদি আমার সঙ্গে কিছুটা পথ কষ্ট করে যেতে পারো।"

হীরা খুব কষ্টে বাবলুর একটা হাত ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল একবার। তারপর একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে পড়ে বলল, "ম্যায় যা নেহি সকতা। ও লোগ বহুত মারা হমকো।"

"কারা? কারা মেরেছে তোমাকে?"

"টেররিস্ট পার্টি।"

"সে কী! এ তো দেখছি চোরের ওপর বাটপাড়ি হয়ে গেল। তোমরাই তো টেররিস্ট। লোকের বাড়ি থেকে দিনদুপুরে মূল্যবান জিনিস চুরি করছ, ছেলেমেয়ে নিয়ে পালাচ্ছ, তোমরা আবার অন্যকে টেররিস্ট বলো কী করে?"

হীরা আর কিছু না বলে চুপ করে রইল। তারপর আবার কাতরাতে লাগল যন্ত্রণায়।

বাবলু বলল, "শোনো, যে মেয়েটিকে তোমরা আজ আমাদের চোখের সামনে থেকে কিডন্যাপ করলে সেই মেয়েটি আমাদেরই দলের মেয়ে। আমি ওরই খোঁজে এসেছি। এবার হয়তো পুলিশ আসবে। এখন বলো, সেই মেয়েটি কোথায়?"

"মুঝে মালুম নেহি।"

বাবলু তখনই ওর পিস্তল বের করল। বলল, "সত্যি করে বলো। না হলে কিন্তু মারের ওপর মার দেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাতেও যদি মুখ না খোলো তা হলে...। দেখছ তো কী আছে আমার হাতে? এক গুলিতে শেষ করে দেব। যদি সত্যি কথা বলো, তা হলে আমি তোমার জন্য কিছু করবার চেষ্টা করব। আর যদি মিথ্যে বলো তবে কিন্তু আজই তোমার শেষ রাত।"

বাবলুর কথার উত্তরে হীরা যা বলল তা হল এই— রামু, রঘু, হীরা আর পান্না এই অঞ্চলের সমস্তরকমের অসামাজিক কাজকর্মের জন্য অত্যন্ত সুপরিচিত। টাকার জন্য ওরা পারে না এমন কোনও কাজই নেই। তা আজ সকালে লালজি ভিমানির একজন লোক ওদের সঙ্গে দেখা করে দারুণ একটি লোভনীয় প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবটি হল এখানকার মিষ্ট্রেসের বাড়িতে ঢুকে যেভাবেই হোক একটি মূল্যবান জিনিস চুরি করে আনতে হবে। একটু ভারি, কোনও কিছুতে মোড়া এবং সম্ভবত সেটা আলমারিতেই থাকবে। ওই জিনিস চুরি করতে গিয়ে হয়তো নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে, নয়তো অন্যের জীবনহানি ঘটাতে হবে। কাজ হাসিল হলেই নগদে বিশ হাজার টাকা। টাকার কথা শুনেই রামু আর রঘু লাফিয়ে উঠল দু'জনেই। সারাটা দিন তক্কে-তক্কে থাকার পর সুযোগ মিলল দুপুরেই। ওরা আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে বাহাদুরকে কবজা করে আলমারির চাবি খুলে হাতের কাছেই পেয়ে গেল জিনিসটা। ভেলভেটে মোড়া বেশ যত্ন করে রাখা একটা ধাতব কিছু। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। তাই রামু বাহাদুরকে কব্জা করতেই রঘু ঘরে ঢুকে আলমারিতে হাত দিল। স্টিল আলমারি। চাবিটাও লাগানো ছিল। অনেক গৃহস্থই এই ভুলটা করে থাকে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ফলে বিনা রক্তপাতে অপারেশন সাকসেসফুল। ওরা জিনিসটা লালজির হাতে দিতেই লালজি ওদের বললেন, তাঁর কাছে তো এখন অত টাকা নেই। তবে কিনা ওঁর সঙ্গে কহলগাঁওতে গেলেই টাকা নগদে পেয়ে যাবে ওরা। এই সমস্ত কাজ কয়েক মিনিটের মধ্যে হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "এই পর্যন্ত ঘটনাটা আমাদের জানার মধ্যে। এবং তুমি যা-যা বলেছ ঠিকই বলেছ। কিন্তু এর পরের ব্যাপারটাই আমি জানতে উৎসুক।"

"কী জানতে চাও বলো? হম সচ বতায়েঙ্গে।"

"এই চুরির পরেও হঠাৎ করে মেয়েটাকে কিডন্যাপ করবার কোন দরকারটা পড়ল? আর তোমরাই বা এ কাজ করতে এলে কেন?"

হীরা বলল, "ভিমানিসাহেব যাওয়ার আগে আমাদের বললেন, 'মিষ্ট্রেসের ওই মেয়েটাকে তোরা উঠিয়ে নিতে পারবি? যদি পারিস ওকেও তোরা কহলগাঁওতে নিয়ে আয়। ওদেব কাছে অনেক, অনেক সোনা আছে। ওকে আটকে রাখতে পারলে ওর বাবা-মাকে মোচড় দিয়ে সব আমি একটু একটু করে কবজা করে নিতে পারব। সেইসঙ্গে প্রতিশোধ নেব আমার সঙ্গে দুশমনি করার।' আমরা বললাম, 'এর জন্য আমরা কত পাব?' উনি বললেন, 'ওই বিশ হাজার টাকাই।' আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিচিত এক শেঠজির কাছ থেকে এই গাড়ি চেয়ে নিয়ে এসে অপহরণের ছক কষতে থাকি।"

বাবলু বলল, "তোমরা তো তিনজন ছিলে। আর-একজন?"

"ওর নাম [illegible]। ও এই গাড়ির ড্রাইভার। ও একটা কুকুরের তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায়। আমরাই তখন মেয়েটাকে নিয়ে পালিয়ে আসি। পান্না গাড়ি চালানোর দায়িত্ব নেয়। আমি মেয়েটার পেটের কাছে ক্ষুর ধরে বসে থাকি। ওকে বলি আমাদের অবাধ্য হলেই ক্ষুর চালিয়ে দেব। এইভাবে ক্ষুর দেখিয়ে অনেক লোককেই ঘায়েল করেছি আমরা।"

"তার ফলটা এখন আরামেই ভোগ করছ নিশ্চয়ই। যাক, তারপর?"

"তারপর দারুণ স্পিডে গাড়ি চালিয়ে আমরা কহলগাঁও-এর দিকে রওনা হই।"

"কহলগাঁওতে ভিমানির ডেরা কোথায়, তোমরা জানতে?"

"না। ভিমানিসাহেবের সঙ্গেও আমাদের খুব যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তা কিন্তু নয়। অনেকদিন পরে পরে আসতেন উনি। ওঁদের নানারকম ধান্দাবাজির কাজকর্ম করতেন, চলে যেতেন।"

"তা হলে মেয়েটিকে তোমরা কোথায় নিয়ে যেতে?"

"রাঙাবাবা কি পাস। ওইখানে নিয়ে গেলেই রাঙাবাবা খবর দিতেন ভিমানিসাহেবকে। আমরা আমাদের রুপিয়া নিয়ে চলে আসতাম।"

"কিন্তু ধরো, উনি যদি টাকা দিতে অস্বীকার করতেন, বা পরে দেব বলতেন?"

"তা হলে আমরাও আবার অন্যরকম হয়ে যেতাম। তবে কিনা এই লাইনে রুপিয়া নিয়ে বেইমানি হয় না।"

"বেশ, এবারে বলো তারপরে কী হল?"

"উসকে বাদ?"

"এতক্ষণ তো বেশ গড় গড় করে বাংলা বলছিলে, আবার 'উসকে বাদ' কেন?"

"আরে ভাই আমি কি বাঙ্গালি? আমি তো বিহারি। মাঝে মাঝে আমার মাতৃভাষা বেরিয়ে আসবে না? বাংলা তো আমি জানে। তাই বাংলা বলছিলাম।"

"তোমার এই দেশ তো আগে বাংলাতেই ছিল। এখন বিহারে। আজকালের মধ্যেই ঝাড়খণ্ড হল বলে!"

"ওইজন্যই তো এত গুন্ডাগর্দি এখন লেগে গিয়েছে।"

বাবলু বলল, "তারপর বলো।"

"আমরা তো যাচ্ছি। এইসব অঞ্চলের রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখছ তো? খুবই খারাপ। তাই স্পিড কন্ট্রোল করেই গাড়ি চালাতে হচ্ছিল। হঠাৎই গাড়িটা ব্রেকডাউন হয়ে গেল। পান্না একা সামলাতে পারছিল না। তাই মেয়েটাকে ভয় দেখিয়ে আমিও ওর সাহায্যে নামলাম। পরে বহুকষ্টে ওটাকে সারিয়ে তুলে আবার যখন যাওয়ার জন্য তৈরি হলাম তখনই দেখি মেয়েটা নেই। তাই দেখে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল আমাদের। কেন না ওই মেয়েটা আমাদের দু'জনকেই চিনত। সাহেবগঞ্জ ছোট্ট জায়গা, আমরাও কুখ্যাত লোক। এখন ও যদি ছাড়া পেয়ে আমাদের নাম বলে দেয় তবে দু'জনেই বিপদে পড়ব আমরা। ওই মেয়ের গায়ে হাত দেওয়ার ফলে সবাই পিটিয়ে মারবে আমাদের। আমরা তাই ওর খোঁজে যখন চারদিক তোলপাড় করছি তখনই কোথা থেকে একটা টেররিস্ট মেয়ে জোরে মোটরসাইকেল চালিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমি তো ছিটকে পড়লাম এইখানে। আমার তলপেটে যা লেগেছে তাতে মনে হচ্ছে আমার পেটের ভেতরটা থেঁতলে গেছে একেবারে। পান্না তখন সেই মেয়েটাকে কবজা করতে গেল। কিন্তু কী টেরিফিক মেয়ে। শূন্যে লাফিয়ে ওর জোড়া পায়ে পান্নার মুখে এমন লাথি মারল যে, ওর একটা দাঁতও আর অবশিষ্ট আছে বলে আমার মনে হয় না। এমন সময় বিশ-পঁচিশজনের একটা দল হঠাৎ করে এসে পড়ল সেখানে। এরা বিদ্রোহী জঙ্গী। ওই মেয়েটি তাদের কী যেন বলতেই ওরা পান্নার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পিটিয়ে মেরে ফেলল তাকে। তারপর পাশের একটা খাদে ওর দেহটা ফেলে দিয়ে আমাকে এসে ধরল। কয়েকটা লোক গাড়িটাকে উলটে দিয়ে বেদম মারতে লাগল আমাকে। দু'-একজন করল কী, মেয়েটার দিকে একটু নজর দেওয়া প্রয়োজন মনে করে ওর দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটি হঠাৎ 'পুলিশ! পুলিশ এসে গেছে। সাবধান। হুঁশিয়ার হো যাও ভাই' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই গুন্ডারা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আর সেই সুযোগে মেয়েটা পালিয়ে বাঁচল ওর মোটরবাইক নিয়ে।"

বাবলু বলল, "ওই মেয়েটাও আমাদেরই মেয়ে। তবে কিনা তোমার মুখে শুনে ওর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু আর-একজন যে কোথায় গেল কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না। এই পাহাড়ে-জঙ্গলে গেল কোথায়? এত রাতে মানুষের কবল থেকে মুক্তি পেলেও বন্যজন্তুর গ্রাস থেকে যে রক্ষা পাবে তার তো কোনও মানে নেই।"

হীরা বলল, "কিন্তু আমি যে আর যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না ভাই। এক এক সময় আমার দম যেন বন্ধ হয়ে আসছে।"

বাবলু বলল, "শোনো, তুমি বা তোমরা আমাদের সঙ্গে চরম শত্রুতা করেছ। তবে কিনা এখন তুমি শত্রু নয়। এই মুহূর্তে তোমার জীবন রক্ষা করা আমার পবিত্র কর্তব্য। কিন্তু আমি বাংলার বাঙালি ছেলে, এই অরণ্যে কত অসহায় তা তুমিও জানো। আমি যতক্ষণ না কাছাকাছি কোনও শহরে পৌঁছতে পারছি ততক্ষণ তোমার কোনও ব্যবস্থাই করতে পারব না। শহরে গিয়ে আমি ফোনে আমার বন্ধুদের জানাতে পারব। থানায়, হাসপাতালে ফোন করতে পারব। কিন্তু তার আগে তো কিছুই করতে পারব না। তুমি তখন আমার কাছে জল চাইলে, কিন্তু এখানকার জলের সন্ধানও আমার জানা নেই। তাই তোমার কাছে ক্ষমা চেয়েই আমি বিদায় নিচ্ছি। অতএব দীর্ঘ সময় তোমাকে প্রতীক্ষা করে থাকতেই হবে।"

হীরা বলল, "আমি আমার পাপের ফল ভোগ করছি। ভগবান তোমার ভাল করুন। যাও, আগে বাড়ো। উধার পীরপৈঁতি মিলেগা।"

পীরপৈঁতি এই অঞ্চলের মধ্যে খুবই নামকরা জায়গা। বাবলু তা জানে। কিন্তু পথের দূরত্ব যে কতখানি তাই শুধু জানে না সে। তবুও সে কঠিন মনোবলে এগিয়ে চলল। আর বারবার ভাবতে লাগল অনুর কথা। পথের দু'পাশে প্রেতের মতো পাহাড়ের সারি আর গভীর জঙ্গল। এই অরণ্যে একা অনু কোথায় কতদূরে যেতে পারে? বেশ কিছুটা পথ এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ও মুখের দু'পাশে হাত রেখে হাঁক দিল, "অনু! অ-নু-রা-ধা।"

ওর কণ্ঠস্বর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ধাক্কা খেয়ে। কিন্তু কোনও প্রত্যুত্তরই শোনা গেল না কোথাও থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আরও খানিকটা যাওয়ার পর পাহাড়ের একটা ঢালু অংশের নীচে একটি জলাশয় দেখতে পেল ও।

তখনই মনে পড়ল তৃষ্ণার্ত হীরার কথা। ও ধীরে ধীরে সেই পথ বেয়ে নীচে নেমে জলাশয়ের কাছে গেল। কিন্তু এই জল ও নিয়ে যাবে কী করে? অবশেষে অনেক খুঁজে এক জায়গায় একটা ভাঙা বোতল আবিষ্কার করল। সেই বোতলটাই জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে তাতেই জল ভরে নিয়ে চলল তৃষ্ণার্তের জন্য।

যতটা পথ ও এগিয়ে এসেছিল ঠিক ততটা পথই আবার পিছিয়ে যেতে হল ওকে।

কিন্তু এ কী! হীরা কই? কোথায় গেল সে? তার তো উঠে কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা ছিল না। তা হলে? কেউ কি নিয়ে গেল ওকে? তা কী করে সম্ভব? বাবলু একবার চেঁচিয়ে ডাকল, "হীরাভাই! আমি তোমার জন্য জল নিয়ে এসেছি। তুমি কোথায়?"

কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ নেই। ব্যাপারটা বাবলুর কাছে রহস্যময় মনে হল। এই অরণ্যে সত্যই কি কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে? না হলে এই রাতে এ পথে কোনও লোকজন নেই কেন? রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে, না কি জঙ্গি আক্রমণের ভয়ে পরিবহণও অচল এ পথে রাতের অন্ধকারে?

বাবলু হাতের জলটা সেই উলটে যাওয়া গাড়ির কাছে একপাশে নামিয়ে রেখে যখন আবার চলা শুরু করেছে তখন হঠাৎ শুনতে পেল পাহাড়ের বাঁকের মুখে অগভীর একটি খাদের ভেতর থেকে কার যেন চাপা একটা গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে। চলা থামিয়ে থমকে দাঁড়াল বাবলু। একটু আগেও এই পথে ও এসেছে এবং জল নিয়ে ফিরে গেছে। তখনও কিন্তু এই শব্দ ওর কানে আসেনি। কণ্ঠস্বরটা নারীর। তবে কিনা স্পষ্ট নয়। বাবলুর আশঙ্কা হল। ওর মনে হল, রিয়াং নয় তো? ওই দলের বদ লোকেদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য স্কুটার নিয়ে দ্রুত পালাতে গিয়ে কোনও দুর্ঘটনায় পড়েনি? নির্ঘাত তাই।

বনের অন্ধকারে চাঁদের আলোর এখন অল্প আভাস। পূর্ণিমার দেরি আছে। তাই চাঁদ এখন বেশি রাতে আলো দেয়। সেই আলোয় আধো অন্ধকারে ও খাদের কাছে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে নীচেটা দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু না, ভেতরটা এমনই অন্ধকার যে, কিছুই দেখা গেল না ওপর থেকে।

বাবলু তখন খাদের ধারে গজিয়ে থাকা ছোট ছোট গাছের ডাল বড় গাছের শেকড ধরে নীচে নামবার চেষ্টা করতেই পা হড়কে খাদের মধ্যে পড়ে গেল। খাদটা অগভীর। তাও কম করে দশ ফুটের মতো। তবে পাথুরে জায়গা তো! তাই ওর পায়ের হাঁটুতে খুব জোরে লাগল পড়ে গিয়ে। গোঙানির শব্দটা তখন আর্তনাদের মতো মনে হল। বাবলু জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি? তুমি কি রিয়াং?"

"আমি অনু। অনুরাধা।"

"অনুরাধা! তুমি এখানে কী করে এলে?"

"আমি পালাতে গিয়ে পড়ে গেছি। খুব লেগেছে। বড্ড কষ্ট হচ্ছে আমার।"

বাবলু তখন অতিকষ্টে হাতড়ে হুতড়ে আবিষ্কার করল ওকে। কিন্তু করলে কী হবে, ওর যে কোথায় লেগেছে, কী অবস্থায় আছে তার কিছুই বুঝতে পারল না এই অন্ধকারে।

খাদের এই অংশটা যেন একটা গর্তের মতো। নেহাত ডালপালা ইত্যাদি ধরে হড়কে পড়েছিল তাই রক্ষে, না হলে একেবারে সরাসরি মুখ থুবড়ে পড়লেই হয়েছিল আর কী। এতেই সারা শরীরে যা কষ্ট তাতে উঠে দাঁড়াবার শক্তিও আর নেই। বাবলুর সারা শরীর যেন লঙ্কাবাটার মতো জ্বলছে।

বাবলু অনুরাধাকে বলল, "আমার শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। তোমার?"

"বললাম তো লেগেছে খুব। এখানে যে খাদ ছিল অন্ধকাবে তা বুঝতে পারিনি। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। পড়বার মুখে একটা গাছের ডালকে শক্ত করে ধরে ফেলি। কিন্তু কোনও কাজের নয়। আমার ভার রাখতে না পেরে ভেঙে পড়ল। আমিও পড়ে গেলাম। কী জোর লাগল। এখানে তো সবই পাথর। হাত-পা ভেঙে যায়নি তাই রক্ষে।"

"তুমি একটু উঠে বসবার চেষ্টা করো।"

"আমি নিজের থেকে পারছি না। তুমি কি এই ব্যাপারে একটু হেল্‌প করবে আমাকে?"

"আমার অবস্থা ঠিক তোমারই মতো।"

"তা হলে যেমন আছ তেমনই থাকো। ভাগ্য বিপর্যয়কে সৌভাগ্যের সূচক বলে মেনে নাও।"

বাবলু এবার কোনওরকমে দেহটাকে টেনে তুলে হামাগুড়ি দিয়ে অনুর আরও কাছাকাছি চলে এল। এসে বলল, "আজকের এই বিপর্যয়ের জন্য তোমরা দু'জনেই দায়ী। আমি বারবার তোমাদের দু'জনকে বাইরে বেরোতে মানা করেছিলাম। কিন্তু তোমরা কেউই শুনলে না আমার কথা। এখন তার ফল ভোগ করো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অনুরাধা বলল, "বিপর্যয়ের কথা যদি বলো, তা হলে বলি, আমরা দু'জনে ঘরে থাকলেও কি ভেবেছ কিছু ঘটত না?"

"সম্ভাবনাটা কম থাকত।"

"তাই নাকি? তা হলে যে বাড়ির ছাদে পাণ্ডব গোয়েন্দারা বসে, বীরপুঙ্গব পঞ্চু যে বাড়ির ছাদে বিরাজমান সেই বাড়ির মধ্যে অমন মসৃণভাবে দিনে ডাকাতি হয়ে গেল কী করে?"

বাবলু উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

অনু আবার বলল, "মুখ বন্ধ না করে থেকে উত্তর দাও। বলো কী করে অমনটা হল?"

"অমনটা হল বলেই তো সাবধান হওয়ার দরকার ছিল। তোমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে জংলিটা ওর নিজের বিপদ ডেকে আনল। আমি—।"

"কী হল জংলির?"

"অন্ধকারে জোরে স্কুটার চালালে যা হয়। দুর্ঘটনায় পড়ল। স্কুটারের ক্ষতি না হলেও ওর অবস্থা কিন্তু গুরুতর।"

"সে কী! কোথায় সে?"

বাবলু তখন সব বলল। তারপর রিয়াং-এর কথাও বলল ও। ওর সঙ্গে কীভাবে দেখা হল। রিয়াং কীভাবে কৌশলে টেররিস্টদের খপ্পর থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল, তাও বলল।

অনু বলল, "ওর উচিত ছিল পালিয়ে গিয়েও কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার তোমার কাছে ফিরে আসা। ও তো জানতই কী অবস্থায় তুমি বনের মধ্যে একা আছ।"

বাবলু বলল, "আসলে টেররিস্টদের জন্যই আবার ও ফিরে আসতে ভয় পেয়েছিল। এবং সেটাই স্বাভাবিক।"

"হুঁ। অস্বাভাবিক শুধু আমরাই। এখন একটু বুদ্ধি খাটাও এই মরণকূপ থেকে আমরা উদ্ধার পাব কী করে।"

বাবলু বলল, "আমি তো এখনই এখান থেকে উদ্ধার পেতে চাইছি না।"

ফুঁসে উঠল অনুরাধা, "তার মানে?"

"বেশ তো আছি এখানে।"

"কী ভয়ংকর কথা। এই মৃত্যুপুরীতে তুমি নাকি বেশ আছ?"

"হ্যাঁ। তার কারণ এই অরণ্যে এই জায়গাটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। এর বাইরে থাকলে হয় আমাদের বাঘে খেত, নয়তো আমাকে মেরে তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে যেত টেররিস্টরা।"

অনুরাধা বলল, "তোমার এই যুক্তিটা অবশ্য ঠিক। এটা একদিকে আমাদের দু'জনেরই পক্ষে একটা নিরাপদ দুর্গ।"

"তাই আজ রাতটুকু ধৈর্য ধরে এবং একটু কষ্ট করে এখানেই কাটানো যাক। তারপর কাল সকালে রোদ উঠলে এখান থেকে বেরনোর চেষ্টা করা যাবে।"

চাঁদ তখন মধ্যাকাশে। তারই আলো এবার সরাসরি এসে পড়ল ওদের মুখের ওপর। চাঁদের আলোয় দু'জনেই দু'জনকে স্পষ্ট করে দেখতে পেল এবার।

অনু একটা ঝোপের কাছে মেথি ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে ছিল। আর বাবলু ধসের ধুলোবালির মধ্যেই বসে ছিল সোজা হয়ে। এবার সে অতিকষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে অনুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল একটা।

অনু বলল, "কী হল? কোথায় যাব? বেশ তো ছিলাম এখানে।"

"তা তো ছিলে। কিন্তু খুব একটা নিরাপদ জায়গায় তুমি আমি কেউই নেই। ভাগ্য ভাল যে এতক্ষণ সাপে কাটেনি। ওইখানে ওই বড় পাথরটার ওপরে গিয়ে বসি চলো।"

সাপের নাম শুনেই শিউরে উঠল অনু। বলল, "এতক্ষণ তা হলে ভগবান রক্ষে করেছেন।"

"সে-কথা তুমি এত দেরিতে বুঝলে?"

বাবলুর হাত ধরে অনু এবার আস্তে আস্তে উঠে বসল। তারপর ওকে অবলম্বন করেই ওর কাঁধে ভর দিয়ে টলতে টলতে চলে এল বিশাল একটি শিলাখণ্ডের কাছে। জায়গাটা এমনই প্রশস্ত যে, ইচ্ছে করলে শুয়ে একটু ঘুমিয়েও নেওয়া যাবে।

অনেকক্ষণ একভাবে একটি পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে থাকার পর অনু বলল, "সকাল হতে কত দেরি? খিদেয় পেট ছিঁড়ে যাচ্ছে। জলতেষ্টাও পাচ্ছে খুব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "আমারও। কিন্তু কীই-বা করি বলো? এই বিবর থেকে মুক্ত হলেও ওইসবের কোনও ব্যবস্থাই এখানে কোথাও নেই। শুনেছি এই পাহাড় জঙ্গলের দেশ পেরোলে প্রথম যেখানে দিয়ে পৌঁছব সেই জায়গাটার নাম পীরপৈঁতি। কিন্তু সেও তো সকালের আগে নয়।"

অনু বলল, "ততক্ষণে হয়তো মরেই যাব আমরা।"

বাবলু বলল, "ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।" বলে বলল, "তুমি একটু বোসো। আমি একবার দেখি এইখান থেকে বাইরে বেরোনোর কোনও সহজ উপায় আছে কি না।"

"তোমার কি মাথাখারাপ? এই অন্ধকারে কোথায় হাতড়াবে তুমি?"

"হোক না অন্ধকার। তবু এরই মধ্যে চাঁদের আলো যতটা আছে তাতেই আমার কাজ হয়ে যাবে।"

বাবলু এদিক-সেদিক করে ঘুরে হঠাৎই এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। দেখল সেখানে পাথরের খাঁজে খাঁজে কয়েক ধাপ উঠলেই অন্য একটি গাছের শক্ত ডাল ধরে ওপরে ওঠা যাবে। কিন্তু সেটা ওর পক্ষে সহজসাধ্য হলেও অনুর পক্ষে কষ্টকর।

বাবলু বলল, "পেয়েছি। ভোরের আলো ফুটে উঠলেই গর্তের বাইরে যেতে পারব আমরা।"

অনু বলল, "সত্যি বলছ? কই কোনখানে?"

"এই তো এখানে।"

অনু জায়গা ছেড়ে উঠে এসে বাবলুর পাশে দাঁড়াল। তারপর দারুণ উল্লসিত হয়ে বলল, "শোনো, পথের সন্ধান যখন পেয়েইছি তখন কিছুতেই আর এই গর্তেব মধ্যে পড়ে থাকা নয়। আমি এখনই এখান থেকে মুক্তি পেতে চাই।"

"অর্থাৎ আবার নতুন করে বিপদকে ডেকে আনতে চাও?"

অনু বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দার বাবলুর মুখ থেকে আমি এই কথা শুনতে রাজি নই। ধরো, এই গর্তে যদি না পড়তাম তা হলে কী করতে? তখন যা কবতাম এখনও তাই করব।"

বাবলু বলল, "বেশ। ওঠো তা হলে।"

অনু দু'-একবার ওঠবার চেষ্টা করেও যখন বিফল হল তখন বাবলুই উঠে পড়ল ওপরে। তারপর অনুকে সাহায্য করবার জন্য কোনও শক্ত লতাটতার সন্ধানে যখন এদিক-ওদিক খুঁজছে ঠিক তখনই কারা যেন অন্ধকারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। সেই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে বাবলু নিজেকে মুক্ত করবার কোনও চেষ্টাই করতে পারল না। ওরা এমনভাবে ওকে চেপে ধরল যে, সামান্য আর্তনাদও ফুটে বেরোল না ওর মুখ দিয়ে।

॥ ১১ ॥

রিয়াং যখনই বুঝতে পারল টেররিস্টরা যে চোখে তাকিয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে তাতে ওর পক্ষে আর বিপদ এড়ানো সম্ভব নয়। তখনই ও সতর্ক হয়ে গেল। ও বুঝতে পারল ওরা ঠিক ওর কাছ থেকে স্কুটারটা কেড়ে নেবে। হয়তো বা ওকেও ধরে নিয়ে যাবে ওদের সঙ্গে। তাই ও হঠাৎই পুলিশের ভাঁওতা দিয়ে ওদের মধ্যে একটু ভীতির সঞ্চার করল। তারপর খসে পড়া উল্কার গতিতে ছুটে চলল পাহাড়ি পথ ধরে।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর ও আম্মাপালি নামে একটা জায়গায় এসে পৌঁছল। সেখানে লোকজনের বসতি অনেক। এত রাতে এমন এক নেপালি কিশোরীকে এইভাবে আসতে দেখে অনেকেই ছুটে এল সাহায্যের হাত বাড়িয়ে।

রিয়াং তখন যেমন পরিশ্রান্ত তেমনই উত্তেজিত।

প্রভুদয়াল নামে একজন ভাগলপুরী তাঁর বাড়িতে নিয়ে এলেন রিয়াংকে। সঙ্গে আরও অনেকেই এল। সবাই জানতে চাইল ওর পরিচয়। ও কেন এই রাতে ওই জঙ্গলের পথ পার হয়ে এখানে এল, তাও জানতে চাইল সকলে।

রিয়াং একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে সকলকে খুলে বলল সব কথা।

ওদের দলে একজন অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি পোস্টমাস্টারও ছিলেন। বললেন, "তোমরা তো গোড়াতেই গলদ করে ফেলেছ মা। পুলিশের কাজ আগ বাড়িয়ে নিজেরা করতে গেলে কেন? সেইজন্যই তো এমন বিপদে পড়লে সবাই।"

রিয়াং বলল, "সেই মুহূর্তে ওদের পিছু নেওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই ছিল না। তখন থানা পুলিশ করতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যেত।"

"কিন্তু ধরো ওই টেররিস্টরা যদি কোনও ক্ষতি করত তোমার?"

"তা হলে আমি তো মরতামই, ওদেরও দু'-একজন মরত আমার হাতে।"

প্রভুদয়াল বললেন, "ঠিক আছে। তোমার নসিব তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তুমি আমার এই মকানে খানাপিনা করো, নাইট হল্ট করো। আপনা ঘর সমঝো। কাল শুভে দিখা যায়েগা।"

রিয়াং বলল, "অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এখন আপনি কি দয়া করে আমাকে একটু ফোন করবার সুযোগ দেবেন?"

"কিঁউ নেহি? জরুর দেঙ্গে।" বলে ওকে আদর করে পাশের ঘরে ফোনের জায়গায় নিয়ে এলেন।

রিয়াং রিসিভার তুলে নাম্বারগুলোয় পুশ করে ফোন করল অনুদের বাড়ি।

অনুর মা ধরেছিলেন ফোন। বললেন, "কী খবর রিয়াং? মেয়েটার কোনও খবর পেলি?"

"না। তবে মনে হয় অনু ওদের খপ্পর থেকে কোনওরকমে পালিয়ে বেঁচেছে। কেন না ওকে নিয়ে যারা পালাচ্ছিল তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। ওদের গাড়িটা ব্রেকডাউন হয়ে পথের ধারে পড়ে ছিল কিন্তু সেখানে অনু ছিল না। আর ওই দু'জনের অবস্থাও কাহিল করে দিয়ে এসেছি আমি। এখন একবার বিলু, ভোম্বল বা ওদের কাউকে দিন।"

মা বললেন, "হায় ভগবান! কী থেকে কী হল! ওই জঙ্গলে হয় ভালুকে ছিঁড়বে নয়তো বাঘে খাবে মেয়েটাকে।" বলে রিসিভারটা বিলুকে দিলেন।

বিলু ফোন ধরেই বলল, "অনুর ব্যাপারে কতদূর এগোলে তুমি? বাবলুর খবর কী?"

রিয়াং এক এক করে সব বলল।

বিলু বলল, "শোনো, আমরা একটা মিসিং ডায়েরি লিখিয়েছি। তবে কিনা এই মুহূর্তে পলিটিক্যাল ডিস্টার্বেন্স এখানে এত বেশি যে, পুলিশ এখন কোনওদিকই সামলাতে পারছে না। তাই যা করবার আমাদের নিজেদেরকেই করতে হবে। আমরা একটা গাড়ির ব্যবস্থা করেছি। ওই গাড়িতে এখনই রওনা হচ্ছি আমরা। শুধু তোমার ফোনের জন্য অথবা ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। জংলির ব্যাপারটাও আমরা জানতে পেরেছি। ও এখানকার হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এখন বলো, তুমি কোথা থেকে ফোন করছ আমাদের?"

"আমি এখন ওই জায়গা থেকে অনেকদূরে আম্মাপালিতে আছি, প্রভুদয়ালজির বাড়িতে। আমি নিজেও পড়ে গিয়েছিলাম টেররিস্টদের হাতে। খুব জোর বেঁচে গিয়েছি এ-যাত্রা। তবে তোমরা এলে খুব সাবধানে আসবে কিন্তু। পথেই অবশ্য তোমরা উলটে থাকা গাড়িটাকে দেখতে পাবে।"

বিলু বলল, "তোমার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।"

"আর হ্যাঁ, আরও একটা কথা। এই জঙ্গলে দুষ্ট মানুষ শুধু নয়, অনেক হিংস্র জন্তু জানোয়ারও আছে। ওইদিকটাও মনে রেখো।"

"আমরা কি তা হলে আম্মাপালিতেই যাব?"

"অবশ্যই। তোমরা না এলে এই মুহূর্তে আমি আর একা বনে যেতে সাহস পাচ্ছি না।"

"দরকার নেই। তবু যে তুমি জেদের বশে একা অতদূরে গেছ সেজন্যই তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি তৈরি থাকো, আমরা যাচ্ছি।"

"এসো তা হলে। আম্মাপালি, শেঠ প্রভুদয়ালের বাড়ি।"

বিলু রিসিভার নামিয়ে রেখে সবাইকে তৈরি হতে বলল। প্রাইভেট গাড়ি একটা রেডিই ছিল ওদের জন্য। ওরা ওদের যার যা কিছু প্রয়োজনীয় তার সব নিয়ে পঞ্চুকে সঙ্গে করে নেমে এল নীচে। তারপর মাকে সতর্ক থাকতে বলে গাড়িতে এসে বসল।

ড্রাইভার বলল, "কোনদিকে যাব বলো?"

"সোজা আম্মাপালি।"

ড্রাইভার অল্পবয়সি এবং বাঙালি। গাড়ি নিয়ে যেতে যেতে বলল, "নেহাত দিদিমণির মেয়ের ব্যাপার তাই। না হলে আমি আসতাম না। তার কারণ বর্তমানের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে যত সন্ত্রাসবাদী সব ওই জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। শুধু খুনখারাপি নয়, গাড়িও ছিনতাই করছে আজকাল। তাই সন্ধের পর এ পথ নিঝুম হয়ে গেছে এখন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিলু বলল, "তুমিই বলো ভাই, এমন একটা বিপদে আমরাই কি চুপ করে বসে থাকতে পারি? পুলিশের যা বক্তব্য তাতে এ-রাতে এই জঙ্গলে তারা আসবে না।"

"কী করে আসবে? এলেই তো মরবে। কে কোথায় বোমা নিয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে বসে আছে তা কে জানে? পুলিশের গাড়ি দেখলেই উড়িয়ে দেবে। ওদেরও তো প্রাণের ভয় আছে। পুলিশের কাজ দুষ্কৃতী দমন করা কিন্তু এখানে হয়ে গেছে তার উলটো। অর্থাৎ দুষ্কৃতীরাই পুলিশকে দমন করছে।"

সাহেবগঞ্জ ছাড়িয়ে ক্রমশ ওরা কার্মাটোলা হয়ে মির্জা চৌকির কাছাকাছি এসে পৌঁছল।

এখানেই এক জায়গায় ওরা দেখতে পেল উলটে থাকা সেই গাড়িটাকে। কিন্তু আর কাউকেই দেখতে পেল না ওরা। জংলির স্কুটারটাও একটু আগে পড়ে থাকতে দেখে এসেছে রাস্তার ধারে। বাবলুই বা তা হলে গেল কোথায়? ওরা গাড়ি থেকে নেমে টর্চের আলোয় চারদিক দেখতে লাগল।

বাচ্চু-বিচ্ছু এতক্ষণ কোনও কথা বলছিল না। এইবারই মুখ খুলল।

বাচ্চু বলল, "এই জঙ্গলে নিশ্চয়ই ওরা বাঘ-ভালুকের শিকার হয়েছে।"

ভোম্বল বলল, "ডাকাতের হাতেও পড়ে থাকতে পারে।"

বিচ্ছু বলল, "তা হলে ওই স্কুটার আর মোটরগাড়িটা ওইভাবে পড়ে থাকত না পথের ধারে। ডাকাতরা ওগুলোও নিয়ে যেত।"

বিলু হঠাৎই এক জায়গায় চাপ চাপ কিছু রক্তের দাগ দেখে শিউরে উঠল। বলল, "দেখে যা।"

ওরাও দেখল।

ড্রাইভার বলল, "শোনো, তোমরা এইভাবে এখানে দেরি কোরো না। এখনও বলছি এই জায়গা কিন্তু অত্যন্ত খারাপ।"

ভোম্বল বলল, "আপনার যদি ভয় করে আপনি তা হলে বিদায় নিতে পারেন। আমাদের ভয় নেই, আমরা থাকব।"

ড্রাইভার বলল, "আরে আমি কি সেই কথাই বলছি? একটু আগে যে কাণ্ড হয়ে গেল তারপরেও তোমাদের সাহস দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। সঙ্গে দু'-দুটো মেয়ে রয়েছে।"

"সে ভয় কি আমরাও করছি না? তবুও যে দু'জন বনের মধ্যে রয়ে গেল তাদের খোঁজখবরও তো নেওয়া দরকার? না হলে বেঘোরে মরবে যে।"

ওরা ওইখানে দাঁড়িয়েই জোর গলায় চেঁচিয়ে ডাকল ওদের নাম ধরে। বলা যায় না যদি ওরা কোথাও কোনও গাছের ডালে লুকিয়ে বসে থাকে!

বাচ্চু বলল, "শোনো, এইভাবে এখানে ওদের জন্য সময় নষ্ট করে কোনও লাভ নেই। ওরা লুকিয়ে থাকলেও এই জায়গার কাছাকাছি কখনও থাকবে না। আমরা বরং ধীরে ধীরে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যাই। তারপর রিয়াংকে নিয়ে আবার আসি। পারলে আম্মাপালি থেকেও লোকজন কিছু সঙ্গে করে নিয়ে আসব।

ওদের গাড়ি ধীরে ধীরে এগোতে লাগল আবার। মাঝে মাঝেই বিলু আর ভোম্বল নাম ধরে ডাকতেও লাগল। কিন্তু না, কোনওদিক থেকেই কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

হঠাৎই এক জায়গায় এসে পঞ্চুর চিৎকারে ব্রেক কষল ড্রাইভার।

সকলে তাকিয়ে দেখল একটু দূরে ছোটখাটো একটি খাদের ধারে কয়েকটা ভালুক উন্মত্ত আক্রোশে চাপা গর্জন করে ঘোরাঘুরি করছে। ওদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে যে-কোনও কারণেই হোক খাদের মধ্যে নামতে না পারার জন্যই এত রাগ ওদের।

বিলু বলল, "কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে ওখানে।"

পঞ্চু তখনও সমানে চেঁচিয়ে চলেছে। পঞ্চুর চিৎকারে বিরক্ত হয়েই একবার থমকে দাঁড়াল ওরা।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর টর্চের আলো এবার ওদের গায়ে পড়ল।

ড্রাইভারও গাড়িটাকে একটু পিছিয়ে এনে হেডলাইটের জোরালো আলো ফেলল ওদের গায়ে, আর সেইসঙ্গে ঘন ঘন হর্ন দিতে লাগল।

দু'-এক মিনিটের ব্যাপার! ভালুকরা গর্জন করতে করতে চলে গেল খাদের ওপাশে ঢালু জমির শেষে যে বন, সেই বনের দিকে।

ওরা চলে যেতেই পঞ্চু লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। তারপর খাদের কাছে ছুটে গিয়েই সে কী চিৎকার।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও ছুটে গেল। গিয়ে ভেতরে টর্চের আলো ফেলেই দেখল খাদের মধ্যে বড় একটি পাথরের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখার বৃথা চেষ্টা করে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে অনু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাচ্চু ঝুঁকে পড়ে বলল, "অনু বেরিয়ে এসো। কোনও ভয় নেই তোমার। আমরা এসে গেছি।"

অনুর ভয় তখনও কাটেনি। তবুও কোনওরকমে বেরিয়ে এল সেখান থেকে।

বিচ্ছু বলল, "তুমি ওখানে কী করছিলে?"

"কিছু করছিলাম না। খাদের মধ্যে পড়ে গেছি।"

বিলু বলল, "বাবলু কোথায়?"

"জানি না। একটু আগেও তো ছিল এখানে। তারপর খাদের ওপরে ওঠার পরই মিলিয়ে গেল।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে নিশ্চয়ই ভালুকগুলোর তাড়া খেয়ে কোথাও গিয়ে লুকিয়েছে।"

অনু বলল, "আমি কিন্তু কতকগুলো লোকের গলার স্বর শুনতে পেলাম। মনে হয় ও কোনও বদলোকের পাল্লায় পড়ে গেছে। অনেক পরে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করতেই দেখি কতকগুলো ভালুক। উঃ কী সাংঘাতিক।"

বিলু বলল, "ঠিক আছে। আমরা যখন এসে গেছি তখন আর ভয় নেই। এবার নির্ভয়ে উঠে এসো দেখি ওপরে।"

অনু কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "আমি যে অনেক চেষ্টা করেও উঠতে পারছি না। অথচ বাবলু কত সহজে উঠে গেল।"

ভোম্বল বলল, "তোমার উঠে আসার ব্যবস্থা করছি আমরা। একটু অপেক্ষা করো।"

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই তখন তৎপর হয়ে একটি গাছের সঙ্গে নাইলনের লম্বা ফিতে একটা ভাল করে বেঁধে খাদের মধ্যে ঝুলিয়ে দিল। আর তখনই সেই ফিতেটা ধরে অনায়াসে উঠে এল অনু। এসেই আবেগে জড়িয়ে ধরল বাচ্চু-বিচ্ছুকে।

বাচ্চু বলল, "কী ভাগ্যিস খাদে পড়ে হাত-পা ভাঙেনি তোমার!"

"তবে কেটেছড়ে গেছে অনেক জায়গায়। গা, হাত পায়ে ব্যথাও হয়েছে খুব। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না বাবলুর কী হল।"

"তোমাদের দু'জনের খোঁজেই এসেছিলাম আমরা। ওই দুর্ঘটনাই বলো আর যাই বলো, ঘটনাস্থল থেকেই চারদিকে নজর রাখতে রাখতে এগোচ্ছিলাম। হঠাৎই খাদের পাশে ভালুকগুলোকে দেখে সন্দেহ হল আমাদের। তাই আলো ফেলে ভয় দেখিয়ে ওদের ওখান থেকে সরিয়ে দিয়ে এখানে এলাম। ওগুলো ওখানে না থাকলে পাশ দিয়েই বেরিয়ে যেতাম আমরা। এখন চলো আম্মাপালিতে গিয়ে রিয়াং-এর সঙ্গে দেখা করি। ও বেচারি এতক্ষণ হানটান করছে আমাদের জন্য।"

"আম্মাপালিতে! রিয়াং?"

"হ্যাঁ। ওর ফোন পেয়েই তো আমরা আসছি।"

হঠাৎ কী যেন একটা আবিষ্কার করতে পেরে চিৎকারে মাত করে দিল পঞ্চু।

বিলু, ভোম্বল দু'জনেই ছুটে গেল সেদিকে। গিয়ে দেখল বাবলুর পিস্তলটা এক জায়গায় পড়ে আছে পাথরের খাঁজে।

ভোম্বল সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, "কিডন্যাপ্‌ড।"

বিলু বলল, "মনে হচ্ছে অতর্কিতেই আক্রমণ করেছে কেউ ওকে।"

"এবং এমনভাবে যে, ওদের বাধা দেওয়ারও সময় পায়নি। বেচারি!"

"কিন্তু কেন?"

বিলু বলল, "একটাই সন্দেহ এবার আমার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে।"

ভোম্বল বলল, "কীরকম?"

"আমার মনে হচ্ছে এই খাদের মধ্যেই জঙ্গিদের কোনও অস্ত্রশস্ত্র বা ওই ধরনের কিছু লুকনো আছে। ওরা রাতের অন্ধকারে সেগুলো নিতে এসেই বাবলুকে ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর ওপর। আর তখনই ধস্তাধস্তিতেই হোক বা বাবলুই ইচ্ছে করে অনুর অবস্থানটা বোঝাবার জন্যই হোক পিস্তলটা ফেলে দেয় ওদের নজর এড়িয়ে।"

বিচ্ছু বলল, "ইচ্ছে করে বিপদের মুহূর্তে ওই পিস্তল কখনওই হাতছাড়া করবে না বাবলুদা। ওটা পড়েই গেছে।"

"সে যা হোক একটা কিছু হয়েছেই। এখন তোরা একটু অপেক্ষা কর, আমি চট করে ভেতরটা একটু দেখে আসি।" বলেই বিলু হাত ধরে টান দিল ভোম্বলের। বলল, "তুইও আয় আমার সঙ্গে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সেই ফিতে ধরে বিলু, ভোম্বল দু'জনেই নামল খাদের ভেতরে। তারপর টর্চের আলোয় চারদিক দেখতে দেখতে হঠাৎই কী যেন দেখে চিৎকার করে উঠল ভোম্বল।

চাপা একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল বিলুর কণ্ঠ থেকেও। ওরা দু'জনেই দু'জনকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে লাগল থরথর করে।

কী এমন দেখল ওরা যে, এতই ভয় পেয়ে গেল?

বাচ্চু, বিচ্ছু, অনুও তখন ছুটে এল খাদের দিকে। পঞ্চু তারস্বরেই চিৎকার করতে লাগল, "ভৌ ভৌ ভৌ ভৌ।"

ওরা দেখতে পেল পাথরের খাঁজের আড়ালে আধো অন্ধকারে বেশ বড়সড় একটি সাপ ওদের লক্ষ করে ফণা দোলাচ্ছে। আর-একটু হলেই সাপের গায়ে পা দিত ওরা। সাপটা অসম্ভব রকমের তেজি। মাঝে মাঝে ফোঁস ফোঁস করে এমন শব্দ করছে যে, ভয়ে বুক শুকিয়ে যাচ্ছে ওদের।

ওরা তাই নড়াচড়া করতেও ভুলে গেল।

এমন সময় বাচ্চু আর বিচ্ছুর জোরালো টর্চের আলো সাপের ফণার ওপর পড়তেই সাপটা ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিল নিজেকে। তারপর একটু একটু করে নিজেব গর্তে ঢুকে গেল।

একটা হিম স্রোত বয়ে গেল বিলু আর ভোম্বলের শিরদাঁড়া বেয়ে। এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ওরা।

অনু ওপর থেকে হেঁকে বলল, "আর তোমাদের নীচে থাকতে হবে না। শিগগির ওপরে উঠে এসো।"

বাচ্চু-বিচ্ছুও তাই বলল।

বিলু বলল, "জাস্ট এ মিনিট।" বলে ভোম্বলকে নিয়ে চারদিকে আলো ফেলতে ফেলতেই এক জায়গায় দেখতে পেল অনেক আগ্নেয়াস্ত্র একটি ঝোপের মধ্যে লুকনো আছে। আর আছে বেশ কয়েকটি তাজা বোমা।

ভোম্বল বলল, "ওই আগ্নেয়াস্ত্রগুলোর ভেতর থেকে কয়েকটা সরিয়ে নিলে হয় না?"

বিলু বলল, "লাভটা কী? আমাদের তো কোনও কাজে লাগবে না। তার চেয়ে চল আমরা আম্মাপালিতে গিয়ে রিয়াং-এর সঙ্গে দেখা করি। পরে সবাই মিলে থানায় গিয়ে বাবলুর নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা জানিয়ে ওই অস্ত্রগুলোর কথা বলে আসব।"

"সেই ভাল।" বলে ওরা সেই ঝোলানো ফিতের সাহায্যে ছোট-বড় পাথরের খাঁজে পা দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওপরে উঠে পড়ল।

অনু বলল, "ভগবান রক্ষা করেছেন তোমাদের। না হলে আর একটু হলেই...।"

বিচ্ছু বলল, "শুধু কি ওদের? তোমরাও তো অনেকক্ষণ ছিলে ওই গর্তের ভেতর। সাপটা যদি তখনই আক্রমণ করত তোমাদের? তাই ভগবান শুধু ওদের নয়, তোমাদেরও দু'জনকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু এর পর বাবলুদার যে কী হল তা কে বলতে পারে? যদি বাবলুদা ওই হিংস্র ভালুকগুলোর নজর এড়িয়ে নিজে কোথাও আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে থাকে তা হলে সে ঠিক এই জায়গাতেই আবার ফিরে আসবে। কিন্তু তা যদি না হয়ে থাকে, অর্থাৎ সত্যি সত্যিই যদি সে কোনও দুষ্টচক্রের কবলে পড়ে থাকে তা হলে কী যে হবে ওর, কে জানে?"

অনু বলল, "টেররিস্টদের হাতে পড়লে ওর আর বাঁচার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না ওর হাতে পিস্তল থাকা সত্ত্বেও.. ।"

বাচ্চু বলল, "পিস্তল বা রিভলভার হাতে থাকলেই কি সবসময় জয়লাভ করা যায়? সেটা যথাস্থান থেকে বের করবার সময় পেলে তবে তো?"

বিলু বলল, "এখানে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ওদিকে রিয়াং-এর কাছে না পৌঁছনো পর্যন্ত ওর মন স্থির হবে না। অতএব এগোনো যাক।"

ওরা আর কালবিলম্ব না করে গাড়িতে এসে বসল।

অনু ড্রাইভারের অত্যন্ত পরিচিত। অনুকে দেখেই ড্রাইভারের চোখ কপালে উঠে গেল। বলল, "তোমারই খোঁজে এই রাতদুপুরে আমাদের আসা-এই পথে। তোমাকে যে এভাবে এখানে পাওয়া যাবে তা আমরা ভাবতেও পারিনি।"

ওরা সবাই গাড়িতে বসলে গাড়ি অন্ধকারে গতি নিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলল।

অল্প সময়ের মধ্যেই পৌঁছে গেল আম্মাপালি।

এ-পথের অভিজ্ঞ ড্রাইভার আম্মাপালির পুলিশ ফাঁড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালে সবাই গিয়ে সেই মজুত অস্ত্র ও বাবলুর ব্যাপারে পুলিশকে জানাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এখানকার পুলিশ এক মুহূর্তও দেরি না করে বেশ কয়েকজনকে নিয়ে দ্রুত রওনা হল সেই অস্ত্র উদ্ধারের জন্য। বাবলুর ব্যাপারটা শুনেও বোধহয় শুনতে পেল না। তাই ওর ব্যাপারে কোনও উচ্চবাচ্য না করে অস্ত্রগুলোর জন্যই মাথা ঘামাতে লাগল বেশি।

বিলুরা তখন ঠিকানা খুঁজে প্রভুদয়ালের বাড়িতে এসে রিয়াং-এর সঙ্গে মিলিত হল।

এত রাতেও রিয়াং-এর চোখে ঘুম ছিল না। ও ছুটে এসে অনুকে জড়িয়ে ধরে ওর সব কষ্ট ভুলে গেল যেন। বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দারা সত্যিই 'লাকি' রে অনু। না হলে ওই পথ দিয়েই তো আমিও এলাম। কই আমার নজরে তো পড়লি না তুই!"

অনু বলল, "তবুও এখন আমাদের আনন্দ করবার সময় নয় রে।"

"কেন নয়? তোকে ফিরে পেলাম এ কি কম কথা?"

"কিন্তু আমাদের মধ্যে যে আর-একজন নেই সেটা কি লক্ষ করেছিস?"

"হ্যাঁ, সত্যিই তো! আসল লোককেই তো দেখছি না। তাকে কোথায় রেখে এলি?"

"সম্ভবত টেররিস্টদের হাতেই পড়ে গেছে। ওর পিস্তলটাকে উদ্ধার করেছে পঞ্চু। কিন্তু বাবলুর কোনও সন্ধান নেই।"

"ও মাই গড। তা হলে কী হবে?"

"এই রাতের অন্ধকারে তো কিছু করা সম্ভব নয়। কাল সকাল থেকেই খোঁজখবর নেওয়া শুরু হবে ওর। এখন কোনওরকমে মাকে যদি একটা ফোন করা যেত!"

রিয়াং বলল, "সে-কথা আবার বলতে? পাশের ঘরেই ফোন আছে, চল।"

ওরা পাশের ঘরে গিয়ে ফোনে যোগাযোগ করল মা'র সঙ্গে।

মেয়ে যে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে এই আনন্দেই অধীর হলেন মা। তবে বাবলুর সংবাদে খুবই উৎকণ্ঠিত হলেন।

অনু বলল, "মা, আমার জন্য একটুও চিন্তা কোরো না। আমি এখন কয়েকটা দিন এদের সঙ্গেই থাকব। রোজই ফোনে যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে।"

মা বললেন, "সাবধানে থাকিস তা হলে।" বলে ফোন রাখলেন।

ওরা সবাই বাকি রাতটুকু গল্প করেই কাটিয়ে দিল প্রভুদয়ালজির বাড়িতে। ওঁদেরই সহযোগিতায় একটু ফার্স্ট-এড দেওয়া হল অনুকে। ব্যথা কমাবার ওষুধও পাওয়া গেল ইমার্জেন্সি বক্স থেকে। কী সুন্দর আতিথেয়তা এঁদের।

ভোরে গরম চা আর বিস্কুট এল সকলের জন্য।

প্রভুদয়ালজি অনেক ভাঙা বিস্কুট খেতে দিলেন পঞ্চুকে।

চা-পর্ব শেষ হলে বিলুরা বিদায় নিতে চাইল।

প্রভুদয়ালজি বললেন, "আভি তুমসব কিধার যানে কো বিচার কিয়া?"

বিলু বলল, "আমরা এখান থেকে কহলগাঁও যাব। কেন না আমাদের ওই নিখোঁজ ছেলেটি যদি কোনওরকমে ওদের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসতে পেরে থাকে তা হলে সে কহলগাঁওতেই অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য।"

"উধার জান পয়ছান কোই হ্যায় তুমহারা?"

"না। আমরা কোনও হোটেল বা লজে উঠব।"

"একই লজ হ্যায় হুঁয়া পর, স্টেশন কি বগলমে।"

"ওইখানেই তা হলে উঠব আমরা।"

"ও লজ হ্যায় মেরা দোস্ত কা। মেরা নাম বতাওগে তো কনসেশন ভি মিল যায়েগা। উনকো কহিয়েগা কি তুম সব পুরবুদয়ালকা (প্রভুদয়াল) জান পয়ছান পারসন। তো ও বহুত খুশ হো যায়েগা।"

ড্রাইভার গাড়িতেই ছিল। অঘোরে ঘুমোচ্ছিল সে। ওদের ডাকে ঘুম ভেঙে উঠেই বলল, "এবার কোথায়?"

বাবলু বলল, "কহলগাঁও। ওইখানে স্টেশনের কাছে যে লজটা আছে ওই লজে আমাদের পৌঁছে দিলেই আপনার ছুটি। আপনি আপনার টাকা নিয়ে ফিরে যাবেন।"

ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিল। গাড়ি এগিয়ে চলল কহলগাঁওয়ের দিকে।

কহলগাঁও-এর পথ বড়ই রমণীয়। কখনও পাহাড়, কখনও জঙ্গল, কখনও গঙ্গার শোভা দেখতে দেখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পথচলা। গঙ্গার মাঝখানে ছোট ছোট পাহাড়। সেইসব পাহাড়ে ছোট ছোট মন্দির, কী সুন্দর!

অবশেষে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ওরা কহলগাঁওতে পৌঁছল। স্টেশন এলাকাতেই বড় রাস্তার ধারে একটিই মাত্র লজ। ড্রাইভারের পরিচিত জায়গা। তাই কাউকে জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন হল না। ড্রাইভার লজের সামনে নামিয়ে দিল ওদের। মেন রোড থেকে ছোট্ট একটি গলিব ভেতর দিয়ে প্রবেশপথ।

ওরা সবাই গাড়ি থেকে নেমে দোতলায় অফিসঘরে গেল।

ম্যানেজার একবার পঙ্কুকে দেখে কিছু যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই বিলু প্রভুদয়ালজির নাম করল।

ম্যানেজার একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর তিনতলার বড় ঘর একটি দিয়ে দিলেন ওদের।

ওরা সেই ঘরে জিনিসপত্র রেখে ড্রাইভারের হাতে গাড়িভাড়ার টাকা যা হয় তা দিয়ে বিদায় দিল।

অনু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "এ তো অনেক টাকা! এত টাকা তোমরাই বা দেবে কেন? এ টাকা আমাদেরই দেওয়া উচিত। আমার মা দেবেন।"

বিলু বলল, "ওইসব হিসেবনিকেশ পরে হবে। অভিযানে বেবিয়ে আমরা এসবের চিন্তা করি না। এখন আমাদের চিন্তার বিষয়ই হল বাবলু।"

কথাটা ঠিক। কেন না এই মুহূর্তে বাবলুই তো একমাত্র চিন্তার বিষয়। বাবলু কী এমন অবস্থায় পড়ল যে, অমন দুর্দান্ত একটি ছেলে হয়েও পিস্তলটাকে ও ব্যবহার করতে পাবল না? যারা ওকে অপহরণ করল তারাই বা কারা? তারা কি সত্যিই টেররিস্ট, না ওদেরই শত্রুপক্ষের কেউ? বাবলুর কী হল? ওরা তাকে কেনই বা উঠিয়ে নিয়ে গেল? নিয়ে যাওয়ার পর আদৌ ওকে মেবে ফেলল কি না এসব তো খতিয়ে দেখতে হবে? তাই বাবলুকে উদ্ধার করাই ওদের এখন একমাত্র লক্ষ্য। বাবলু সঙ্গে না থাকলে মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করাও অসম্ভব। তা সে ধর্মচক্র উদ্ধারই হোক, বা লালজি ভিমানির মোকাবিলা করার ব্যাপাবই হোক, বাবলুর বুদ্ধি এবং যুক্তিকে বাদ দিয়ে কিছুই কবা যাবে না।

ভোম্বল বলল, "ঘর তো পাওয়া গেল। এখন আমাদেব কাজকর্ম কীভাবে এগোবে সেই নিয়েই একটু আলোচনায় বসা যাক।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "হ্যাঁ, পরিকল্পনা যা কিছু করবার তা এখনই করে নেওয়া ভাল।"

বিলু বলল, "তার আগে রাতের অভিযানের ক্লান্তি একটু দূর করে নিই আয়। দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নে সব।"

ওরা সবাই ফ্রেশ হয়ে নিল এক-এক করে। তারপর বেল বাজিয়ে লজের ছেলেটিকে ডেকে সকলের জন্য টোস্ট আর চায়ের অর্ডার দিল।

ছেলেটি চলে গেলে ওবা ঘরের ভেতব থেকেই বাইরের পবিবেশ দেখতে লাগল সকলে।

ঘরটি বেশ বড়সড়। ঘরের জানলা দিয়ে কাছের দূরের পাহাড়ের শোভা, স্টেশনের ট্রেন চলাচল সবকিছুই ভালভাবে দেখা যায়।

বিলু বলল, "কী সুন্দর।"

বিচ্ছু বলল, "এইসব জায়গায় এসে বেশ কিছুদিন থাকলে শবীব-স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যাবে, কী বলো?"

ভোম্বল বলল, "মোটেই না। শরীর বরং আরও খাবাপ হয়ে যাবে।"

বাচ্চু বলল, "কেন, এ-কথা বলছ কেন?"

"এই ঘরের ভাড়া কত?"

"জানি না।"

"না জানলে শরীর ভাল থাকবে। জানতে পারলে দেহমন খারাপ হয়ে যাবে দুটোই।"

রিয়াং বলল, "এ তো ভারী অদ্ভুত কথা।"

ভোম্বল বলল, "মোটেই অদ্ভুত কথা নয়। এই লজের সিঙ্গল রুমের চার্জ সত্তর টাকা। আমরা ছ'জন আছি, তাই এর চার্জ তিনশো টাকা। প্রভুদয়ালজির নাম করায় পঞ্চাশ টাকা কম। না হলে সাড়ে তিনশো টাকা দিতে হত। এত টাকা দিয়ে ঘর নিয়ে কি স্বাস্থ্যোদ্ধার করা যায়? টাকার কথা মনে হলেই মুখ শুকিয়ে যেত। স্বাস্থ্য উদ্ধারের জায়গায় স্বাস্থ্য খারাপ করেই ফিরে যেতে হত একসময়।"

ভোম্বলের কথার অর্থ বুঝে হাসল সবাই।

বিচ্ছু বলল, "এদিক থেকে ভোম্বলদা কিন্তু ঠিক কথাই বলেছে। অনুদের যেমন সাহেবগঞ্জে বাড়ি, সেরকম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাড়ি এখানেও একটা যদি থাকত তা হলে আমরা মাঝে মাঝেই আসতাম এখানে।"

অনু বলল, "মোটেই আসতে না তোমরা। তোমাদের যা ব্যাপার-স্যাপার দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউও যেমন থামে না, তোমাদের অভিযানেরও তেমনই শেষ হয় না। তোমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা, সেটা হল সময়ের।"

বাচ্চু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। তবুও তোমাদের সাহেবগঞ্জ যেমন সুন্দর, কহলগাঁও-ও তেমনই। এর প্রকৃতি যেন আরও সুন্দর। একেবারে পাহাড়ের কোলে।"

এই সমস্ত কথাবার্তার মধ্যেই ভোম্বল হঠাৎ কী ভেবে যেন উঠে দাঁড়াল। তারপর বলল, "তোরা বোস, আমি একটু আসছি।" বলে পায়ে চটিটা গলিয়ে হনহন করে নীচে নেমে গেল।

পঞ্চু এতক্ষণ মনমরা হয়ে ঝিম মেরে বসে থাকলেও ভোম্বলকে ওইভাবে নেমে যেতে দেখে সেও পিছু নিল ওর।

একটু পরেই চা-টোস্ট নিয়ে হাজির হল লজের ছেলেটি। তারপরই ভোম্বল এল ঠোঙাভর্তি গরম শিঙাড়া নিয়ে। কী বড় বড় শিঙাড়া এখানকার। দেখলে লোভ হয়। মনে হয় ও নিশ্চয়ই নীচের দোকানগুলোর দিকে তাকিয়ে লক্ষ করেছিল। তাবপরই প্রয়োজন বুঝে নিয়ে এল সব।

একমাত্র রিয়াং ছাড়া কাল রাত থেকে সকলেই তো অভুক্তপ্রায়। অনুদের বাড়িতে বিলুরা সন্ধের দিকে কিছু অবশ্য খেয়েছিল। কিন্তু তাকে কি খাওয়া বলে? যে বাড়ির একমাত্র মেয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে, সে বাড়িতে খাওয়ার বিলাসিতা কীভাবে সম্ভব?

যাই হোক, ওরা সবাই যে-যার সুবিধেমতো জায়গায় বসে জলযোগের পর্ব শেষ করল।

পঞ্চুও অনেকবার শুঁকে ওর খাদ্য গ্রহণ করল অল্প কিছু। তারপর নীরবে একভাবে চেয়ে রইল সকলের মুখের দিকে। কতক্ষণে ওরা বাবলুর খোঁজে বের হয, সেই আশায়।

বিলু একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "এবার কিন্তু কাজের কথায় আসা যাক। আমাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল লালজি ভিমানির কবল থেকে ওই দুর্লভ ধর্মচক্রটি উদ্ধার কবা। লালজির আস্তানা যে এখানে কোথায় তা আমরা সাহেবগঞ্জেই হোটেলের সেই ভদ্রলোকের মুখ থেকে শুনেছি। গঙ্গার মাঝখানে ছোট ছোট বেশ কয়েকটি নাকি পাহাড় আছে এখানে। তারই একটিতে যেখানে রাঙাবাবার আশ্রম, সেই আশ্রমেই উনি আছেন।"

রিয়াং বলল, "তার মানে উনি আমাদের হাতের মুঠোয়। কোনওরকমেই আমাদের নজর এড়িয়ে ওই জায়গা থেকে উনি পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না।"

বিলু বলল, "এখানেই একটু কিন্তু আছে।"

অনু বলল, "কীরকম।"

"উনি ওই জায়গা থেকে পালিযে বাঁচবার অনেক অবকাশ পাবেন। তার কারণ আমরা যে এখানে এসে হাজিব হয়েছি এ খবর কি এতক্ষণে উনি পাননি ভেবেছ? নিশ্চয়ই পেয়েছেন।"

ভোম্বল বলল, "নাও পেতে পারেন। কেন না, আমরা তো খুব সকালেই এসেছি।"

"তাতে কী? মনে রাখবি এই জায়গায় কিন্তু এই একটিই মাত্র লজ। তাই ওঁর পেটোয়া কোনও লোক সবসময়ই নজর রাখবে এই লজের দিকে। অতএব খবর ওঁর কাছে পৌঁছে যাওয়াটা কোনও ব্যাপারই নয়। তাই ধরে বাখতে হবে, এতক্ষণে উনি সতর্ক হয়ে গেছেন অথবা ওঁর খোঁজে আমরা যাওয়ার আগেই সরে পড়বেন উনি।"

বিচ্ছু বলল, "এরকমই হওয়া সম্ভব। তাই এখন কী করবে বলো?"

"একে একে সব বলছি। লালজির ব্যাপারে যখন আমরা আবার নতুন করে মাথা ঘামাতে গেলাম তখন কী হল? না অনুকে কিডন্যাপ কবল ওরা। ফলে ওই ধর্মচক্র উদ্ধারের বদলে অনুকে উদ্ধার করতেই আমরা ব্যস্ত হয়ে পডলাম। অবশেষে অনেক উৎকণ্ঠার পর অনু যখন উদ্ধার হল তখন আমরা কী দেখলাম? দেখলাম বাবলুই নিখোঁজ। অর্থাৎ আমরা আশাহত হলাম। এমনকী আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাটাই ব্যর্থ হয়ে গেল। তাই এই মুহূর্তে এখন আমরা কী করব বল? বাবলুর খোঁজে যাব, না আলেয়ার পেছনে ছুটব বোকার মতো?"

বিচ্ছু বলল, "আগে বাবলুদার খোঁজ। তারপরে অন্য কথা।"

সবাই একবাক্যে বলল, "এরকমই হওয়া উচিত।"

"তা হলেই একটা প্রশ্ন আমাদের মনে জাগা স্বাভাবিক যে, বাবলু এখন কোথায়? বাবলু নিখোঁজ হয়েছে মির্জাচৌকির অরণ্যে একটি খাদের ওপর থেকে। বন্যজন্তুর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সে নিজেও পালিয়ে থাকতে পারে, আবার টেররিস্টদের হাতেও পড়ে থাকতে পারে। এই ব্যাপারে প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আশঙ্কাকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। কেন না বাবলুর মতো ছেলে একটি অসহায় মেয়েকে গর্তের মধ্যে ফেলে রেখে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য গা-ঢাকা দেবে, এ অসম্ভব। তবে দ্বিতীয় আশঙ্কাকেই সত্যি বলে মেনে নিতে হবে, তার কারণ ও যে কোনও একটি দলের হাতে ধরা পড়েছে তা অনুর বক্তব্য থেকেই বোঝা যায়।"

ভোম্বল বলল, "সেরকমই তো হয়েছে। আর সে কারণেই সমস্যাটা এখন আরও জটিল। আমরা তো দিব্যি একটা ভাল আশ্রয়ের মধ্যে আছি। ওর খোঁজ কোথায় পাব?"

অনু বলল, "আমার মনে হয় এখানে আমাদের ডেরাটা ঠিক রেখে আবার ওই জঙ্গলেই আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত। তার কারণ টেররিস্টরা নিশ্চয়ই শহরের দিকে আসবে না। ওরা আশপাশের গ্রামগুলোকেই বেছে নেবে। সেক্ষেত্রে দলবদ্ধ হয়ে আমরা যদি পঞ্চুকে নিয়ে গ্রামে-গ্রামে অনুসন্ধান চালাই তা হলে নিশ্চয়ই আমরা ওর সন্ধান পাব।"

বিলু হেসে বলল, "তার আগেই আমরা বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাব। কেন না ব্যাপারটা এত সোজা নয়।"

রিয়াং বলল, "তবে কি বাবলুকে উদ্ধার করা যাবে না?"

বিলু দু'হাতে কপালটাকে চেপে ধরে বলল, "আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। ব্রেনটাও আর কাজ করছে না। কী যে করি! ওই জায়গাটাও এখান থেকে অনেক দূর। এত দূর থেকে ওই জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা খুবই কঠিন।"

এমন সময় রিয়াং-এর কী যেন মনে হতেই চোখ কপালে তুলে বলল, "এই যাঃ। মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে।"

বিচ্ছু বলল, "কী হল তোমার?"

"প্রভুদয়ালজির বাড়িতে স্কুটারটাই যে রয়ে গেছে আমার। পরের জিনিস। কী ভাববে বলো তো?"

ভোম্বল বলল, "আমাদের তা হলে বাবলুর খোঁজে আবার ওখানেই যেতে হচ্ছে। না হলে স্কুটারটাকে উদ্ধার করা যাবে না।"

রিয়াং বলল, "শোনো, এখন আমরা সর্বাগ্রে স্টেশনে যাই চলো। যদি কোনও ট্রেন থাকে তা হলে ওই ট্রেনেই আমরা আম্মাপালিতে গিয়ে স্কুটারটাকে উদ্ধার করে বাবলুর অনুসন্ধানে লেগে পড়ি। আর দেরি করা ঠিক হবে না।"

অনু বলল, "ধরো যদি ট্রেন এখন না থাকে তা হলে কী করবে?"

বিলু বলল, "তা হলে গাড়ির ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।"

ওরা সঙ্গে সঙ্গে যাওয়ার জন্য তৈরি হল। তারপর পঞ্চুকে নিয়ে বেরোবার যখন উপক্রম করছে ঠিক তখনই দরজায় টক-টক শব্দ।

বিলু ভেতর থেকে সাড়া নিল, "কে?"

"দরোয়াজা তো খোলিয়ে।"

ভোম্বল দরজা খুলতেই হোটেলের ছেলেটি বলল, "ভাইসাব! ম্যানেজার তুম সবকো বুলাতা হৈ।"

"ম্যানেজার ডাকছে? কেন? কী কারণে?"

"ও তো মুঝে মালুম নেহি।"

ওরা তো যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েই ছিল, তাই দরজায় তালা লাগিয়ে হইহই করে হাজির হল দোতলায় ম্যানেজারের ঘরে। এসেই দেখল আম্মাপালির এক যুবক, যাকে ওরা প্রভুদযালজির বাড়িতে দেখেছিল, এসে বসে আছে সেখানে।

ওদের দেখেই যুবক হেসে বলল, "এই তো, এরাই।" বলে রিয়াংকে বলল, "তুম স্কুটার ছোড়কে আয়া না? দয়ালজিনে বতায়া হামকো। হাম লে কর আয়া।"

রিয়াং উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, "সত্যি, কী বলে যে ধন্যবাদ জানাব আপনাকে! ওই স্কুটারের জন্যই আমরা আবার যাচ্ছিলাম ওখানে। তা ছাড়া আমাদের এক বন্ধু উধাও হয়েছে মির্জাচৌকির জঙ্গলে। ওর ব্যাপারেও একটু খোঁজখবর নেওয়ার দরকার ছিল।"

যুবক হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল, "আভি উধার মাত যাও তুম সব। কিউ কি তুমাহারা এনার্জি পুরা লস হো যায়েগা।" বলে যা বলল তার মর্মার্থ এই—ওদের অভিযোগমতো কয়েক ব্যাটেলিয়ান পুলিশ ওই জঙ্গল তোলপাড় করতে শুরু করেছে। আশপাশের গ্রামে গিয়ে উগ্রপন্থীদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছে। সেই খাদের

ভেতর থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার করেছে পুলিশ। দয়ালজি ওঁর মোবাইল ফোনে খবর নিয়েই সব জেনেছেন। তাই এখন আর নতুন করে ওখানে গিয়ে কোনও লাভ নেই। টেররিস্টরা ধরা পড়লেই জীবিত অথবা মৃত বাবলু উদ্ধার হবেই। ওই অঞ্চলের কোনও গ্রামের কোনও বাড়িতে বাবলুকে যদি লুকিয়ে রেখে থাকে তারা, তা হলেও পুলিশই খুঁজে বের করবে তাকে।"

যুবকের কথা শুনে আশ্বস্ত হল সকলে।

বিলু বলল, "তা হলে আমাদের এখন অপেক্ষা করাই ভাল।"

ভোম্বল বলল, "বাবলুকে যদি পাওয়া যায় তা হলে পুলিশ নিশ্চয়ই তাকে সাহেবগঞ্জেই পাঠিয়ে দেবে?"

যুবক বলল, "তা কেন? সে এখানেই আসবে।"

অনু বলল, "এখানকার খোঁজ পাবে কী করে সে?"

"ওর ব্যাপারে তোমরা তোমাদের মনের মধ্যে কোনওরকম দুর্ভাবনা রেখো না। আমাদের আম্মাপালির লোকেরা, বিশেষ করে দয়ালজি দারুণ চাপ দিয়েছেন পুলিশকে। তোমাদের বন্ধুর খোঁজ পাওয়া গেলে তাকে এখানেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই ব্যাপারে তোমরা মাঝে-মাঝে ফোনে যোগাযোগ করবে দয়ালজির সঙ্গে। ওঁর ফোন নম্বরটা তোমরা রেখে দাও।"

বিলু সঙ্গে সঙ্গে নম্বরটা টুকে রাখল ওর নোটবুকে। তারপর বলল, "যাক, একটু নিশ্চিন্ত হলাম।"

যুবক বলল, "এখানকার ফোন নম্বরও আমি নোট করে নিয়েছি। পুলিশ রিপোর্ট পেলে নিজেই আমি জানাব।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "খুব ভাল হয় তা হলে।"

রিয়াং বলল, "স্কুটার তা হলে রেখেছেন কোথায়?"

"নীচে আছে। তবে কি না চাবি তো নেই। তাই একজনকে নজর রাখতে বলেছি।"

"চাবি আমার কাছে। আমি এখনই গিয়ে চাবি দিয়ে আসছি। চলুন যাই।"

অনু বলল, "তারপর কোথাও গিয়ে বেশ ভাল করে একটু চা টা খেয়ে নেওয়া যাক। এতটা পথ স্কুটার চালিয়ে এসেছেন আপনি। পথশ্রমে নিশ্চয়ই ক্লান্ত?"

যুবক বলল, "স্কুটার চালিয়ে তো আসিনি আমি। ওটা নিয়ে আমি ট্রেনেই এসেছি। এখন যাবও আমি ট্রেনে।"

বিলু বলল, "তবু চা জলযোগ একটু করতেই তো হবে। না হলে আমাদের মনে যে খেদ রয়ে যাবে একটা।"

যুবক ওদের সঙ্গে নীচে নেমে স্কুটার যেখানে রাখা ছিল সেখানে নিয়ে গেল। রিয়াং স্কুটারে চাবি দিয়ে চাবিটা অনুকে দিতেই অনু একটা বুথে গিয়ে টেলিফোন করল কাকে যেন।

ওদিক থেকে উত্তর আসতেই দু' চার কথা বলার পর বলল, " জংলির স্কুটারটা তেলহীন অবস্থায় জঙ্গলেই পড়ে আছে সমরদা। ওটা নিশ্চয়ই থানায় জমা পড়বে। তুমি তোমারটা একটু কষ্ট করে কহলগাঁওতে এসে নিয়ে যাও। আমাদের বিপদ যে কতটা তা তুমি জানোই। আমাদের পক্ষে এখন কোনওভাবেই ওখানে যাওয়া সম্ভব নয়। স্কুটারটা এখানে পড়ে থাকলে তোমারই অসুবিধে। ওর চাবি ম্যানেজারের কাছে দেওয়া থাকবে। আমরা ঘরে না থাকলেও তোমার কোনও অসুবিধে হবে না। তোমার স্কুটার তোমার সময়মতো যখন হোক এসে তুমি নিয়ে যেয়ো। ওই দারুণ বিপদের মুহূর্তে স্কুটারটি দিয়ে সাহায্য করার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

ফোনে কথা বলার পর অনুই গিয়ে চাবিটা অফিসঘরে ম্যানেজারের কাছে জমা দিয়ে এল। এর পর একটা দোকানে বসে যুবককে সঙ্গে নিয়েই আবার নতুন করে চা-পর্ব শুরু করল ওরা।

যুবক বিদায় নিলে ওরা আবার গেল টেলিফোন বুথে। তার কারণ অনেকক্ষণ তো হয়ে গেছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাবলুর ব্যাপারে কোনও-না-কোনও একটা খবর পাওয়া যাবে। এই ভেবেই ফোন করল দয়ালজিকে।

ফোনটা প্রভুদয়ালজি নিজেই ধরেছিলেন। বিলুর ফোনের উত্তরে যা তিনি বললেন তা যেমন আশাপ্রদ তেমনই দুর্ভাবনার। ফোন রেখে বিরস বদনে ও যখন বেরিয়ে এল তখন সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে তাকাল ওর মুখের দিকে।

ভোম্বল বলল, "কী হল! কী বললেন দয়ালজি?"

"উনি বললেন, বাবলু সে রাতে কোনও টেররিস্টের হাতে পড়েনি। নিকটবর্তী একটি গ্রামের লোকেরা চোরের সন্ধানে বেরিয়ে হঠাৎ করে ওই খাদের ভেতর থেকে বাবলুকে বেরিয়ে আসতে দেখে ওকেই চোর মনে করে জাপটে ধরে। তারপর মারতে মারতে গ্রামে নিয়ে আসে। ও কিছু যেন বলতে চেয়েছিল, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সেইসময় একদল ভালুকের মুখোমুখি হওয়ায় ওরা কোনওরকমে ওকে নিয়ে এসে একটা ঘরের মধ্যে তালা দিয়ে রাখে। গ্রামের লোকগুলো একেবারেই বুনো দেহাতি। তাই বাবলুর একটা কথাও বুঝতে পারেনি ওরা। পরে সকালে দরজা খুলে দেখে রাতের অন্ধকারেই তালাবন্ধ ঘর থেকে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে বাবলু। এই ব্যাপারে পুলিশ তদন্ত করছে।"

বিচ্ছুর মুখে হাসি ফুটল এতক্ষণে। বলল, "যাক বাবা। বাবলুদা যে টেররিস্টদের হাতে পড়েনি এই রক্ষে।"

অনু বলল, "মোটেই তা নয়। তালাবন্ধ ঘর থেকে পালানো একটা অসম্ভব ব্যাপার। তা ছাড়া ওখান থেকে পালিয়ে সে গেলই বা কোথায়? রাতের অন্ধকারে ওই সমস্ত অঞ্চল অত্যন্ত বিপজ্জনক। তার ওপরে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র সে। বিশেষ করে ও আমাকে বলেছিল ওর কাছে নাকি অনেক টাকা-পয়সাও আছে। তাই যতক্ষণ্ না ওর কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায় ততক্ষণ কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তোমরা তো দেখেই এসেছ রাতের অন্ধকারে এই সমস্ত পথ কীরকম ভয়াবহ।"

বিয়াং বলল, "অনুর কথাটা অবশ্যই ভেবে দেখবার মতো। বাবলু যদি সত্যি সত্যিই বিপন্মুক্ত হয়ে থাকে তা হলে অবশ্যই সে অনুদের বাড়িতে একবার ফোন করে ওর নিজের কথা জানাবে। তা না হলেই কিন্তু ধরে নিতে হবে বিপদের পর বিপদ এসে আবার ঘিরে ফেলেছে ওকে।"

বিয়াং-এর কথা শেষ হতেই অনু বুথে গিয়ে ফোন করল ওর মাকে।

মা ফোনেই উত্তর দিলেন, "কই, না তো! বাবলুর কোনও ফোন আসেনি।"

অনু তখন এখানকার ফোন নম্বর মাকে দিয়ে বলল, "ওর কোনও খবরাখবর পেলেই তুমি কিন্তু জানাবে। আমাদের না পেলেও ফোন যে ধরবে, তাকেই বলে দেবে। আমরা ঠিক খবর পেয়ে যাব।"

দুর্ভাবনার একটা কালো মেঘ এসে আচ্ছন্ন করল ওদের সবাইকে। গ্রহণের প্রকৃতির যেমন অবস্থা হয় ঠিক তেমনই হয়ে গেল সকলের মুখ। পঙ্কুর অবস্থাও তখন এমনই করুণ যে, ওর দিকে তাকালেও যেন চোখে জল আসে।

এমন সময় হোটেলের সেই ছেলেটি হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, "এই, শুনো! তুমহারা এক জরুরি ফোন আয়া।"

বিলু আর ভোম্বল তো সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ল। সেইসঙ্গে পঙ্কুও।

ম্যানেজার বললেন, "তোমাদের ফোন। খুব একটা খারাপ খবর আছে।

বিলু ফোন ধরতেই শুনতে পেল, "পাঁরপৈতি পি এস থেকে বলছি। কাল শেষরাতে স্থানীয় গাঁও দেহাতের লোকেরা চোর সন্দেহে একটি ছেলেকে পিটিয়ে মেরে জঙ্গলে মাটিচাপা দিয়েছে। তার ডেডবডি আমরা উদ্ধার করেছি। তোমাদের কেউ কি একবার আসতে পারবে এখানে?"

বিলুর হাত থেকে রিসিভারটা খসে পড়ল। কী যে বলবে ও কিছুই ভেবে পেল না।

ভোম্বল সঙ্গে সঙ্গে রিসিভারটা উঠিয়ে নিল, "কী হল বিলু! হল কী তোর? তুই এমন হয়ে গেলি কেন?" বলেই ফোনে জিজ্ঞেস করল, "হ্যালো! হ্যালো! কে বলছেন?"

কিন্তু টেলিফোনও তখন নীরব।

॥ ১২ ॥

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত বুঝি একেই বলে। বিলু একটু প্রকৃতিস্থ হলে ওর মুখে সব শুনে শিউরে উঠল ভোম্বল। তারপর বিলুর হাত ধরে পঙ্কুকে নিয়ে দ্রুত নেমে আসতে গিয়েই বিয়াং-এর মুখোমুখি হল ওরা।

বিয়াং চিৎকার করে বলল, "সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

উত্তেজিত বিলু বলল, "কেন? কী হল আবার?"

"ওরা ওদের উঠিয়ে নিয়ে গেল।"

ভোম্বল বলল, "কারা কাদের নিয়ে গেল?"

"চার-পাঁচজন গুন্ডা এসে বিভলভার দেখিয়ে তুলে নিল অনুকে আর একজন বাচ্চু-বিচ্ছুকে। আমি ক্যারাটের প্যাঁচে একজনকে ধরাশায়ী করে কোনওরকমে পালিয়ে এসেছি। এখন আমরা কী করব? কোনদিকে যাব কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না।"

বিপদের এমন সর্বনাশা রূপ এর আগে আর কখনও দেখেনি ওরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিলু এক হাতে ভোম্বল, আর এক হাতে রিয়াংকে ধরে কাঁপতে লাগল থরথর করে। ওর মুখ দিয়ে একটি কথাও সরল না আর।

পঞ্চু তখন রাস্তায়।

একটু পরে বিস্ময়ের ঘোরটা সামলে নিয়ে খুবই শান্ত চরণে ধীরে ধীরে নীচে নেমে এল ওরা।

চারদিকে তখন লোকে লোকারণ্য। প্রকাশ্য দিবালোকে এসব কী?

সবাই একবাক্যে বলল, "জলদি কোতোয়ালিমে যাও। কেস লিখাও।"

এই অবস্থায় কী করতে হবে বা করা উচিত তা ওরা জানে। তবু মুহূর্তের জন্য দারুণ নার্ভাস হয়ে পড়ল ওরা।

ভোম্বল রিয়াংকে বলল, "বাচ্চু-বিচ্ছুকে ওরা কোনদিকে নিয়ে গেছে বলতে পারো?"

একজন প্রত্যক্ষদর্শী এগিয়ে এসে বলল, "গঙ্গাজি কি তরফ।"

"আর-একজনকে?"

"ও তো নেহি মালুম। লেকিন অলগ রাস্তে পর।"

বিলু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমরা একেবারেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলাম। এদিকে বাবলুর খবর জানো?"

"কী করে জানব বলো? তোমরা ফোন পেয়ে দৌড়তেই তো বিপর্যয়টা বেধে গেল। সেই সময় পঞ্চুটা যদি কাছে থাকত তা হলে এই অঘটনটা ঘটত না।"

"ওর তো ওই এক দোষ, সব ব্যাপারেই আগেভাগে ছুটে যায়। অবশ্য দোষও দেওয়া যায় না ওকে। ওর মনের ব্যাপারটাও তো চিন্তা করে দেখতে হবে।"

রিয়াং বলল, "আগে বলো, বাবলুর খবর কী? কোথা থেকে কার ফোন এল তখন?"

ভোম্বল বলল, "বাবলুর ব্যাপারে দারুণ একটা খারাপ খবর আছে।"

"কীরকম তবু শুনি?"

বিলু বলল, "হি ইজ ডেড।"

রিয়াং বলল, "আমি বিশ্বাস করি না।"

"তোমার বিশ্বাস করায় বা না করায় তো কিছু এসে যায় না। টেলিফোনটা পীরপৈতি পি এস-এর।"

"ওটা তো ফল্‌সও হতে পারে?"

ভোম্বল বলল, "থানা থেকে ফল্‌স টেলিফোন?"

"আঃ! টেলিফোনটা যে থানা থেকেই এসেছে তারই বা প্রমাণ কী? একটু আগেই না আমরা ফোন করলাম দয়ালজিকে? তখন উনি কী বললেন?

"এটা তো তার পরের নিউজ।"

"আমি এখনও বলছি টেলিফোনটা ফল্‌স। আমাদের শত্রুপক্ষরা ওই টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদের কহলগাঁওয়ের বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। ইতিমধ্যে তোমরা আমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ায় আর পঞ্চু না থাকায় ওরা আকাশের চাঁদ হাতে পায়। যারা আমাদের পিছু নিত, নিয়ে আক্রমণ করত, তারাই অনু আর বিচ্ছুকে উঠিয়ে নেয়। এখন চলো, আমরা গঙ্গার দিকে যাই। এই সোজা রাস্তাটাই চলে গেছে গঙ্গার দিকে।"

বিলু বলল, "কী করে জানলে তুমি?"

"গঙ্গা তো এই বরাবরই বয়ে চলেছে কি না, তাই।" বলে বলল, "তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি স্কুটার নিয়ে এখনই আসছি।"

বিলু বলল, "না। এখন স্কুটার নেওয়ায় অসুবিধে আছে।"

"কীসের অসুবিধে?"

"আমরা তিনজন, তায় পঞ্চু আছে সঙ্গে। কুলোবে কেন? তা ছাড়া গঙ্গার ঘাটে গিয়ে স্কুটার তুমি রাখবে কোথায়? ওটা ইমার্জেন্সির জন্যই থাক। রাতভিতে প্রয়োজন হতে পারে। এখন কোনও অটো পাই কি দেখা যাক।"

কহলগাঁওতে রিকশা-অটো সবকিছুই আছে।

ওরা একটা অটোকে থামিয়ে বলল, "গঙ্গাজি যানা?"

"কিঁউ নেহি। দশ রুপিয়া লাগে গা।"

"জলদি লে চলো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অটো ওদের তিনজনকে নিয়ে জনবহুল পথ বেয়ে গঙ্গার দিকে এগিয়ে চলল।

পঞ্চুকে নিয়ে বিলু আর রিয়াং পেছনের সিটে বসল। ভোম্বল বসল সামনের সিটে।

খুব একটা জমজমাট ব্যস্ত শহর যে কহলগাঁও তা কিন্তু নয়। তবে কি না বহু প্রাচীন। কিন্তু নতুন শহর যেটা গড়ে উঠেছে তা অতি মনোরম। এ অবশ্য লোকের মুখে শোনা কথা। ওদের তো এখন এসব ঘুরে দেখার সময় নেই। মনের মধ্যে এখন আতঙ্কের ঘূর্ণিঝড়। কার কপালে যে কী আছে এই অভিযানে, তা কে জানে? তবে কি না দলে ছত্রভঙ্গ হলেও রিয়াং-এর ওপর ভরসা রাখা যায়। মেয়েটি শুধু যে বেপরোয়া তাই নয়, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। এ পর্যন্ত ওর কলাকৌশল যা ও দেখিয়েছে তাতে শুধু একটা সাইকেল নয়, আরও ভাল কিছু উপহার দেওয়া উচিত ওকে।

যেতে যেতেই বিলু বলল, "রিয়াং, আমার মনে হয় তোমাব ধারণাটাই ঠিক।"

ভোম্বল বলল, "আমারও কিন্তু তা বলেই মনে হচ্ছে। কেন না দয়ালজি আমাদের একরকম বললেন। পরমুহূর্তেই পীরপৈঁতি পি এস থেকে ওই ফোন। ব্যাপারটা সত্যিই গোলমেলে।"

বিলু বলল, "এটা শয়তানেরই চাতুরি। তা ছাড়া একটা কথা ভেবে দেখার আছে। আম্মাপালিতে আমরা ডায়েরি লিখিয়েছিলাম। সেখানে পীরপৈঁতির পি এস আমাদের ব্যাপারে মাথা ঘামাবে কেন? যদিও ধরা যায়, সব জায়গার পুলিশই এই ব্যাপারে তদন্তে নেমেছে, সবাই জেনেছে ব্যাপারটা, তবুও নিয়ারেস্ট হিসেবে পীরপৈঁতির ওপরই দায়িত্বটা পড়বে কেন না ওখানেই থানা আছে। পুলিশও বেশি। আম্মাপালির ফাঁড়ির চেয়ে ওটাই বেশি নির্ভরযোগ্য, তা হলেও ওখানকার পুলিশের পক্ষে তো আমাদের এখানকার হোটেলের ফোন নম্বর পাওয়া সম্ভব নয়। ওঁরা জানবেনই বা কী করে যে, আমবা এখানে আছি? জানেন দয়ালজি। তা ছাড়াও পীরপৈঁতির পি এস থেকে কহলগাঁও পি এসেই খবব আসবে। আমাদের কাছে আসবে কেন? ওই উড়ো ফোনে একেবারেই বোকা বনে গেলাম আমরা।"

রিয়াং বলল, "তবেই বোঝো।"

অবশেষে একসময় ওরা এসে গঙ্গার ধাবে পৌঁছল। বেশ নিবিবিলি জায়গাটা। এখানে কোনও বাঁধানো ঘাট নেই। উঁচু ডাঙা থেকে ভাঙন বেয়ে গঙ্গায় নেমে তবেই স্নান কবতে হয। বিশাল একটি বটগাছ তার ছায়াঘন ডালপালা মেলে গঙ্গার গর্ভে ঝুঁকে আছে। কত পাখি কলকল কবছে সেখানে। কেমন যেন গা-ছমছমে ভাব জায়গাটার।

ওরা এখানে এসে মনমবা হযে দাঁড়িযে বইল। জায়গাটা একটু ব্যস্ত। কেন না বড় বড় নৌকো থেকে ইট বালি ইত্যাদি এই পথে ডাঙায় উঠছে। গঙ্গার মাঝখানে দ্বীপের মতো কয়েকটা পাহাডও চোখে পড়ল ওদের। সেইসব পাহাড়ে কত ঘরবাড়ি। কারা যে কেন ওখানে ঘর করে বসবাস করছে তা কে জানে?

বিলু বলল, "এই কহলগাঁওয়ের গঙ্গা! এখানে তো মন ভরে না। এব চেয়ে সাহেবগঞ্জের গঙ্গা অনেক ভাল।"

এমন সময় কে যেন একজন বলল, "তোমবা এদিকে কী করছ? এখান দিযে নামে না কেউ। আরও আগে যাও। ওইদিকে স্নানের ঘাট।"

রিয়াং বলল, "আপনি বাঙালি?"

"আগে ছিলাম। এখন বিহারি। এবার ঝাডখণ্ডি হয়ে যাব। তুমি কিন্তু নেপালি।"

"আগে ছিলাম। এখন বাঙালি। বাঙালি হয়েই থাকব। তা একটা ব্যাপারে আপনি আমাদের একটু সাহায্য করতে পারেন?"

যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল সে একজন যুবক। বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই কারও খোঁজে এসেছ, তাই না?"

বিলু, ভোম্বল, রিয়াং, তিনজনেই উৎসাহিত হয়ে বলল, "ঠিক তাই। আমাদের দুটি মেয়েকে চুরি করে নিয়ে এসেছে কারা যেন। এদিকেই এসেছে।"

"দেখলাম। নক্কু আর ছক্কু একটা গাড়ি থেকে ওদের নামিয়ে ঘাটের দিকে নিয়ে গেল।"

"ওরা কারা?"

"ওদের পবিচয় ওদের কাজে। কিছু খারাপ লোকের মদত পাচ্ছে আব গুণ্ডামি করে যাচ্ছে। ওদের বিরুদ্ধে যারা যাবে, খুন হতে হবে তাদের।"

বিলু বলল, "ওরা কি ওদের নৌকোয় উঠিয়েছে?"

"হয়তো। না হলে এ-পথে ওদের নিয়ে আসবে কেন?"

যুবকের কথা শুনে বিলু একবার শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন ভাবল। তারপব বলল, "গাড়িটা কিন্তু এখনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ফেরেনি। তার মানে ওরা এখানেই আছে।" বলেই যুবককে ধন্যবাদ জানিয়ে ছুটল সবাই ঘাটের দিকে।

যুবকও কী যেন ভেবে ঘটনার গতি কোনদিকে যায় তা দেখবার জন্যই বোধ হয় ওদের পিছু নিল।

গঙ্গার ঘাটের পরিবেশ একেবারে খোলামেলা। কী দারুণ সুন্দর ও রমণীয় তা বলে বোঝাবার নয়। এখানে বাঁধানো কোনও ঘাট নেই। কিন্তু স্নানেরও কোনও বিরাম নেই। শ্রাদ্ধাদি, মুণ্ডন ও অন্য শুভকর্ম সবই হচ্ছে এখানে। দ্বীপের মতো পাহাড়গুলোকে আরও ভালভাবে দেখা যাচ্ছে। মোচাকৃতি সেইসব পাহাড়ে ঘরবাড়ির সঙ্গে ছোট ছোট মন্দির ও মন্দিরকে ঘিরে আশ্রমও দেখা যাচ্ছে। দু'-একটি লাল শালুর ধ্বজা উড়ছে পতপত করে। কিন্তু এখানে গঙ্গার ঘাটে বাচ্চু-বিচ্ছু কেন, সন্দেহজনক সেরকম কারও তো পাত্তা নেই। তবে কিনা সেই গাড়িটা পড়ে রয়েছে একপাশে।

ওরা ঘাটে এসে পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এখানে ওই পাহাড়গুলোর মধ্যে কোনটিতে যে রাঙাবাবার আশ্রম তা কে জানে?

এখানে ঘাটের ধারে অনেক মাঝি তাদের নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করছিল।

ওদের দেখেই একজন মাঝি বলল, "নাও মে যানা ভাইসাব? দো দো রুপিযা লাগেগা। ঘণ্টাভর ঘুমনা তো পঁচাশ রুপিয়া।"

যুবক এসে এবার বিলুর কাঁধে হাত রেখে বলল, "শোনো, এইসব মাঝিমাল্লাব সঙ্গেও কিন্তু ওদেব যোগসাজস আছে। এরা ওদেরই লোক। ওই দ্বীপে একবার গিয়ে পৌঁছলে আর কিন্তু ফিরে আসবে না। গলা কেটে বুকে বালির বস্তা বেঁধে গঙ্গায় ফেলে দেবে। আর এই গঙ্গাকেও যা-তা মনে কোবো না। এমন সুন্দর নীলাভ হলে কী হবে, এখানে কিন্তু অথই জল।"

"কিন্তু আমাদের এই বিপর্যয়ের পর আমরা তো চুপ করে বসে থাকতে পাবি না।"

একজন মাঝি বলল, "কাঁহা যাওগে তুম? শান্তিবাবা কা আশ্রম?"

রিয়াং বলল, "নেহি। রাঙাবাবা কা আশ্রম।"

মাঝিরা পরস্পরের মুখ চাওযাচাওয়ি করল এবার। একজন মাঝি বলল, "উধাব কে লিযে নাও নেহি মিলেগা।"

বিয়াং বলল, "কিঁউ নেহি?"

মাঝিরা ওদের সঙ্গে আর কথা না বলে অন্য যাত্রীদেব দিকে তাকিযে হাঁকতে লাগল, "নাও মে যানা হ্যায কোঈ? বাবা কা আশ্রম।"

ভোম্বল একজন মাঝির হাতে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বলল, "একটু দয়া কবো মাঝিভাই। ওই দ্বীপে আমাদেব যেতেই হবে। কেন না আমাদের দুটি মেয়েকে চুরি করে একটু আগেই ওখানে নিয়ে গেছে নক্কু আর ছক্কু।"

মাঝি বলল, "জানি। কিন্তু তবুও ওইখানে যাওয়ার আমাদের কোনও উপায নেই। মোহনলাল ওই দ্বীপের সবকিছু কন্ট্রোল করে। তার নিষেধ আছে, অনুমতি ছাড়া কাউকে ওই দ্বীপে নিযে যাওযা যাবে না।"

"তবে কি আমবা যেতে পারব না?"

মাঝিরা বলল, "না।"

যুবক এবার ইশারায় ডেকে একটু তফাতে নিয়ে গেল ওদেব। তারপব বলল, "ওই দ্বীপে গিয়ে তোমরা কী করবে? ওরা কী ভীষণ তা কি জানো?"

বিলু বলল, "জানি। তবুও ওদের এখানে ফেলে বেখে আমরা তো কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে যেতে পারি না। আর পুলিশ প্রশাসনের কাছে গিয়েও যে কোনও লাভ হবে না, সেটা আপনিও জানেন, আমরাও জানি। তবু আমরা যাচ্ছি এর ভরসায়।" বলে পঞ্চুকে দেখিয়ে দিল বিলু। বলল, "এ আমাদের দারুণ অনুগত। একবার ওখানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে ওদের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দেবে ও। এমনকী মেয়েদুটোকে কোথায় ওরা লুকিয়ে রেখেছে তাও খুঁজে বের করবে।"

যুবক বলল, "তা হলে একটাই উপায় হতে পারে।"

"কী উপায় বলুন?"

"তোমরা সাঁতার জানো?"

বিলু, ভোম্বল, রিয়াং, তিনজনেই বলে উঠল, "জানি।"

পঞ্চু শুধু শুনেই যেতে লাগল। সে এদের সায়ে সায় দিয়ে একবারও 'ভৌ ভৌ' করে উঠল না।

রিয়াং বলল, "এই পাহাড়ি গাঙে সাঁতার কাটা কি সম্ভব? দেখতে এমন শান্ত ধীর হলে কী হবে, এব অন্তঃস্রোতে তো ব্লেডের ধার।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভোম্বল বলল, "ওতে আমি ভয় পাই না। আমি একাই যাব।"

রিয়াং বলল, "তাতে লাভটা কী? ওদের ওই বাঘের মুখে তুমি একটি হরিণশিশু ছাড়া কিছুই নও। তা ছাড়া তুমি গেলেও আমি পারব না। বিলুর ব্যাপারটা বিলুই জানে। কিন্তু পঞ্চু যাবে কী করে? জলের কারেন্ট আর ঠান্ডা স্রোতে অবশ হয়ে পড়বে ও। তার চেয়েও বড় কথা, আমাদের পোশাক, টাকা-পয়সা এসব জমা রাখবে কোথায়?"

যুবক বলল, "শোনো, আমি যে কারণে তোমাদের সাঁতারের কথা বললাম, তা একটু মন দিয়ে শোনো। জলে তোমাদের কাউকেই নামতে হবে না। সাঁতারও কাটতে হবে না। তবে আকস্মিক কোনও বিপর্যয়ের আশঙ্কা করেই এ-কথা বললাম। আমি তোমাদের অন্যত্র একটা নৌকোর ব্যবস্থা করে দেব। সেখান থেকে ওই দ্বীপের দূরত্ব অতি সামান্যই। তবে ভুলেও কিন্তু ওই নৌকোব মাঝিকে 'রাঙাবাবার' আশ্রমে যাব বলবে না। তা হলে কিছুতেই যেতে রাজি হবে না সে। তোমরা শান্তিবাবার আশ্রমেই যেতে চাইবে।"

ভোম্বল বলল, "তাতে লাভ?"

"লাভ-লোকসানের হিসেবটা পরে করবে। আগে যা বলি তা মন দিয়ে শোনো।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ বলুন তো, আপনার এই যুক্তি সত্যিই গ্রহণযোগ্য।"

"ওই দ্বীপে পৌঁছে তোমরা আশ্রম দেখার ছলে ওর ঠিক পেছনেই দ্বীপের মতো যে ছোট পাহাড়টা আছে সেই পাহাড়কে লক্ষ করবে। ওই পাহাড়ের একটি গুহাকে কেন্দ্র করে রাঙাবাবার আশ্রম। রাঙাবাবার নাগাল সাধারণে পায় না। কিছু কুখ্যাত দাগি লোকের গডফাদার উনি। কয়েক বছর আগে বিন্ধ্যাচল রাম নামে এক মাফিয়া ওঁকে এখানে নিয়ে এসে বসিয়েছেন। কাগজে-কাগজে ছবি ছাপিয়ে, বড় বড হোর্ডিং, ওয়াল পোস্টারে ওঁব বাণী প্রচার করে দুষ্কৃতীরা আকাশে তুলেছেন ওঁকে। যাই হোক, ওই পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ের দূরত্ব বিশ ফুটের বেশি নয়।"

বিলু বলল, "তা হলে এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে সাঁতার কেটে পৌঁছে যেতে কোনও অসুবিধেই হবে না আমাদের।"

যুবক হেসে বলল, "এত সোজা নয় বে ভাই! দুই পাহাড়ের মাঝে গঙ্গাব যে স্রোত, তা অতিক্রম করা অনভ্যস্ত কারও পক্ষে অসম্ভব।"

ভোম্বল বলল, "শুনুন, ব্যাপারটা যে সহজবোধ্য নয় তা বুঝতেই পাবছি। সেজন্য আমাব একটা পরিকল্পনা আছে।"

"কীরকম শুনি?"

"আমাদের এই দুই বন্ধুর কাছেই প্রায় একশো ফুটের মতো লম্বা নাইলনের ফিতে আছে। আমি সেই ফিতে এপারের কোনও গাছের সঙ্গে বেঁধে জলের স্রোতের সঙ্গে লডাই করে যেভাবেই হোক ওপারে পৌঁছব। তারপর ওই ফিতে ওপারে কিছুর সঙ্গে বেঁধে দিলে ওরা ওই ফিতে ধবেই সাঁতাব কেটে ওপাবে গিয়ে পৌঁছবে।"

"কিন্তু এই কুকুরটাকে নিয়ে কী করবে?"

"ওকেও অন্য একটা ফিতের সঙ্গে বেঁধে টেনে নেব।"

যুবক হেসে বলল, "তা হলে অবশ্য উপায় একটা হতে পারে। কিন্তু এই কুকুর ওপারে গিয়ে পৌঁছনোর আগেই তুমি যদি ওদের দ্বারা আক্রান্ত হও?"

"তা হলে যা হওয়ার তাই হবে। তবুও এই বিপদে ঝুঁকি তো একটু নিতেই হবে আমাদের।"

"তার আগে আরও একটা প্রস্তাব তোমাদের কাছে দিয়ে রাখি শোনো, এই প্রস্তাবটা কার্যকর হলে কিছুই করতে হবে না তোমাদের।"

বিলু আশান্বিত হয়ে বলল, "বলুন তা হলে।"

"এখন তোমরা নৌকোয় করে যে পাহাড়ে গিয়ে পৌঁছবে, সেই পাহাড়ে আশ্রমের কাছে যশপাল নামে একজন পূজাসামগ্রী বিক্রি করে। তার দোকানে গুল্লু নামে একটি ছেলে আছে। বয়সে তোমাদের চেয়েও ছোট। সবসময় খালি গা আর হাফপ্যান্ট পরে থাকে। ওকে এখানকার জলের পোকা বলা হয়। অভিজ্ঞ ডুবুরির চেয়েও মারাত্মক ওই ছেলেটি পারে না এমন কোনও কাজ নেই। যাত্রীরা পুণ্যকামনায় গঙ্গায় পয়সা ফেললে ও ভোঁদড়ের মতো ডুব দিয়ে গঙ্গার একদম তলদেশ পর্যন্ত গিয়ে সেই পয়সা ঠিক তুলে নিয়ে আসবে। সামান্য ক'টা পয়সার জন্য ও জীবন দিতেও পারে, নিতেও পারে। ওকে যদি কিছু পয়সা দিয়ে হাত করতে পারো তা হলে ও কিন্তু কেনা গোলাম হয়ে যাবে তোমাদের। ওই দ্বীপে পৌঁছনোর নৌকোর ব্যবস্থা ও-ই করে দেবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিলু বলল, "আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। এখন তা হলে শান্তিবাবার আশ্রমে যাওয়ার ব্যবস্থাটা আপনি করে দিন।"

যুবক বলল, "এসো আমার সঙ্গে।"

ওরা অদম্য উৎসাহে যুবকের পিছু পিছু সেই জায়গায় এল, যেখানে ওরা প্রথমেই এসে দাঁড়িয়েছিল।

যুবক একজন মাঝিকে ডেকে ওদের দ্বীপে পৌঁছে দেওয়ার কথা বলতেই মাঝি বলল, "আনা যানা?"

"নেহি। এক দফে যানে কা।"

"পাঁচ রুপিয়া লাগে গা।"

বিলু, ভোম্বল, রিয়াং এককথায় রাজি হয়ে যুবককে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে পঞ্চুকে নিয়ে নৌকোয় উঠল।

মাঝি দাঁড় টেনে নৌকো বাওয়া শুরু করতেই ওরা বুঝতে পারল জলের স্রোত সামান্য নয়। আসলে জলের মাঝখানে পাহাড় থাকার ফলেই এর গতি এত বেগবান। ফলে এই জলে সাঁতার কাটা খুবই বিপজ্জনক।

অনেকক্ষণ ধরে স্রোতের সঙ্গে লড়াই করার পর একসময় ওরা দ্বীপে পৌঁছল। ঘন গাছপালায় ভরা প্রকৃতির সুরম্য স্থানে মোচাকৃতি পাহাড়। ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। মাঝিকে টাকা দিয়ে সেই সিঁড়ি বেয়ে ওরা আশ্রমে গিয়ে পৌঁছল।

দারুণ পরিবেশ এখানকার।

একজন আশ্রমিক ওদের হাতে প্রসাদ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি এখানেই থাকো, না বেড়াতে এসেছ?"

রিয়াং বলল, "আমার বাবা এন টি পি সি-র সিকিউরিটিতে আছেন। আমরা সেখানেই এসেছি। কলকাতা থেকে আমার এই বন্ধুরাও এসেছে। আমরা গঙ্গার ধারে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েছি।"

"বেশ, বেশ। ঘুরে দ্যাখো চারদিক। তবে কিনা জলে নামতে যেও না যেন। পাহাড়ি জায়গা তো। গাড্ডা আছে এখানে। শ্যাওলা আছে। পা পিছলে ডুবে যাবে।"

ওরা সতর্ক হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল চারদিক।

যশপালের দোকান বন্ধ। তাই গুল্লুর খবরও দিতে পারল না কেউ।

ওরা তখন এই দ্বীপের পেছন দিকে এল।

রাঙাবাবার আশ্রম বেশ ভালভাবে দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। মন্দিরে আরতি হচ্ছে বোধহয়, তাই কাঁসর ঘণ্টা বাজছে।

ভোম্বল বলল, "এই পাহাড় থেকে ওই পাহাড়ের দূরত্ব বিশ ফুট তো নয়, কিছু না হলেও সত্তর ফুট হবে। তা হোক, ওপারে যাওয়ার জন্য তৈরি হও সবাই। ফিতে বেঁধেই সাঁতরে ওপারে যাই। তোরা জামাপ্যান্টগুলো পুঁটুলি বেঁধে কোথাও থেকে পলিপ্যাক জোগাড় করে তাতে ভরে নে।"

রিয়াং বলল, "আমার পক্ষে অসুবিধে আছে। তুমি ফিতে বেঁধে দিলে আমি এই পোশাকেই যেতে পারব।"

বিলু বলল, "তার কোনও দরকার নেই। তুমি বরং এখানেই থাকো। ফিতে বাঁধার কাজ শেষ হলে পঞ্চুকে নিয়ে আমি যাই ওপারে। পঞ্চু সঙ্গে থাকলে আমরা দু'জনেই দুশো। ওখানে গিয়ে আমরা বিপদে পড়লে তুমি বরং চেষ্টা কোরো আমাদের ভালর জন্য কিছু করার।"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করে জলে নামবার জন্য তৈরি হচ্ছে তখনই দেখা গেল মূর্তিমান এক কেলেমানিককে।

রিয়াং তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল, "এই শোনো, তোমার নাম গুল্লু?"

কেলেমানিক গম্ভীর গলায় বলল, "গুল্লু নেহি। গুল্লু ওস্তাদ।"

"তো ঠিক হ্যায়। হম সব উস পাহাড় পর যানে মাংতা। কুছ মদত করোগে তুম? নাও মিলেগা?"

"নেহি। ম্যায় নাওয়ালে নেহি হুঁ।"

ভোম্বল তখন ওর প্যান্ট-জামা ছেড়ে একটা গাছের সঙ্গে ফিতেটা বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জলে।

গুল্লু চিৎকার করে উঠল, "এই! এই! ইয়ে ক্যা কর রহে হো তুম?"

ভোম্বলকে তখন পায় কে? স্রোতের গতিতে গা ভাসিয়ে একটু বেঁকে সে ঠিক ওপারে গিয়ে পৌঁছল। ওপারে গিয়ে ফিতের অপর প্রান্তটা কোনও কিছুর সঙ্গে বেঁধে দিতেই বিলু এবার যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রিয়াং-এর হঠাৎই কী মনে হতে সে একটা দশ টাকার নোট গুল্লুকে দেখাতেই লাফিয়ে উঠল সে। বলল, "দশ রুপিয়া!"

রিয়াং বলল, "হ্যাঁ, দশ টাকা। কোনওরকমে আমাদের ওই দ্বীপে পৌঁছে দিতে পারলে দশ টাকা কেন, কুড়ি টাকা পাবে তুমি।"

"তব তো নাও আভি মিল যায়েগা। কামাইকে লিয়ে হম সব কুছ কর সকেঙ্গে। দো মিনিট বৈঠো তুম।" বলেই ভোঁদড়ের মতো লাফিয়ে পড়ল জলে। তারপব কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা ছোট নৌকো নিয়ে এল কোত্থেকে। সেই নৌকোয় ওদের দু'জন ও পঞ্চুকে বসিয়ে তিরতির করে বইয়ে নিয়ে চলল পাহাড়ের দিকে। ভোম্বলের ফিতেটা থাকায় সুবিধে হল খুব। বিলু আর রিয়াং সেই ফিতে ধরেও নৌকোয় গতি আনতে সাহায্য করল।

ওপারে পৌঁছে গুল্লুকে কুড়ি টাকা নয়, পঞ্চাশটা টাকা দিতেই গুল্লু তো উন্মাদ। রিয়াং-এর হাত থেকে টাকা নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল সে ওর মুখের দিকে।

রিয়াং বুঝল টোপ গিলেছে গুল্লু। টাকাব বিনিময়ে একে দিয়ে যে অসাধ্যসাধন করা যায় তা বোঝাই যাচ্ছে। অর্থাৎ এখানকার কাঁটা তুলতে গেলে গুল্লু-কাঁটাই যথেষ্ট।

বিয়াং বলল, "তুম হাম সবকো লিয়ে এক কাম করোগে?"

"এক নেহি। সারে কাম কর দেঙ্গে। বঙ্গালি দিদি, আমি গুল্লু আছি গুল্লু। গুল্লু ওস্তাদ।"

রিয়াং বলল, "আমি বাঙালি দিদি নই। আমি তো নেপালি। তবে বাংলা জানি।"

"বাংলা আমিও জানি। আংরেজি ভি জানে। হোয়াট ডু ইউ মিন? আউট অ্যান্ড ইন। হাঃ হাঃ।"

"বাঃ বাঃ, বেশ।"

বিলু, ভোম্বল আর রিয়াং তখন ওদের বিপদের কথা সবই খুলে বলল গুল্লুকে। বলে ওর সাহায্য চাইল।

গুল্লু বলল, "এই কথা? তোমরা একটুও ভেবো না ওদের জন্য। আমি এখানকার সবকিছুই চিনি। ওরা কোথায় কীভাবে আছে আগে দেখে আসি, তারপর খেল কাকে বলে দেখাব ওদের। ওই নক্কু আর ছক্কু আমার দুশমন আছে। ওরা একবার খুব মেবেছিল আমাকে। আমি ওদের নাও নিয়ে ভেগেছিলাম সেই বাগে। পবে আমিও ওদের বদলা নিয়েছি। একবার একটা পাথর ছুড়ে নক্কুর মাথা ফাটিয়েছিলাম। সেই থেকে ওরাও আমাকে ভয় পায়। আমি ওদের আবার মারব বলেছি। ওদেব নাওতে আগ লাগিয়ে দিব।"

বিলু বলল, "শোনো, পরে তুমি যা কববাব কোরো। এখন যেভাবেই হোক, ওই মেয়েদুটোকে ওদের খপ্পর থেকে বের করে নিয়ে এসো দেখি। তোমাকে আমরা অনেক রুপিয়া দেব।"

"শ রুপিয়া দেওগে?"

রিয়াং বলল, "উস্‌সে ভি জায়দা।"

"আজ তবে ওই নক্কু-ছক্কুর লাশ দরিয়ায় ভাসবে। আও মেরে সাথ। এক হো কর চলো।"

ওরা লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়েই গুল্লুর সঙ্গে চলল। বেশিদূর অবশ্য যেতে হল না। খানিক যাওয়ার পরই গুল্লুর সঙ্গে ওরা একটি আশ্রমের কাছাকাছি এসে পড়ল। সেইখানে অনেক বড় বড় পাথরের খাঁজ ছিল। তারই আড়ালে একটু উচ্চস্থান থেকে ওরা লক্ষ করল আশ্রমের গুহার সামনে ধুনি জ্বেলে বসে আছেন এক সাধুবাবা। ইনিই রাঙাবাবা। তাঁর এক হাতে বিস্টওয়াচ। অন্য হাতে ট্রানজিস্টার। সামনে আবাম-কেদারায় পায়ের ওপর পা তুলে যিনি বসে আছেন তাঁর মুখ দেখা না গেলেও বেশ বোঝা যাচ্ছে ইনিই পঞ্চুর আসল শিকার। নক্কু আর ছক্কু রাঙাবাবার সামনে বসে আছে রক্তিম চোখে। বাচ্চু আর বিচ্ছু রাঙাবাবার দু'পাশে বসে কেঁদে চলেছে সমানে।

বিলু বলল, "এতক্ষণে ঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁছেছি।"

গুল্লু বলল, "আজ আর ওদের কারও রেহাই নেই।" বলেই একটা তেকোনা পাথরের টুকরো নিয়ে ছুড়ে মারল ছক্কুকে। কী অব্যর্থ টিপ। পাথরের টুকরোটা কপালে লাগতেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল।

সবাই হাঁ হাঁ করে উঠল তখন। আর তখনই নেকড়ের হিংস্রতা নিয়ে সেই উচ্চস্থান থেকে শিকার লক্ষ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল পঞ্চু।

লালজি ভিমানির প্রাণান্তকর চিৎকারে পর্বতেও ভূমিকম্প হল বুঝি! নিমেষে ছুটোছুটি আর দৌড়োদৌড়ি।

বিলু, ভোম্বল, রিয়াং আর গুল্লুও ছুটে এসেছে তখন।

ওদের দেখে বাচ্চু-বিচ্ছুও কান্না ভুলে ছুটে এল। তারপর সবাই মিলে আক্রমণ।

পঞ্চুর কামড়ে ব্যতিব্যস্ত লালজি তখন জলের দিকে ছুটেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভোম্বল আর গুল্লু তখন হাতের কাছে যে যা পাচ্ছে তাই দিয়ে পেটাচ্ছে নক্কু, ছক্কুকে। নক্কু ছক্কুও মার খেতে খেতেই ছুটেছে জলের দিকে।

এদিকে রাঙাবাবাও নিজমূর্তি ধরেছেন। ওঁর হাতে তখন একটি দোনলা বন্দুক। উনি সমানে চিৎকার করছেন, "হল্ট। হল্ট।"

বন্দুক দেখেই পঞ্চু লালজিকে ছেড়ে রাঙাবাবার ঘাড়ে। পঞ্চুর কামড যে কতখানি যন্ত্রণাদায়ক তা রাঙাবাবার গোঙানির মতো আর্তনাদ শুনেই বোঝা গেল।

রাঙাবাবার হাতের বন্দুক তখন বিলুর হাতে। সেই বন্দুক ওঁর দিকে তাক করতেই পঞ্চু আবার ছুটল লালজির দিকে। দীর্ঘক্ষণের চাপা রাগে ভীষণ খেপেছে পঞ্চু। কিন্তু পঞ্চু ছুটে যাওয়ার আগেই নক্কু আর ছক্কুর তৎপরতায় লালজি নাগালের বাইরে। ছোট একটি নৌকোয় চেপে গঙ্গাব মাঝখানে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে ওরা।

এইবার শুরু হল গুল্লুর খেলা। ও তো এখানকার সবকিছুই জানে। ও তাই পাহাড়ের গায়ে বেঁধে রাখা একটি ভুটভুটি নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

রক্তাক্ত লালজিব কথা বলার ক্ষমতা নেই।

নক্কু আর ছক্কু দাঁড বাইতে বাইতেই দারুণ শাসাতে লাগল গুল্লুকে।

গুল্লুও সমানে গালমন্দ করতে করতে এগিয়ে চলল ওদের দিকে।

'গেল গেল' রব উঠল নৌকো থেকে।

গুল্লুর ভুটভুটি সজোরে ধাক্কা মারল দাঁড়টানা নৌকোয়। ছোট্ট নৌকো। এক ধাক্কায় কাত হয়ে উলটে গেল।

লালজি সাঁতার জানতেন না। তাই ওইখানেই সলিল সমাধি হল ওঁর। নক্কু-ছক্কুও প্যান্ট শার্ট পরে থাকায় বিশেষ সুবিধে করতে পারল না। জলেব মধ্যে সাঁতার কাটবার বৃথা চেষ্টা করে হাবুডুবু খেতে লাগল।

দারুণ উল্লাসে গুল্লু আবার ভুটভুটিটাকে পাহাড়ের গায়ে লাগিয়ে ওপরে উঠে এল। সবাই সব দেখল দাঁড়িয়ে।

পঞ্চু তখন লালজিকে না পেয়ে আবার ফিরে এসে রাঙাবাবাব গলাব টুঁটি কামড়ে ধবেছে।

ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর রিয়াং গুল্লুর পিছু নিয়ে ছুটে গেলেও বিলু বন্দুক তাক করেই বসে ছিল। তারই মধ্যে পঞ্চু এসে সহায় হল ওর।

সবাই ফিরে আসতেই বিলু পঞ্চুকে বলল, "এইবার ছেড়ে দে পঞ্চু। যে জায়গায় কামড়েছিস তুই, তাতে হাজার ইঞ্জেকশান নিলেও আর ওর রক্ষে নেই।"

গুল্লু এসে হাসতে হাসতে বলল, "তা বাবাজি। এত মেহমান তোমাব আশ্রমে এল। থোড়া পবসাদ তো মিলনা চাহিয়ে।"

বাবাজির তখন কথা বলার ক্ষমতা নেই। দুর্বাশার ক্রোধ নিয়ে একবার ওদের দিকে তাকিয়ে 'হোয়াক থুঃ' করে খানিকটা থুথু ফেললেন।

রিয়াং বলল, "আর কেন, এবারে ফেরা যাক।"

বাচ্চু-বিচ্ছু তখন গুহার ভেতর থেকে লাল ভেলভেটে মোড়া কী একটা নিয়ে এসে বিলুর হাতে দিয়ে বলল, "এই নাও। এই সেই জিনিস। যার জন্য এত কাণ্ড।"

রিয়াং তো ঝাঁপিয়ে পড়ল সেটাব ওপর। তারপর সেটাকে বুকে জড়িয়ে কপালে ঠেকিয়ে বলল, "হারানিধি যে সত্যি সত্যিই ফিরে পাওয়া যায় তা এটাকে না পেলে বিশ্বাসই করতাম না।"

বিলু বলল, "ওটা যে ওখানে ছিল তোরা জানলি কী করে?"

বিচ্ছু বলল, "ওই লোকদুটো যখন আমাদের এখানে নিয়ে এল তখন লালজি আর রাঙাবাবা এর ভেতরের জিনিসটা দেখছিলেন। আমরা আসতেই রেখে এলেন গুহার মধ্যে। এখানে ওদের অনেক কিছুই আছে মনে হয়। যা সব কথাবার্তা শুনছিলাম ওদের, তাতে বোঝা গেল রীতিমতো একটি ডাকাতের দলও আছে এদের। মোহনলাল নামে একজন দলটা পরিচালনা করে।"

বিলু বলল, "করুক। আমাদের প্রধান শত্রুর শেষ তো হয়েছে। রাঙাবাবারও এখন অন্তিম দশা। আমাদের কাজ শেষ।"

রিয়াং বলল, "এই ব্যাপারে গুল্লুর কেরামতি কিন্তু দেখবার মতো। লালজিকে ও যেভাবে নিপাত করল তা চিরকাল মনে থাকবে আমাদের।"

গুল্লু বলল, "চলো তোমাদের ডাঙায় পৌঁছে দিয়ে আসি। ওই ভুটভুটিতেই তোমাদের নিয়ে যাব আমি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রিয়াং বলল, "কিন্তু আমাদের ফিতেটা যে এদিকে বাঁধা রইল।"

ভোম্বল বলল, "থাকুক। ওরকম ফিতে আমাদের অনেক আছে।"

ওরা আশ্রম ছেড়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ভুটভুটিতে এল। তারপর মাঝিমাল্লাদের সেই জমজমাট ব্যস্ত ঘাটে এসে ভাঙনের গায়ে নামল ওরা।

বিলু গুনে-গুনে এক হাজার টাকা গুল্লুকে দিতেই সে কী আনন্দ ওর! অন্য মাঝিমাল্লাদের চোখ তখন কপালে উঠে গেছে।

বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে ওরা যখন লজে ফিরল বেলা তখন অনেক। প্রায় দেড়টার কাছাকাছি। কৌতূহলী জনতার মধ্যে তখনও গুঞ্জন চলছে সেখানে।

ওদের দেখে আশ্বস্ত হল সবাই।

ওরা কারও সঙ্গে বেশি কথা না বলে সোজা অফিসঘরে চলে এল।

ম্যানেজার ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "মিল গয়ি?"

রিয়াং বলল, "জি হাঁ। লেকিন সবকো নেহি।"

একজন ক্যান্টিন বয় এসে বলল, "খানা লাগবে তোমাদের?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ। মাংস ভাত, রেডি করো। আমরা স্নান-টান করে আসি।" বলে উৎকণ্ঠিত চিত্তে একবার ফোন করল দয়ালজিকে।

দয়ালজি ছিলেন না। তাই ওঁর স্ত্রী ফোন ধরলেন।

বিলু বলল, "আমাদের ওই ছেলেটির ব্যাপারে কোনও খবর আছে নাকি মা জি?"

উত্তর এল, "নেহি। উয়ো আপনি মর্জি সে নিকাল গয়া হুঁয়া সে।"

বিলু বলল, "ওর জন্য আমরা খুব চিন্তায় আছি মা। মাঝখানে এমন একটা ফোন এল এখানে! আমরা তো রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। শুনলাম ছেলেটাকে নাকি মেরেই ফেলেছে ওরা।"

"আরে না না। অ্যায়সা তো কুছ নেহি হুয়া।"

ফোনে কথা বলতে বলতেই দয়ালজি এসে পড়লেন। উনি ফোন ধরে বললেন, "বতাও ক্যা সমাচার।"

বিলু তখন পীরপৈঁতি পি এস থেকে পাওয়া ফোনের বৃত্তান্তসহ ওদের বিপদের কথা, এমনকী অনুর কথাও বলল দয়ালজিকে।

দয়ালজি বললেন, "তোমাদের নসিব কিন্তু খুবই খারাপ। ওই ছেলেটির ব্যাপারেও আর কোনও খবর নেই। আমি তো এইমাত্র পীরপৈঁতি থেকেই আসছি। পুলিশ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে। গ্রামবাসীদেরও কয়েকজনকে অ্যারেস্ট করেছে। ছেলেটির ব্যাপারে এখনও অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে ওরা। আমাদের এখানকার পুলিশ কিন্তু বসে নেই। বিশেষ করে আমি যেখানে আছি সেখানে কোনও ভয় নেই তোমাদের। তদন্ত হবেই। তবুও তোমরা সাবধানে থেকো।"

বাবলুর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে ওরা যখন ওদের ঘরের দিকে যাচ্ছে ম্যানেজার তখন আবার বললেন, "তোমাদের কথামতো ওই স্কুটারটা তার মালিকের হাতেই দিয়ে দিয়েছি।"

রিয়াং বলল, "থ্যাঙ্কস।"

ঘড়ির কাঁটা যেন ঘোড়ার মতো ছুটছে তখন।

ওরা আর কালবিলম্ব না করে সর্বাগ্রে স্নানপর্বটা মিটিয়ে দেহের ক্লান্তি দূর করল। তারপর নীচে নেমে লজেরই সংলগ্ন হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেহটা এলিয়ে দিল বিছানায়।

দারুণ ক্লান্তিতে চোখের পাতায় ঘুম নেমে আসছে। তবুও ঘুমোবার সময় তো এখন নয়।

চিন্তাও এখন একজনের নয়, দু'জনের। শুধু চিন্তা নয়, দুশ্চিন্তা। সত্যি, কোথায় যে গেল ওরা! বাবলু নিজেও যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে ফোনে ওর কথা জানাচ্ছে না কেন? অনুদের বাড়ি ফোন করলেই তো মা ওকে জানিয়ে দিতেন ওদের ব্যাপারে। এমনকী এখানকার ফোন নম্বর দিয়ে দিতেন। তা যখন হয়নি তখন মনে হচ্ছে বাবলু এখনও অনুসন্ধানের বাইরেই আছে।

শুয়ে থাকতে থাকতে ভোম্বল বলল, "অনুদের বাড়ি একবার ফোন করে দেখব?"

বিলু বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, একবার খবর নে দেখি।"

"কিন্তু অনুর ব্যাপারে কিছু যদি উনি জানতে চান?"

"এড়িয়ে যাবি। ওর মিসিং হওয়ার ব্যাপারে একদম কিছু বলবি না কিন্তু।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"ঠিক আছে।" বলে ভোম্বল বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পঞ্চু কিন্তু ওর কর্তব্য ভুলল না। বাচ্চু-বিচ্ছুর গা ঘেঁষে শুয়ে থাকলেও সে ঠিক পিছু নিল ভোম্বলের।

একটু পরেই ভোম্বল ফিরে এসে বলল, "নাঃ। কোনও খবর নেই। তবে অন্য একটা খবর আছে।"

বিলু বলল, "কী খবর?"

"রাজারামবাবু এসেছেন সাহেবগঞ্জের বাড়িতে। ওঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্যের ব্যাপারটা মনে হয় মিটেছে। আজ সন্ধের সময় অনুকে একবার ফোন করতে বললেন।"

রিয়াং বলল, "সর্বনাশ।" তারপর বলল, "এখন আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপটা কী হবে সেই ব্যাপারে একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক।"

বিলু বলল, "অবশ্যই।"

ওরা আর বিশ্রাম না নিয়ে গোল হয়ে বসল সকলে।

বিলু বলল, "প্রথমেই বাবলুর প্রসঙ্গে আসা যাক। ওই রাতে গ্রামের লোকেরা ওকে ধরে নিয়ে যায় এবং একটি তালাবন্ধ ঘরে রাখে। পরদিন সকালে দেখে সে-ঘরে বাবলু নেই। এই ঘটনার ওপর ভিত্তি করেই এগোতে হবে আমাদের। বাবলু তো ম্যাজিক জানে না, তাই এটা কী করে সম্ভব?"

বিচ্ছু বলল, "অসম্ভবও কিছু নয়। তার কারণ গ্রামের বাড়ি যখন, তখন নিশ্চয়ই সেটা কোঠাবাড়ি নয়। এই অঞ্চলের সব গ্রামের বাড়িই তো খড় কিংবা টালির ছাউনি দেওয়া। ও নিশ্চয়ই চালা ভেদ করে পালিয়েছে।"

বাচ্চু বলল, "অথবা এমনও হতে পারে দয়াপরবশ হয়ে কেউ ওকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

রিয়াং বলল, "আবার ওই উড়ো ফোনটাও তো সত্যি হতে পারে।"

ভোম্বল বলল, "অর্থাৎ ওর জীবনহানিরও একটা আশঙ্কা করছ, তাই না?"

"তোমরাই বলো না, ওর ব্যাপারে এখনও কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? কাল সারাটা রাত, আজ সাবাটা দিন কীভাবে কেটে গেল অথচ ওর কোনও খবরই দিতে পারল না কেউ। গ্রামবাসীরা ওকে সত্যি সত্যিই মেরে কোথাও পুঁতে যে দেয়নি তারই বা প্রমাণ কী? না হলে পীরপৈঁতি পি এস-এর নামে ওই উড়ো ফোনটা আসে কী করে?"

বিলু বলল, "আচ্ছা, দয়ালজি আমাদের কাছে চেপে যাচ্ছেন না তো ব্যাপারটা?"

"তা কিন্তু মনে হয় না। সেরকম হলে উনি নিজে আসতেন আমাদের কাছে। বোঝাতেন। বাড়ি ফিরে যেতে বলতেন।"

ভোম্বল বলল, "বাবলুর ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যেই থেকে যাচ্ছে। তার কারণ আমাদের মূল শত্রু লালজি। তার সঙ্গে আমাদের অন্যরকম দৌড়ঝাঁপের পালা চলছিল। কিন্তু বাবলুর ব্যাপারে ওকে তো আমরা সন্দেহ করি না। তা ছাড়া ওর ব্যাপারটা ওরা জানবেই বা কী করে?"

রিয়াং বলল, "না-জানবেই বা কেন? মনে রেখো ঘটনা বা দুর্ঘটনাস্থলের কাছে লালজির ছায়াপাত কিন্তু যথেষ্ট ছিল। কেন না, যে-গাড়িতে করে অনুকে ওরা নিয়ে যাচ্ছিল সে তো ওদেরই ভাড়া-করা গাড়ি। ওই লোক দু'জন তো ওদের। হীরা আর পান্না কী যেন নাম। ওদের ব্যাপারে খোঁজ নিতে গিয়েই হয়তো বাবলুর ব্যাপারে জেনেছে ওরা। এমনও হতে পারে, গ্রামবাসীদের ঘর থেকে ওরাই ওকে গোপনে মুক্ত করে মেরে পুঁতেছে। তারপর কাজ হাসিল করে উড়ো ফোনে জানিয়েছে আমাদের।"

বিলু বলল, "ওর ব্যাপারে আর একটি কথাও কেউ বোলো না আমাকে। আমার গা-মাথা কেমন ঝিমঝিম করছে।"

বিচ্ছু বলল, "ভগবানের ওপর ভরসা রাখো বিলুদা। ওঁর কৃপাতেই এত বাড়বাড়ন্ত আমাদের। আমরা তো ওঁরই খেলার পুতুল। আমাদের অভিযানের মধ্য দিয়েই তো কিশোর মনের উদ্দীপনাকে জাগিয়ে তোলেন উনি। তাই এমন কিছু উনি করবেন না, যাতে বাবলুদার ক্ষতি হয়। আমরা ব্যর্থ হই। বাবলুদাকে উনি ঠিকই রক্ষা করবেন। মনে হয় বাবলুদা পালাতে গিয়ে অন্য কোনও দুষ্কৃতীর পাল্লায় পড়ে গেছে। হয়তো বা কোনও টেররিস্ট দলের হাতেই।"

বিলু বলল, "তাই যেন হয়। ও যেন আবার আমাদের মধ্যেই ফিরে আসে। এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। না হলে আমাদের মনোবল দারুণভাবে ভেঙে যাবে।"

রিয়াং বলল, "বাবলুর ব্যাপারে কোনও কূলকিনারাই তো পেলাম না আমরা। এখন অনুর ব্যাপারে কী করবে বলো?"

বিলু বলল, "ওর ব্যাপারেই এখন সবচেয়ে বেশি করে মাথা ঘামাতে হবে। তাই বলি কী, আর আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিশ্রামের দরকার নেই। ওকে ওরা সম্পূর্ণ অন্য জায়গায় নিয়ে গেছে। লালজিচক্রই কাজ করেছে যদিও, তবুও মনে হয় ওই রাঙাবাবার নামে এখানেই আরও কোথাও কোনও আশ্রম বা অন্য কিছু আছে। তা না হলে কহলগাঁওয়ের ওই গঙ্গাদ্বীপেই দেখা পেতাম ওর।"

ভোম্বল বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, নীচে গিয়ে খোঁজখবর নিই চল।"

রিয়াং বলল, "সেইসঙ্গে নিয়মরক্ষার্থে থানাতেও একবার যাওয়া যাক।"

ওরা ঘরে তালা দিয়ে রীতিমতো তৈরি হয়ে যখন নীচে নামছে ঠিক তখনই ওদের ফোন এল ম্যানেজারের ঘরে।

বিলু ফোন ধরতেই রাজারামবাবুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। রাজারামবাবু বললেন, "তোমরা শিগগির একবার অনু মাকে দাও। ওর গলা না শুনলে আমি শান্তি পাচ্ছি না।"

বিলুর মুখটা কালো হয়ে গেল। তবু বলল, "ও এখন ঘুমোচ্ছে। আসলে আজ সারাটাদিন আমাদের খুব ধকল গেছে তো। আপনি যদি আজ রাতেই অথবা কাল সকালে একবার আসতে পারেন তো খুব ভাল হয়। কেন না, বহু কষ্টে আপনার ওই ধর্মচক্রটিকে আমরা উদ্ধার করেছি।"

"ওতে আর আমার কোনও মোহ নেই বাবা। এখন আমি আমার মেয়েকে ফেরত পেতে চাই। অনুকে দাও।"

"মেয়েকে ফেরত পেতে চান মানে?"

"ওর মা এখনও জানে না। এইমাত্র ম্যানেজারের মুখ থেকে আমি সব শুনলাম। ওর ব্যাপারটা চেপে যেয়ো না আমার কাছে।"

বিলু একটু চুপ করে থেকে বলল, "আপনি কি একবার আসতে পারবেন এখানে? ওই অভিশপ্ত জিনিসটা আমরা আর আমাদের কাছে রাখতে চাইছি না।"

"হ্যাঁ, আমি এখনই রওনা হচ্ছি। এবং কালকের মধ্যেই ওটা আমি তুলে দেব ভিক্ষু মণিভদ্রের হাতে।"

বিলু ফোন রেখে সবাইকে নিয়ে নীচে নেমে এল।

॥ ১৩ ॥

অনু ভাবতেও পারেনি একবার ওইরকম চরম বিপর্যয় হয়ে যাওয়ার পর আবার নতুন করে আরও একটা বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে বলে। জীবনটা আর যাই হোক, গল্প যে নয়, জীবনই, তা ও বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারল। শুধু বুঝতে পারল না কারা, কেন এবং কী কারণে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে এইভাবে কিডন্যাপ করল। কী অমানুষিক শক্তি ওদের গায়ে। অনু চেষ্টা করেও বাধা দিতে পারল না ওদের।

ওরা ওকে গাড়িতে তুলেই একটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করতে উপস্থিত লোকজন যে যেখানে ছিল ভয়ে পালাল। গাড়িতে ওরা দু'জন ছিল। একজন ওর পেটের কাছে রিভলভারের নলটা ঠেকিয়ে রাখল শুধু। আর একজন খুব জোরে গাড়ি চালাতে লাগল।

অনুর মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে তখন। তবু ও কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

যে লোকটা রিভলভারের নল ঠেকিয়েছিল ওর গায়ে, সে বলল, "জাহান্নমে।"

অনু বলল, "আমি তো তোমাদের কোনও ক্ষতি করিনি।"

লোকটি হাসল। বলল, "আমরাও তোমার ক্ষতি করিনি। শুধু আদর করে গাড়িতে চাপিয়ে আমাদের ডেরায় নিয়ে যাচ্ছি। কোনওরকম গোলমাল না করে লক্ষ্মী মেয়েটির মতো চুপচাপ বসে থাকলেই ভাল করবে।"

"তোমরা কি আমাকে কোনও কিছুর বিনিময়ে মুক্তি দিতে পারো না?"

"তোমাকে মুক্তি দেওয়ার মালিক আমরা নই। আর বেশি কথা বলাও আমরা পছন্দ করি না।"

অনু বলল, "ঠিক আছে। রিভলভারের নলটা আমার পেটের ওপর থেকে সরাও। খোঁচাটা একটু জোরেই লাগছে।"

"তুমি হলে একটি ডেঞ্জারাস গ্যাঙের মেয়ে। এটা সরালেই তুমি পালাবার মতলব করবে।"

অনু বলল, "ভাল কথার যুগ নেই দেখছি। এবার কিন্তু আমি চেঁচিয়ে লোকজন ডাকব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লোকটি হেসে বলল, "এখানে লোক কোথায় যে ডাকবে? যদিও কেউ আসে, আমার একটি গুলিই তাকে শেষ করে দেবে।"

অনু হতাশ হয়ে পড়ল। সত্যই তো, ওর ডাকে কে-ই বা আসবে? গাড়ি তখন কহলগাঁও ছেড়ে ক্রমশ পাহাড় ও বনভূমির ভেতর দিয়ে ছুটেছে। এখানে চেঁচানো মানেই অরণ্যে রোদন করা।

অনেকটা পথ যাওয়ার পর অনু বুঝতে পারল দুষ্কৃতীরা ওকে ওর পরিচিত জায়গার দিকেই নিয়ে যাচ্ছে। এই পথই সোজা চলে গেছে পাহাড় ও জঙ্গল ভেদ করে পাঁচ প্রহরার জঙ্গল পার হয়ে সাহেবগঞ্জের করম পাহাড়ের দিকে।

অনেকদিন আগে একবার ও স্কুলের বান্ধবীদের সঙ্গে এসেছিল এখানকার বিখ্যাত বটেশ্বরনাথের পুজো দিতে। বটেশ্বরের জঙ্গল ও পাহাড়ের যে আকর্ষণ, তা ভোলবার নয়। কহলগাঁও থেকে ট্রেকারেই এসেছিল। মাথা পিছু ছ'টাকা করে ভাড়া। অথচ কত দূরের পথ। কী আনন্দেই না এসেছিল সেবার।

সেই পথ ধরেই ওরা ওকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় যেন। পথের একদিকে জঙ্গল ও পাহাড়ের সারি। আর একদিকে জঙ্গল ও গঙ্গার অববাহিকা। জঙ্গল এখানে খুব যে গভীর তা নয়। ঘন। মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাহাড়ি গাঁওয়ে মানুষের বসতিও আছে। এক জায়গায় দেখা গেল পাহাড় ও জঙ্গল এক হয়ে গঙ্গার মাঝখান পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। আর সেই পাহাড়ের গায়ে যে মন্দিরগুলো দেখা যাচ্ছে ওগুলো অনুর খুবই পরিচিত। ওখানে আছেন জাগ্রত বটেশ্বরনাথ। প্রতিদিন দলে দলে নরনারী আসেন ওখানে পুজো দিতে। ওরা যদি সত্য-সত্যই ওকে নিয়ে যায় ওখানে তা হলে যেভাবেই হোক, ওখান থেকে পালাবার একটা উপায় বের করবেই ও।

অনেকটা পথ আসার পর গাড়ি যখন বটেশ্বরনাথের কাছাকাছি অরিয়পে এসে পৌঁছল অনু হঠাৎই নিজমূর্তি ধরল তখন। লোকটির রিভলভার ধরা হাত চেপে নলের মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতেই ট্রিগারে চাপ পেয়ে শব্দ হল চিসুম।

প্রাণান্তকর একটা চিৎকার করে উঠল লোকটি। গুলিটা তার পাঁজরে লেগেছে। শুধু চিৎকার নয়, অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল সে।

অনুর হাতে তখন দুষ্কৃতীর রিভলভার। সেই রিভলভারের নলটা চালকের ঘাড়ে ঠেকিয়ে বলল, "যদি বাঁচতে চাও তা হলে গাড়ি থামাও। না হলে মাথার খুলি ফুটো করে দেব কিন্তু।"

অগত্যা বাধ্য হয়েই গাড়ি থামাল সে।

অনু গাড়ি থেকে নেমেই বলল, "আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?"

লোকটি রক্তচক্ষুতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "যেখানে নিয়ে গেলে তোমার বাবাকে মোচড় দিয়ে অনেক ফায়দা লোটা যেত সেখানে।" বলেই দ্রুত গাড়ি নিয়ে উধাও হয়ে গেল।

এত সহজে মুক্তির স্বাদ পাবে তা কল্পনাও করেনি অনু। এই মুহূর্তে ও কী যে করবে কিছুই ভেবে পেল না। এই অরিয়প থেকে এক-দেড় কিমি জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটলেই বটেশ্বরনাথে পৌঁছে যাবে ও। আর এদিকে তিন কিমি দূরে বিক্রমশীলা খাদান। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, এই পার্বত্য অঞ্চল থেকে কোথাও কোনও খবরাখবর পাঠাবার কোনওরকম ব্যবস্থাই নেই। তার চেয়েও বড় কথা টাকা-পয়সাও তেমন কিছু নেই ওর হাতে। সাকুল্যে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার বেশি হবেই না।

দুষ্কৃতীরা চলে যাওয়ার পরও বেশ কিছুক্ষণ ও একই জায়গায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খিদেও পাচ্ছে খুব। এখন এই সামান্য পথটুকু হেঁটে বটেশ্বরে পৌঁছনোই যুক্তিসঙ্গত মনে করল।

অন্যসময় এ-পথে ট্রেকারের দেখা মেলে। আজ একেবারেই সুনসান। রিভলভারের মধ্যে আর কোনও টোটা আছে কিনা তাও বুঝতে পারল না ও। তবু ও জিনিস নিজের কাছে রাখা ঠিক নয় এবং ওতে ওর কোনও প্রয়োজনও নেই ভেবে পথের ধারে একটি আমগাছের কোটরে সেটাকে লুকিয়ে রেখে মন্দিরমুখো হল।

যেতে যেতে কত কথাই না ভাবতে লাগল ও। বিপদ যে শুধু ওর একার হয়েছে তা তো নয়, বাচ্চু-বিচ্ছুকেও উঠিয়ে নিয়েছে ওরা। এদিকে বাবলুর অন্তর্ধানও রহস্যময়। কোথায় যে গেল ছেলেটা। শুধু ওরই জন্য ওর এই বিপদ। ও-ই বারবার জেদ করতে লাগল গর্ত থেকে বাইরে যাওয়ার জন্য। না হলে বাবলুর ইচ্ছে ছিল সকাল হলে তবেই বেরোবে। বাইরে বেরিয়েই বিপদে পড়ল ও।

ক্লান্ত, অবসন্ন এবং মনের মধ্যে গভীর দুশ্চিন্তা নিয়েই পথ চলতে লাগল অনু। কিছু পথ যাওয়ার পরই এক যাত্রীদলের সাক্ষাৎ মিলল। আশপাশের পাহাড় থেকেও কত লোকজন নেমে আসছে। কেউ কাঠের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বোঝা মাথায় নিয়ে, কেউ জল ভরতে শূন্যকুম্ভে। জল বলতে এখানে গঙ্গারই জল। এই জলেই ওদের সব কিছু। স্নান খাওয়া মুখ হাত ধোওয়া—সব। অনুর খুব ভাল লাগে জায়গাটা। পাহাড়ের ওপরে যেসব ছোট ছোট ঘর আছে সেই ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে। সত্যি, কী সুখের জীবন ওদের। হয়তো আর্থিক স্বচ্ছলতা বলতে যা বোঝায় তা এদের কারও নেই, তবুও গঙ্গার তীরে, পাহাড়ের ওপরে এমন সুন্দর প্রকৃতির মাঝে আরণ্যক পরিবেশে থাকতে পাওয়াটা কি কম ভাগ্যের কথা?

এখানকার এই পাহাড় পর্বতের আরও এক রোমাঞ্চকর আকর্ষণ আছে। পাহাড়ের নিম্নদেশে খাদের মতো যে অংশটা আছে সেখানে আছে ছোট ছোট অংসখ্য গুহা। তবে কিনা প্রতিটি গুহাই পরিত্যক্ত। তার কারণ, অবস্থান দেখে বোঝাই যাচ্ছে জোয়ারের গঙ্গার জল এসে জায়গাটাকে সময়ে সময়ে ভরিয়ে দেয়। তা না হলে সাধুসন্ন্যাসী ও ভিখিরিদের একটা স্থায়ী আস্তানা হয়ে যেত ওই গুহাগুলো।

গুহাগুলোর পাশ কাটিয়ে এসে গঙ্গার ধারে ছায়াশীতল একটু নির্জনে কিছুক্ষণ বসে রইল অনু। তারপর জলে নেমে মুখ-হাত ধুয়ে পথের ক্লান্তি দূর করল। কিন্তু সঙ্গে কোনও গামছা বা তোয়ালে না থাকায় নিজের জামাতেই মুছতে হল সব কিছু।

এর পর মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করে একটি ঝোপড়ির হোটেলে বসে খাওয়াটা সেরে নিল দুপুরের। নিরামিষ ভাত, ডাল, তরকারি মাত্র দশ টাকায়। কিন্তু খাওয়ার পর জল খেতে গিয়েই হল বিপত্তি। এখানে তো কল নেই। তাই গঙ্গার জল। এই ঘোলা জলে মুখ ধোওয়া কুলকুচি করা চলে। কিন্তু না ফুটিয়ে খাওয়া? অসম্ভব। ফলে তৃষ্ণা বুকে নিয়েই আবার পথে নামল অনু। আর এখানে নয়। আবার অরিয়পে ফিরে গিয়ে যে কোনও উপায়েই হোক সন্ধের আগে পৌঁছতে হবে কহলগাঁওতে। বাচ্চু-বিচ্ছুর খবব কী তা ও জানে না। তবে এটুকু জানে ওর জন্যে ওদের দুশ্চিন্তাও নেহাত কম নয়।

ও যখন প্রায় অর্ধপথে তখন দেখতে পেল ঝড়ের গতি নিয়ে সেই গাড়িটা জঙ্গলের বুক চিরে আবার এদিকেই এগিয়ে আসছে।

দেখেই বুক শুকিয়ে গেল ওর।

ও তাড়াতাড়ি বড় একটি আমগাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। গাড়িটা সাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে একটা ব্রেক কষল খানিক এগিয়েই। দলে ওরা এখন চারজন। অবশ্য গাড়ির সেই চালককে নিয়েই।

অনু বুঝল আর রক্ষা নেই ওর। এবারে আর কোনও রকম চালাকিই খাটবে না ওদের কাছে। আবার ও নজরে পড়ে গেছে ওদের।

সত্যিই তাই।

চালকের আসনে বসে থাকা লোকটি গাড়ি থামিয়েই চিৎকার করতে লাগল, "ওই, ওই তো সেই মেয়েটা। উয়ো হ্যায় ওহি লেড়কি। মিল গয়ি।"

অনু তখন প্রাণের দায়ে ছুটেছে। তবে সোজা রাস্তায় না গিয়ে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে গাছের ডালপালা ধরে ক্রমশ উঠতে শুরু করেছে ওপরের দিকে।

দুষ্কৃতীরাও শিকারি কুকুরের মতো অনুসরণ করেছে ওকে।

অনু চিৎকার করছে, "বাঁচাও, বাঁচাও।"

ওরাও সমানে চেঁচাচ্ছে, "রুখ্ যাও—রুখ্ যাও।"

ততক্ষণে সমস্ত পার্বত্য এলাকাটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অনেক লোকজন ছুটে এসেছে চারদিক থেকে। মার মার রব সবার মুখে। প্রকাশ্য দিবালোকে দিনদুপুরে এ কী।

একটি ঘর থেকে দু'জন মহিলা বেরিয়ে এসে জাপটে ধরলেন অনুকে।

অনু তখন বাজপাখির কবল থেকে মুক্তি পাওয়া কপোতীর মতো থর থর করে কাঁপছে।

দুষ্কৃতীরাও সবাই জনতার হাতে ধরা পড়েছে।

ধৃতদের একজন সকলকে শান্ত করে যা বলল, তা হল আসলে ওরা চোর জোচ্চোর নয়, গুন্ডামি করতেও আসেনি। সাদা পোশাকের পুলিশের লোক ওরা। অনুর অপহরণের খবরটা ওয়্যারলেসের মাধ্যমে শুনেছে। তাই পাহাড় জঙ্গলের দিকে একটু ওরা নজরদারি করছিল। এমন সময় এই গাড়ির চালককে ঝড়ের বেগে একজন আহত লোককে নিয়ে কহলগাঁওয়ের দিকে যেতে দেখেই ওরা জোর করে গাড়ি থামায়। তারপর জেরার পর জেরা করে আসল সত্য জেনে আহত সেই লোককে পুলিশের গাড়িতে হসপিটালে পাঠিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চালককে ধরে ওই মেয়ের খোঁজে এখানে এসেছে। এদিকে মেয়েটি ওদের সঙ্গে চালককে দেখে ওদেরও দুষ্কৃতী ভেবে ভয়ে পালাচ্ছে। এখন মেয়েটিকে উদ্ধার করে ওরা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে চায়।

ওদের মুখে সব শুনে ভুল ভাঙল সকলের।

অনুও চোখের জল মুছে সেই মহিলাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নীচে নামল।

সাদা পোশাকের পুলিশের একজন লোক চালকের জামার কলার ধরে তাকে আসনে বসিয়ে নিজেও বসল তার পাশে। বাকি তিনজনের সঙ্গে অনু বসল পেছনের সিটে।

গাড়ি অরিয়পের দিকে এগিয়ে চলল।

মোড়ের মাথায় তখন দু'-একটি ট্রেকার, এদেশে বলে অটো ট্যাক্সি, কহলগাঁওয়ের যাত্রীর আশায় অপেক্ষা করছিল।

ওদের গাড়ি সেই জায়গাটা এড়িয়ে এক জায়গায় এসে হঠাৎই থেমে গেল। গাড়ি থামিয়েই চালক সিট থেকে নেমে এসে রক্তচক্ষুতে অনুর দিকে তাকিয়ে বলল, "শয়তান মেয়ে, এই জঙ্গলেই তোকে আজ জ্যান্ত পুঁতব আমরা। তুই কি ভেবেছিস এরা সত্যি সত্যিই সাদা পোশাকের পুলিশের লোক? এরা সকলে আমাদের দলের কর্মী। ওই জায়গায় ওইরকম মিথ্যে বলা ছাড়া আমাদের উপায় ছিল না। এখন বল ওই রিভলভারটা তুই কোথায় রেখেছিস?"

অনু এত ভয় পেল যে এমন ভয় ও কখনও পায়নি। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "এইখানেই একটা গাছের কোটরে।"

"সেই গাছ কোথায়?"

"ওই ওদিকে।"

"দেখাবি চল। একটা রিভলভারের দাম সম্বন্ধে ধারণা আছে তোর? ওই রিভলভার না পেলে তোর গায়ে কেরোসিন তেল দিয়ে পুড়িয়ে মারব তোকে। আমার বন্ধু রুস্তম তোরই জন্যে গুলি খেয়ে ছটফট করছে। বুলানারার বাড়িতে কী কষ্ট পাচ্ছে বেচারি। ওকে তো হাসপাতালে দেওয়া যাবে না। হাতুড়ে দিয়েই কাজ সারতে হচ্ছে তাই। অথচ গোলমাল না করলে বটেশ্বরে গঙ্গার ধারে মোহনলালের প্রাসাদে আরামে থাকতিস। রাঙাবাবার গদিতে সাধুসঙ্গ হত। পরে তোর বাবার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ছেড়ে দিতাম তোকে। কিন্তু এখন আর তুই বাঁচবি না।"

অনু কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল, "আমি আর বাঁচতে চাইও না। তোমরা আমাকে এখনই মেরে ফ্যালো।"

"তোকে মারবই। সময় হলে। তবে কিনা সুখের মৃত্যু হবে না তোর। খুব কষ্ট দিয়েই মারব তোকে। হয় জ্যান্ত পুঁতব, নয় তো পুড়িয়ে মারব। মোহনলাল যেমনটি বলবেন তেমনটি হবে। তার আগে সেই গাছটা আমাকে চিনিয়ে দে।"

এত লোকের সঙ্গে কি পেরে ওঠে অনু? তাই বাধ্য হয়েই সেই গাছটি দেখিয়ে দিল ওকে।

চালক রিভলভারের জন্য গাছের কোটরে হাত ঢুকিয়েই আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ল। তারপর অন্য হাতে সেই হাত চেপে ধরে মাটিতে শুয়ে নিদারুণ যন্ত্রণায় সে কী আছাড়কাছাড়।

বাকি তিনজন তখন ছুটে এসেছে ওর কাছে, "ক্যা হুয়ারে বলী! ক্যা হুয়া তেরে কো।"

এতক্ষণে জানা গেল চালকের নাম।

বলীর মুখ দিয়ে তখন গ্যাঁজলা উঠছে। সর্বাঙ্গ কেমন যেন নীলাভ হয়ে আসছে ওর। দারুণ বিষাক্ত সাপ নিশ্চয়ই।

সত্যিই তাই। ওই কোটরে ছিল বিষাক্ত এক সাপের বাসা। অথবা গর্ত থেকে বেরিয়ে কোনও পাখির ডিম কিংবা শাবককে খেতে ঢুকেছিল সে। অনু রিভলভারটা কোটরে ঢুকিয়ে দেওয়ার সময় সেটা তার গায়ে পড়ার জন্য দারুণ রেগে ছিল। হয়তো বা ফোঁস ফোঁস করছিল। এখন বলী রিভলভার নেওয়ার জন্য হাত ঢোকাতেই গায়ের ঝাল মেটাতে মোক্ষম ছোবল দিয়েছে ও।

এই মুহূর্তে ওকে নিয়ে যে বাকিরা কী করবে তা ভেবে পেল না। তার কারণ ওদের তিনজনের একজনও গাড়ি চালাতে পারে না। বলীর মতো বলীয়ানের এখন শেষ দশা। কিন্তু তাকে এখান থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে যাবারও কোনও উপায় নেই।

বনাঞ্চল হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে বেশ কয়েকজন জড়ো হয়ে গেল। ওর অবস্থা দেখে অধীর হল সকলেই। অথচ এই মুহূর্তে ওকে নিয়ে কী যে করা যায় তা ভেবে পেল না কেউই। তার কারণ সর্পাহতর অবস্থা এতই করুণ যে ধীরে ধীরে সকলের সব কিছুর আয়ত্তের বাইরেই চলে যাচ্ছে ও। এখানের ডাক্তার বদ্যি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সব কিছুই কহলগাঁও অথবা ভাগলপুরে। তাই একসময় বিষে জর্জরিত হতে হতে দারুণভাবে আচ্ছন্ন হয়ে স্থির হয়ে গেল বলী।

এদিকে ওই ডামাডোলের মধ্য দিয়ে অনুও যে কখন উধাও হয়ে গেল তা টেরও পেল না কেউ। ওকেও আর ধারেকাছে দেখা গেল না কোথাও। তিন দুষ্কৃতীও তখন বিপদ বুঝে গাড়ি ফেলে রেখেই ধরা পড়বার ভয়ে নিমেষে গা ঢাকা দিল। কথায় আছে আপনি বাঁচলে পরের নাম।

অনু তা হলে কোথায় গেল? দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে সে তখন জঙ্গলের পথ ধরেই ছুটছে। তবে কিনা বটেশ্বরের জঙ্গলে নয়, তার বিপরীতে কালো মেঘের মূর্তি নিয়ে যে ভীষণ দর্শন পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে। সেদিকে জঙ্গল আরও ঘন, আরও গভীর।

দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে আসতে লাগল। ও এখন আত্মরক্ষার তাগিদে এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে, আকস্মিকভাবে কোনও বন্যজন্তুর মুখোমুখি হওয়ার ভয়টাও আর রইল না ওর। শুধু এই নরদস্যুদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার তাগিদেই এক সময় গভীর জঙ্গলে একটি পাহাড়ি গাঁওতে এসে হাজির হল।

মাত্র তিন-চার ঘর কাঠুরিয়ার বাস এখানে।

ও হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে গিয়ে পৌঁছতেই সবাই বিস্ময় নিয়ে এগিয়ে এল ওর দিকে।

এই কাঠুরিয়ারা দুমকা জেলার লোক। এবং আদিবাসী শ্রেণীভুক্ত।

ওকে ওইভাবে ছুটে আসতে দেখেই ওদের একজনের মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল 'দেলাইয়া বাঙ।' কথাটার মানে কী অনু তা বুঝল না।

মাথায় ফেট্টি বাঁধা এক যুবক ওর দিকে এগিয়ে এসে ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "তুই কে বটে?"

অনু বলল, "আমি তোমার বহিন। ডাকু লোগ হমকো উঠাকে লে গয়ি। ভাগকে আয়া।"

"বাঙালি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার নাম লখিন্দর। এই যে তির-কাঁড দেখছিস আমার হাতে এটা থাকলে যমকেও আমি ডরাই না।"

"আমার বড় তিয়াস লেগেছে দাদা।"

"জল তিষ্টা পেইয়েঁছে বল।"

"হ্যাঁ তাই। আমাকে একটু জল দাও।"

"একটু কেন, প্রাণ ভরে, পেট ভরে খা। ওই দূষিত গঙ্গার জল আমরা খাই না। রহড়ু ঝরনার জল খাই। মিঠা জল। দারুণ হজমি। এক গিলাস জল খেলেই সব কিছু হজম হয়েঁ যাবে।"

অনু ওদের উঠোনে পাতা একটা চাটাইয়ের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বলল, "ওরা যদি আমার খোঁজে এখানে কেউ আসে তুমি তা হলে বাধা দিয়ো ওদের।"

লখিন্দর হেসে বলল, "বাধা তো দিব নাই রে। একেবারে খতম করয়েঁ দিব। উদের মরণের সময় ঘনিয়ে এলে তবেই উরা আসবে ইখানে।"

কমলি আর বুধি নামে দুটি মেয়ে ঝরনার সুমিষ্ট জল এনে খেতে দিল ওকে। সেইসঙ্গে কয়েকটা বাতাসা।

অনু সারাদিনের তৃষ্ণা চেপে রেখেছিল বুকে। এবার একটা দুটো বাতাসা মুখে দিয়েই আলগোছে ঘটির জল খেতে লাগল ঢক ঢক করে।

জল যে জীবন তা যেন এই প্রথম অনুভব করল অনু।

দেখতে দেখতে সূর্য ডুবে অন্ধকার নেমে এল। একজন একটি হ্যাবিকেন জ্বেলে চাটাইয়ের মাঝখানে রাখল ওর পাশে।

একজন প্রবীণ বললেন, "তুই বল এবার, তুই কে? কুথা হত্যে এলি? এমন সুন্দরীপানা চেহারা তুর, কাদের ভয়ে তুই ইখানে এলি?"

অনু আরও একটু জল চেয়ে খেল। তারপর এক এক করে বলতে লাগল সব। ওর কথা শেষপর্যন্ত শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে।

প্রবীণ বললেন, "আমরা বুনো, আমরা পাহাড়ি। মানুষ আমরা। তাই মানুষের ক্ষতি করি না। কিন্তু সভ্যরা মানুষ নয়। ওরা গেরস্তের ঘরের ক্ষতি করে। ছেলেটেলে তুলে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেয়। টাকাপয়সার দারুণ লালস উদের। আমরা তা নই। গরিবগুর্বো লোক আমরা। খেয়ে-পরে শুধু বাঁচতে চাই। দালানকোঠা

আমাদের কোন কাজে লাগবে? এই বন-পাহাড়, এই চাঁদের আলোই আমাদের ভাল।"

লখিন্দর বলল, "সেইজন্যই তো আমাদের অধিকার অর্জন করে নেবার জন্য আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চাইছি।"

অনু বলল, "তোমরা জয়যুক্ত হও। তবে কিনা আজকের রাতটুকুর মতো আমাকে এখানে আশ্রয় দাও তোমরা। কাল সকালেই আমি চলে যাব।"

"কথায় যাবি? সাহেবগঞ্জ না কহলগাঁও?"

"কহলগাঁওতেই যাব। ওখানেই তো আমার বন্ধুরা সবাই আছে।"

"ঠিক আছে। তুই থাক ইখানে। কাল ভোরেই আমি নিজে সঙ্গে করে পঁউছে দিয়্যে আসব তোকে।"

অনু স্বপ্নেও ভাবেনি এই বনপ্রদেশে এমন একটি নিরাপদ আশ্রয় ও সত্যিই পাবে বলে। কী দারুণ সুন্দর ওরা। সত্যই বন্যেরা বনে সুন্দর।

ওকে ঘিরে একদল মেয়ে এসে বসল তখন। কেউ ওর বয়সি। কেউ ওর চেয়ে একটু বড়। কেউ আরও ছোট।

একজন বাটিতে করে তেলমাখা মুড়ি পেঁয়াজ আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে গেল। আর একজন দিয়ে গেল এক কাপ চা। কী দারুণ আন্তরিকতা।

সকলে ওকে খুব আদরযত্ন করতে লাগল। অভয় দিতে লাগল। অনুও নিশ্চিন্ত হল।

সবে দু'-এক মুঠো মুড়ি চিবিয়ে চায়ে চুমুক দিয়েছে অনু এমন সময় দূর থেকে একটা কোলাহলের শব্দ ওর কানে এল। মনে হল দলবদ্ধভাবে কারা যেন এদিকেই আসছে। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল অনুর।

পল্লীর কুকুরগুলো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সেদিকে ছুটল। লখিন্দরও অন্য এক যুবককে ইশারা করে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রায় তৈরি হয়েই এগিয়ে গেল সেদিকে।

মেয়েরা বলল, "তুর কুন্যো ভয় নাই রে। তেমন বুঁইলে আমরা তুকে অন্য কোথাও সরিয়্যে দুব্বো।"

কিন্তু না। অন্য কোথাও যেতে হল না। একটু পরেই দেখা গেল ওবা সবাই নিরস্ত হযেই ফিরে আসছে।

ব্যাপারটা যে কী হল জানার জন্য উদ্‌গ্রীব হল সকলেই। ওরা ফিরে এল বটে কিন্তু ওদের চোখে-মুখে কেমন যেন একটা দুশ্চিন্তার ছাপ।

ওরা এসে ওদের মেয়েদের একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলতেই সবাই আড়চোখে একবার দেখল অনুকে। তারপর ঘাড় নেড়ে হাত নেড়ে ওরাও কী যেন বলল। মনে হল সায়ে সায় দিল।

লখিন্দর আর ওর সঙ্গের যুবক আরও কয়েকজনকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এবার।

মেয়েদের ভেতর থেকে একজন একটি টর্চ নিয়ে অনুর কাছে এসে ওর হাত ধরল। তারপর একটু চাপা গলায় ওকে বলল, "আয় তুই আমার সঙ্গে।"

অনু ভয়ে ভয়ে বলল, "কোথায়?"

"আয না। তুর ভালর জন্যই বুলছি রে। কে কীভাবে নিব্যে তা কে জানে?"

বাধ্য হয়েই অনু অনুসরণ করল মেয়েটিকে। মেয়েটির নাম কমলি। ওর হাতে একটা টর্চ ছিল। সেই টর্চের আলোয় পথ দেখে জঙ্গলের ঝোপঝাড় এড়িয়ে পাহাড়ে ওঠা শুরু করল। খানিক যাওয়ার পর একটি ঝরনার কাছে এসে পৌঁছল ওরা। বেশ বড়সড় ঝরনা। অনেক উঁচু থেকে জলপ্রপাত হচ্ছে। সেই জল পাথরের খাঁজ কেটে পাহাড়ের ঢালু পথে নেমে যাচ্ছে নিম্নভূমিতে।

ওকে যে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তার কিছুই বুঝল না অনু। একসময় একটি ছোট্ট কাঠের ঘরের দরজা খুলে কমলি বলল, "তু ইখানেই থিক্যে যা রাতটুকু। লখিন্দর কাল তুকে নিয়্যে যাবে।"

অনু বলল, "এই জঙ্গলে এই ঘরে আমি একা থাকব?"

"কী করব বল? আমাদের উখানে তুকে রাখ্‌খা যাবেক না। আজ রাতে একটু খুন খারাপি হবে, তাই। চল্লিশ পঞ্চাশজন আসছে আজ। আমাদের গেরামে মিটিন হবেক।"

"কারা মিটিং করবে?"

"মুক্তি মোর্চার ওরা। তুকে উরা ভালভাবে লিবেক নাই। তাই ইখানেই থাকবি তুই। ভাল থাকবি। একটু বেশি রাতে আমি আসব।"

অনুর হাত-পা যেন কাঁপতে লাগল থরথর করে।

কমলি ওকে সেই কাঠের ঘরে ঢুকিয়ে ছোট্ট একটি চিমনি লণ্ঠন জ্বেলে বিদায় দিল। যাওয়ার আগে ওকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বারবার নিষেধ করে গেল, কোনও অবস্থাতেই ও যেন এই ঘরের বাইরে পা না দেয়। তার কারণ, এই ঘন জঙ্গলে পূর্ণ পাহাড়ের চারদিকেই আছে অসংখ্য গুহা। সেইসব গুহায় আছে ক্ষতিকারক হিংস্র জন্তুদের বাস। তা ছাড়াও কত যে দুষ্কৃতী তাদের বদ মতলব নিয়ে আশপাশে ঘাপটি মেরে আছে তা কে জানে?

এই বনবাসে একা অনুর বুক ভয়ে কাঁপতে থাকলেও ও যে অন্য দুষ্কৃতীদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে এই আনন্দেই তৃপ্ত ও।

ওকে ওরা এখানে নিয়ে এসে ভালই করেছে। তার কারণ, ওইসব উগ্রপন্থীরা আদিবাসী। এই মুহূর্তে রাজনীতির আবর্তে দারুণভাবে খেপে আছে ওরা। এই রাতেই ওরা কোনও রোমহর্ষক কাণ্ড কিছু করবার মতলব নিয়েই এখানে এসেছে। ওদের মাঝে ওকে দেখে কেউ যদি অন্যরকম কিছু মনে করে তবেই মুশকিল। সে কারণে ওর নিরাপত্তাকে জোরদার করবার জন্যই ওর এই নিঃসঙ্গ বাস।

অনুর মধ্যে ভয়ের ভাবটা একটু বেশিই। সে ভয় অন্য কিছুর নয়, ভূতের। কিন্তু পরিস্থিতির জন্যই বুঝি এখন ওর নিজেকে দারুণ একটা অ্যাডভেঞ্চারাস বলে মনে হচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এখনও পর্যন্ত যা ও করেছে তা বড় কম নয়। অবশ্য ভাগ্য ওর সহায় হয়েছে খুবই। ভাগ্যই তো ভগবান। তাই আর কোনও কিছুতেই ভয় পাওয়া উচিত নয় ওর।

এই বনে পাহাড়ে কাঠের ঘরটি কেন এবং কীজন্য কবা হয়েছিল তা কে জানে?

ঘরের মধ্যে বাঁশ-বাখারি ও জঙ্গলের কাঠ দিয়ে ক্যাম্পখাটের মতো ছোট্ট একটি মাচা করা। তাতেই পুরু করে খড় বিছানো আছে। আর আছে দুর্গন্ধযুক্ত একটি কম্বল ও চাদর। অনুর গা গুলিযে উঠল। তবু কী আর করে? এমন অরণ্যবাস তো গৃহবাসের মতো হয় না। জীবনের এও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

ও সেই শয্যাতেই দেহটা এলিয়ে দিয়ে নানারকম চিন্তাভাবনা করতে লাগল।

বাবলুর কথা বারবার মনে পড়তে লাগল ওর। ছেলেটা যে কোথায় গেল! ও কি বেঁচে আছে? কোনও বন্যজন্তুর কবলেই কি পড়ে গেল ও? না কি কোনও উগ্রপন্থী দলের হাতে পড়ে গেল? ওরা তো সবাই এখন হিংস্র। কাল সকালে এই দলের সাহায্য নিয়ে যতক্ষণ না ও কহলগাঁওয়ে যেতে পাবছে ততক্ষণ কোনও কিছুই জানতে বা বুঝতে পারবে না। তা ছাড়া শুধু বাবলু তো নয়, বাচ্চু-বিচ্ছুকে ওর চোখের সামনেই অপহরণ করা হয়েছে। এই বিপদের মাঝখানে ওরাই বা কোথায়? ওদের খবরও যদি ভাল না হয়? কহলগাঁওয়ে পৌঁছে যদি ওদের ব্যাপারেও কোনও খারাপ কিছু শোনে? তখন কিন্তু নিজেকেই ওর সবচেয়ে বড অপরাধী বলে মনে হবে। কেন না, পাণ্ডব গোয়েন্দাদের এই চরম বিপর্যয় তো ওকে কেন্দ্র করেই।

ভাবতে ভাবতে ঘুমের বদলে চোখে জল এল অনুর।

বাবলু অনেক করে বারণ করেছিল সেদিন ওদের ঘর থেকে না বেরোতে, কিন্তু ওরা শোনেনি। রিয়াংকে সঙ্গে নিয়ে অসার একটা যুক্তি খাড়া করে কতকটা জেদের বশেই ঠিক গিয়ে হাজির হয়েছিল বিপজ্জনক জায়গার কাছাকাছিই। পরিণামে যা হওয়ার তাই হল। অর্থাৎ কিনা হাতেনাতে ফল। তারই পরিণতিতে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই আজ বিপন্ন।

ঘরের মধ্যে এইভাবে বসে থাকতে থাকতে একসময় প্রচণ্ড জলতেষ্টা পেল অনুর। কিন্তু আশ্চর্য! ঘরের মধ্যে কোথাও এতটুকুও জলের ব্যবস্থা নেই। এক জায়গায় একটি প্লাস্টিকের বোতল প'ড়ে আছে। তাও সেটা খালি। ও অনেকক্ষণ বুকের মধ্যে পিপাসা চেপে রেখেও যখন আর থাকতে পারল না, তখন বোতলটা হাতে নিয়ে জলের আশায় দরজার কাছটিতে এসে দাঁড়াল।

এখানে আসবার সময় যে ঝরনার পাশ দিয়ে ও এসেছিল সেখানেই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। ঝরনার কলকল শব্দ এখানেও কানে আসছে ওর। কিন্তু ঘরের বাইরে যাওয়ার আগে আবার মনে পড়ল সেই নিষেধাজ্ঞার কথা। কমলি বারবার বলে গেছে, সাবধান করে গেছে, কোনও অবস্থাতেই ও যেন ঘরের বাইরে পা না দেয়। একবার ভুল করে যখন এই বিপর্যয় তখন আবার ভুল করে না জানি কী হবে।

এদিকে তৃষ্ণাও আর চেপে রাখা যাচ্ছে না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। জিভটা যেন টেনে ধরছে ভেতর থেকে। আবার ভয়ও হচ্ছে। জঙ্গল তো শুধুই জঙ্গল নয়, ভীষণ জঙ্গল। এই জঙ্গলে বিপদও যেমন হাত বাড়িয়ে আছে, মরণের ফাঁদও তেমনই পাতা আছে সর্বত্র। তবু ও কাঠের ছোট্ট জানলা দিয়ে বাইরের পরিস্থিতিটা দেখে নিল একবার।

আকাশের ভরন্ত চাঁদ থেকে জ্যোৎস্না যেন চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে এই বনভূমে। দিগন্তবিস্তৃত ঢেউখেলানো পাহাড়ের সারি স্পষ্ট প্রতীয়মান। ছায়া-ছায়া কালো-কালো জঙ্গলের মধ্যে কোনও আতঙ্কই নেই। চারদিকে যেন স্বর্গের সুষমা। জঙ্গলের কিরকিরে পোকাদের কর্কশ ডাক একটানা কানে আসছে ওর। বেশ খানিকক্ষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সেদিকে তাকিয়ে থাকবার পর, একটু একটু করে সাহস সঞ্চয় করে নিল। মনে করল এখানে এসে ওই আদিবাসীদের সাহচর্য যদি না-ই পেত? তা হলে? তা হলে একার সিদ্ধান্তেই যা করবার তাই করতে হত ওকে। এই ভেবে পা টিপেটিপে দরজা খুলে ঘরের বাইরে পা দিল ও।

ঝরনা তো এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। তার পাশ দিয়েই এসেছে ও। তাই বনজ্যোৎস্নার আলোয় অন্ধকারে এক পা এক পা করে অতি সন্তর্পণে ঝরনার দিকে এগিয়ে চলল ও।

একসময় এসে পৌঁছলও ঝরনার কাছে। তারপর আকণ্ঠ জলপান করে প্রথমেই তৃষ্ণা নিবারণ করল। পরে বোতল ডুবিয়ে জল-ভর্তি করে ঝরনার কাছ থেকে সরে এসে ভাবল এইভাবে একাকী নির্জনে তিলতিল করে সময়ের অপচয় করবার কোনও প্রয়োজনই নেই। তার চেয়ে ও বরং ওই আদিবাসী পল্লীতেই কোথাও না কোথাও লুকিয়ে থাকুক। ওদের মিটিং কতক্ষণ হবে না হবে তা তো জানা নেই। তবে কিনা তার পরের অবস্থাটা যে কী হবে তা ও জানে। নেশায় উন্মত্ত হয়ে যা ইচ্ছে তাই করবে ওরা। অনুকে যে ওই ঘরের মধ্যে রেখে গেছে সে-কথা মনেও থাকবে না ওদের। কেন না, এদের প্রকৃতি ও জানে। অনু তাই এক পা এক পা করে এবড়োখেবড়ো উঁচুনিচু পাথরে পা দিয়ে ক্রমশ নামতে লাগল নীচের দিকে।

নামছে তো নামছেই। নামার আর শেষ হয় না। একসময় ও আরও ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করল। এর পরে আর পথ নেই। একপাশে অগভীর খাদ। নিশ্চয়ই ভুল পথে এসে পড়েছে ও। সেখান থেকেই কার যেন একটা চাপা আর্তস্বর কানে এল ওর। উঁঃ উঁঃ করে একটানা এবং একভাবে।

ভয়ের পরিবর্তে অনুর সাহস এল এবার। ও সেই খাদের দিকে অল্প একটু ঝুঁকে পড়ে বলল, "কে? কে এখানে?"

উত্তর এল, "জল। একটু জল।"

অনু দেখল একজন পক্বকেশ বৃদ্ধ, দেখে মনে হল কোনও চার্চের ফাদার বা ওইরকমই কেউ 'জল জল' করছেন।

কিন্তু উনি এখানে কেন? কীভাবে এলেন?

অনু কণ্ঠে সমবেদনা এনে বলল, "আমার কাছে জল আছে। আপনি কি আমার হাতের জল খাবেন?"

"আমি যিশুর আজ্ঞাবহ। আমার কাছে উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। মরণাপন্ন রোগীর জীবনরক্ষার সময় রক্তের প্রয়োজনে যেমন জাতিবিচার করা হয় না, তেমনই জলগ্রহণেও কারও কোনও দ্বিধা করা উচিত নয়। এই মুহূর্তে তুমি আমাকে জল দান করে আমার তৃষ্ণার অবসান ঘটাও। এই জলে এখন আমার জীবনরক্ষা হবে না। তবুও আমি তৃপ্ত হব। এই জল আমি পান করব প্রভু যিশুর অমৃতবারি মনে করে। প্রভু সকল জীবের প্রতিই করুণাময়। তাই এই বনের মধ্যেও আমার আসন্ন মৃত্যুর প্রাক্কালে তোমার হাত দিয়ে এই অমৃতসুধা তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

অগভীর খাদ। অনু তাই লাফিয়ে নামল খাদের ভেতর। তারপর সেই প্লাস্টিক বোতলের জল ফাদারের মুখের কাছে ধরতেই ঢকঢক করে সেই জল তিনি পান করে নিলেন। তারপর 'আঃ' করে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে অনুকে কাছে টেনে ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "পরম করুণাময় তোমার মঙ্গল করুন। জলের খোঁজে অন্ধকার জঙ্গলে এসে আমি হঠাৎ মাথা ঘুরে এই খাদের মধ্যে পড়ে গেছি। আমার আয়ু ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। আর বড়জোর দু'-দশ মিনিটের মধ্যেই আমার দেহান্ত হবে। তোমার এই বোতলে অবশিষ্ট যে জলটুকু আছে তা আর-এক তৃষ্ণার্তর জন্য নিয়ে যাও মা।"

"কোথায় নিয়ে যাব আমি?"

"এই খাদের পেছন দিকে ছোট্ট এক সর্পিল পথ একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবে। ওই পথে খানিক গেলেই বহুদিনের পুরনো একটি ভাঙা বাড়ি তোমার নজরে আসবে। ওখানেই আমি এই অরণ্যবাসীদের মধ্যে প্রভু যিশুর বাণী প্রচার করবার ব্রত নিয়ে আছি। বাড়ির সামনে একটি যিশু ক্রশ আছে। তুমি সেখানেই যাবে। তুমি কে তা জানি না। মাতা মেরি তোমার ভাল করুন। প্রভু যিশু তোমার মঙ্গল করুন। আর—।"

আর কী তা বলতে পারলেন না। হঠাৎই স্থির হয়ে গেলেন তিনি।

অনু বুঝতে পারল, ফাদারের দেহান্ত হল।

সে তাঁরই নির্দেশিত পথে বাকি জলটুকু নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সেই ভাঙা বাড়ির দিকে। সত্যি, ভগবান যে কখন কাকে দিয়ে কী করান তা তিনিই জানেন। কিছুটা পথ যাওয়ার পরই বহুদিনের পুরনো একটি বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ও। বাড়িটা সত্যিই ভেঙে-পড়া বাড়ি। কোন আমলে কাদের দ্বারা যে তৈরি তা কে জানে। এর একটি-দুটি ঘরই যা অক্ষত আছে। এরই মধ্যে তৃষ্ণার্ত কে যে অপেক্ষা করছে তা কে জানে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অনু ধীর পায়ে একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। কেন না, এই ঘরেরই ভেতর থেকে ক্ষীণ একটু আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

অনু এসে সেই ঘরের বন্ধ দরজায় টোকা দিতেই যে এসে দরজা খুলে দিল তাকে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল অনু। এ কাকে দেখছে ও? এও কী সম্ভব! দূরে বহু দূরে কোথা থেকে যেন একটা নিশাচর ডেকে উঠল তার কর্কশ স্বরে। কী একটা পাখিও যেন ডানা ঝাপটাল পাশেরই একটি গাছের ডালে। অনুর চোখে আর পলক পড়ে না। ও সবিস্ময়ে বলল, "এ কী! বাবলু তুমি!"

বাবলুও যারপরনাই অবাক হয়ে বলল, "তুমি এখানে! ওরা কোথায়?"

ওরা যে কোথায় অনুই কি তা জানে? ও জলের বোতলটা বাবলুর হাতে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল, "সব দোষ আমার। আমার জন্যই সবকিছু। আমার জন্যই সকলের এই পরিণতি। আমায় তুমি ক্ষমা করো বাবলু।"

বাবলু বোতলের সবটুকু জল নিঃশেষ করে মৃদু হেসে বলল, "ভাগ্যচক্র মানো? ভবিতব্য?"

"না মেনে কি উপায় আছে?"

"তা হলে? কারও জন্যই কিছু হয় না। যা হয় তা অবধারিত বলেই। আমাদের প্রত্যেক পরিবারের মধ্যে গীতা নামে একটি ধর্মগ্রন্থ আছে। তোমার মায়ের কাছেও আছে নিশ্চয়ই। সময় করে একটু পড়ে নিয়ো। গীতা পড়ার কোনও বয়ঃসীমা নেই। গীতার বাণী পৃথিবীর সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় গীতার বাণী ইংরেজরা কীভাবে প্রচার করেছেন জানো? হাউ টু লার্ন ইংলিশ নামে বইয়ের মাধ্যমে। অর্থাৎ ইংরেজি শেখানোর মাধ্যমে গীতার বাণীই মরমে পশিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। তাই বলি, কোনওরকম ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য কাউকেই দায়ী কোরো না। লালজি ভিমানির লোকরা ওইদিন তোমার বাবার ওখানে ঝামেলা করতে না গেলে তো এই অভিযান কেন, তোমার সঙ্গে আমার বা আমাদের কারও পরিচয়টুকুও হত না। তুমি আমাকে মির্জাচৌকি, না কী যেন নাম, সেখানকার সেই খাদের ভেতর থেকে সকাল হওয়ার আগেই উঠতে না বললে তো আমিও দুষ্টচক্রে পড়ে যেতাম না। আবার এখানে এই বনের মধ্যে হঠাৎ করে তোমার আমার এই দেখা হয়ে যাওয়াটাও একটা দৈবঘটিত নয় কী? একদিকে তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, অপরদিকে তোমার হাতেই তৃষ্ণার জল। ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ কখন কীভাবে হয় কেউ কি তা বলতে পারে? কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না তুমি এখানে কীভাবে এলে?"

মৃদু হেসে অনু বলল, "তা হলে তোমার ভাষাতেই বলি, ঈশ্বরের ইচ্ছায়।"

বাবলু বলল, "এসো, ভেতরে এসে বোসো।"

ঘরের মধ্যে একটি তক্তাপোশের বিছানায় বসল অনু।

বাবলু বলল, "আমাব জন্য তৃষ্ণার জল আনতে অসুস্থ ফাদার গিযেছিলেন এখানে কোথায় যেন একটা ঝরনা আছে সেইদিকে। তুমি কি তাঁর দেখা পেয়েছ? তিনি কোথায়?"

অনু নতবদন হয়ে বলল, "তিনি নেই।"

"নেই মানে?"

"তাঁর দেহান্ত হয়েছে।"

"কী বলছ তুমি!"

"সম্ভবত মাথা ঘুরেই অগভীর একটি খাদের মধ্যে পডে গিয়েছিলেন তিনি। পথহারা আমি তাঁর দর্শন পাই। তাঁকেও আমি তাঁর অন্তিম সময়ে জলদান করি। দেহান্তের আগে তিনিই আমাকে এখানে আসবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন এক তৃষ্ণার্ত জলের আশায় অপেক্ষা করছে এখানে। তার জন্য তুমি জল নিয়ে যাও।"

বাবলুর দু' চোখ বেয়ে তখন জলের ধারা নেমেছে।

অনু বলল, "তখন কি জানতাম তুমিই সেই তৃষ্ণার্ত।" বলে রুমালের খুঁট দিয়ে বাবলুর চোখের জল মুছিয়ে দিল অনু।

বাবলু বলল, "পরহিতে নিজের জীবনকে যাঁরা দান করেন তাঁদের কী বলে জানো?"

"মহাপুরুষ। মহান আত্মা তাঁদের। মনীষী তাঁরা। এবং নরশ্রেষ্ঠ।"

বাবলু বলল, "ফাদার যেখানে অন্তিম শয়নে শায়িত আছেন তুমি আমাকে একবার সেখানে নিয়ে যেতে পারো অনু।"

"হ্যাঁ পারি। কিন্তু সেখানে গিয়ে এখন তুমি কী করবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"ওঁর দেহটাকে সমাধিস্থ করব।"

"কিন্তু এই রাতের অন্ধকারে!"

"কোথায় অন্ধকার? দেখছ না, চারদিকে কত আলো।"

"বেশ, তবে চলো। কিন্তু তুমি এখানে কীভাবে এলে তা তো জানা হল না।"

"জানাবার অবকাশটা পেলাম কোথায় বলো?"

অনু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। যাই হোক, এখন জানাজানির ব্যাপারটা থাক। আগে ফাদারের শেষকৃত্যটা করে আসি চলো।"

ওরা ঘরের কোণ থেকে একটা কোদাল ও শাবল নিয়ে সেই খাদের কাছে এল। তারপর ওখানেই, যেখানে একটু মাটির ভাগ বেশি, সেখানে একটি গর্ত করে সযত্নে সমাধিস্থ করল ফাদারকে। তারপর একটি যিশু ক্রশ এঁকে ফিরে এল ঘরে।

বাড়ির পেছন দিকে একটি কুয়ো আছে। সেই জল ঠিক ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। ওরা দড়ি-বালতি নিয়ে সেই জল তুলে হাত-মুখ ধুয়ে নিল।

বাবলু বলল, "এবার বিশ্রাম। কিন্তু এই মুহূর্তে খিদেয় আমার পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো ছিঁড়ে যাচ্ছে যে।"

"আমারও। কিন্তু উপায় কী বলো?"

"উপায় একটা আছে। সেই উপায়কে কার্যকর করতে গেলে আবার আমাদের জলের সন্ধানে বেরোতে হবে।"

"জল বুঝি একটুও নেই?"

"এক ফোঁটাও না। অথচ ফাদারের এখানে সবকিছুই আছে। চাল, ডাল, তেল, নুন, মশলা, আলু, কপি, সব। এমনকী স্টোভ ও জ্বালানি কাঠও আছে। নেই শুধু জল।"

"তা হলে উনি কীভাবে কী করেন?"

"ওই ঝরনার জলেই সবকিছু হয়।"

অনু পাকা রাঁধুনির মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "আগে তা হলে জলের ব্যবস্থাটাই করা যাক। তারপরে রান্নাবান্না। কেন না, সারারাত না খেয়ে তো থাকা যায় না।"

বাবলু বলল, "ঝরনার পথ তুমি চিনতে পারবে?"

"খুব পারব। ওই খাদের গা বেয়ে যে পথটা ক্রমশ ওপরদিকে উঠে গেছে, ওইদিকেই ঝরনাটা। তা ছাড়া জলের শব্দেই তো টের পাওয়া যাবে।"

বাবলু বেশ বড়সড় দেখে জল আনার একটি পাত্র নিয়ে বলল, "তুমি তা হলে এদিকের ব্যাপারটা দ্যাখো। আমি জল নিয়ে এখনই আসছি।"

অনু বলল, "ওটি হচ্ছে না। আর আমি ছাড়ছি না তোমাকে। জল আনতে গিয়ে আবার কার পাল্লায় পড়ে যাও তা কে বলতে পারে? গেলে দু'জনেই যাব। যা হওয়ার একসঙ্গে দু'জনেরই হবে।"

কথাটা মন্দ বলেনি অনু। আর কোনওরকমভাবেই দু'জনের ছাড়াছাড়ি হওয়াটা ঠিক নয়। বলা যায় না কখন কী হয়।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়েই দেখল মাটিতে পোঁতা সেই ক্রশটার কাছে সারা গায়ে কম্বলমুড়ি দিয়ে কে যেন একজন দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই কোনও প্রয়োজনে ফাদারের কাছে এসেছে ও।

বাবলু লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে তুমি?"

লোকটিকে দেখে মনে হল খুব গরিব এবং দেহাতি। ও ওর ভাষায় দুঃখের কথা কত কী যেন বলে গেল। ওর একটি কথারও মর্মোদ্ধার হল না।

বাবলু বলল, "তুমি কি ফাদারের কাছে এসেছ?"

এইবার একটু হাসি ফুটল লোকটির মুখে। দারুণ উল্লসিত হয়ে ঘাড় নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, হ্যাঁ।

বাবলু ম্লানমুখে বলল, "তিনি তো নেই।"

লোকটি ইঙ্গিতে জানতে চাইল, কোথায় তিনি?

অনুও তখন এগিয়ে এসেছে ওদের কাছে। এসে আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে বোঝাল, ওঁর দেহান্তের ব্যাপারটা।

লোকটি স্তব্ধ হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।

অনু বলল, "শোনো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঘুরে তাকাল লোকটি।

"ফাদারের কাছে তুমি কেন এসেছিলে?"

লোকটি করুণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে মুখের কাছে হাত এনে বোঝাল, একটু কিছু খেতে পাওয়ার আশায়।

বাবলু দু'হাত নেড়ে লোকটিকে আশ্বস্ত করে বলল, ফাদার না থাকলেও ফাদারের ছেলেমেয়েরা আছে। অতএব খাদ্য পেতে কোনও অসুবিধে হবে না ওর। এখানে সবকিছুরই ব্যবস্থা আছে। শুধুমাত্র ঝরনাটা কাছাকাছি থাকায় নেই শুধু জলের ব্যবস্থাটা। এখন ওরা গিয়ে জল নিয়ে এলেই রান্নার ব্যবস্থা হবে। আর রান্না হয়ে গেলে খাবার পেতে কোনও অসুবিধে হবে না।

বাবলুর বক্তব্যটা বোধগম্য হতেই লোকটি কম্বল ফেলে টান হয়ে দাঁড়াল। তারপর দারুণ উৎসাহে ওর হাত থেকে জলের জায়গাটা নিয়ে ওদের ঘরে থাকতে বলে নিজেই গেল জল আনতে।

এই বন-জঙ্গলের দেশে ঝরনাতলা রাতের অন্ধকারে কখনওই নিরাপদ নয়। তার ওপর অনেকটা খাড়াই বেয়ে ওপরে ওঠার ব্যাপার আছে। অতএব দারুণ নিশ্চিন্ত হল ওরা।

বাবলু আর অনু একটুও সময় নষ্ট না করে খুবই ব্যস্ততার সঙ্গে রান্নার আয়োজন করে ফেলল। এখন শুধু জল আসার অপেক্ষা। রান্নার আয়োজন মানে তেমন কিছুই নয়। এই রাতে এমন ক্ষুধার মুহূর্তে, এত উত্তেজনা নিয়ে কী-ই বা করা যায়? একটু শুধু চালেডালে ফুটিয়ে নেওয়া ছাড়া?

ফাদারের ঘরে চায়েরও সরঞ্জাম ছিল।

অনু বলল, "জল এলে আগে একটু চা খেতে হবে।"

বাবলু বলল, "এমন অজানা অচেনা জায়গা, অথচ ঈশ্বরের কী করুণা দ্যাখো। আহার, আশ্রয় সবকিছুরই ব্যবস্থা আছে এখানে। এমনকী জলটুকু পর্যন্ত আনতে যেতে হল না আমাদের।"

অনু বলল, "সত্যি, এবার বুঝেছি বিপদে কখনও ভেঙে পড়তে নেই। বিপদ যিনি দেন, বিপদ থেকে মুক্ত হওয়ার পথও তিনিই করে দেন। দুঃখ দেন বলেই তো দুঃখজয়ীর জয়যাত্রার পথ প্রশস্ত করে দেন তিনি।"

কিছু সময়ের মধ্যে লোকটি জল নিয়ে এলে তাকে দাওয়ায় একটা চাটাই পেতে বসতে দিয়ে ওরা ওদের কাজে লেগে পড়ল। আগে এক কাপ করে চা খেয়ে গরম গরম খিচুড়ি একটু উদরস্থ করতে পারলেই নিশ্চিন্তি।

লোকটি বাইরের ক্রশের কাছে ওর কম্বলটা ফেলে রেখেই চলে গিয়েছিল। এখন সেটা নিয়ে এসে সারাগায়ে মুড়ি দিয়ে চাটাইতে বসে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কী একটা গানের সুর ধরল।

ওদিকে ঘরের ভেতরেও চলল জোর তৎপরতা।

অনু যে কী সাংঘাতিক চটপটে মেয়ে তা এভাবে এই পরিবেশের মধ্যে ওকে না দেখলে বোঝা যেত না।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে তিন কাপ চা তৈরি করে ফেলল অনু।

বাবলু একটা কাপ বাইরের অতিথিকে দিয়ে এসে নিজের কাপে চুমুক দিল।

অনু তখন চালে-ডালে-আলু-কপিতে এক করে চাপিয়ে দিয়েছে স্টোভে।

রাত নিঝুম। কিন্তু আতঙ্কিত নয়। ঘরের মধ্যে দু'জন। বাইরেও একজন অতিথি। তাই ভয়ডরেরও কোনও ব্যাপার নেই।

চা খেতে খেতেই বাবলু বলল, "এবার বলো তোমার কথা। কীভাবে তুমি এখানে এলে? ফাদারের সঙ্গেই বা তোমার যোগাযোগটা হল কীভাবে? বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুর খবব কী? রিয়াং কোথায়? পঙ্কু ওর অবর্তমানে ঠিক আছে কিনা, সব বলো।"

সেই মাচার বিছানায় মুখোমুখি বসে অনু বলল, "সবার সব খবরই ভাল। কিন্তু তবুও আমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছি বাবলু। আমি কোনওরকমে ভাগ্যের জোরে পালিয়ে বাঁচলেও বাচ্চু-বিচ্ছুর কপালে কী যে হয়েছে তা কে জানে?"

আতঙ্কিত বাবলু বলল, "কী হয়েছে বাচ্চু-বিচ্ছুর? কোনওরকম সাসপেন্স না রেখে সব আমাকে খুলো বলো। আমার মনপ্রাণ, আমার আত্মা, সব যে পড়ে আছে ওদের দিকে।"

অনু তখন আগাগোড়া সমস্ত ঘটনার কথা এক এক করে সবই খুলে বলল বাবলুকে। ওদের অপহৃতা হওয়ার সময় থেকে ও কীভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে জঙ্গলে এল, সব বলল।

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল বাবলু।

বাবলুকে অনেকক্ষণ চুপ করে একভাবে স্থির হয়ে বসে থাকতে দেখে একসময় অনু বলল, "কী হল তোমার বাবলু? হিমালয়ের মতো অমন ধ্যানস্থ হয়ে গেলে কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "হব না, ওদের এই চরম বিপদের মুহূর্তে আমিই রইলাম দলছুট হয়ে। বিলু, ভোম্বল কি পারবে ওই অপহরণকারীদের মোকাবিলা করতে?"

অনু বলল, "আমিও তাই ভাবছি। ওরা নিশ্চয়ই শুধু বাচ্চু-বিচ্ছুর জন্য সচেষ্ট হবে না। আমার ব্যাপারেও মাথা ঘামাবে। কিন্তু আমি যে মুক্ত বিহঙ্গী তা তো ওরা জানবে না। শুধু শুধু সময় এবং উদ্যম নষ্ট করবে ওরা।"

"আমরা যেখানে আছি এই জায়গা থেকে কহলগাঁও কতদূরে বলতে পারো?"

"পারি। খুব একটা বেশিদূরে আমরা নেই। অরিয়পের জঙ্গলে আছি আমরা। এই পাহাড়ের বিপরীত দিকে যে পাহাড় সেখানে আছে বটেশ্বরনাথের মন্দির। মা গঙ্গা বয়ে চলেছেন ওইখানকার পাহাড়ের কোল বেয়ে।"

"আচ্ছা, আজ রাতে কি কোনওভাবেই কহলগাঁওতে পৌঁছনো যায় না?"

"অসম্ভব! এই জঙ্গলে দিনমানেই পরিবহণের অভাব হয়ে যায়। রাতে কোথায় কী পাবে? তা ছাড়া বন্য জন্তুর আক্রমণের ভয় আছে। লাইফ রিস্ক হয়ে যাবে।"

বাবলু দু' হাতে কপালটাকে টিপে ধরে বলল, "কিন্তু আমি যে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারছি না।"

"তুমি পাণ্ডব গোয়েন্দার অধিনায়ক। তুমি এত ঘাবড়ে গেলে কী করে হবে? একটু আগেই তুমি না আমাকে গীতার বাণী শোনাচ্ছিলে? এখন তুমিই ভেঙে পড়ছ? তুমি স্থির হও। মনকে শক্ত করো। ভোর হলেই রওনা হব আমরা।"

বাবলু বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ অনু। শত্রুর মোকাবিলায় ভেঙে পড়া মানেই পরাজয়কে বরণ করে নেওয়া।"

"তবে? নাই বা রইলে তুমি। বিলু, ভোম্বল, পঞ্চু এরা কি কম? আর আছে রিয়াং-এর মতো একটি দুঃসাহসী মেয়ে। বাচ্চু-বিচ্ছুকে ওরা শত্রুর কবল থেকে ছিনিয়ে আনবেই।"

"হ্যাঁ। ওদের প্রতি এই বিশ্বাসটুকু আমার আছে।"

"এখন বলো তোমার কথা। তুমি কীভাবে এখানে এলে? ফাদারের সঙ্গেই বা তোমার পরিচয় হল কীভাবে?"

বাবলু বলল, "আমার কথা বলতে শুরু করলে সময় লেগে যাবে অনেক। এতক্ষণে মনে হয় খিচুড়িটা তৈরি হয়ে গেছে। আগে খাওয়াদাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নিই এসো। তারপর ধীরেসুস্থে বলা যাবে সবকিছু।"

খিদে অনুরও কম পায়নি। তাই বাবলুর কথামতো খিচুড়িটা একটু নেড়েচেড়েই নামিয়ে নিল।

বাইরে একজন ক্ষুধার্ত অতিথি শুয়ে আছে। তাকেও ডেকে এনে খেতে বসাল। তিনজনে এক হয়ে এই বনস্থলীতে নৈশভোজন শেষ করল এক সময়।

আহারান্তে অতিথি আবার সেই দ্বারপ্রান্তে আশ্রয় নিল।

বাবলু সেই মাচানের গদিতে এলিয়ে দিল দেহটা।

অনু একটা চাটাইয়ের ওপরে কম্বল বিছিয়ে গুছিয়ে বসে বলল, "এইবার বলো তোমার কথা। শরীর যদিও খুব ক্লান্ত তবু আজ রাতে আর ঘুম নয়। কাল সকাল হলেই পালাব আমরা এখান থেকে। প্রয়োজনে আদিবাসীদের সাহায্য নেব।"

বাবলু বলল, "শোনো তবে—।" বলে ওর বক্তব্য শুরু করল।

মন্ত্রমুগ্ধর মতো ওর কথা শুনে যেতে লাগল অনু। লণ্ঠনের স্বল্পালোকে কী অপূর্ব লাগছিল তখন ওর মুখখানি। অনু তো নয়, অনুরাধা।

॥ ১৪ ॥

রাত যত নিঝুম হচ্ছে, চারদিকের নিশাচর পশুপক্ষীরা ততই সরব হয়ে উঠছে। ঝাইরে যে মানুষটি নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে তার বুকেও মনে হচ্ছে ভয়ডর নেই। অথচ এই জঙ্গলে বাঘ ভালুক বা তেমন কোনও হিংস্র জন্তু নেই এ-কথা কি হলফ করে বলা যায়? বিশেষ করে কাছেই ঝরনা রয়েছে সেখানে। তবুও এখানকার জঙ্গলের ব্যাপারস্যাপার ওদের চেয়ে ও-ই বেশি জানবে। সে যাক। বাবলু ওর কাহিনী যা বলল তা এইরকম—

বাবলু তো কোনওরকমে গাছের ডালপালা আঁকড়ে শক্ত শিকড় ধরে খাদের ভেতর থেকে ওপরে উঠল। ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই কারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। ওরা চারজন ছিল। বাবলু একা। চারজনই বয়সে যুবক। এমন কিছু ভয়ংকর চেহারা নয়। মাঝারি ধরনের ছিপছিপে চেহারার চারজন। কিন্তু কী ভীষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শক্তিশালী তারা। বাহুর বেষ্টনী যেন লোহার মতো। ওদের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে কোনও লাভ হবে না জেনেই অযথা শক্তিক্ষয় করল না বাবলু। তবু যেটুকু বাধাদানের চেষ্টা করেছিল তাতেই সাধের পিস্তলটা হারাল ও।

ওরা ওকে টানতে টানতে এক জায়গায় নিয়ে গেলে একজন একটু কর্কশ গলায় বলল, "বঙ্গালি বাচ্চা মালুম হোতা।"

আর একজন বলল, "বাচ্চা? কৌন বাচ্চা? আভি পয়দা হুয়া ক্যা? কমসে কম চৌদ্দ পন্দরো সাল উমর হোগা।"

আর দু'জন যারা ছিল তারা দু'জনই বাঙালি। এবং বিহারের বাসিন্দা।

ওদের একজনের নাম তোলা, আর একজনের নাম ভোলা।

তোলা ওর চুলের মুঠি ধরে বলল, "এই রাতদুপুরে ওই খাদের ভেতরে ঢুকে কী করছিলি?"

বাবলু বলল, "কিচ্ছু না। আমাকে একজনরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। তাদের খপ্পর থেকে পালাতে গিয়ে ওই খাদের ভেতরে পড়ে যাই।"

"মিথ্যে কথা বলবার জায়গা পাসনি। অত উঁচু থেকে খাদের ভেতরে পড়লে তোর হাড়গোড় আস্ত থাকত?"

বাবলু বলল, "সত্যিই আস্ত থাকত না। ভাগ্য ভাল যে পড়ে যাওয়ার সময় কতকগুলো গাছগাছালি ধরে ফেলি তাই রক্ষে। ওগুলো সুদ্ধু হড়কাতে হড়কাতে আমি পড়েছি।" বলে বলল, "এই দ্যাখো না, আমার হাত পা সব কেমন ছড়ে গেছে।"

ভোলা নামের যুবক বলল, "হ্যাঁ, দেখলাম। তোর কথা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু খাদের ভেতরে পড়ে যাওয়ার পর তুই কী দেখলি?"

"চোখে সরষেফুল। অনেকক্ষণ তো আমার জ্ঞানই ছিল না।"

"এইটা মিথ্যে কথা বললি। কোথাও থেকে পড়ে গেলেই কেউ সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারায়? তা ছাড়া জ্ঞান হারানোর মতো কেউ পড়লে তার এইভাবে পালাবার ক্ষমতা থাকে? তুই তো দেখছি দিব্যি চনমনে আছিস। ওই খাদের ভেতরে আর কে আছে?"

বাবলু দেখল মহা বিপদ। খাদের মধ্যে অনু আছে। কিন্তু সে-কথা তো বলা যাবে না। এই রাতদুপুরে অনুকে সাহায্য করবার কেউ নেই। অনু যদি কোনওরকমে এদের খপ্পরে পড়ে যায় তো ওর অবস্থা যে কী হবে তা কে জানে? বলল, "কে আবার থাকবে ওর ভেতর? কেউ নেই। কেউ থাকলে কি আমি একা আসতাম?"

অন্য দু'জন এবার ওদের কানে কানে ফিসফিস করে কী যেন বলল।

ওরা ওদের কথা শুনে বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল একবার।

তোলা বলল, "তুই সত্যি বলছিস কি মিথ্যে বলছিস তা খতিয়ে দেখবার সময় নেই আমাদের। তুই এখন আমাদের হিট লিস্টে পড়ে গেছিস। অতএব তোকে মরতেই হবে।"

বাবলু বলল, "মরতে তো একদিন সবাইকেই হবে। কিন্তু আমার অপরাধ?"

"আমাদের গোপন ঘাঁটির সন্ধান তুই জেনে গেছিস।"

"তোমরা চোর না ডাকাত?"

"আমরা যে কী তা আমরাই জানি না। বোমা ছুড়তে, গুলি চালাতে, মানুষ খুন করতে আমাদের খুব ভাল লাগে। তোকে দেখে বেশ ভাল ঘরের ছেলে বলেই মনে হচ্ছে। তোকে যদি ছেড়ে দিই তুই তা হলে কাল সকালে লোকালয়ে গিয়ে আমাদের কথা সবাইকে বলে দিবি আর আমাদের ঘাঁটির সন্ধান পুলিশ পেয়ে যাবে।"

বাবলু বলল, "তা হলে শোনো, পুলিশের ভয়েই আমি এখানে এসে লুকিয়েছিলাম। আমাকে কেউ চুরি করেও আনেনি কিচ্ছু নয়। এতক্ষণ সব মিথ্যে কথা বলেছি আমি।"

ভোলা বলল, "পুলিশের ভয়ে?"

"হ্যাঁ। আমি একজন কনস্টেবলকে খুন করেছি। খুন করে পুলিশের তাড়া খেয়েই এখানে এসে লুকিয়েছি। আসলে আমি ভাল ঘরের ছেলে হলে কী হবে, সঙ্গদোষে শুধু বারোটা নয়, পৌনে একটা বেজে গেছে আমার। তাই বলি কি ভাই, আমাকে তোমরা পুলিশের হাত থেকে বাঁচাও। আমাকেও দলে নাও তোমাদের। পিস্তল রিভলভার থেকে পাইপগান, সবই চালাতে পারি আমি।"

ভোলা বলল, "জেনে সুখী হলাম। তবে ভাইটি, আমরা অপরিচিত কাউকে দলে নিই না। আমরা মুক্তি মোর্চার সৈনিক। বহিরাগতর সাহায্য আমরা নেবই বা কেন? তা ছাড়া তুমি একটি ঘোড়েল বয়। তোমার এই

ধাপ্পায় আমরা বিভ্রান্ত হব এমন ধারণাও মনের কোণে স্থান দিয়ো না। তুমি একটা মিথ্যে যখন বলেছ তখন একাধিক মিথ্যে বলবে। অতএব চলো, তোমাকে মেরে ওই খাদের মধ্যে ফেলে দিই। তুমি যখ হয়ে আমাদের সবকিছু পাহারা দাও।"

তোলা বলল, "আমরা মোর্চার কাজও করি, ভেতরে ভেতরে অন্য কাজও। আমরা আসলে সংগ্রামী নই। সংগ্রাম করলে জীবন দিতে হয়। আমাদের কাজ জীবন নেওয়া। আমরা অস্ত্র জোগান দিই। তুই যখন জেনেই ফেলেছিস তখন শোন, ঘড়া ঘড়া—।"

ওর কথা শেষ করার আগেই ওর মুখ চেপে ধরল অন্যেরা। তোলার মুখ ফসকে বেরিয়ে এল, "পোঁতা আছে। তুই সেগুলো পাহারা দিবি।"

আর কোনও কথা নয়, ওরা ওকে টানতে টানতে আবার খাদের কাছে নিয়ে এল।

তোলা বলল, "তুই ভগবানে বিশ্বাস করিস?"

"করি বইকী! না হলে গর্তে পড়েও বাঁচলাম কী করে?"

"এখন আর তুই বাঁচবি না। আমরা যার মৃত্যুদণ্ড দিই, ভগবানের সাধ্য নেই তাকে রক্ষা করে। ভগবান আমাদেরকেও ভয় করে। আর সেজন্যই তোর বাঁচার কোনও উপায় নেই।"

ভোলা তখন বাবলুকে মারবে বলে সস্তার একটা পাইপগান তুলে ধরেছে। কিন্তু ধরলে কী হবে? একসময় দ্যাখা গেল পাইপগান সুদ্ধু সে-ই শূন্যে উঠে যাচ্ছে।

ঘন কালো কম্বলে মুড়ি দিয়ে কে যেন এসে পেছনদিক থেকে তোলাকেও আলিঙ্গন করল।

তারপরই ধুন্ধুমার কাণ্ড। 'বাবা রে-মা রে' বলে বাকি দু'জন দৌড়ে পালাল। তোলা আর ভোলা তখন রীতিমতো লড়ে যাচ্ছে। প্রায় দশ-বারোটা ভালুকের মোকাবিলা করা কি দু'জনের পক্ষে সম্ভব! পলাতক দু'জনেরও একজন আবার পড়ে গেল ভালুকের খপ্পরে।

বাবলু তখন প্রাণের দায়ে ছুটল জঙ্গলের ফাঁকফোকর দিয়ে ঢালু জায়গাটা পেরিয়ে গ্রামের দিকে। কিন্তু গ্রামে ঢুকেও বিপদ। গ্রামের যত কুকুর ওইভাবে ওকে আসতে দেখে চিৎকারে মাত করে দিল। সে এমনই অবস্থা যে, আর একটু হলেই কামড়ে দেয় আর কী!

এদিকে কুকুরগুলোর চিৎকারে ঘুমিয়ে থাকা গ্রামও তখন জেগে উঠেছে। সবারই হাতে লাঠি বল্লম, ধারালো অস্ত্র। সবার মুখেই "চোর-চোর-ডাকু-পাকড়ো—।"

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি ঘরের ভেতর থেকে কে যেন বেরিয়ে এসে ওর হাত ধরে ওকে টেনে নিল ঘরের ভেতর। নিয়েই দরজায় খিল দিয়ে ঠোঁটে আঙুল রেখে বলল, "চু-উ-উ-প।"

হতভম্ব বাবলু ভয়ে থরথর করে কাঁপছে তখন।

রেড়ির তেলের প্রদীপের স্বল্পালোকে বাবলু দেখল এই কুঁড়েঘর আলো করে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে এমনই এক কিশোরী, যে কিনা ওর চোখে পরম বিস্ময় ছাড়া আর কিছুই নয়।

মেয়েটির যেমন ফরসা গায়ের রং, তেমনই মিষ্টি তার মুখ। অথচ দারুণ গাম্ভীর্য তার। ওই মিষ্টি মুখের মাধুরীতেও এতটুকু হাসি নেই। কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল, "কৌন হো তুম?"

বাবলু ভয়ে কথা বলারও শক্তি হারিয়ে ফেলেছে তখন। একটু আগেই যে অবস্থায় ও পড়ে গিয়েছিল তা ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। অত কুকুর যেভাবে তেড়ে এসেছিল তাতে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত ওকে। তার ওপর ওই সশস্ত্র গ্রামবাসীর দল। উঃ কী ভয়ানক!

মেয়েটি আবার বলল, "চুপ কিঁউ রহে। নাম তো বতাও।"

"আমার নাম বাবলু।"

"বাঙ্গালি?"

"জি হ্যাঁ।"

"ইধার ক্যায়সে আ গয়ে তুম?"

দরজায় তখন ঘন ঘন করাঘাত হচ্ছে, "গান্ধারী! এ গান্ধারী!"

মেয়েটির নাম গান্ধারী। ও বাবলুকে ওর তক্তাপোশের নীচে ঢুকে যেতে বলে বিছানার বেডশিটটা মেঝে পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিল। দিয়ে দারুণ অভিনয় করে যেন এইমাত্র ঘুম ভেঙে উঠছে এমন ভান দেখিয়ে দরজার খিল খুলে বলল, "কিঁউ বাবুজি!" বলে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, "ইতনি শোর কিঁউ হো রহে? আপসব কিঁউ জাগ উঠা?"

"চোর আয়া, চোর!"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"ইস্ গাঁওমে চোর! গোহরা (ঘুঁটে) লেনে কে লিয়ে?"

"নেহি। চোর নেহি তো টেররিস্ট তো হো সকতা।"

"শো যাও বাবুজি, শো যাও। হামকে পরিশান মাৎ করো। নিদ আ রহা হ্যায় মুঝকো।"

"ঠিক হ্যায়। তুম শো যাও। ইধার কোঈ আয়া নেহি তো?"

"নেহি।" বলে দরজা বন্ধ করে আবার খিল দিল।

বাবলুর ভয় তখনও কাটেনি। এখনকার মতো রেহাই পেলেও এর পর এখান থেকে বেরোবে কী করে? কথায় বলে জলে কুমির ডাঙায় বাঘ। ওদিকে চার-চারজন দুষ্কৃতী ও একপাল ভালুক। এদিকে হিংস্র কুকুর ও ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা। এমন বিপদে বাবলু কখনও পড়েনি। মৃত্যুর মুখ থেকে বারেবারে ফিরে এলেও এবারে ও বড়ই অসহায়।

বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর বেডশিট গুটিয়ে গান্ধারী ইশারায় ডাকল ওকে।

বাবলু তক্তাপোশের তলা থেকে বেরিয়ে বিছানায় বসবার উপক্রম করতেই গান্ধারীর চোখদুটো শাণিত হয়ে উঠল। চাপা অথচ গম্ভীর গলায় বলল, "উধার নেহি। ইধার।" বলে পাশেই রাখা একটা বেতের মোড়া দেখিয়ে দিল ওকে।

লজ্জিত বাবলু মোড়াতেই বসল। বসে ভয়ে ভয়ে তাকাল গান্ধারীর দিকে। গান্ধারীকে দেখে ওর দারুণ ভাল লেগে গেছে, কিন্তু ওর ওই অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা নত হয়ে আসছে ওর। এমন তেজস্বিনী মেয়ে ও কখনও দ্যাখেনি।

গান্ধারী বলল, "এবার বলো তুমি কে? কোন মতলব নিয়ে রাতের অন্ধকাবে এই গ্রামে ঢুকেছ তুমি?"

বাবলু বলল, "কোনও মতলব নিয়েই আমি এখানে আসিনি। ভালুকের তাড়া খেয়ে প্রাণ বাঁচাতেই এখানে এসে পড়েছি।"

"এত রাতে ভালুক তোমাকে কোথায় তাড়া করল?"

"ওই ওদিকের জঙ্গলে।"

"ওদিকের জঙ্গলে এই রাতদুপুবে তোমার কোন কাজকারবারটা ছিল?"

বাবলু বলল, "আমাকে আগে একটু জল দাও। তারপর সব বলছি তোমাকে।"

গান্ধারী জলের জাগ থেকে জল নিয়ে ওকে খেতে দিল। তারপর বলল, "যা বলবে সত্যি বলবে। মিথ্যে বললেই আমি ধরে ফেলব। বাঙালি ছেলেরা বড় বেশি পলিটিকস করে। ওরা পরিণাম চিন্তা কবে না। তাই ওদের বিশ্বাস করি না আমি।"

বাবলু বলল, "আমার সঙ্গে পলিটিকসের কোনও সম্বন্ধই নেই।"

"না থাকলেই ভাল।"

বাবলু তখন ওর পরিচয় দিয়ে আগাগোড়া সমস্ত কথা খুলে বলল গান্ধারীকে।

সব শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল গান্ধারী। বলল, "তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল তুমি খুব ভাল ঘরের ছেলে। কিন্তু আমার বাড়ির লোকজন, গ্রামবাসীরা তা বুঝবে না। তাই আমি তোমাকে আমার ঘরে ডেকে নিয়েছিলাম। আমি ছেলেদের সঙ্গে মিশি না। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বও বজায় রাখি না। প্রয়োজনে দু'-একজনের সঙ্গে কথা বললেও আমল দিই না কাউকে। খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির মেয়ে আমি। আশা করি তুমিও তাই। আমি ভাগলপুরে থেকে পড়াশোনা করি। ক'দিনের জন্য ছুটি নিয়ে বাড়িতে এসেছিলাম, তাই তোমার জীবনরক্ষা হল। না হলে এরা কোনও কিছু না দেখে না বুঝেই হয়তো মেরে দিত তোমাকে।"

"তুমি ভাগলপুরে কোথায় থাকো?"

"ভাগলপুর তোমার পরিচিত জায়গা?"

"একবারই গেছি ভাগলপুরে।"

"তা হলে আমি যে জায়গায় থাকি সেই জায়গার নাম বললেও তুমি বুঝবে না। তবে এর পরে ফের যদি কখনও যাও তা হলে শহর থেকে দূরে গঙ্গার তীরে মহর্ষি মেহীর আশ্রমে বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তুমি আমাকে পাবে। ওই জায়গাটা আমার খুব প্রিয় জায়গা। ওখানে বসে আমি গঙ্গার শোভা সৌন্দর্য দেখি।"

"মহর্ষি মেহীর আশ্রমে অবশ্য যাইনি আমরা।"

"তা যাবে কেন? তুমি ভাগলপুরে গিয়েছিলে শহর দেখতে, নাথনগরের জৈন মন্দির দেখতে, মান্দার হিলে পর্বত দেখতে। তাই না?"

বাবলু বলল, "মোটেই তা নয়। এই যে ভালুকের তাড়া খেয়ে এই গ্রামে এসে ঢুকেছি, সে কি গ্রাম দেখতে? না কি তোমার ঘরে ঢুকে বসে আছি তোমার মুখ দেখব বলে?"

ফোঁস করে উঠল গান্ধারী। বলল, "বাজে কথা একদম বলবে না। আমি যদি একবার চেঁচিয়ে উঠি তা হলে কিন্তু এই মুহূর্তে আমার গ্রামের লোকেরা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তোমাকে।"

বাবলু বলল, "বাঃ, চমৎকার। চমৎকার তোমাদের গ্রামবাসীরা। বিপন্ন একজন মানুষ তোমাদের গ্রামে আশ্রয় নিলে তাকে তোমরা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দাও। আর সেই গ্রামের মেয়ে হয়ে তুমি এমন ভাব দ্যাখাচ্ছ যেন তুমিই যত পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির ধারক। মহর্ষি মেহীর আশ্রমে বসে গঙ্গার শোভা দেখে তোমার রুচি কত পবিত্র তাও বোঝাতে চাইছ। ছিঃ! ডাকো তোমার গ্রামের লোককে। তারা আমার কী করে দেখি। মরতে আমি ভয় পাই না।" বলেই টান হয়ে উঠে দাঁড়াল বাবলু।

গান্ধারী অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

বাবলু বলল, "কই ডাকো, চুপ করে আছ কেন? না পারলে বলো আমিই ডাকি।"

গান্ধারী শিউরে উঠল বাবলুর কথায়। বলল, "চুপ। অ্যায়সা মাৎ করো। এতে তোমার আমার দু'জনেরই বিপদ।"

বাবলু চুপ করল।

গান্ধারী বলল, "গ্রামের মানুষরা খারাপ নয়। আসলে এরা লেখাপড়া শেখেনি তো, তাই এদের বোধশক্তি খুব কম। রাতের অন্ধকারে তোমার মতো কাউকে ওইভাবে ছুটে আসতে দেখলে চোর ওরা ভাববেই। আর সেরকম ধারণা ওদের মাথায় একবার চেপে বসলে কেলেঙ্কারির চরম করে দেবে ওরা। না হলে ওদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কোনও ভয় নেই। কিন্তু যে পরিস্থিতির মধ্যে তুমি এসে পড়েছ তাতে করে এই মুহূর্তে ওদের ভুল কিন্তু ভাঙানো যাবে না।"

"বেশ। এবার তা হলে আমাকে বিদায় দাও। মনে হচ্ছে ওরা এবার হাল ছেড়ে দিয়ে শান্ত হয়েছে।"

"এখনই নয়। সময় হলেই তোমাকে আমি যেতে বলব। তবে একটা কথা বলে রাখি, তুমি যা যা বলেছ, তোমার সব কথাই আমি বিশ্বাস করেছি। আর সেজন্যই তোমাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।"

বাবলু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "আমাকে তোমার বিশেষ প্রয়োজন?"

"হ্যাঁ। তার কারণ, আমার একটি কাজের জন্য আমি তোমাকে পেতে চাই। মনে হয় সে কাজটা তুমিই করে দিতে পারবে।"

"কী কাজ?"

"তার আগে এই প্রদীপের আলোয় আমার মুখখানা তুমি খুব ভাল করে একবার তাকিয়ে দ্যাখো।"

"অনেক আগেই দেখেছি তোমাকে। তোমার মতো মেয়ের মুখ দেখতে আলোর দরকার হয় না।"

"এবার তা হলে ওই দেওয়ালে টাঙানো ছবিটার দিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখো।"

বাবলু এতক্ষণ লক্ষ করেনি ছবিটাকে। এবার ছবির খুব কাছে গিয়ে ছবিটাকে খুঁটিয়ে দেখে বলল, "চমৎকার।"

"বলতে পারো ছবিটা কার?"

"মনে হচ্ছে চিতোরের রানি পদ্মিনীর।"

"আবার দ্যাখো। ভাল করে দেখে বলো।"

"এ তো তোমারই ছবি। কী সুন্দর!"

"এই আমি, আর ওই ছবির আমি, দু'য়ের মধ্যে কোনটা বেশি সুন্দর?"

"আমার চোখে দুই-ই সমান।"

"তা কী করে হবে? দুই কখনও এক হয়? ওই ছবির মধ্যে যে আমাকে দেখছ, তিনি আমার মা।"

"ওঁর মধ্যে আমি তো তোমাকেই দেখছি।"

"আসলে মায়ের মুখের আদলটা আমিই পেয়েছি।"

"তোমার মা কোথায়?"

গান্ধারীর চোখদুটি এবার জলে ভরে এল। বলল, "আমার মা বেঁচে নেই।"

বাবলু স্নেহভরে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিতে এলে গান্ধারী পিছিয়ে গেল। তেমনই গম্ভীরভাবে বলল, "কোনওরকম অছিলা নিয়েই আমাকে ছুঁয়ে দ্যাখবার চেষ্টা তুমি করবে না। প্রয়োজনে আমি তোমার পায়ে পড়ব। কিন্তু তুমি অটল থাকবে। তবেই তো পৌরুষ জাগ্রত হবে তোমার। সব ছেলেরই এমন আদর্শ হওয়া উচিত।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "আয়্যাম স্যরি।"

"থ্যাঙ্কস।" বলে নিজেই নিজের চোখের জল মুছে বলল, "মা'ই আমার জীবনের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আমাকে বজ্রের মতো কঠিন হতে শিখিয়েছেন। মা বেঁচে থাকলে আমি হয়তো অন্যসব মেয়েদের মতোই হতাম।"

বাবলু বলল, "তোমার মায়ের কোনও অসুখ করেছিল?"

"না। শিবরাত্রির দিন গ্রামের অন্য মেয়েদের সঙ্গে বটেশ্বরের পুজো দিতে দিয়েছিলেন মা। সেই যে গিয়েছিলেন আর ফেরেননি। কয়েকদিন পরে বিক্রমশীলার খাদানের কাছে এক জায়গায় মায়ের মৃতদেহটা পড়ে থাকতে দ্যাখা গিয়েছিল।"

শিউরে উঠল বাবলু, "সে কী!"

"এই ব্যাপারে আমি একজনের বদলা নিতে চাই। আমার একার পক্ষে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তুমি আমাকে একটু সাহায্য করলেই সেটা সম্ভব হতে পারে।"

"আই মাস্ট ডু ফর ইউ। কিন্তু কার ব্যাপারে বদলা নিতে চাও সেটা তো আমার জানা দরকার।"

"অবশ্যই। সে শুধু আমার নয়, তোমাদেরও শত্রু। একটু আগেই তার নাম তোমার মুখে শুনলাম।"

"কে তিনি? লালজি ভিমানি?"

"না। তার নাম বিন্ধ্যাচল রাম।"

বাবলু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল গান্ধারীর মুখের দিকে চেয়ে।

গান্ধারী না হেসে তেমনই গম্ভীর মুখে বলল, "কী দেখছ অমন করে?"

বাবলু বলল, "তোমার ভেতরের আগুনটাকে। তোমরা মেয়েরা আমার চোখে এক পরম বিস্ময়। আমরা তোমাদের বাইরের রূপটাকেই দেখি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে মহাশক্তি লুকিয়ে থাকে তার সন্ধান আমরা কেউই রাখি না।"

"শোনো বাবলু, ওইসব তত্ত্বকথা শোনবার সময় আব ধৈর্য আমার কোনওটাই নেই। আমার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে প্রতিশোধ নেওয়া। তুমি বা তোমার দলের ছেলেমেয়েরা যা, তাতে তোমরাই পারবে এই কাজে আমার সহায়তা করতে। ওই যে তোলা ভোলা ইত্যাদি যাদেব নাম তুমি কবলে, ওরাও ওই বিন্ধ্যাচলেরই লোক। তোমরা হিমালয় টলাতে পারো, বিন্ধ্যাচল ওপড়াতে পারবে না।"

বাবলু বলল, "আমার কথাগুলো যদি মন দিয়ে তুমি শুনে থাকো তা হলে নিশ্চয়ই জেনেছ শুধু লালজি ভিমানি নয়, বিন্ধ্যাচল রামও আমাদের টার্গেট। অতএব ওই ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

গান্ধারী বলল, "এখন রাত তিনটে। তাব ওপরে নিশুতি রাত। গ্রামের সবাই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। এই রাতেই আমি তোমাকে গোপনে নিয়ে যাব বিন্ধ্যাচলের ডেরায়।"

"সে জায়গাটা এখান থেকে কতদূরে?"

"দূর আছে। জঙ্গলের পথ ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলে ডাকুয়ার মোড়ে রামবিলাসের আড্ডা। আড্ডা কথাটার মানে এখানে ঠেক। রামবিলাস অনেক ট্রান্সপোর্টের মালিক। ওইখান থেকে দিকে দিকে ট্রাক যায় ব্যাপারিদের জিনিস আনতে। ওই ট্রাকেরই একটাকে ম্যানেজ করে আমাদের যেতে হবে আন্তিচক গ্রামে। বিন্ধ্যাচল রাম ওখানেই আছেন। উনিই ওখানকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।"

বাবলু বলল, "তবে যে শুনেছিলাম উনি কহলগাঁওতে থাকেন।"

"ঠিকই শুনেছিলে। কহলগাঁওতে ওঁর বিশাল প্রাসাদ। গঙ্গার খুব কাছেই। তবে কিনা আন্তিচকেই উনি থাকেন ইদানীং। জমিদার লোক। চাষবাসের দ্যাখাশোনা করেন। সেইসঙ্গে চুরি ডাকাতি থেকে নানারকম অসামাজিক কাজ।"

"কিন্তু এইভাবে আমাকে নিয়ে যে তুমি চলে যাবে, কাল সকালে এই ঘরের মধ্যে যখন তোমাকে দ্যাখা যাবে না, তখন তোমার বাবা বা অন্যেরা চিন্তা করবেন না?"

"আমার ব্যাপারটা আমার ওপরই ছেড়ে দাও। তোমাকে যেতে বলছি তুমি চলো। তা ছাড়া কাল সকাল হওয়ার আগে তোমাকে তো এখান থেকে এমনিই যেতে হবে।"

"আমিও যাওয়ার জন্য তৈরি। শুধু যাওয়ার আগে অনুর খোঁজে আর একবার ওই খাদের কাছে যেতে চাই। যদি ও ওই দুর্বৃত্তদের কবলে না পড়ে থাকে তা হলে ওকে তো উদ্ধার করতেই হবে। বেচারি এতক্ষণে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠেছে হয়তো। আমার পিস্তলটাও আমি খুইয়েছি ওখানেই, তাই—।"

গান্ধারী বলল, "তোমার পিস্তলের জন্য আমি চিন্তা করছি না, তবে অনুরাধার জন্য আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে

খুব। আগে চলো ওকেই উদ্ধার করি ওই খাদের ভেতর থেকে। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে আসবে কিন্তু। জ্যোৎস্নার রাত। পথেও কোনও অসুবিধে হবে না।"

ওরা দু'জনে ঘরে তালা লাগিয়ে পথে বের হল। তারপর এক পা এক পা করে এগিয়ে চলল খাদের দিকে।

গান্ধারী সঙ্গে থাকায় কুকুরগুলো আর অযথা চেঁচামেচি করল না। বরং কিছুটা পথ ওদের সঙ্গেও এল।

খানিক আসবার পর একটি ছোটখাটো মেটে ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। বাবলুকে একটু আড়ালে সরে যেতে বলে গান্ধারী সেই ঘরের দরজায় টকটক করে শব্দ করল।

ঘরের ভেতর থেকে দশ-বারো বছরের একটি ছেলে বেরিয়ে এলে তার হাতে চাবি দিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলে বাবলুর কাছে এগিয়ে এসে বলল, "চলো।" যেতে যেতে বলল, "ওর নাম গোপলা। আমার অনেক কাজ করে দেয় ও। চাবিটা ওর হাতে দিয়ে বললাম ওটা বাবুজিকে দিয়ে দিতে, আর আমার জন্য চিন্তা না করতে। আমাকে বিশেষ প্রয়োজনে একবার ভাগলপুরে যেতেই হচ্ছে।"

"সে কী! তোমার বাবা জানতে চাইবেন না কেন এবং কী প্রয়োজনে তুমি গেলে?"

"না। তার কারণ মন গেলে আমি কখনও সখনও হঠাৎই চলে যাই।"

"এত ভোরে গেছ কখনও?"

"দু'-একবার গেছি। তার বেশি নয়।" বলে মৃদু হেসে বলল, "আসলে স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের ওপর গ্রাম্যরা কোনও ভরসা রাখে না। কেন না ছেলেমেয়েরা স্কুল অথবা কলেজে পড়লে বিশেষ করে যদি বাইরে থেকে পড়ে তবে ওদের গর্বের শেষ থাকে না। কাজেই ওরা ছেলেমেয়েদের সিদ্ধান্তকেই খুব বড় বলে মনে করে।"

বাবলু বলল, "বাঃ, এ তো খুব ভাল নিয়ম। অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা একটা দেওয়াই থাকে।"

"তবে মেয়েদের ছেলে-বন্ধুকে ওরা খুব একটা ভাল চোখে দ্যাখে না। ইদানীং তাও মেনে নিচ্ছে।"

ওরা নিশ্চিন্ত মনে একটু দ্রুত পা চালিয়ে একসময় সেই খাদের কাছে এসে দাঁড়াল দু'জনে।

গান্ধারী একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে পরিস্থিতিটা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করল। ভালুক বা অন্য কোনও হিংস্র জন্তুর অবস্থিতি কাছাকাছি কোথাও আছে কি না তা ও বাতাসে টের পায়। কিন্তু সেরকম কোনও সম্ভাবনা কোথাও নেই দেখে ওরা খাদের কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে ভেতরটা খুব ভালভাবে দেখল একবার।

বাবলু ডাকল, "অনু!"

গান্ধারী ডাকল, "অনুরাধা!"

কোনও সাড়া এল না ভেতর থেকে।

বাবলু বলল, "মেয়েটাকে ওরা তা হলে নিয়েই গেছে।"

গান্ধারী বলল, "ও যদি ওদের হাতেই পড়ে থাকে ওরা তা হলে ওকে নিয়ে রামনিবাসেই রাখবে।"

বাবলু বলল, "রামনিবাসটা কোথায়?"

"রামনিবাস আন্তিচকেও আছে, কহলগাঁওতেও। তবে কি না আন্তিচকেই নিয়ে যাওয়াটা স্বাভাবিক। ছোট্ট পাহাড়িয়া গাঁও। কারও নজরে পড়বার কোনও সম্ভাবনাই নেই।"

"আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি।"

"কী কথা?"

"আমাদের শত্রুতা লালজি ভিমানির সঙ্গে। তাই বিন্ধ্যাচল রাম অনুর ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন কেন?"

"মাথা তো উনি ঘামাচ্ছেন না। তোমাদের অনুকে কিডন্যাপ করাও ওঁর উদ্দেশ্য নয়। তেমন কোনও টার্গেটও ওঁর ছিল বলে মনে হয় না। লালজির নির্দেশেই যখন অনুকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন এইসব ব্যাপারে সবকিছুই ওঁরও নখদর্পণে। বিন্ধ্যাচল রামই বলো আর লালজি ভিমানিই বলো ওঁরা একই দলের লোক। একই পেশা এবং একই ধান্দা ওদের। তা ছাড়া অনুকে যারা নিয়ে গেছে তারা আমার পরিচিত। ওরা ওকে নিয়ে গেলে বিন্ধ্যাচলের ওখানেই রাখবে।"

বাবলু একটু কী যেন ভেবে বলল, "বিন্ধ্যাচলকে নিয়ে অনেক অঙ্ক তো আমরা কষে ফেললাম। কিন্তু ধরো ওরা যদি ওকে সত্যি সত্যিই না নিয়ে গিয়ে থাকে? কেন না ভালুকের আক্রমণে ওরা এমনই বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল যে, প্রাণ নিয়ে পালানো ছাড়া আর কোনও উপায়ও তখন ছিল না ওদের। ওই অবস্থায় ওদের পক্ষে কি অপহরণ করা সম্ভব?"

গান্ধারী একটু সময় চুপ করে থেকে বলল, "তা যদি হয়ে থাকে তা হলে ওর পক্ষেই মঙ্গল। ও নিজেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিজেকে রক্ষা করে পালিয়েছে হয়তো। এমনও হতে পারে, তোমার দলের ছেলেরাই উদ্ধার করেছে ওকে।"

"তেমন সম্ভাবনা তো দেখছি না আমি। কেন না মাঠের মাঝখানে ওই খাদের সন্ধান তারা পাবেই বা কী করে? তা ছাড়া এটা তো একটা বড় ধরনের গর্ত।"

"তা হলে যা হয় একটা কিছু হয়েইছে। ও যখন এখানে নেই তখন অযথা আর ওর চিন্তায় সময় নষ্ট করে লাভও নেই। এখন আমার সঙ্গে গিয়ে আন্তিচকে বিন্ধ্যাচল রামের ওই অপবিত্র রামনিবাসটাকে চিনে আসবে চলো। তবে এখনই আক্রমণাত্মক কিছু একটা করতে যেয়ো না। ওখান থেকে কহলগাঁও গিয়ে সাহেবগঞ্জের বাড়িতে ফোনে যোগাযোগ করে জেনে নাও তোমার দলের ওরা কোথায় আছে, সেইমতো ব্যবস্থা নাও। পারলে আমাকেও দলে নিয়ো।"

"কিন্তু তোমাকে আমি পাব কোথায়?"

"একটা ফোন নম্বর তোমাকে আমি দিয়ে দেব। সেখানে ফোন করলেই আমার কাছে খবর পৌঁছে যাবে। তা সে গ্রামেই থাকি আর ভাগলপুরেই থাকি, যেখানেই থাকি না কেন।"

বাবলু বলল, "বেশ, এখন তা হলে ডাকুয়ার মোড়ে না কোথায় যেন যাবে বললে, সেখানেই চলো।"

"আমি তোমাকে বাড়ি চিনিয়ে দিয়ে আবার আমাব গ্রামে ফিরে আসব। তুমিও তোমার সঙ্গীদের খোঁজে যেখানে মন চায় সেখানে যেয়ো। পরে সিদ্ধান্ত পাকা করে জানিও আমাকে।"

গান্ধারীর সঙ্গে বাবলু চলল ও যেদিকে নিয়ে যায়, সেদিকে। অনুর জন্য সংশয় একটা রয়েই গেল।

যাই হোক, ওরা যখন ডাকুয়াব মোডে বামবিলাসেব আড্ডায় এল, তখনই যাওয়ার ব্যবস্থা একটা হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "এই রামবিলাস বিন্ধ্যাচলের কেউ নন তো?"

গান্ধারী বলল, "না, না। বিন্ধ্যাচলের সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই ওঁর। আরে আমি কি এতই বোকা যে, জেনেশুনে ওদের খপ্পবে পড়ে যাব? সাপের গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে সাপ আছে কি না বোঝার চেষ্টা আমি অন্তত করি না।"

বাবলু বলল, "আসলে তুমি গ্রামের মেয়ে হলেও অত্যন্ত স্মার্ট। তবে কি না প্রকৃতিগতভাবে তুমি খুব গম্ভীর।"

"সেটা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে। তুমি সম্পূর্ণ অজানা অচেনা, তাই।"

"এখন কিন্তু আগের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক হয়ে গেছ।"

এতক্ষণে একচিলতে হাসি দেখা গেল গান্ধাবীর মুখে। বলল, "অস্বাভাবিক হতেও আমার কিন্তু খুব একটা সময় লাগে না।"

রামবিলাসের ওখানে যাওয়ামাত্রই ব্যবস্থাটা হয়ে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। আন্তিচক থেকেই আলুর বস্তা নিয়ে এসেছিল ছোট্ট একটি লরি। ওরা ড্রাইভারকে গোটা কুড়ি টাকা দিয়ে সেটি ম্যানেজ করল। ওরা লরির খোলে উঠে বসলে রাত্রিশেষের ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় লরি এগিয়ে চলল আন্তিচকের দিকে।

খালি বস্তাগুলো বিছিয়ে তারই দু'পাশে শুয়ে রইল দু'জনে আকাশের দিকে মুখ করে। আকাশে চাঁদ ও তারা। দু'পাশে অরণ্য ও পর্বতের সারি। সারারাত ঘুম নেই। তাই দু'জনের চোখেই ঘুম নেমে এল। আকাশের তারাগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

সেই ঘুম ভাঙল মুখের ওপর চড়া রোদ পড়ায়।

গান্ধারীই উঠে বসল প্রথমে। তারপর বাবলুকে ঠেলে তুলল।

বাবলু ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলল, "আমরা কোথায়?"

ভয়ার্ত গান্ধারী বলল, "আন্তিচকের শত্রুপুরীতে।"

"তার মানে?"

"আমরা এখন বিন্ধ্যাচলের খামারবাড়িতে।"

"সর্বনাশ! কী হবে তা হলে?"

"মনে করো দু'জনেই আমরা বন্দি। প্রকাশ্য দিবালোকে এখান থেকে বাইরে বেরোবার চেষ্টা করলেই বিপদ।"

"তা হলে কি রাতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে?"

"সেটা কি একটা কথার মতো কথা হল? এখন কীভাবে এখান থেকে বেরোনো যায় সেই মতলব আঁটো।"

ওরা লরি থেকে নেমে দেখল চারদিকে কাদামাটি ইটের গাঁথনি দেওয়া একটা পাঁচিলের মধ্যে পরিষ্কার-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পরিচ্ছন্ন একটি জায়গায় গাড়িটা রাখা আছে। একপাশে লোহার গেট। সেটি বাইরে থেকে তালা দেওয়া। অদূরে সুবৃহৎ একটি সাবেককালের দোতলা বাড়ি। এই বাড়িই বিন্ধ্যাচল রামের রামনিবাস।

বাবলু বলল, "যে-কোনও উপায়েই হোক পাঁচিলটাকে টপকাতে হবে। খুব একটা উঁচু পাঁচিল নয়, একটু চেষ্টা করলেই উঠে পড়া যাবে। এখন দরকার আশপাশ থেকে ভাঙাচোরা কতকগুলো ইঁট নিয়ে এসে থাকে থাকে সাজিয়ে তার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ওপরে ওঠার নাগাল পাওয়া।"

গান্ধারী বলল, "তা হলে আর দেরি নয়, এখনই লেগে পড়া যাক।"

চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেশ কয়েকখানা ইঁট পড়ে ছিল। ওরা সেগুলো কুড়িয়ে এনে জড়ো করতেই সমস্যার সমাধান হল। কোনওরকমে একবার পাঁচিলে উঠে পড়তে পারলে ওদিকে লাফিয়ে নামা যাবে।

প্রথমে গান্ধারীকে উঠতে সাহায্য করে পরে বাবলু উঠে নামল। নেমে পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতে ওর কাঁধে পা দিয়ে পাঁচিল ধরে ধীরে ধীরে নামল গান্ধারী।

বাড়ির পেছন দিক এটা। চারদিকে বনজঙ্গল, ঘন ঝোপঝাড় ও আগাছা। দূরে পাহাড়ের সারি। ওরা সেইসব পার হয়ে এক জায়গায় প্রশস্ত পথ পেয়ে সেখানেই উঠে এল। পাশেই একটি জলাশয়ে নেমে চোখেমুখে জল দিয়ে রাতের ক্লান্তি দূর করল ওরা। কী নির্জন স্থান! এখানে কয়েকটি কুঁড়েঘর ছাড়া কোথাও কোনও ঘন বসতির চিহ্ন নেই। একটিমাত্র ঝোপড়ির দোকান আছে। সেখানে চা-বিস্কুট ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। দেহাতিদের দোকান। দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে পাতার জ্বাল দিয়ে চা তৈরি করছিল। ওরা তাকেই বলল দু'কাপ চা করে দিতে।

ওরা চা-পর্বটা সেখানেই সেরে নিয়ে ছোট ছোট টিলাকৃতি কয়েকটি পাহাড়কে ডিঙিয়ে এক জায়গায় এসে বেশ ভালভাবে লক্ষ করতে লাগল বিন্ধ্যাচলের রামনিবাসকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় দেখা গেল বাড়ির মালিককে। কী একটা প্রয়োজনে বোধহয় ছাদে উঠেছিলেন। বাবলু বেশ ভালভাবে লক্ষ করল মানুষটিকে। দীর্ঘ, উন্নত, বলিষ্ঠ চেহারা। কোঁচানো ধুতির ওপরে নেটের গেঞ্জি। গলায় সোনার চেন।

গান্ধারী বলল, "ওর গলায় সোনার চেনের বদলে তোমার পঞ্চুর বকলসটা লাগানো আছে, আমি দেখতে চাই।"

বাবলু হেসে বলল, "আমাদের পঞ্চু মুক্তপুরুষ। ওর কোনও বন্ধন নেই। ও সবসময়ই ছাড়া থাকে।"

"মুক্তপুরুষ! তোমাদের পঞ্চু মানুষ নাকি?"

"মানুষ না হলেও প্রকৃতিতে ও মানুষের মতোই। শুধু দেহটাই যা ওর সারমেয়র। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো, বিন্ধ্যাচলের মোকাবিলা আমরা করবই।"

"কিন্তু কীভাবে? ওই দ্যাখো ওর পাশে কারা এসে জড়ো হয়েছে।"

ওরা দেখল ষণ্ডাগুন্ডা চার-পাঁচজন লোক এসে দারুণ উত্তেজিত হয়ে কী যেন বলল ওঁকে। বিন্ধ্যাচল ওদের কথা শুনেই ছাদের পেছনদিকে গিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। তারপরই সবাইকে নিয়ে দ্রুত নেমে গেলেন নীচে।

গান্ধারী বলল, "ব্যাপারটা ঠিক কী হল কিছু বুঝতে পারলাম না।"

বাবলু বলল, "বোঝাবুঝির কিচ্ছু নেই এতে। দ্যাখোই না মজাটা! আমরা যে পাঁচিলের গায়ে ইঁট সাজিয়ে পালিয়ে এসেছি সেটা ওদের কারও না কারও নজরে পড়েছে।"

"আশ্চর্য! আমাদের ব্যাপারটা ওরা জানবে কী করে?"

"জানাজানির ব্যাপার এটা নয়। আমরাই যে ও কাজ করে এসেছি তাও ওরা জানে না। কেউ না কেউ যে ভেতরে ঢুকে ওই কায়দায় পালিয়েছে সেটা তো বোধগম্য হয়েছে ওদের। কিন্তু যেই ঢুকুক, সে কে? নিশ্চয়ই চোর-ছ্যাঁচোড়। তা এতবড় একটা ডাকাতের বাড়িতে চোর ঢুকবে, তাও ছিঁচকে চোর। এও তো বিস্ময়ের ব্যাপার।"

ওদের ধারণাই ঠিক। বিন্ধ্যাচল তার লোকেদের নিয়ে সেই জায়গাটায় গিয়ে ইঁটগুলো আগে সরাল। তারপর নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করতে করতে ঢুকে গেল ঘরের ভেতর।

বাবলু বলল, "এই গ্রামের মধ্যে এই বাড়ি চিনে নিতে আমার একটুও ভুল হবে না। তবে কিনা দিনমানে কিছুই করা যাবে না এখন। যা করবার তা রাতেই করতে হবে। তাতেও অবশ্য ঝুঁকি থেকে যাবে অনেক। তার কারণ, আজকের এই ব্যাপারের পর বেশ কড়া প্রহরা থাকবেই এখানে।"

"সে-কথা যদি বলো তা হলে বলব কড়া প্রহরা এখানে বরাবরই। কেন না বিপুল সম্পত্তির অধিকারী এরা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"যতই কড়া হোক, কড়াকে খুন্তি কী করে করতে হয় তা আমি জানি। তবে কি না হুট করে কোনওকিছুই করা যাবে না এখানে। আমাদের বিপদ আপদেও কেউ ছুটে আসবে না। একে আমি নিরস্ত্র তায় পঙ্গু নেই কাছে। অতএব প্রতিটি পদক্ষেপ খুব বুঝেশুনে ফেলতে হবে।"

"এখন তা হলে কী করতে চাও?"

"এখন দূর থেকে বাড়িটার দিকে নজর রেখে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে চাই কোথাও।"

"কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবে?"

"যতক্ষণ না জানতে পারি অনু আদৌ ওই বাড়ির মধ্যে আছে কি না! আর এই সময়টুকুর মধ্যে তুমি যেভাবেই হোক কোথাও থেকে কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো।"

"অসম্ভব! এখানে কোথাও কিচ্ছু নেই। তবে উপায় একটা হতে পারে।"

"কীরকম!"

"খাদানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কেয়ারটেকারের যে ঘর আছে সেখানে গাইড ও অন্যান্যদের জন্য রান্নাবান্না তো নিশ্চয়ই হয়। সেখানেই বরং আমাদেব দু'জনের জন্য একটু কিছুব ব্যবস্থা করে আসি।"

"খাদান মানে?"

"খোদাইস্থল। বিক্রমশীলা মহাবিহারকে খননকার্যের দ্বাবা উদ্ধাব করা হযেছিল বলেই এইরকম নাম। এখানকার লোকেরা বিক্রমশীলা বললে বোঝে না। খাদান বললেই বুঝে যায়। বলতে হবে বিক্রমশীলা খোদাই।"

বাবলু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "বিক্রমশীলা এখানে!"

"হ্যাঁ। এই আন্তিচক গ্রামেই তো বিক্রমশীলা। ওই— ওই দেখা যায় বিক্রমশীলার সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত মহাবিহার।"

বাবলু এতক্ষণ খেয়াল করেনি। তার কারণ মনটা ছিল রামনিবাসে। এবার বিপরীত দিকের ধু-ধু প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে নির্বাক হয়ে গেল। যেভাবে খননকার্যের মাধ্যমে বিক্রমশীলাকে আবিষ্কার করা হয়েছে তা এক অনন্য ইতিহাস। তারও পরবর্তীকালে এই খোদাইস্থলে এসে রাজারামবাবু যেভাবে বিপদে পড়েন, দীননাথ উপাধ্যায় কীভাবে খুন হন তার সবই তো ওর জানা। বাবলু সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় বলল, "ওই জায়গায় গিয়ে পৌঁছনোর পথ একটা নিশ্চয়ই আছে?"

"আছে তো।"

"তা হলে চলো, ইতিহাসের সেই পবিত্রভূমিতে বসেই আমরা সময়টা কাটিয়ে দিই। পরে রাতের অন্ধকারে কিছু যদি করতে পারি তো করব।"

"ওই খাদানে যাওয়ার দুটো পথ আছে। এক হল, এই গ্রামের ভেতর দিয়ে আর-এক প্রধান সড়ক ধরে।"

"আমার মনে হয়, সড়কপথেই যাওয়া ভাল। তাতে কেউ কোনওভাবেই আমাদেব সন্দেহ করবে না। ভাববে আমরা অন্যান্য ট্যুরিস্টদের মতোই খাদান দেখতে এসেছি। আমরাও ওখানকার সরকারি লোকেদের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যাব যে, কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না।"

"যদি জিজ্ঞেস করে আমরা কোথা থেকে আসছি, তা হলে কী বলবে?"

"সত্যি কথাই বলব। কলকাতা থেকে আসছি। তবে তুমি কিন্তু চুপ করে থাকবে।"

ওরা আর বসে না থেকে ধীরে ধীরে টিলার ওপর থেকে নেমে এল। তারপর একসময় গ্রাম্যপথ পার হয়ে প্রধান সড়কে এসে উঠল দু'জনে।

বাবলু বলল, "বিহারের এই অনুন্নত এলাকায় প্রত্যন্ত গ্রামে ইতিহাস এমনভাবে বিলীন হয়ে আছে তার খোঁজ তো কেউই রাখে না। অথচ কী সুন্দর রমণীয় পরিবেশ এখানকার। এই মাটিতে পা দিলেই অতীতের বিস্মৃতপ্রায় যুগের অধ্যায়ে মন যেন হারিয়ে যায়। ভ্রমণপিপাসু মানুষদের কাছে এ তো স্বর্গ। কিন্তু এর তেমন ব্যাপক পরিচিতি নেই বলেই কেউ এখানে আসে না।"

গান্ধারী বলল, "সত্যিই আসে না কেউ। এই দ্যাখো না এই নিরালা প্রান্তরে আমরা দু'জন ছাড়া আর কে আছে? কেউ আসে না বলেই এখানে কোনও দোকানপাট নেই, কিচ্ছু নেই।"

"অথচ বাংলার কত কাছে। আমরা সবাই এক হই। আমাদের অভিযান সফল হোক। তারপর আমাদের পরিচিত যে যেখানে আছে সবাইকে অনুরোধ করব একবার অন্তত এখানে আসবার জন্য। এমন কিছু ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়। শনি রবির সঙ্গে দু'-তিনদিনের ছুটি নিয়ে দিব্যি এখানে আসা যায়।"

"এ তো তোমার যুক্তি। বাঙালিরা কিন্তু পুরী, বারাণসী, রাজগির, দেওঘর দেখতেই ভালবাসে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"তোমার এ-ধারণা ঠিক নয় গান্ধারী। আমিও তো বাঙালি। আমার রুচিতে কি তাই বলে? বাঙালি নালন্দায় যায় না? সারনাথে যায় না? যায় না শুধু বৈশালী আর আসে না এই বিক্রমশীলায়। তার কারণ এই দুই জায়গার নামের সঙ্গে, ইতিহাসের সঙ্গে তারা পরিচিত কিন্তু সরকারিভাবে কোনও প্রচার না থাকায় এবং ঠিকমতো পথনির্দেশিকা জানা না থাকায় আসে না কেউ। আমাদের অভিযানের মাধ্যমেই এর প্রচার হবে। তারপর দ্যাখো একবার অবস্থাটা কী হয়। একবার জেনে গেলে ভ্রমণপিপাসু বাঙালিকে আটকানোর সাধ্য কারও নেই।"

গান্ধারীর চোখ-মুখ এক অপূর্ব দ্যুতিতে ভরে উঠল। বলল, "সত্যিই যদি মানুষের চরণচিহ্নে এই জায়গাটাকে তোমরা ভরিয়ে তুলতে পারো, তা হলে জেনো ইতিহাসও ধন্য হবে। আন্তিচকের মানুষও স্বাগত জানাবে তোমাদের। হারানো অতীত আবার নতুন করে ফিরে পাবে তার প্রাচীন মর্যাদা।"

বাবলু বলল, "আসবে, আসবে। নতুন যুগের মানুষ পুরাতনকে খুঁজে পেতে নিশ্চয়ই আসবে। এখানে আসার অসুবিধে তো কিছু নেই। হাওড়া থেকে দূরত্ব ৩৭৭ কিমি। জামালপুর এক্সপ্রেসে অথবা শিয়ালদহ থেকে মোগলসরাই এক্সপ্রেসে ভাগলপুরের একটা টিকিট কেটে সাহেবগঞ্জ অথবা কহলগাঁওতে নেমে পড়া। তারপর ওখান থেকেই প্যাসেঞ্জার ট্রেনে বিক্রমশীলা হল্ট। হল্ট থেকে খাদানে যাওয়ার জন্য ৫০ টাকার টাঙ্গা তো আছেই।"

"ইচ্ছে করলে ভাগলপুরে কোনও হোটেলে উঠেও ওই প্যাসেঞ্জার ধরে আসা যায়। তবে কি না কহলগাঁও থেকেই বেশি সুবিধের। কহলগাঁও স্টেশনের পাশেই বড় একটি লজ আছে। ওই লজে উঠে অটো, রিকশা, প্রাইভেট যাতে হোক করে অনায়াসে আসা যায়। তা ছাড়া কহলগাঁও থেকে অরিয়প পর্যন্ত শেয়ারে ট্রেকারও পাওয়া যায় অনবরত। তাইতে এসে বাবা বটেশ্বরনাথের মাথায় জল দিয়ে মাত্র তিন কিমি পথ হেঁটে এলেই বিক্রমশীলার খাদান। অতএব এখানে আসার তো কোনও অসুবিধেই নেই। বরং এই পাহাড-পর্বতের দেশে নির্জন পথে পরিক্রমা করতে ভালই লাগবে খুব।"

বাবলু বলল, "আমি তো এর পর থেকে প্রায়ই আসব এখানে। বারবার আসব।"

"তুমি একা আসবে?"

"উঁহুঁ। তুমিও আসবে। আসবে আর সবাই। তুমি আমন্ত্রণ জানালে তোমাদের গ্রামে গিয়ে তোমাদের বাড়িতেও থেকে আসব আমরা। আসলে তোমাদের এই জায়গাটা আমাদের একটা উপনিবেশ হয়ে যাবে।"

গান্ধারী দারুণ উল্লসিত হয়ে বলল, "খুব ভাল হবে তা হলে।"

কথা বলতে বলতেই ওরা বিক্রমশীলা মহাবিহারের ধ্বংসস্তূপের কাছে পৌঁছে গেল। কী দারুণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গাটা। এখানে পদার্পণমাত্র নিজেকেই যেন গৌরবান্বিত মনে হয়।

বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মচারী দূর থেকেই লক্ষ করছিলেন ওঁদের। এঁরা মহাবিহারের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন। এঁদের মধ্যে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষই বেশি। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচাবীর সঙ্গে পদস্থ অফিসাররাও আছেন কয়েকজন।

এক ভদ্রলোক ওদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "তুম দোনো কাঁহাসে আয়া?"

বাবলু বলল, "বঙ্গাল সে।"

"কলকাতা?"

"জি হাঁ। কলকাতা।"

ভদ্রলোক গান্ধারীর দিকে একবার নজর বুলিয়েই বললেন, "লেকিন ইয়ে লেড়কি তো ইধার কা।"

গান্ধারী মৃদু হেসে ওদের দেশোয়ালি ভাষায় ওঁকে বুঝিয়ে যা বলল তা হল, ও এখানকারই এক গ্রামের মেয়ে। ভাগলপুরে থেকে পড়াশুনো করে। ওখানকার এক বাঙালি পরিবারের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব থাকায় তাদেরই আত্মীয়র সদ্য কলকাতা থেকে আসা উৎসাহী এই ছেলেটিকে ও বিক্রমশীলা দেখাতে নিয়ে এসেছে।

ভদ্রলোক বললেন, "থ্যাঙ্কস। মে আই হেল্প ইউ? আমি এখানকার গাইড।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। আপনার নাম?"

"আর কে ত্রিবেদী।"

গান্ধারী বলল, "আপনি আমাদের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলে কত নেবেন?"

"যো তুমহারা মরজি।"

"তা হলেও একটা রেট তো আপনার আছে?"

"ওনলি টোয়েন্টি ফাইভ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "আমরা রাজি। তা আপনাকে একটা অনুরোধ করব ত্রিবেদীজি?"

"হোয়াই নট?"

"আমরা বিক্রমশীলা মহাবিহার দেখবার জন্য অনেক আশা নিয়ে এখানে এসেছি। আমার ধারণা ছিল সারনাথ বা নালন্দার মতোই হবে হয়তো জায়গাটা। কিন্তু এখানে এসে দেখছি একটা কোনও পরিবহন তো দূরের কথা, এখানে থাকা-খাওয়ার মতো কোনও একটা হোটেল পর্যন্ত নেই।"

ত্রিবেদী বললেন, "কুছ ভি নেহি হিঁয়াপর। কিঁউ কি ইধার ট্যুরিস্ট তো আনা-যানা হ্যায়ই নেহি। লেকিন শোচিয়ে মাত। তুমহারে লিয়ে পুরা বন্দোবস্ত হো যায়েগা।" বলে অফিসঘরে ঢুকে একজন লোককে কী যেন বলতে লোকটি একবার বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল দু'জনকে। তারপর ওদের কাছে এসে বলল, "খানা মিল যায়েগা। দো খানা, পঁচাশ রুপিয়া। ভাত, ডাল, ভাজি, সবজি, আন্ডাকারি প্রেম সে মিলেগা।"

বাবলুর মুখে হাসি ফুটল এবার।

গান্ধারী আদুরে মেয়ের মতো আবদার করে বলল, "বহুত ভুখ লাগ গয়ী। কুছ নাস্তা মিলেগা?"

"মিলেগা। আলুকা পরোটা আর স্পেশ্যাল চায়। পন্দরো রুপাইয়া।"

"ও ভি মঞ্জুর।"

গাইড বললেন, "পানি পিয়োগে?"

বাবলু বলল, "নিশ্চয়ই। পেট বেশিক্ষণ খালি রাখা ঠিক নয়। আগে একটু জলই খাই।"

কাছেই ভাল জলের কল ছিল। অফিসঘর থেকে ওরা একটা গেলাস নিয়ে এসে সেই জলই আকণ্ঠ পান করে নিল।

গাইড ওদের দু'জনের বসবার জন্য ছুটে চেয়ার এনে দিলেন। ওরা সেই চেয়ারে আরাম করে বসে দৃষ্টি মেলে দিল দূর দিগন্তের দিকে। ওদের চোখের সামনেই বিক্রমশীলা মহাবিহার। সেদিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে গেল ওরা।

একটু পরে চা আর খাবার এলে দু'জনে বেশ তৃপ্তি করে তাই খেতে লাগল।

গাইড বললেন, "এখানে এসবের কোনও ব্যবস্থা নেই। নেহাত দু'জনে তোমরা এসে পড়েছ তাই একটা কিছু যা হোক করে হল। আমাদের বরাদ্দ থেকেই করে দেওয়া হল স্টাফেদের মরজিতে। কাজেই বাজার দামের সঙ্গে এখানকার রেট কিন্তু মিলবে না। অবশ্য রেট বলে তো এখানে কিছু নেই। মাঝেমধ্যে যেসব ট্যুরিস্ট এখানে আসেন তাঁরা গাড়ি নিয়ে টিফিন নিয়ে আসেন। এক-দেড় ঘণ্টা ঘুরে বেড়িয়ে আবার চলে যান।"

বাবলু বলল, "দামটা বড় কথা নয়। আপনার কথা রেখে এই ব্যবস্থাটা যে ওঁরা করে দিলেন এর জন্যই ওঁদের ধন্যবাদ।"

চা-পর্ব শেষ হলে গাইড ওদের মহাবিহারের পবিত্রভূমিতে নিয়ে এলেন।

বাবলু আবেগের উচ্ছ্বাসে এখানকার মাটি একটু কপালে মাথায় ছুঁইয়ে নিল।

গাইড বললেন, "তুমি দেখছি সত্যই বিক্রমশীলাকে ভালবেসেছ।"

"এখানকার অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে এসে, এখানকার মাটিতে পদার্পণ করে আমি ধন্য হয়েছি।"

"আমিও গর্বিত তোমার মতো, স্যরি, তোমাদের মতো দু'জন ট্যুরিস্টকে পেয়ে।" বলে একটু চুপ করে থেকে বললেন, "কার স্বপ্নে এই মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল জানো?"

"না।"

"মহারাজ ধর্মপালের। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের আদর্শে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত এবং বৌদ্ধধর্মের একজন পৃষ্ঠপোষক। তাঁর অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও উন্নতমানের একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার। তাঁর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার জন্যই তিনি কাসেরি পাহাড়ের কোলে এই মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন।"

বাবলু বলল, "কাসেরি পাহাড়! কোনটা? এখানে তো অনেক পাহাড় দেখছি। ছোট-বড় টিলাও রয়েছে কত।"

"ওই যে পাহাড়টা দেখছ লম্বালম্বিভাবে চলে গেছে, ওই পাহাড়ই কাসেরি পাহাড়।"

গান্ধারী বলল, "আচ্ছা, বৌদ্ধরা কি খুব পর্বতপ্রেমিক ছিলেন? না হলে বৌদ্ধযুগে যেখানে যত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল সবই পাহাড়কে কেন্দ্র করে।"

গাইড বললেন, "তা বলতে পারো। আসলে ওঁরা অত্যন্ত প্রকৃতিপ্রেমিক ছিলেন। কেন না পাহাড়কে ঘিরেই অরণ্যের বিস্তৃতি। তাই নির্জনতাও ছিল প্রচুর। আজ এতদিন বাদে, এত শতাব্দীর পরেও যদি এমন অসীম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নির্জনতা এখানে বিরাজ করে তখন না জানি কী ছিল এখানকার অবস্থা। যাই হোক, ধর্মপালের প্রচেষ্টাতেই এই সুগভীর নির্জনে এই মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। শুধু গড়ে ওঠা নয়, তাঁর সময়কালে সারা ভারতের সমস্ত বৌদ্ধবিহার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এখানে যেমন তিনি বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন তেমনই সোমপুরা পর্বতে শ্রীধর্মপাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, বলুন তো। নালন্দা গ্রামের নামে হয়েছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু আন্তিচক গ্রামের এই বিশ্ববিদ্যালয় বিক্রমশীলা কেন?"

গাইড মি. ত্রিবেদী বললেন, "এই একটি দারুণ প্রশ্ন করেছ তুমি। অনেক আগেই অবশ্য এই ব্যাপারে বলা উচিত ছিল আমার। আসলে ধর্মপাল তাঁর বীরত্ব ও বিক্রমের জন্য বিক্রমশালী নামে পরিচিত ছিলেন। সেই বিক্রমশালী থেকেই বিক্রমশীল বা বিক্রমশীলা। এখানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একসময়ে অনেক দূরদূরান্ত থেকে ছাত্ররা আসত। সেই সময় পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়।"

গান্ধারী বলল, "এখানে আনুমানিক ছাত্রসংখ্যা কীরকম ছিল?"

"তা মোট আট হাজার।"

বাবলু সবিস্ময়ে বলল, "ওরে বাবা! সে তো বিশাল ব্যাপার।"

"হ্যাঁ। ওই ওখানে ছিল মূল প্রবেশদ্বার। তবে একটা কথা, যে কেউ কিন্তু ইচ্ছে করলেই এখানে প্রবেশাধিকার পেত না।"

"কেন?"

"তার কারণ এখানে মোট ছ'জন দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত বিদগ্ধ। এখানকার নিয়ম ছিল এই যে ওই দ্বারপণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করতে না পারলে কেউই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার পাবেন না।"

"বলেন কী!"

"দারুণ ব্যবস্থা ছিল এখানকার। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল অবৈতনিক। এর দুটি বিভাগ ছিল। এমনকী আহার ও বাসস্থানের জন্যও কোনও মূল্য দিতে হত না এখানে।"

বাবলু বলল, "চমৎকার ব্যবস্থা। এখানে অতীশ দীপঙ্কর ছাড়া আর কারা অধ্যাপনা করতেন?"

গাইড বললেন, "আরও অনেকে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ছাড়াও রাহুল ভদ্র, অভয়ঙ্কর গুপ্ত প্রমুখ। এই অধ্যাপকদের বলা হত ব্রজাচার্য। আর দ্বারপণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন প্রভাকর গুপ্ত, রত্নাকর শান্তি প্রমুখ।"

বাবলু বলল, "আপনার কথা শুনতে-শুনতে আমি যেন বহুযুগের ওপারে পৌঁছে গেছি।"

"এর পর ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায়ের পাতা কীভাবে যে উলটে গেল তার ঠিক নেই। বহিরাগতর আক্রমণে ধ্বংস হল বিক্রমশীলা। তারও বহু বছর পরে ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতে জেগে উঠল সে।"

"কিন্তু কীভাবে?"

"এই যে দেখছ আন্তিচক গ্রাম। এই গ্রামেরই ভাস্তার লক্ষ্মীকান্ত মিশ্র এখানে এই পাহাড়-জঙ্গলের দেশে পর্বতপ্রমাণ একটা ঢিবি দেখে বিস্মিত হন। তখনই তাঁর মনের কোণে নানারকম সন্দেহ উঁকি দিতে থাকে। তাই সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে এবং কৌতূহলবশে শুরু করেন খোঁড়াখুঁড়ি। সন্দেহ একসময় সত্যে পরিণত হয়। মাটি খুঁড়ে এমন কিছু প্রাচীন নিদর্শন তিনি পান যাতে আশার আলো দেখতে পান তিনি। খবর পাঠান পটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে। নমুনা হিসেবে কয়েকখানি ইটও পাঠিয়ে দেন। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযত্নে উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা তৎপর হয়ে নেমে পড়েন খননকার্যে। কিন্তু অদক্ষ হাতের খোঁড়াখুঁড়িতে উল্লেখযোগ্য সেরকম কিছু না পাওয়ায় হতাশ হয়েই ফিরে যান তাঁরা। এরপর আরও দীর্ঘসময় পার হয়। ১৯৬২ সালে কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মি. ডি সি ভার্মার নেতৃত্বে শুরু হয় আবার খননকার্যের পালা। ২৫০ একর জমির ওপর এই খোঁড়াখুঁড়ি চলে প্রায় বছর কুড়ি ধরে।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "১৯৬২ থেকে ২০ বছর অর্থাৎ কিনা মাত্র ১৯৮২ সাল থেকেই বিক্রমশীলা মহাবিহার আকাশের মুখ দেখেছে? সেজন্যই এর ব্যাপক পরিচিতি এখনও সর্বসাধারণের কাছে তেমন হয়ে ওঠেনি।"

গাইড ওদের মহাবিহারের সর্বত্র ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন।

এখানকার মূল স্তূপটির দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল বাবলু। এর উচ্চতা প্রায় ১০০ ফুট। চারটি স্তর পার হয়ে একসময় স্তূপের ওপরে উঠল ওরা। এর চারটি স্তরই অক্ষত এবং অবিকৃত (শুধু কারুকার্যগুলো ছাড়া)। তাই চারটি স্তরকেই ভালভাবে প্রদক্ষিণ করা যায়। এই চারটি স্তরের চারদিকে নানান ভঙ্গিমায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিশালকায় একটি করে বুদ্ধমূর্তি ছিল। সেই মূর্তিগুলো এখন উধাও। তবে চারদিকে গৌতম বুদ্ধের জীবনচরিত নিয়ে টেরাকোটায় যেসব মূর্তি ছিল তার সামান্য নিদর্শন বিকৃত অবস্থায় এখনও আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য স্তূপের মধ্যে পানীয় জল সংরক্ষণের যে চমৎকার ব্যবস্থা ছিল তা আজও অবিকৃত আছে। বড় বড় কলসি এমনভাবে স্তরগুলির মধ্যে গাঁথা আছে তা আজও বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। কী দারুণ ব্যবস্থা। স্তূপের চারদিকে বিশাল প্রান্তর। তারই দক্ষিণদিকে ছিল পাঠাগার। তার সামনে প্রায় ১৫০ ফুট একটি পুষ্করিণী। এই জলাশয়টি তখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের কাজ করত। দক্ষিণের বাতাস এসে পাঠাগারের ভেতরে প্রবেশ করত। পাঠাগারের সামনের দেওয়ালে ছিল কয়েকটি ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা বাতাস এসে ভেতরে ঢুকত। এখানে বিদেশি অতিথিদের থাকবার জন্য ধর্মশালাও ছিল একটি। তাঁদের ঘুমোবার জন্য ছিল পাথরের পাটাতন। বিশাল বিশাল ঘর ছিল এখানে। ২৫০ একর জমিতে ঘর ছিল মোট ২০৮টি। খননকার্যের পরে এইসব ঘরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এক-একদিকে ঘর ছিল ৫২টি করে। মাটির নীচেও দুটি ঘর ছিল। মহাবিহারের মধ্যে ছিল আধুনিক পয়ঃপ্রণালী। এখন কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপ দেখে কল্পনাতেও আনতে পারবে না সেসব।

গাইড মি. ত্রিবেদী সবকিছু বুঝিয়ে বিদায় নিলে বাবলু গান্ধারীকে নিয়ে স্তূপের সর্বোচ্চ স্তরে উঠে গিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে সুবৃহৎ জলপাত্রগুলি বারবার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখে দূরের কাসেরি পাহাড়ের দিকে একভাবে তাকিয়ে রইল। চারদিকের গাছপালায় কত পাখিব কলকাকলি। দূরের বনভূমিতে সবুজের শোভা আর এখানে এই নীল আকাশের নীচে বিক্রমশীলা মহাবিহাব ওর মনকে কেমন উদাস করে দিল।

একসময় গান্ধারী বলল, "কী উদ্দেশ্য নিয়ে এলাম আমরা আর কী দেখে মজে গেলাম। এখানে আমি এর আগেও এসেছি। কিন্তু এমনভাবে কেউ কিছু বুঝিয়ে দেয়নি আমাদের। অবশ্য বিনা গাইডে ঘুরেছি তখন।"

বাবলু বলল, "ও হ্যাঁ, সত্যিই তো! কী জন্য আমবা এখানে এলাম বলো তো?"

"ওমা! সে কী! অনুর খোঁজে এখানে এসেছিলাম। আর এসেছিলাম বিন্ধ্যাচল রামের মোকাবিলা করতে। ওর বাড়ি তো চিনিয়ে দিলাম। এবার ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে এসে বাস্তবের মুখোমুখি হও।"

বাবলু বলল, "মনটা একেবারেই অন্য জগতে চলে গিয়েছিল। আগে স্নানখাওয়াটা সেরে নিই, তারপর দিনেব আলোয না হোক, বাতেব অন্ধকারেই হানা দেব ওই শত্রুপুরীতে।"

গান্ধারী বলল, "আহারের ব্যবস্থাটা তো হয়েইছে। কিন্তু স্নান? স্নান করে গা মুছবে কীসে?"

"ওদেরই কাছ থেকে একটা তোয়ালে-টোয়ালে যা হয় কিছু চেয়ে নেব। নোট ফেললে সবেরই ব্যবস্থা হয়ে যাবে এখানে।"

"ওকথা বোলো না। টাকা ফেললে সব জায়গায় সবকিছু পাওয়া যায় না। এই মি. ত্রিবেদী আমাদের ভালবেসে ফেলেছেন, তাই ওদের লোককে দিয়েই আমাদের আহারের ব্যবস্থাটা করে দিলেন। কিন্তু অন্য ব্যবস্থা তো হওয়া অসম্ভব।"

বাবলু বলল, "এসো, দেখি কী করা যায়।" বলে দু'জনেই নেমে এল স্তূপের ওপর থেকে।

ওরা যখন প্রায় অফিসঘরের কাছাকাছি এসেছে তখনই দেখতে পেল গাইড মি. ত্রিবেদী অন্য একজনকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত ওদের দিকে আসছেন।

এই লোককে দেখেই চিনতে পারল ওরা।

বাবলু আর গান্ধারী পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

গাইড তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে এসে বাবলুকে বলল, "ইয়ে হ্যায় মেরা দোস্ত শর্মাজি। ঠিক সে ইয়াদ করো তো ইনকো কভি দেখা কি নেহি।"

বাবলু একটুও নার্ভাস না হয়ে বলল, "জরুর দেখা।"

"তুম দোনো কো বারে মে কুছ জাননা চাতে হেঁ হামলোগ।"

বাবলু বলল, "বেশ তো কী জানতে চান বলুন?"

"তুম দোনো কাঁহাসে আয়ে কিস লিয়ে আয়ে ঠিক সে বতাও।"

বাবলু হেসে বলল, "আপনারা আমাদের সম্বন্ধে কী ভাবছেন তা জানি না। আমরা বিক্রমশীলা দেখতেই এসেছি। আমাদের টার্গেট ছিল ভোর-ভোর এসে ঘুরে বেড়িয়ে কহলগাঁও অথবা ভাগলপুরে চলে যাব। তাই আমরা ডাকুয়ার মোড়ে রামবিলাসজির আড্ডায় এসে আপনার বন্ধু শর্মাজির ছোট লরিতে একটু জায়গা করে নিই। শর্মাজিকে তো আমরা চিনতাম না, রামবিলাসজিই ব্যবস্থা করে দেন। রামবিলাসজি আমার পরিচিত নন তবে ওই অঞ্চলেরই বাসিন্দা গান্ধারীকে উনি ভালই চেনেন। তা পথে আসতে আসতে গাড়ির দুলুনিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দু'জনেই আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুম যখন ভাঙে তখন দেখি আমরা একটা পাঁচিলঘেরা ছাদহীন গ্যারাজে বন্দি। মনে হয় শর্মাজির আমাদের ব্যাপারে খেয়াল না থাকায় এরকমটা হয়েছে। আমরাও তখন কী করব ভেবে না পেয়ে কতকগুলো ইঁট সাজিয়ে পাঁচিল টপকে পালাই। চেঁচিয়ে লোক ডেকে জড়ো করিনি এই কারণে যে শর্মাজির অবর্তমানে কেউ যদি আমাদের চোর বা অন্য কিছু মনে করে, তাই।"

ত্রিবেদী কপাল চাপড়ে বললেন, "মাই গড।" তারপর শর্মাজিকে বললেন, "নেশে কি চক্করমে ক্যা কর দিয়া তুমনে ইন দোনো কো?"

ড্রাইভার শর্মাজি বাবলুর হাত দুটি ধরে বললেন, "মুঝে মাফ কর দো ভাই। ম্যায় তো ভুলই গয়েথে।"

ত্রিবেদী বললেন, "আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কী তোমাদের কথাটা শর্মাজির মনেই ছিল না। এদিকে তোমরা ওইভাবে ইঁট সাজিয়ে পাঁচিল টপকে পালিয়ে আসায় ব্যাপারটা খুব রহস্যময় মনে হয়েছে সকলের কাছে। তার কারণ এই গ্রামে চোরের উপদ্রব নেই। বিশেষ করে ওই বাড়ির মালিক হলেন দানশীল বিন্ধ্যাচল রাম। ওঁর বাড়িতে কেউ চুরি করতে ঢুকবে এ একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তাই দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এখানে।"

বাবলু বলল, "এবার আপনাদের মনের সন্দেহ দূর হয়েছে তো? আর কোনও গলদখামি নেই? এখন আমাদের একটু স্নানের ব্যবস্থা করে দিলে খুবই ভাল হয়। একটা-দুটো তোয়ালে বা গামছা পেলে উপকৃত হই।"

ড্রাইভার শর্মাজি বিদায় নিলেন।

ত্রিবেদীর চেষ্টায় স্নানের পর্বটাও ভালভাবেই সমাধা হল। এরপর ওরা যখন খেতে বসেছে তখন শর্মাজি আবার এসে হাজির হলেন। বললেন, "রামজি নে তুম দোনোকো বুলায়া।"

রামজি মানে বিন্ধ্যাচল রাম।

বাবলু তো এইরকমই চাইছিল। যে বাড়িতে রাতের অন্ধকারে অনেক ঝুঁকি নিয়ে লুকিয়ে প্রবেশ করতে হত সেই বাড়ির মালিকের আমন্ত্রণে যদি প্রকাশ্য দিবালোকেই সেখানে প্রবেশ করা যায় তা হলে তাব চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে? কিন্তু বেঁকে দাঁড়াল গান্ধারী। চাপা গলায় বাবলুকে বলল, "যেতে হয় তুমি যাও। আমি কিন্তু যাব না ওখানে।"

বাবলু বলল, "জেদ কোরো না। ওই বাড়িতে প্রবেশ করবার এমন সুযোগ আর হবে?"

গান্ধারী বলল, "তা হবে না। কিন্তু বাবলু, এখন ওই বাড়িতে গেলেও আমাদেব উদ্দেশ্যর কণামাত্রও কি সিদ্ধ হবে?"

"হবে। বাড়ির ভেতরের রূপটার সঙ্গে পরিচিত হতে পারব আমরা।"

"ওই বাড়ির ভেতরে যাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক।"

"কেন? কী কারণে?"

"আমি ওখানে গেলেই উনি আমাকে চিনে ফেলবেন।"

"এর আগে উনি কি তোমাকে দেখেছেন? তা যদি হয় তা হলে আমরা যে সত্যি সত্যিই এখানে বেড়াতে এসেছি এর মধ্যে আর কোনও লুকোছাপা থাকবে না।"

গান্ধারী বলল, "বাবলু, আমার মায়ের ছবি তো তুমি দেখেছ। যাঁর ছবি দেখে তুমি আমারই ছবি মনে করে ভুল করেছিলে। সেই মায়ের মেয়ে আমি। বিন্ধ্যাচলের ওই দুষ্কৃতীরাই লোকেরাই আমার সালঙ্কারা মাকে উঠিয়ে নিয়ে এসেছিল বটেশ্বরনাথের মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে। আমার মায়ের গা-ভর্তি গয়না নিয়েও মন ভরেনি ওদের। তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে এখানকার খাদানের নির্জনে ফেলে রেখেছিল। কাজেই আমার মুখের দিকে তাকালে উনি বুঝেই নেবেন উদ্দেশ্য আমাদের সাধু নয়।"

বাবলু একবার আড়চোখে শর্মাজির দিকে তাকিয়ে বলল, "জাস্ট এ মিনিট।" বলে গান্ধারীকে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলে শর্মাজির সঙ্গে চলল।

শর্মাজি বললেন, "তুম দোনো মিলকর আও।"

"নেহি, উয়ো লেড়কিকো তবিয়ত ঠিক নেহি। চক্কর আ যাতি হ্যায়। উয়ো নেহি যায়েগি।"

বাবলু একাই চলল বিন্ধ্যাচলের বাড়ির দিকে। একটু যে ভয়-ভয় করল না ওর তা নয়। তার কারণ প্রথমত ও নিরস্ত্র। দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণ একা।

শর্মাজির সঙ্গে কথা বলতে বলতেই বিক্রমশীলার খাদান থেকে বেরিয়ে আন্তিচকের রামনিবাসে এল ওরা।

দানশীল বিন্ধ্যাচল রাম হলঘরের মতো একটি বড় ঘরে তাঁর লোকজনদের নিয়ে বসেছিলেন। শর্মাজির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সঙ্গে বাবলু গিয়ে হাজির হতেই ইশারায় ওকে বসতে বলে চাপা গলায় ওঁর লোকেদের সঙ্গে কীসব যেন আলোচনা করে কয়েকটি কাগজপত্রে সই করলেন। এর ফাঁকে একবার তাকিয়েও দেখলেন না বাবলুকে।

বাবলু বসে বসে অধৈর্য হয়ে উঠল। একসময় নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "রামজি! আমার একটু তাড়া আছে।"

"আমারও একটু কাজকাম আছে। এগুলো না মিটলে আমি তোমার সঙ্গে বাতচিত করতে পারছি না।"

"প্রয়োজনটা যদি আপনার থাকে তা হলে নিজের কাজ ফেলে রেখেই আমার সঙ্গে আগে কথা বলুন।"

"ও লেড়কি কাঁহা?"

"সে যেখানেই থাকুক, আপনার কিছু বলার থাকলে আমাকে বলুন।"

রামজি হেঁকে একজন লোককে বললেন, "উয়ো লেড়কিকো জবরদস্তি ইধার লে আও।"

বাবলুও ক্রুদ্ধস্বরে বলল, "মি. রামজি। আপনার পাপের ভারা এবার কিন্তু পূর্ণ হয়ে এসেছে।"

রামজি হেসে বললেন, "রাম নামে পাপ দূর হয়ে যায় রে বাঙালি। আমি তোকে পয়ছান নিয়েছি।"

বাবলুও হো হো করে হেসে বলল, "আজ পর্যন্ত আমি নিজেই যেখানে চিনতে পারলাম না নিজেকে, সেখানে আপনি একবার দেখেই কী করে আমাকে চিনে নিলেন?"

"তুম মামুলি লেড়কা নেহি। কলকাত্তাকা পুলিশবালা লেডকা।"

বাবলু বলল, "ইউ আর রাইট। তবে আপনি আমাকে অর্ধেক চিনেছেন। কিন্তু আমি পুলিশবালা লেড়কা হলেও আমার আরও একটা পরিচয় আছে। আমার বাবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টের একজন পদস্থ অফিসাব। কলকাতা পুলিশের সাধ্য নেই যে আপনার মস্তকমুণ্ডন করিয়ে দেয়। কিন্তু আমার বাবা পারেন আপনার বেআইনি বিষয়সম্পত্তির হিসেবনিকেশ খতিয়ে দেখে আপনাকে জাহান্নমে পাঠাতে।"

অমন যে দুর্ধর্ষ বিন্ধ্যাচল রাম, ইনকাম ট্যাক্সের নাম শোনামাত্রই জোঁকেব মুখে নুন পড়লে যেমন হয় ঠিক তেমনই হয়ে গেলেন। অমন রাবণের মতো ফোলা মুখ চুপসে এতটুকু হয়ে গেল।

বাবলু বলল, "কী হল আপনার? গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছে? জল খাবেন? রাম নামে ভূত পালায় কিন্তু ইনকাম ট্যাক্সের নামে যমের বুকও কেঁপে ওঠে। আপনার এই আন্তিচকের ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ছাড়ব আমি।"

রামজির লোকরা ততক্ষণে জবরদস্তি উঠিয়ে নিয়ে এসেছে গান্ধাবীকে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন বিন্ধ্যাচল।

বাবলু বলল, "হঠাৎ এমন আঁতকে উঠলেন যে? মুখটা কি খুব চেনা-চেনা লাগছে?"

বিন্ধ্যাচল বললেন, "ইয়ে লেড়কি কৌন?"

বাবলু বলল, "ইনকাম ট্যাক্স। আমরা দু'জনে মিলেই আপনার মাথা নত করাব।"

বিন্ধ্যাচল চিৎকার করে উঠলেন, "মার ডালো দোনোকো।"

বাবলু বলল, "তাতেও আপনি বাঁচবেন না রামজি। আপনার মতো লোকেদের মরণকালে ইনকাম ট্যাক্সের লোকরাই যমদূতের ভূমিকা নিয়ে আসে। এবার আপনার খেলা শেষ।"

রামজির লোকরা তখন বাবলুর কলার ধরে গান্ধারীর পাশে দাঁড় করিয়েছে। গান্ধারীব চোখে জল। কিন্তু বাবলুর চোখে ক্রোধের আগুন।

বিন্ধ্যাচলের নির্দেশে ওর লোকেরা তখন আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলেছে দু'জনকে।

গান্ধারী বাবলুর দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, "এবাব কেমন হল? আমি বারবার বলেছিলাম এখানে না আসতে। এদের প্রকৃতি আমি জানি। এখন অনুর খোঁজ পাওয়া দূরের কথা আমাদের খোঁজই পাবে না কেউ।"

বাবলু বলল, "আমরা শুধু অনুর খোঁজেই যে এসেছি তা তো নয়। তোমার মাকে যারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল তাদের বদলা নিতেও এসেছি। তবে আমার মনে হয় আমাদের কাজের পক্ষে এটা ভালই হল। কেন না ওরা আমাদের নিয়ে গিয়ে এমন এক জায়গায় রাখবে যেখানে অনুকেও রেখেছে ওরা।"

"তোমার কি ধারণা অনু সত্যি সত্যিই এদের এখানে আছে?"

"যদি না থাকে তা হলে ভালই। থাকলে দেখা হবে।"

বিন্ধ্যাচল এবার বন্দি দু'জনের দিকে তাকিয়ে তাঁর একজন লোককে কী যেন বলতেই আপত্তি জানালেন শর্মাজি। বললেন, "অ্যায়সা মাত করিয়ে রামজি। কিউ কি ইয়ে দোনো অনজানে নেহি। কোতোয়ালিমে রিপোর্ট লিখায়গা কোঈ তো মুশকিল হো যায়েগা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিন্ধ্যাচল হেসে বললেন, "লাখো রুপিয়া বাট দেঙ্গে। কুছ নেহি হোগা।"

শর্মাজি বললেন, "এই মুহূর্তে আপনি মাথাটা ঠান্ডা রেখে একটু বুঝবার চেষ্টা করুন। এই লেড়কার পিতাজি যদি সত্যি সত্যিই ইনকাম ট্যাক্সের কোনও অফিসার হন তা হলে আপনার আর বাঁচবার কোনও আশা নেই। ওদিকে লালজি ভিমানিও যেমন ফেঁসে যাবেন, এদিকে আপনার অবস্থাও তেমনই হয়ে যাবে। এত সম্পত্তি, এত ডাকাতির সোনা, এসব আপনি দেখাবেন কী করে? কোতোয়ালির ও সি-কে আপনি কিনে নিতে পারবেন। ইনকাম ট্যাক্সের অফিসারদের কী করবেন?"

"ওদেরকেও কিনে নিব।"

"তা হলে ছেলেটিকে ছেড়ে দিন। ওর বাবার সঙ্গে দোস্তি করুন। এতে আপনার ভাল হবে। সব লোকের সঙ্গে দুশমনি করা চলে না। বদলাও নেওয়া যায় না। তা ছাড়া আপনি যা চাইছেন, অর্থাৎ এদের গায়ে পেট্রোল ঢেলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে তাতে আমরাও জড়িয়ে পড়ব। ডাকুয়ার মোড়ে রামবিলাসের আড্ডায় যেখানে এরা দু'জনে আমার ট্রাকে উঠেছে সেখানে সবাই তা দেখেছে। রামবিলাস নিজেই আমার সঙ্গে কথা বলে ওদের গাড়িতে ওঠার ব্যবস্থা করে দেয়। আমিও কুড়িটা টাকা চা খাওয়ার জন্য ওদের কাছ থেকে নিয়েছি। এই অবস্থায় ওদের কিছু হলে আমি জড়িয়ে পড়ব। শুধু তাই নয়, ওরা প্রায় তিন-চার ঘণ্টা খাদানে ছিল। মি. ত্রিবেদী ওদের দু'জনকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন। খাদানের কর্মচারীরা ওদের দেখেছে। সকলের চোখের সামনেই ওদের দু'জনকে আমি আপনার নাম করে ডেকে এনেছি। এই অবস্থায় ওদের ওইভাবে হত্যা করলে তার ফল কিন্তু মারাত্মক হবে। তার ওপর তোলা ও ভোলারও কোনও পাত্তা নেই। ওদের এখনকার আচরণবিধিও খুব সন্দেহজনক।"

"ইয়ে নেহি-হো সকতা।"

শর্মাজি হেসে বললেন, "আমি বিহার শরিফ-এর লোক আছি। শরিফ আদমি। সীতামারী আমার জনমস্থান। আর দ্বারভাঙ্গায় আমার পড়ালিখা। এখন কাজ-কামের ধান্দায় এসে বিহার শরিফে পারমানেন্ট হয়ে গেছি। আপনার সঙ্গেও আমার সম্পর্ক ভাল। এই লাইনের সবরকম লোকের সঙ্গেই জান পয়ছান আছে আমার। তাই বলছি রামজি, জমানা এখন বদলে যাচ্ছে। আপনি যাদের নিয়ে কাজ কাম করবেন তারাই একদিন আপনার বুকে ছুরি বসাবে। ওরা একটা আলাদা ঘাঁটি করেছে। টেররিস্টদের অস্ত্র সাপ্লাই দিচ্ছে। একদিন ওরাই দেখবেন ডাকাতি করবে আপনার বাড়িতে।"

বিন্ধ্যাচল নিজের গাম্ভীর্য বজায় রেখেই বললেন, "তো ঠিক হ্যায়। তোলা ভোলাকো হম দেখ লেঙ্গে।"

"সেটাও কিন্তু খুব বুঝেশুনে। ওরা কিন্তু এখন রীতিমতো পলিটিক্যাল দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে।"

বিন্ধ্যাচল একটু সময় কী যেন চিন্তা করে, শর্মাজিসহ তাঁর দু'-একজন লোকের সঙ্গে ফিসফিস করে কী সব কথাবার্তা বলে, বেশ প্রসন্নমনেই একজনকে বললেন, "ছোড় দো আইট্যাক্স দিখানেবালে কো। মি. অ্যান্ড মিস ইনকাম ট্যাক্স। হাঃ হাঃ হাঃ।"

গান্ধারী বলল, "থ্যাঙ্কস ফর ইয়োর হাইনেস।"

বিন্ধ্যাচল বললেন, "আংরেজি মাত বালো। বিলাইতি হমে নেহি আতা।"

রামনিবাস থেকে মুক্তি পেয়ে ওরা আরও একবার খাদানে এল। তারপর মি. ত্রিবেদীর সঙ্গে দেখা করে ওখানকার টাকা-পয়সা মিটিয়ে বিদায় নিল এই দিনের মতো।

চড়া রোদ্দুরে কিছুটা পথ আসার পরই বাবলু গান্ধারীকে বলল, "একটা ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত যে, অনু এদের খপ্পরে পড়ে যায়নি। ও নিশ্চয়ই যে-কোনও উপায়েই হোক আত্মরক্ষা করে পালিয়েছে।"

"আর ইউ সিওর?"

"ও ইয়েস। এখন কিন্তু আমি আমাদের ব্যাপারেই চিন্তাভাবনা করছি।"

"আমরাও যে বিন্ধ্যাচলের খপ্পর থেকে এত সহজে এইভাবে মুক্তি পাব তা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি।"

"আমি ওই ব্যাপারেই আতঙ্কবোধ করছি বেশি। তার কারণ আমরা কিন্তু আদৌ মুক্তি পাইনি। ধীরে ধীরে আমরা বধ্যভূমির দিকেই এগিয়ে চলেছি।"

"এরকম মনে হওয়ার কারণ?"

বাবলু যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে বলল, "শোনো, এই বাঁদিকের পাহাড়টায় জঙ্গল খুব ঘন। আপাতত এখানেই কোথাও লুকিয়ে থেকে আমরা আমাদের আততায়ীদের দিকে নজর রাখি।"

"তোমার কথা আমি কিছুমাত্র বুঝতে পারছি না।"

"একটু পরেই বুঝে যাবে সব।" বলে গান্ধারীর একটা হাত ধরে টান দিয়ে পাশের ধানমাঠে নামাল ওকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তারপর দ্রুত পা চালিয়ে ছোট একটি পাহাড়ের গা বেয়ে একটু উচ্চস্থানে উঠে বড় একটি পাথরের আড়ালে বসে রইল।

গান্ধারী বলল, "তুমি খুব দুর্বোধ্য হয়ে উঠছ। তোমার এরকম সন্দেহের কারণ কী? আমার কিন্তু ভয় করছে খুব। সত্যই কি আমাদের জীবন বিপন্ন?"

"আমার আশঙ্কা সবসময় একশোভাগই সত্যি হয়। যে বিন্ধ্যাচল একটু আগেই আমাদের জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে মারতে চাইছিলেন তিনিই হঠাৎ আলোচনার পর আমাদের একেবারেই মুক্তি দিলেন এটাই তো সন্দেহজনক। অর্থাৎ শর্মাজির কথার গুরুত্ব বুঝেই ঝক্কিটা আর নিলেন না। আমাদের মুক্তি দিলেন। সবাই দেখল। আমরা বিদায় নিলাম। তারও সাক্ষ্যপ্রমাণ রইল। কিন্তু এরপরে যেটা হবে সেটা তো অ্যাক্সিডেন্ট।"

"মাই গড! এটা তো আমি চিন্তা করিনি।"

"ওই—ওই দ্যাখো, আমাদের ঘাতকরা কেমন দ্রুত এগিয়ে আসছে।"

গান্ধারী অবাক বিস্ময়ে বলল, "তাই তো!"

ওরা দেখল ষণ্ডামার্কা দু'জন লোক হেভি ওয়েটের দুটো মোটরবাইকে চেপে ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে এ-পথে।

বাবলু গান্ধারীকে বলল, "ওদের দেখে তুমি কি একটু কিছু অনুমান করতে পারছ?"

গান্ধারী বলল, "হ্যাঁ বাবলু, তুমিই ঠিক। ওরা আমাদেরই মরণদূত। ওরা ওই মোটরবাইকসুদ্ধু আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা দু'জনেই মরে পড়ে থাকব রাস্তার ধারে। ওরা উধাও হয়ে যাবে। সবাই জানবে নিছকই দুর্ঘটনা এটা। ফলে বিন্ধ্যাচল রাম দুর্ভাবনা মুক্ত হবেন, শর্মাজির ঘাড়েও কোনও দোষ পড়বে না। মাঝখান থেকে আমরাই মুছে যাব।"

"তা হলেই বোঝো।"

বোঝাবুঝির আর কিছুই নেই। ওরা চলে যাওয়ার একটু পরেই দেখা গেল শর্মাজিও গাড়ি নিয়ে এদিকেই আসছেন।

গান্ধারী বলল, "খুব বাঁচাটা বেঁচে গেছি এ-যাত্রা। কিন্তু বাবলু, তোমাদের অনু তো এখানে নেই। তাই বলে আমার কথাটা ভুলে যাবে না তো?"

"কখনওই না। পাণ্ডব গোয়েন্দারা বেইমানি করে না। ওর ব্যবস্থা আমরা করবই। এখন ওরা নিজেদের মধ্যেই বখরা নিয়ে ভাগাভাগি কাড়াকাড়ি করে মরবে। বিন্ধ্যাচল রামের স্বনামে বেনামে সম্পত্তি প্রচুর। চুরি-ডাকাতির সঞ্চয়ও যে নেহাত কম নয়, তাও ওদের কথাতেই স্পষ্ট হল। আমার কিন্তু ওসবেও কোনও আকর্ষণ নেই। আমি শুধু জানতে চাই আম্রপালির উদ্যান থেকে পাওয়া ওই স্বর্ণমুদ্রাগুলো এরা কোথায় এবং কীভাবে পাচার করল।"

একটু পরেই দেখা গেল মোটরবাইকে যাওয়া সেই আততায়ীরা চারদিকে নজর রাখতে রাখতে আবার ফিরে আসছে। সেইসঙ্গে মোটর নিয়ে শর্মাজিও।

গান্ধারী বলল, "ওরা ফিরে এল কেন?"

"ওরা বুঝেই গেছে এই অল্পসময়ের মধ্যে আমদের বিনা পরিবহনে বেশিদূরে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। তাই আমরা যে আশপাশেই কোথাও কোনও গ্রামে আত্মগোপন করে আছি এটা বুঝতে পেরেই ফিরে এসেছে ওরা। এখন এই পথে ওরা বারেবারে টহল দেবে।"

"তা হলে আমরা যাব কী করে?"

"এখানকার এই পাহাড়-জঙ্গলের দেশে বিকল্প কোনও পথ জানা আছে তোমার?"

"না নেই। কেন না, খুব একটা বেশি যাতায়াত তো ছিল না এদিকে। তোমার মতো অমন ইতিহাস-পাগলও নই আমি। তাই এসেছি, দেখতে হয় দেখেছি, এই পর্যন্তই। তবে কিনা মূল সড়কের দিকে লক্ষ রেখে বন-পাহাড় ডিঙিয়ে অনেকটাই এগিয়ে যেতে পারব।"

"তবে তাই চলো। কেন না দুপুর গড়িয়ে এখন কিন্তু বিকেল।"

ওরা টিলা-পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে এল। এখানে এক জায়গায় পাহাড়ের ফাটল বেয়ে ক্ষীণ ধারায় একটি ঝরনা নামছিল। সেই জলই আকণ্ঠ পান করল ওরা। তারপর নিজেদের বাঁচিয়ে ছায়ায় ছায়ায় দূরের দিকে নজর রেখেই এগিয়ে চলল।

খানিক যাওয়ার পর আবার ওরা মোটরবাইকের শব্দ শুনে সতর্ক হল। দু'জনে দুটি বড় গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ রাখতে লাগল ওদের দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওরা এল। জঙ্গলের এক প্রান্তে মোটরবাইকদুটো রেখে ফিসফিস করে নিজেদের মধ্যে কী যেন আলোচনা করে জঙ্গলে ঢুকল। তারপর তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখতে লাগল চারদিক।

বাবলু চাপা গলায় গান্ধারীকে বলল, "মনে হয় ওরা এদিকেই আসছে।"

"পায়ের শব্দ তো তাই বলছে।"

"তুমি মোটরবাইক চালাতে পারো?"

"না।"

"তবে তো মুশকিল। না হলে বলতাম আমি যেভাবেই হোক কৌশলে এদের আটকাই। তুমি একটা অন্তত নিয়ে কেটে পড়ো।"

"তাই কি পারি? এতক্ষণ একসঙ্গে এত কিছুর ঝুঁকি নিয়ে থাকার পর এরকম হওয়াটা তো উচিত নয়। যা করবার দু'জনেই একসঙ্গে কবব। হয় লড়ব, না হয় মরব।"

"বেশ, তা হলে ওদের নজর এড়িয়ে সাবধানে এগোনো যাক। এতে অবশ্য বিপদের ঝুঁকি একটু রয়েই গেল। তার কারণ আমরা একটা নিয়ে পালালে ওরা অপরটি নিয়ে ধাওয়া করবে আমাদের পেছনে। আর যদি পিস্তল বা রিভলভার জাতীয় কিছু থাকে ওদের সঙ্গে তা হলে এক লহমায় আমরা দু'জনেই শেষ। এখানকার এ যা জঙ্গল তাতে ডেডবডিও খুঁজে পাবে না কেউ।"

ওরা দু'জনেই তখন খুব সন্তর্পণে কতকটা হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে মোটরবাইক দুটোর কাছে এল। আর ঠিক তখনই ওদের চোখে পড়ে গেল ওরা।

ওরা ভীষণ বেগে তাড়া করল ওদের।

বাবলু উপায়ান্তর না দেখে একটা পাথর কুড়িয়ে ছুড়ে মারল একজনের মুখে। লোকটি আর্তনাদ করে বসে পড়তেই অপরজন প্রায় লাফিয়ে কবজা কবল গান্ধারীকে।

গান্ধারী ভয়ে চিৎকাব করে উঠল।

এই অবস্থায় কী করতে হবে বাবলু তা জানে। বলল, "যদি বাঁচতে চাও তো ছেড়ে দাও ওকে। ছাড়ো বলছি।"

লোকটি হেসে বলল, "জিন্দা ইয়া মুর্দা?"

বাবলু বলল, "তার উত্তর পরে দেব। এখন পাপের প্রায়শ্চিত্তটা আগে কর।" বলে পাশেরই একটি গাছের ডাল ভেঙে লোকটিকে কোনও কিছু ভেবে ওঠার সময় না দিয়েই ওর চোখের মধ্যে গুঁজে দিল সেটি।

একটি চোখে খোঁচা। তাতেই সে কী লম্ফঝম্ফ। বিকট চিৎকার করে গান্ধারীকে ছেড়ে চোখে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়ল লোকটি।

সেই অবসরে বাবলু একটা মোটরবাইক নিয়ে তার পেছনে গান্ধারীকে বসিয়ে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল। গেলে কী হবে পথের অবস্থা খুবই খারাপ। নামেই পথ। চারদিক খানাখন্দে ভরা। তবুও অনেকটা পথ যাওয়ার পর এক জায়গায় একটি গর্তে পড়ে একেবারেই বিকল হয়ে গেল মোটরবাইকটা।

বাবলু বলল, "সময় খারাপ হলে কপালও বুঝি এমনই করে ফাঁসে।"

গান্ধারী বলল, "তবে কিনা এখন আমরা অনেকটা নিরাপদ জায়গায় চলে এসেছি। সামনেই একটা গ্রাম দেখতে পাচ্ছ। ওই গ্রামে গিয়ে পৌঁছলে বাঁদিকের পথ ধরে যাওয়া যাবে কহলগাঁওতে, আর ডানদিকে গেলে যে পথে আমরা এসেছি সেই পথে। অর্থাৎ কিনা আমাদের গ্রামের দিকে। এখন কী করবে? আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি যাবে? না কি কহলগাঁও?"

"আমি কহলগাঁওই যাব। কেন না আমার মনপ্রাণ, আমার আত্মা এখন ছটফট করছে আমার সঙ্গীদের জন্যে। ওরা যে কে কী অবস্থায় আছে তা জানি না। কোনওরকমে একবার কহলগাঁওতে পৌঁছতে পারলে ফোনে যোগাযোগ করে অন্তত নিশ্চিন্ত হতে পারব।"

গান্ধারী বলল, "তবে তাই যাও। ওই গ্রামে গেলে কোনও-না-কোনও একটা পরিবহন আমরা দু'দিকের জন্যই পাব। পরে তুমি তোমার সঙ্গীদের নিয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো।"

"সেই ভাল, এখন গ্রামের দিকেই যাওয়া যাক।"

সামান্য পথ আসার পরই গ্রামে ঢোকার আগে হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল গান্ধারীর। বলল, "আমি আর পারছি না। আমার গা-মাথা ঘুরে কেমন যেন করছে।"

"সে কী?"

"হ্যাঁ। এতক্ষণ রোদে ঘুরে, দৌড়ঝাঁপ করে চক্কর লেগে গেছে আমার। আমি আর চলতে পারছি না। তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমাকে কোনওরকমে ওই গ্রামের কারও বাড়িতে পৌঁছে দাও।"

একেবারে শেষ মুহূর্তে কী বিপদ। এদিকে বাবলুও এমনই ক্লান্ত যে তা বলবার নয়।

গান্ধারী প্রায় ওর গায়ের ওপর লুটিয়ে ওর কাঁধে ঝুঁকে পড়ে পথ চলতে লাগল।

এমন সময় আবার কানে এল মোটরবাইকের শব্দ।

ওরা একটু আড়ালে সরে গিয়ে লক্ষ করল পাথরের ঘায়ে আহত সেই লোকটি দ্রুত ধেয়ে আসছে ওদের দিকে।

গান্ধারী তখন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে পথের ধারে। বলল, "বাবলু, আমি যেভাবেই হোক নিজেকে রক্ষা করব। কিন্তু তুমি পালিয়ে বাঁচো। সোজা রাস্তায় গেলেই ধরা পড়বে তুমি। তাই ওই পাহাড়ের জঙ্গলে গিয়ে লুকোও। রাত্রিটাও তুমি ওখানেই কাটাও। কেন না গ্রামে কখন কোন পরিবহন পাবে না পাবে তার তো ঠিক নেই। তা ছাড়া গ্রামের লোকেদের মধ্যেও ওদের কোনও চর থাকতে পারে। আমার অবস্থা এখন এতই খারাপ যে আমি সঙ্গে থেকে তোমার বিপদ বাড়াব না।"

"এ হয় না গান্ধারী। এখন আমরা দু'জনেই এক। তুমিই না তখন বলেছিলে, হয় লড়ব না হয় দু'জনেই মরব।"

"সেটা তখনকার পরিস্থিতিতে। এখন আমরা অনেক নিরাপদ। আমি সুস্থ নই। এই অবস্থায় আমাকে নিয়ে পালানোও ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তুমি পালাতে পারলে নিজে বাঁচবে, অন্যেরা বাঁচবে, আমিও দুর্ভাগ্যক্রমে এদের পাল্লায় পড়ে গেলে তুমি এসে বাঁচাতে পারবে। তুমি আগে গিয়ে তোমার সঙ্গীদের খুঁজে বের করে পুলিশে খবর দাও।"

"মোটরবাইকের শব্দটা কিন্তু আর শোনা যাচ্ছে না।"

"এখনই যাবে। বিকল হওয়া বাইকটার কাছে কিছুক্ষণের জন্য থেমেছে ওটা। এই এল বলে। যাও তুমি, দেরি কোরো না।"

"কিন্তু এই মুহূর্তে তোমাকে এইভাবে এখানে ফেলে রেখে আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।"

"তা হলে এক কাজ করো, বোকার মতো ধরা না দিয়ে গ্রামের কাউকে আমাব সাহায্যের জন্য আসতে বলে বুদ্ধিমানের মতো কেটে পড়ো।"

বাবলু তাই করল। গ্রামে খবর দিয়ে গ্রামের লোকজনের সঙ্গে সে যখন আবার সেই জায়গার কাছে ফিরে এল তখন দেখল গান্ধারীর কোনও চিহ্নও নেই সেখানে।

বাবলু চিৎকার করে ডাকল, "গান্ধারী! গান্ধারী...।"

অনেক দূর থেকে গান্ধারীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "বা-ব-লু-উ-উ-।"

সবাই দেখল দানবাকৃতি একজন লোক গান্ধারীকে কাঁধে নিয়ে পাহাড় জঙ্গলের দিকে ছুটেছে। তাই দেখে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা সকলেই ধাওয়া করল লোকটিকে।

সেই একই লোক। অন্য কেউ নয়। মোটরবাইকটা একটি ঝোপের আড়ালে রেখে গ্রামবাসীদের হাতে মার খাওয়ার ভয়ে পালাচ্ছিল গান্ধারীকে নিয়ে। ইচ্ছেটা এই জঙ্গলের গভীরে মেয়েটাকে খুন করে রাতের অন্ধকারে পালাবে। কিন্তু এখন লোকজনের নজরে আসায় গান্ধারীকে ফেলে বেখেই ছোটা শুরু করল সে।

বাবলু সবাইকে বলল, "আপলোগ লেড়কি সামালিয়ে। ম্যায় দেখতা হুঁ বদমাশকো।" বলে ভীষণ তাড়া করল লোকটিকে।

কিন্তু পাহাড়-জঙ্গলের এই দেশে অনভ্যস্ত বাবলু পেরে উঠবে কেন? তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই দিশা হারল। লোকটি কোথায় কোনখানে মিশে গেল তার কিছুই টের পেল না সে। হঠাৎই এক জায়গায় হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়ায় সাময়িকভাবে জ্ঞান হারাল বাবলু। জ্ঞান যখন ফিরল তখন সে নিজেকে আবিষ্কার করল ফাদারের আশ্রমে। কয়েকজন বুনো লোক নাকি তাকে উদ্ধার করে রেখে গেছে এখানে। অসুস্থ ফাদার ওর চোখে-মুখে জল দিয়ে ওকে সুস্থ করলেন। তারপর...।

তারপরের ঘটনা তো সবই জানা। অনু বিস্ময়াবিষ্টের মতো এতক্ষণ ধরে একভাবে বাবলুর কাহিনী শুনে যাচ্ছিল। কথা শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল কাহিনী নয়, ও যেন চোখের সামনে ছায়াছবির কোনও রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখছে। তাই একবারও 'তারপর কী হল? তারপর?' এইসব বলে বিব্রত করেনি বাবলুকে। এতক্ষণে প্রথম কথা বলল, "তোমার সেই গান্ধারীর তা হলে কী হল?"

বাবলু হেসে বলল, "গান্ধারীও আমার নয়, আমার সামনে এই ঘরের মধ্যে বসে থাকা অনুরাধাও আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নয়। আমরা সবাই এক। এক পরিচ্ছন্ন মানসিকতার মধ্য দিয়ে আমরা সবাই আমাদের। জোটসঙ্গী আমরা। এককভাবে কেউ নই। তবে আমার মনে হয় গান্ধারী গ্রামবাসীদের সাহায্য নিয়ে তার নিজের গ্রামে ফিরে যেতে পেরেছে। অবশ্য একটিই দুশ্চিন্তা ওর জন্যে রয়ে গেছে আমার। সেটি হল ওর শারীরিক সুস্থতার ব্যাপারটা নিয়ে। তা ছাড়া...।"

"তা ছাড়া কী? তুমি কি এর পরেও ওর কোনও বিপদাশঙ্কা করছ?"

"হ্যাঁ। বিন্ধ্যাচলের গুপ্তঘাতকরা ওকে না লোপাট করে দেয়। দীননাথ উপাধ্যায়ের মতো একজন মানুষকে যারা কিনা ঠান্ডা মাথায় খুন করিয়ে দিতে পারে, গান্ধারীকে, আমাকে জীবন্ত দগ্ধ করে মারবার পরিকল্পনা যে লোক করতে পারে, তাকে তো বিশ্বাস নেই। অথচ নিরস্ত্র থাকায় সামনে পেয়েও ওর কিছুমাত্র করতে পারলাম না আমি। এর চেয়ে দুঃখের আর কিছু নেই।"

"এখন তা হলে তুমি কী করবে?"

"আগে আমাদের জোটসঙ্গীদের সঙ্গে এক হব। এই মহারণ্যে তোমাকে পাওয়াও একটা বড় প্রাপ্তি। তোমাকে সর্বাগ্রে তোমার মা-বাবার কাছে পৌঁছে দিয়ে তারপর বিষদাঁত ওপড়াব ওই বিন্ধ্যাচলের। ওকে আমরা সর্বস্বান্ত করব।"

"তোমাদের ওই অভিযানে কি আমার কোনও ভূমিকা থাকবে না?"

"এখনও এত বিপর্যয়ের পরও তোমার শখ মেটেনি?"

"যখন একা ছিলাম তখন অসহায় বোধ করছিলাম। এখন তোমাকে পেয়ে বুকে বল পেয়েছি। গান্ধারীর কাহিনী শুনে আমিও ওর মতো তোমার ছায়াসঙ্গী হতে চাই। ওই মেয়েটা তো জানে না নিজের অজ্ঞাতসারে কার সঙ্গে অভিযান করল ও।"

বাবলু একটু চুপ করে থেকে একসময় বলল, "সব রাতেরই শেষ হয়। এই কালো রাতেরও শেষ হবে। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে আমার সেই পিস্তলটা যদি আমার কাছে থাকত তা হলে আবার ফিরে যেতাম আন্তিচকে। গিয়ে ওই রামনিবাসে একটা ধ্বনি ওঠাতাম।"

"কী ধ্বনি ওঠাতে?"

"রাম নাম সত্যা হ্যায়।"

অনু হাসল। হেসে বলল, "জল খাবে একটু?"

বাবলু বলল, "আমার মনের কথা তুমি কী করে জানতে পারলে বলো তো? আমি তোমাকে এখনই জল চাইতাম। সত্যিই জলতেষ্টা পেয়েছে খুব।"

অনু বলল, "তোমার মুখ দেখেই তা মনে হয়েছিল। সারাটাদিন রোদে-রোদে ঘুরেছ, টেনশনে ভুগেছ। আমার জন্যও টেনশন বড় কম ছিল না তোমার মনে। অতএব পিপাসা তো পাবেই।"

অনু জল দিলে বাবলু পরপর দু' গেলাস জল খেল। তারপরই হঠাৎ দূরাগত একটু কলধ্বনি শুনে চমকে উঠল বাবলু।

অনুও কান খাড়া করে শুনল।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার বলো তো?"

"মনে হচ্ছে কোনও বিদ্রোহী জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।"

"তবে তো সমূহ বিপদ।"

এমন সময় দরজায় টকটক শব্দ।

সেই ক্ষুধার্ত অতিথি, যে কিনা ফাদারের এখানে পেট ভরে দুটি খাবার জন্য এসেছিল, বাবলু আর অনু যাকে বিফল করেনি। সেই অতিথিই আতঙ্কিত মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে ওর দুর্বোধ ভাষায় কী যেন বলল ওদের।

লোকটির কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝল না ওরা।

লোকটি এবার হাত নেড়ে ইশারায় ওদের পালিয়ে যেতে বলল।

শঙ্কিত বাবলু দূরের দিকে তাকিয়ে দেখল বনভূমি লালে লাল। সেই ঝরনাধারার পথ বেয়ে মশাল জ্বেলে চিৎকার করতে করতে কারা যেন আসছে এদিকে।

বাবলু বলল, "সর্বনাশ! ওরা কারা?"

অনু বলল, "নিশ্চয়ই সেই টেররিস্টের দল। যে গ্রামে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম সেই গ্রামে ওদের মিটিং ছিল আজ। পাছে ওদের নজরে পড়ে যাই সেই ভয়েই কমলি আমাকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে রেখেছিল। এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দেখছি এই আশ্রয় ছেড়ে আমাদের পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই নেই। ভোর হওয়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা করা যাবে না।"

আগন্তুক অতিথি ওদের ইশারায় ভয় পেতে বারণ করে ঘরে ঢুকে একটা বল্লম নিয়ে হাতছানি দিয়ে ওর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করল দু'জনকে।

বাবলু একটুও বিলম্ব না করে অনুর হাত ধরে পিছু নিল লোকটির। তারপর সম্পূর্ণ অন্যপথে জঙ্গলের পথ ধরে বড় একটি খাড়াই পাহাড়কে ডিঙিয়ে একেবারেই ওদের নাগালের বাইরে চলে গেল। একসময় ওরা যেখানে এসে পৌঁছল সেখানে এক জায়গায় পরপর বেশ কয়েকটি ট্রাক জিনিস বোঝাই করে একটি পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়েছিল।

অনু এখানে এসেই উল্লসিত হয়ে বলল, "আরে এ তো সেই জায়গা। আমার পরিচিত।"

"তোমার পরিচিত? কোথায় এসেছি আমরা?"

"অরিয়প।"

"তার মানে কহলগাঁও এখান থেকে বেশি দূরে নয়?"

"না।"

আগন্তুক অতিথিকে বিদায় দিয়ে সকলের পেছনে যে ট্রাকটি ছিল দড়ি ধরে তারই মাথায় উঠে নিঃশব্দে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল দু'জনে।

একটু পরে চা-পর্ব শেষ করে এসে ড্রাইভাররা একে একে গাড়িতে উঠে গাড়ি স্টার্ট করতেই চলা শুরু হল।

দেখতে দেখতে ভোরের আলো ফুটে উঠল।

তারপর দিনের আলো স্পষ্ট হতেই ওরা যেখানে পৌঁছে গেল সেই জায়গাই কহলগাঁও।

ট্রাক থামলে দু'জনেই নেমে পড়ল ট্রাক থেকে।

অনুর আনন্দ আর ধরে না। ও বাবলুকে নিয়ে দ্রুত হাজির হল সেই লজে। অনুকে দেখেই তো ম্যানেজারের চক্ষুস্থির। শুধু ম্যানেজার কেন সকলেরই। মেয়েটা যে সত্যিই এইভাবে ফিরে আসবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি।

বাবলুও যেন এতক্ষণে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

॥ ১৫ ॥

শুধুমাত্র রাজারামবাবুর কারণেই বিলুরা কহলগাঁও ছেড়ে যায়নি কোথাও। তাই সাতসকালে লজের ছেলেটি এসে দরজায় ধাক্কা দিতেই ঘুম ভেঙে উঠে বসল সবাই।

পঞ্চু ওর অভ্যাসবশে ভৌ-ভৌ করে ডেকে উঠল একবার।

বিলু দরজা খুলতেই ছেলেটি বলল, "তুমহারে লিয়ে এক খুশ খবরি হ্যায়।"

বিলু চোখ কচলে বলল, "কীরকম খুশ খবর ভাই?"

"উয়ো দোনো আ গয়ী। তুমহারা দোস্ত বাবলু ঔর অনু নামকি উয়ো বহিনজি।"

বিলু যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারল না। আনন্দের আতিশয্যে ছেলেটিকেই বুকে জড়িয়ে বলল, "সত্যি বলছ?"

"হাঁ। ইয়ে সচ্ হ্যায়। আভি আয়া।"

পঞ্চুর আহ্লাদ তখন দ্যাখে কে? সবার আগে 'ভুক-ভুক' ডাক ছেড়ে সে-ই ছুটল অফিসঘরের দিকে।

ভোম্বলের তখনও নাক ডাকছিল। বাচ্চু, বিচ্ছু, রিয়াং ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুলল তাকে। বাবলুর ফিরে আসার কথা শুনে ভোম্বলও ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল যেন ওদের মধ্যে।

বিলু সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "মনে হচ্ছে এবার বিপদের মেঘ কাটল।"

বলতে বলতেই অনুকে নিয়ে এসে গেল বাবলু।

ওদের দু'জনকেই ঘর চিনিয়ে নিয়ে এল পঞ্চু।

হোটেলের ছেলেটি বলল, "চায় টোস্ট লাউঁ?"

বিলু বলল, "নিশ্চয়ই। তুরন্ত লে আও।" বলে একশো টাকার একটি নোট ছেলেটির হাতে দিয়ে বলল, "এই সুন্দর সকালে এমন একটি খুশির খবর দেওয়ার জন্য এটা তোমার বকশিশ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছেলেটি দারুণ খুশি হয়ে চলে গেল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু সকলে তখন আবেগে জড়িয়ে ধরল বাবলুকে।

আর রিয়াং? অনুকে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না ওর!

এসবের মাঝে পঞ্চু যে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। সে শুধু বাবলুর আদর খাবে বলেই কুঁই-কুঁই করতে লাগল।

বাবলুও ওর মনোভাব বুঝতে পেরে সবাইকে ছেড়ে ওকে বুকে নিয়ে সে কী দারুণ আদরটাই না করল!

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ঘটনাপ্রবাহে দীর্ঘসময় বিচ্ছিন্ন থাকার পর আবার একজোট হওয়ার আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাথরুমের কাজ সেরে বেশ ঝরঝরে, তরতরে হয়ে একত্রে গুছিয়ে বসল সকলে। এরই ফাঁকে ভোম্বল ঠোঙাভর্তি করে শিঙাড়া আর জিলিপি এনে হাজির করেছে। এদিকে হোটেলের ছেলেটিও ওর এক সঙ্গীসহ চা-টোস্ট নিয়ে ঘরে ঢুকল।

কী আনন্দ! কী আনন্দ!

ভোম্বল নিজে হাতে কতকগুলো শিঙাড়া, জিলিপি খেতে দিল ছেলেদুটিকে।

এইবার চা-পর্বের মধ্যেই বসে গেল ওদের অন্তরঙ্গ সভা।

বাবলু শিঙাড়া আর জিলিপি খেতে খেতে বলল, "ওঃ, ক'দিন পরে এইসব খেয়ে মুখটা যেন ছাড়ল। একে তো উত্তেজনা, তার ওপরে প্রাণের ভয়, তারও ওপরে অর্ধাহার ও অনাহার। কিন্তু তোরা যে বাচ্চু-বিচ্ছুকে কীভাবে উদ্ধার করলি তা তো আমি ভেবে পাচ্ছি না।"

ভোম্বল বলল, "তার আগে বল তুই কী করে অনুকে উদ্ধার করলি?"

বাবলু হেসে বলল, "অনুকে আমি বা আমাকে অনু কেউ কাউকেই উদ্ধার করিনি। পালিয়ে বেড়াতে বেড়াতে দু'জনেই দু'জনকে আবিষ্কার করেছি হঠাৎ করেই।"

বিলু বলল, "আচ্ছা, গ্রামবাসীরা যে তোকে সে-রাতে মারতে মারতে একটা ঘরে তালাবন্ধ করে রেখেছিল, সেখান থেকে তুই পালালি কী করে? এমনকী তোর ব্যাপারে আমরা এরকমও শুনলাম যে, তোকে নাকি মেরে মাটিতে পুঁতে দিয়েছে। আমরা তো একেবারেই ভেঙে পড়েছিলাম ওই খবরে।"

বাবলু বলল, "এইসব গুজব কোথা থেকে শুনেছিস তোরা?"

"অনেক নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকেই খবরটা পেয়েছি। এমনকী তোর ডেডবডিও নাকি উদ্ধার করেছে পুলিশ। ফলে গ্রামবাসীদের অনেকেই এখন পুলিশি হেফাজতে।"

বাবলু বলল, "খবরটা তা হলে মিথ্যে নয়।"

রিয়াং চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "তা হলে তুমি বলতে চাইছ তুমি মরে ভূত হয়েই এখানে এসেছ?"

ভোম্বল বলল, "হেঁয়ালি না করে বল দেখি সে-রাতে কী হয়েছিল?"

বাবলু সে-রাতের সব কথা ওদের সকলকে শুনিয়ে বলল, "ওই ভয়ানক রাতে গান্ধারী আমাকে আশ্রয় না দিলে পুলিশ একটা নয়, দুটো ডেডবডি উদ্ধার করত।"

"তা হলে ওই ডেডবডিটা কার?"

"খবরটা তা হলে এইরকম। আমি তো কোনওরকমে ওদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পালিয়ে বাঁচলাম। ওরা পড়ে গেল ভালুকের খপ্পরে। ওদের চারজনের একজন হয়তো কোনওক্রমে ঢুকে পড়েছিল গ্রামের ভেতর। আমার আগমনে ক্রুদ্ধ কুকুরের চিৎকারে গ্রামবাসীরা যখন জেগে উঠে চোর ধরার জন্য চারদিকে ছুটোছুটি করছে ঠিক তখনই হয়তো ওদেরই কেউ ঢুকে পড়ে গ্রামে। গান্ধারীর সৌজন্যে আমার প্রাণ বাঁচে আর সে বেচারি ধরা পড়ে প্রাণ হারায়। গ্রামের লোকের রাগ, ভয়ানক রাগ। মারতে শুরু করলে ওদের জ্ঞান থাকে না। ফলে মার খেয়ে মরে যায় বেচারি। আর তখনই সহজ পন্থা হিসেবে গ্রামের প্রান্তে কোথাও মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেয় ওকে। এদিকে আমার ব্যাপারে তোরা থানা-পুলিশ করায়, অনুর মুখে সব শুনে পুলিশ ওই খাদে তল্লাশি চালিয়ে দুষ্কৃতীদের অস্ত্র পাচারের জন্য মজুদ অস্ত্র উদ্ধার করেই অনুসন্ধানের জন্য গ্রামে গিয়ে খুনের বৃত্তান্ত জানতে পারে।"

এতক্ষণে বিচ্ছু কথা বলল, "কিন্তু গ্রামবাসীরা তো অপরাধ স্বীকার করছে না। পুলিশকে বলেছে, ওই রাতে অল্পবয়সি একজন চোরকে ধরে একটা ঘরে তালাবন্ধ করে রাখে ওরা। পরে পুলিশকে ঘর খুলে দ্যাখাতে গিয়ে দ্যাখে ছেলেটি নেই। পুলিশ তখনই অনুসন্ধান চালিয়ে মাটি চাপা অবস্থা থেকে ডেডবডি উদ্ধার করে এবং গ্রেফতার করে গ্রামবাসীদের কয়েকজনকে!"

"তা হলে এমনও হতে পারে ওরা সত্যি সত্যি মারধোর করেনি তাকে। দু'-চার ঘা দেওয়ার পরেই ঘরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মধ্যে বন্দি করে রাখে। পরে সে বেচারি চালা ভেদ করে পালাতে গিয়ে মার খায় ওদেরই কোনও শত্রুপক্ষের হাতে।"

বাচ্চু বলল, "তা সে যাই হোক না কেন, ও নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা করে লাভ কী? তুমি যে ফিরে এসেছ, অনুকে যে আমরা ফিরে পেয়েছি, এই যথেষ্ট। তা বাবলুদা, গান্ধারীর ব্যাপারে এবার তো একটু খোঁজখবর নেওয়া উচিত আমাদের।"

"অবশ্যই। তবে দুঃখ এই, আমার এতদিনের পিস্তলটাকে আমি হারালাম।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই 'ভৌ ভৌ' করে উঠল পঞ্চু।

বিলু তাড়াতাড়ি ড্রয়ার থেকে একটি পিস্তল বের করে মৃদু হেসে বাবলুর হাতে দিয়ে বলল, "দ্যাখ তো এটা তোরই কিনা?"

পিস্তলটা হাতে নিয়েই লাফিয়ে উঠল বাবলু। বলল, "আরে, এটা তো আমারই?"

"ওটাকে ওই খাদের কাছ থেকে সে-রাতে কে উদ্ধার করেছে জানিস?"

কে যে করেছে বা করতে পারে তা অনুমান করা বাবলুর পক্ষে অসম্ভব নয়। ও তাই সরাসরি পঞ্চুর দিকে তাকাতেই পঞ্চুর সে কী লজ্জা। লজ্জায় মুখ লুকিয়ে 'কুঁই-কুঁই' করতে লাগল সে।

বাবলু পঞ্চুর গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, "এবারে তোদের কথা বল। কীভাবে কী করলি তোরা তা শোনবার জন্য আমি অধৈর্য হয়ে উঠেছি।

বিলু তখন বাচ্চু, বিচ্ছু আর অনুর অন্তর্ধানের পর থেকে ওদের সব কথা বলল।

সব শুনে সবিস্ময়ে বাবলু বলল, "করেছিস কি তোরা? আমার তো এখনই মনে হচ্ছে তোদের প্রত্যেকের গলায় একটা করে সোনার লকেট ঝুলিয়ে দিই। তোরা বাচ্চু-বিচ্ছুকে উদ্ধার করেছিস, সেই খোয়া যাওয়া দুর্লভ ধর্মচক্রকে উদ্ধার করেছিস, সেইসঙ্গে সলিল সমাধি ঘটিয়েছিস লালজি ভিমানির। এর চেয়ে অবিশ্বাস্য কিছু হতে পারে? ভগবান তোদের সহায় হয়েছিলেন।"

অনু বলল, "ধর্মের জয় চিরকালই হয়। আমার বাবার মতের পরিবর্তন হল। বাবা-মায়ের সঙ্গে ব্যবধান ঘুচল। ধর্মচক্র ফিরে পেলাম। আমরাও শত্রুর কবলমুক্ত হলাম অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে। সবই তাঁরই ইচ্ছায়।"

"এখন বাকি রইল বিন্ধ্যাচল রাম।"

ভোম্বল বলল, "আর রাম-রাবণের যুদ্ধে কাজ নেই। আজকের দিনটা এখানে বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালেই এখান থেকে কেটে পড়ি চল। রাজারামবাবুকে ফোনে জানানো হয়েছে। উনি এখনই এলেন বলে!"

অনু আতঙ্কিত হয়ে বলল, "আমার কিডন্যাপ হওয়ার কথাটা তোমরা বাড়িতে জানিয়েছ নাকি?"

বিলু বলল, "আমরা জানাইনি। হোটেলের ম্যানেজারই ভুলে বলে ফেলেছেন।"

"তবে তো এখনই বাড়িতে একটা ফোন করতে হয়!" বলেই উঠতে যাচ্ছিল অনু।

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে হাঁ-হাঁ করে উঠল। বলল, "এখনও শিক্ষা হয়নি তোমার?"

অনু বলল, "কেন? কী হল?"

"ফের তুমি একা যাচ্ছ?"

"একা যাচ্ছি না তো? সঙ্গে আমার ভাই যাচ্ছে। ওই—ওই দ্যাখো।"

সত্যিই তো! ভাই যাওয়ার জন্যই রেডি। অনু ঘরের বাইরে যেতেই দিব্যি ল্যাং-ল্যাং করে চলল ওর পিছু নিয়ে।

বাবলু বলল, "পঞ্চুর কারবারটা দেখলি?"

বিলু বলল, "দেখলাম। ভাই হো তো অ্যায়সা।"

একটু পরেই অবশ্য বিরস বদনে ফিরে এল অনু।

বাবলু বলল, "কী হল?"

"অনবরত রিং হয়ে যাচ্ছে। কেউ ধরছে না।"

"তা হলে নিশ্চয়ই ফোন খারাপ। নয়তো দু'জনেই আসছেন এখানে।"

বিলু বলল, "ওঁরা না আসা পর্যন্ত আমাদের কোথাও যাওয়া নয়! কারণ এই দুর্লভ চক্রটি হাতছাড়া হলে আবার আমরা মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ব। আমরা সবসময় এটিকে পাহারা দিয়ে আটকে রাখছি। নিশ্চিন্ত মনে ঘোরা, বেড়ানোও বন্ধ হয়ে গেছে আমাদের। তোর খোঁজেও যেতে পারছিলাম না আমরা। এখন এটা রাজারামবাবুর হাতে তুলে দিলে তবেই দায়মুক্ত হব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "শুধু ওই জিনিসটা নয়, অনুকেও তুলে দেব ওর বাবা-মায়ের হাতে। সেইসঙ্গে রিয়াংকেও।"

অনু বলল, "কেন, আমরা কি তোমাদের কাছে এতই বোঝা হয়ে উঠেছি?"

"মোটেই না। তবে কিনা কাজ আমাদের শেষ। এবার আমরাও তো একটু হালকা হতে চাইব।"

অনু আদুরে মেয়ের মতো বাবলুর প্রায় গা ঘেঁষে বসে বলল, "কে বলল, কাজ তোমাদের শেষ? বিন্ধ্যাচল কি বরাবরই এখানে রামরাজত্ব করবে?"

"তা কেন? তবে কিনা আমাদেরও তো উচিত আর তোমাদের বিপদ না বাড়িয়ে তোমাদের দু'জনকেই নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে দেওয়া?"

"তেমনই আমাদেরও উচিত কহলগাঁওয়ের গঙ্গার ধার থেকে এখানকার পাহাড়পর্বত বন-জঙ্গলের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। বটেশ্বরনাথের সেই রমণীয় পরিবেশে, অতীতের বিক্রমশীলায় সবাইকে নিয়ে যাওয়া। ঠিক কিনা বলো?"

"বুঝলাম। কিন্তু....।"

"কোনও কিন্তু নয়। তা ছাড়া তোমার ওই প্রিয়দর্শিনী গান্ধারীকে দু' চোখ ভরে না দেখে আমি কিন্তু যাচ্ছি না। ওর কথা শোনার পর থেকেই ও আমার মনকে দারুণভাবে দোলা দিয়েছে।"

এমন সময় দরজার কাছ থেকে কে যেন বলে উঠল, "অনুরাধা, তুমিও কিন্তু আমার মনকে সমানভাবে দোলা দিয়েছ। এসো আমরা দু'জনে বন্ধুত্ব করি।"

সবাই সবিস্ময়ে দেখল গান্ধারী নতুন একটা চুড়িদার পরে অত্যন্ত সাদামাঠাভাবে দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

অনু ছুটে গিয়ে ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে।

গান্ধারী ওকে একটা হালকা পুতুলের মতো একপাক ঘুরিয়ে নামিয়ে দিল।

বাচ্চু, বিচ্ছু, রিয়াং খুশিতে উপচে পড়ে গান্ধারীকে নিয়ে এসে ঘরের মধ্যে বসাল।

পঞ্চুও অতিথিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য একবার শুধু ডেকে উঠল "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

বাবলু বলল, "এটা কী করে সম্ভব হল?"

"তার আগে আমাকে এক গেলাস জল দাও। আর সম্ভব হলে এক কাপ চা কিংবা কফির ব্যবস্থা করো।"

বাবলু বলল, "অবশ্যই। শুধু তোমার জন্য কেন, আমাদের সকলের জন্যই কফির ব্যবস্থা হবে।"

"বেশ। তবে তাই হোক। তার আগে আমি সকলের সঙ্গে আমার পরিচয়-পর্বটা সেরে নিই।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা নিজেদের পরিচয় নিজেরা দেয় কী করে? তাই সে পবিচয়টা অনু আর রিয়াং-ই করিয়ে দিল।

একটু পরে কফি এলে কফিতে চুমুক দিয়ে গান্ধারী বলল, "তুমি তো ওই লোকটার পিছু নিয়ে উধাও হয়ে গেলে। আমি গ্রামবাসীদের সহায়তায় ওই গ্রামেই একজনদের বাড়িতে আশ্রয় পেলাম। ওদের সেবাযত্নে আমার গা-মাথা ঘোরার ভাবটা কাটল। কিন্তু একটু সুস্থ স্বাভাবিক হয়েই আমি ভাবতে লাগলাম তোমার কথা। কী যে হল তোমার, নতুন করে কোনও বিপদে পড়লে কি না, তা জানবার জন্যই মনটা ব্যাকুল হয়ে রইল। গ্রামের লোকদের আমি আমার বিপদের কথা সব বললাম। শুনে ওরা বলল, বিন্ধ্যাচল এই অঞ্চলের মধ্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী ও বিত্তবান লোক। ওর পোষা গুন্ডারা অতি ভয়ানক। অতএব ওর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ওদের কারও নেই। তাই গান্ধারীর উচিত হবে সকালের প্রথম ট্রেকারে অথবা অন্য যে-কোনও পরিবহনে কহলগাঁও পৌঁছে ভাগলপুরে চলে যাওয়া। ওদের এই কথার যুক্তি আছে ভেবে আমি কোনওরকমে রাতটা ওখানে কাটিয়ে ভোরে রওনা হয়ে এখানে এসেছি। আসবার সময় গ্রামেরই একটি মেয়ের কাছ থেকে এই পোশাকটা চেয়ে পরে এসেছি। আমারটার যা অবস্থা হয়েছিল তা পরে আর বাইরে বেরোনো যেত না। তা এখানে এসে প্রথমেই মনে হল একবার তোমার ব্যাপারে এই লজে খোঁজ নিই। কেন না এখানে এই একটিই মাত্র লজ। তাই যদি তুমি কোনওরকমে এখানে এসে পৌঁছে থাকো তা হলে বাধ্য হবে এখানে উঠতে। এখন তোমাদের সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়ে গিয়ে খুব ভাল লাগল। মনেও অনেকটা জোর পেলাম। তাই বলি কী, আর একটুও দেরি নয়, এসো আমরা সবাই মিলে বিন্ধ্যাচলের সর্বনাশটা করে দিয়ে আসি।"

বাবলু এতক্ষণ কানখাড়া করে মন দিয়ে শুনে যাচ্ছিল গান্ধারীর কথাগুলো। এবার দু'-একটা ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট চিবিয়ে কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, "না। আর দেরি করাটা উচিত হবে না। আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়েই বিধ্বস্ত করব ওকে।"

"কিন্তু কখন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"পারলে এখনই করতাম। তবে কিনা বিশেষ একটি কারণের জন্য তা সম্ভব হচ্ছে না। অনুর বাবা-মায়ের আসবার কথা আছে। তাঁরা না আসা পর্যন্ত আমাদের একটি যখের ধনকে আগলে বসে থাকতে হবে।"

গান্ধারী চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "যখের ধন?"

"প্রায় তাই। আমাদের সব কথা তো বলেছি তোমাকে। তবু আবার বলি, যে তিব্বতি ধর্মচক্রকে নিয়ে এত কাণ্ড, সেটি হস্তগত হয়েছে আমাদের। ওটির একটি ভালরকম ব্যবস্থা করে তবেই অভিযানে নামব আমরা।"

"তাতে দেরি হয়ে যাবে না?"

"হয়তো একটু দেরি হবে। ওই সময়ের মধ্যে আমরা আলোচনার মাধ্যমে একটা ব্লু-প্রিন্ট তৈরি করে নিতে পারব। কেন না এসব ক্ষেত্রে পরিকল্পনামাফিক কাজ না করলে শত্রুর মোকাবিলা করায় অসুবিধা আছে।"

গান্ধারী বলল, "ঠিক আছে। আমি কিন্তু কার্যোদ্ধাব না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গ ছেড়ে যাচ্ছি না।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই একমত হয়ে বলল, "যেতে তোমাকে দেবও না।"

বিচ্ছু বলল, "তুমি বাবলুদার প্রাণরক্ষা করেছ। তাই তোমার শত্রুর মোকাবিলায় আমাদেরও কিছু করণীয় আছে বইকী!"

বাচ্চু বলল, "তা ছাড়াও ওরা ওদের দু'জনকেই তো হত্যা করতে চেয়েছিল।"

গান্ধারী বলল, "পারলে এখনও করবে। কেন না এই কহলগাঁওতেই ওদের শক্ত ঘাঁটি। আন্তিচক বলতে পারো ওদের স্টোর রুম।"

ভোম্বল বলল, "কালকের ব্যাপারে আমরা সব কথা পুলিশকে জানিয়ে তারপরে ওদের পেছনে লাগব।"

অনু বলল, "এখানকার পুলিশ কিছুই করবে না ওদেব। ওরা ওদের কেনা গোলাম।"

অনুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চুর বিকট চিৎকারে চমকে উঠল সবার পিলে। কী যে হল, কেন যে হল, কেন যে অমন চিৎকার করল পঞ্চু, তা কেউ ভেবেও পেল না। পঞ্চুকে সমানে জানলার ওপর লাফিয়ে পড়তে দেখে ছুটে গেল সকলে।

নীচের রাজপথে তখন লোকে লোকারণ্য। সবাই ওদেব ঘরের দিকে তাকিযে দেখছে, আঙুল দিয়ে দ্যাখাচ্ছে।

বাবলু বলল, "ব্যাপারটা বেশ বহস্যময মনে হচ্ছে।" বলে পিস্তলটা যথাস্থানে নিযে সকলকে ধর্মচক্রেব পাহারায় রেখে বিলুকে ইশাবায় ডেকে দ্রুত নীচে নামল বাবলু।

কিন্তু নীচে নেমে যা দেখল তা অতি মর্মান্তিক। দেখল বছর তিবিশের এক যুবক খুব উঁচু থেকে কীভাবে যেন পড়ে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারিয়েছে। এটা যে আত্মহত্যার কোনও ঘটনা নয়, তা বোঝা গেল ওর হাতের মুঠোয় ধরা রিভলভার দেখে।

বাবলু গম্ভীরস্বরে বিলুকে বলল, "কিছু বুঝলি?"

"বুঝলাম, অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে আমাদের কাউকে না কাউকে প্রাণ হারাতেই হবে এবার।"

"এ-লোকটা বিন্ধ্যাচলের ভাড়াটে গুণ্ডা। সোজা পথে এলে বাধা পাবে বলে কৌশলে সম্ভবত জলের পাইপ বেয়ে উঠেছিল আমাদের খতম করবে বলে। কিন্তু পঞ্চু যে ওর নিয়তি হবে তা বোধহয় ও ভাবতে পারেনি। ও ওইভাবে আচমকা চিৎকার করে জানলার ওপর ঝাঁপিয়ে পডাতেই ভয়ে হাত ফসকে পড়ে যায়।"

বিলু বলল, "কী দুঃসাহস!"

"তার মানে ও কিন্তু একা নেই। এই ভিড়ের মধ্যেই ওদের আবও লোক আছে। এবং তারা সমানে নজর রাখছে আমাদের ওপর।"

"তারা কারা? এখানে কিছুক্ষণ থেকে তাদের শনাক্ত করা যায় কী?"

"আপাতত দু'জনকে আমি চিনেছি। ওই—ওই দ্যাখ, ভিড়ের মধ্যে থেকেও কীভাবে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। এখানে এত লোক থাকতে এভাবে আমাদের দিকে তাকানোর কারণটা কী তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস?"

বিলু বলল, "আর তা হলে আমাদের এখানে থেকে লাভ নেই। ডেডবডি সরানো পুলিশের কাজ। আমরা আমাদের মধ্যেই ফিরে যাই।"

বাবলু আর বিলু ফিরে এসেই দেখল রাজারামবাবু সস্ত্রীক এসে হাজির হয়েছেন।

দীর্ঘদিন বাদে মেয়েকে দেখে সে কী আনন্দ রাজারামবাবুর!

অনুর মা বললেন, "তোমরা পাণ্ডব গোয়েন্দারা দীর্ঘজীবী হও। তোমাদের জন্যই আজ আমার ভাঙা ঘর জুড়ে গেল। মেয়ে উদ্ধার হল।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজারামবাবু বললেন, "শুধু তাই নয়। এতদিনের অভিশাপ কাটল আমার। হাওড়ার বাড়িতে আমার সংগ্রহ করা যত মূর্তি ছিল তার সবই সরকারের ঘরে জমা পড়েছে। তবে সেই সুদুর্লভ অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিটা ওদের হাতে তুলে দেওয়ার সময় বুক যেন ফেটে যাচ্ছিল আমার। এখন আমি মুক্তপুরুষ। আমার প্রধান শত্রু লালজি ভিমানির সলিল সমাধির সংবাদে এই মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখী বোধ হয় আর কেউ নেই।"

বাবলু বলল, "তা হলে বলি, আর দেরি নয়। আপনি আজই ওই দুর্লভ ধর্মচক্রটি নিয়ে সাহেবগঞ্জের বাড়িতে ফিরে যান। সম্ভব হলে কালই বুদ্ধগয়ার তিব্বতি ধর্মশালায় গিয়ে ভিক্ষু মণিভদ্রের হাতে ওটা সমর্পণ করুন।"

রাজারামবাবু বললেন, "আমরা দু'জনে যাব কেন বাবা? তোমরাও সবাই চলো আমাদের সঙ্গে। পথে যদি হঠাৎ করে আবার নতুন কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি তখন তোমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে। তোমাদের পঞ্চু, তুমি, তোমরা সবাই।"

অনু বলল, "আমার বাপি কিন্তু ঠিকই বলেছেন বাবলু। এত কষ্ট করে এত বিপর্যয়ের পথ পার হয়ে ওই জিনিস আর ওইভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। তোমরাও চলো না কেন সঙ্গে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ, ও জিনিস ওইভাবে ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। তবে কিনা আমরা এখনও সম্পূর্ণ বিপন্মুক্ত নই। তা ছাড়া পণ্ডিত দীননাথের হত্যাকারীকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়ে, যার কারণে গান্ধারী ওর মাকে হারিয়েছে তার বদলা না নিয়ে, এখান থেকে কোথাও যাব না আমরা।"

অনু বলল, "বেশ তো, তার পরেই না হয় যাওয়া হবে। তবে গেলে আমরা সবাই একসঙ্গেই যাব।"

এমন সময় দরজায় টক-টক শব্দ। পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই একবার পরস্পরের মুখ চেয়ে দরজা খুলেই অবাক! বাবলু না চিনলেও সবাই তো চেনে তাঁকে। বলল, "এ কী! দয়ালজি!"

দয়ালজি বললেন, "আমি একটা কাজে-কামে ভাগলপুরে আসিয়েছিলাম। এখানে এলাম তোমাদের খোঁজখবর নিতে। আমার বন্ধুর লজে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো তোমাদের?"

বিলু বলল, "কী যে বলেন! এ আমাদের বাড়ির চেয়েও নিরাপদ। আপনার ঋণ আমরা কখনও শোধ করতে পারব না দয়ালজি। তা আপনি কি আজই আম্মাপালিতে ফিরে যাবেন?"

"হ্যাঁ। আমি তো গাড়ি লিয়ে আসিয়েছি। আভি গঙ্গাজিমে যায়েঙ্গে। উসকে বাদ খানাপিনা করকে একদম আপনা গাঁও।"

"তা হলে দয়ালজি, আপনি দয়াপরবশ হয়ে আমাদের একটা উপকার করবেন?"

"হাঁ, হাঁ। কিঁউ নেহি?"

বিলু বলল, "আমাদের সঙ্গে আর যাঁরা আছেন তাঁরা হলেন রাজারাম চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী। অনুরাধা ওঁদেরই একমাত্র মেয়ে। ওঁরা মেয়ের খোঁজে এখানে এসেছেন। এত কাণ্ডের পর ফিরে যেতে ভয় পাচ্ছেন ওঁরা। যদি আপনার গাড়িতে সাহেবগঞ্জ পর্যন্ত এগিয়ে দিতেন ওঁদের...।"

দয়ালজি সত্যিই দয়ার অবতার। বললেন, "আমার গাড়িতে কেউ গেলে যমেও তার পিছু লিবে না বিল্লুভাই। ওঁরা আমার গাড়িতেই যাবেন। আমি নেমে গেলে আমার ড্রাইভার ওঁদের সাহেবগঞ্জের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। দো বাজে কি বাদ হম সব এক সাথ যায়েঙ্গে।"

দয়ালজি চলে গেলেন। অভিভূত পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দয়ালজির চলে যাওয়া পথের দিকে।

রাজারাম চৌধুরী নিজের সুবিধের জন্যই পাশেই একটি ঘর নিয়ে নিলেন কয়েক ঘণ্টার জন্য। না নেওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ এক ঘরে এতজন, একটিমাত্র বাথরুমে হয় কখনও! তা ছাড়া হাত পা ছড়িয়ে শোওয়াবসারও ব্যাপার আছে।

যাই হোক, ঘর নিয়ে বিলুদের মুখে ওদের এই অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনে অভিভূত হয়ে গেলেন উনি। বললেন, "নেহাত আমার মেয়ে এই ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিল তাই। না হলে, অন্য কারও ব্যাপার হলে বিশ্বাসই করতাম না। ভাবতাম বানিয়ে বলছে বুঝি।" তারপর আক্ষেপ করে বললেন, "আজ কতদিন পরে, কত বছর বাদে কহলগাঁওতে এসে অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি। এই যে কহলগাঁও, একে আমি চিনি না। আমি যখন বিক্রমশীলায় ছিলাম, আমি যখন কহলগাঁওতে যাতায়াত করতাম, এই জায়গায় তখন ছিল ঘন অরণ্য। এই যে দেখছ রেল স্টেশন, এর দু'পাশেই ছিল শাল মহুয়ার বন। এই লজ, এতসব ঘরবাড়ি, উন্নতমানের কোনও কিছুই ছিল না। এতসব দোকানপত্তরও ছিল না। ছিল না এত দেশলাই বাক্স।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "দেশলাই বাক্স? মানে ওই গুমটির দোকানগুলো?"

"ঠিক তাই। এখন তো শুনছি গঙ্গার ধারও নাকি ভরে গেছে।"

বিলু বলল, "বাবলু তো এখানকার গঙ্গা দ্যাখেনি। তাই কল্পনাও করতে পারবে না।"

বাবলু বলল, "শুধু গঙ্গা কেন, কিছুই তো দেখিনি। এখানকার রাস্তাঘাটের কোনও মানচিত্রজ্ঞানই আমার নেই। তা এক কাজ করা যাক, এই সকালে শুধু শুধু ঘরে বসে থেকে কী করব? চল সবাই বেশ ভাল করে চারদিক একবার ঘুরে বেড়িয়ে নিই। গঙ্গার ধারটা কেমন, জলের মাঝখানে যে দ্বীপ, মানে ছোট ছোট পাহাড়গুলো, সেগুলোই বা কেমন, তাও দেখে নিই। আর ওইসব করতে গিয়ে যদি বিন্ধ্যাচল পর্বত আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ে তো মেঘ না চাইতেই জল।"

বিলু বলল, "দারুণ একটা ব্যাপার হয়ে যায় কিন্তু তা হলে। আর যেজন্য আমাদের ঘর আগলে বসে থাকা, সেই ধর্মচক্রের মালিক এখানে বর্তমান। অতএব ওই জিনিস আগলে বসে থাকার আর কোনও প্রয়োজনও নেই আমাদের।"

অনু বলল, "আমারও খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। চলো তো যাই। তা ছাড়া এখন আমরা দলেও ভারী। তোমরা পাঁচ, আমরা তিন। আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে কেউ যে আমাদের কাউকে উঠিয়ে নেবে, ওটি হচ্ছে না। আর পঞ্চুও যা বেগে আছে, তাতে ওইসব করতে গেলেই মরবে ওরা।'

বাবলু সব শুনে একটু হেসে বলল, "সবই তো বুঝলাম। কিন্তু ধরো ওরা যদি ষোলো কিংবা বিশজন থাকে? ওদের হাতে স্টেনগান থাকে? ধরো কারও ছাদ থেকে বা কোনও গোপন জায়গা থেকে ওরা যদি বোমা ছুড়ে মারে? তখন? তখন কীভাবে সামলাবে, সেটা আগে ঠিক করে নাও।"

বাবলুর এই কথায় সবাই চুপ।

গান্ধারী বোধ হয় কথাটার গুরুত্ব বুঝতে পারল। তাই একটু চুপ করে থেকে বলল, "আক্রমণটা সত্যিই এভাবে আসতে পারে। তাই চোখকান খোলা রেখেই চলতে হবে সবসময়।"

ভোম্বল বলল, "তা হলেও কি বিপদ আমাদের কম হবে ভেবেছ? যে কোনও মুহূর্তেই বিপদ একটা ঘটে যেতে পারে। একটু আগে কী হল মনে নেই? একজন লোক প্রকাশ্য দিবালোকে তিনতলায় উঠে দেখতে গেছে ঘরের ভেতর আমরা কী করছি। শুধুমাত্র পঞ্চুর আচমকা পিলেকাপানো চিৎকারে ভয় পেয়েই হাত ফসকে পড়ে মরল বেচারি।

বাচ্চু বলল, "মাথামোটা আর কাকে বলে।"

বিচ্ছু বলল, "এর থেকেই বোঝা যায় এদের দলে ব্রেন খাটিয়ে কাজ করবে এমন লোকের খুবই অভাব।"

বিষাণ বলল, "যেতেই যদি হয় তা হলে আর অযথা দেরি করে লাভ কী?"

সবাই তৎপর হয়ে উঠে দাড়াল। তারপর যে যার মতো তৈরি হয়ে ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

রাজারামবাবু তাঁর সম্পত্তি গ্রহণ করে নিজের জিম্মায় রেখে পাশের ঘরে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য যে ঘরটা তিনি নিয়েছেন, সেখানে চলে গেলেন।

যাওয়ার সময় বাবলু বলল, "একটু সাবধানে থাকবেন কিন্তু।'

রাজারামবাবু হেসে বললেন, "সে-কথা আবার বলতে।"

ওরা সবাই দলবদ্ধ হয়ে নীচে নেমে বাদিকের পথ ধরে এগোল খানিকটা। এদিকটা খুবই জমজমাট। অনেক উন্নতমানের ঘরবাড়ি। দোকান পসার কত কী।

অনু বাচ্চু-বিচ্ছুকে বলল "আমরা অবিশ্যি থেকে এই পথেই এসেছি। বিক্রমশীলা গেলে এদিক দিয়েই যেতে হবে। পাহাড় জঙ্গলের যে রূপ এদিকে দেখতে পাবে তা কল্পনাও করতে পারবে না। রীতিমতো অ্যাডভেঞ্চারের পটভূমি।"

ভোম্বল বলল, "আমার কিন্তু আর তর সইছে না। মনে হচ্ছে এখনই চলে যাই।"

বিলু বলল, "আচ্ছা বাবলু, একটা কাজ করলে হয় না, আমরা তো আটজন আছি। একটা ট্যাক্সি নিয়ে বটেশ্বরের পাহাড় জঙ্গল ভেদ করে বিক্রমশীলার খাদানে গিয়ে যদি রাতটা কাটাই, কেমন হয় তা হলে? অমনি রাত নিশুতি হলে বিন্ধ্যাচলের বাড়িতেও ঢুকে ঝামেলা করব।"

বাবলু বলল, "এতদিন এত অভিযান করে হঠাৎ এমন বোকার মতো কথা বললি যে তোর কথার উত্তরই দেওয়া উচিত নয়।"

"কেন, কী বললাম?"

"আরে বোকা, ওই নিরান্ধকারে গাড়ি নিয়ে ঢুকলে বিপদের কি শেষ থাকবে? ওরা তো জেনেই যাবে

আমরা কারা। তখন ওদের গণ্ডির মধ্যে দলবল নিয়ে এমনভাবে আমাদের ওপর হামলা চালাবে যে, বিপদের শেষ থাকবে না তখন।"

গান্ধারী বলল, "তবে একটা কাজ কিন্তু করা যায়। বিক্রমশীলার দিকে এখনই আর না গিয়ে বরং একটা গাড়ি নিয়ে বটেশ্বরের মন্দিরে যাওয়া যায়। ওই জায়গাটা ঘুরতে ঘুরতেই তো সন্ধে হয়ে যাবে। তারপর কাল সকালে ওই পথে না গিয়ে ট্রেনে বিক্রমশীলা হল্টে গিয়ে পাহাড় জঙ্গল ঘুরেও যাওয়া যায় খাদানে। অবশ্য তাতেও জানাজানিটা হয়ে যাবে। আর তখনই শুরু হবে প্রতিশোধ নেওয়ার পালা।"

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এইসব কথা বলছে তখনই একজন ট্যাক্সিওয়ালা এগিয়ে এল ওদের দিকে। ড্রাইভার অবাঙালি। কিন্তু বাংলা জানে। বলল, "এন টি পি সি?"

বাবলু বলল, "না। বটেশ্বর।"

"আইয়ে। আনা যানা দোশো রুপাইয়া।"

বিলু বলল, "আভি নেহি। দো বাজে কা বাদ।"

"তো ঠিক হ্যায়। দো বাজে কা বাদই আ যাইয়ে।"

বাবলুরা চলে আসছিল।

ড্রাইভাব বলল, "টাউন ঘুমা দুঁ? গঙ্গাজি?"

বাবলু বলল, "তা অবশ্য গেলে মন্দ হয় না। গঙ্গার ধারে তো আমরা যাবই। কত নেবে?"

"যানা আনা?"

"নেহি। এক দফে যানে কা।"

"ফিফটি রুপিজ দে দিজিয়ে।"

ওরা এককথায় রাজি হয়ে গেল। দলে ওরা আটজন। তার ওপরে পঞ্চু। এব চেয়ে কমে কি ভাবা যায়? এতেই ঠাসাঠাসি হয়ে গেল খুব।

ড্রাইভার এবার বাংলায় বলল, "তোমরা বাঙালি? কলকাতা থেকে এসেছ? নিশ্চয়ই স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়ে তোমরা। তা তোমবা ফালতু সময় নষ্ট না করে বিক্রমশীলায় চলো। হিস্টোবিক্যাল প্লেস। আমাকে মোট পানশো রুপিয়া দেবে। এখন গঙ্গাজি চলো। দুপহর দো বাজে কি বাদ পহলে চলো বিক্রমশীলা। আনে কা টাইম বটেশ্বর ঘুমকে চলি আও।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, বিক্রমশীলায় থাকা যায় না।"

"উঁহুঁ। কোঈ তো ঠাহরতা নেহি উঁহাপর। সবাই যায়। ঘুরে দেখেই চলে আসে। লেকিন বটেশ্বরনাথ কি তরফ সব কুছ মিলে গা। ধরমশালা হ্যায়। গেস্ট হাউস হ্যায়। খানেপিনেকে লিয়ে দুকান ভি হ্যায়।"

বাবলু বলল, "তা হলে আমরা বটেশ্বরেই থাকব।"

"লাভলি প্লেস। মন একদম ভরে যাবে। বটেশ্বর হল বিহারের কৈলাস।"

দেখতে-দেখতে ওরা জমজমাট শহরের পথ ধরে একেবারে গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌঁছল। জায়গাটা ইদানীং নতুন চেহারা নিয়ে গড়ে উঠলেও প্রাচীনত্বের ছাপ এর সর্বাঙ্গে। সাবেককালের পুরনো সব দালানকোঠা। দেখলেই বোঝা যায় বেশ বিত্তবান লোকেরাই বসবাস করেন এখানে।

গাড়ি থেকে নেমে বাবলু চোখের সামনে গঙ্গার বিস্তৃতি ও জলের মাঝে ছোট-বড় পাহাড় দেখে অবাক হয়ে গেল। ড্রাইভারের হাতে সে পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে বলল, "দুপুর দুটোর সময় আমবা ঠিক ওই জায়গাতেই দ্যাখা করব আপনার সঙ্গে। আপনারই গাড়িতে যাব আমরা।"

ড্রাইভার খুশি হয়ে চলে গেল।

এদিকে গঙ্গার ঘাটে ওদের দ্যাখামাত্রই হইহই করে উঠল সবাই। মাঝিমাল্লারা তো সবাই সবাইকে ডেকে ডুকে দ্যাখাতে লাগল ওদের।

পাণ্ডব গোয়েন্দারাও হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাল সকলকে।

বাবলু দারুণ মুগ্ধ হয়ে বলল, "কহলগাঁও যে এমন রমণীয় তা তো জানতাম না। জলের মাঝখানে পাহাড়। সেই পাহাড়ে এত ঘরবাড়ি। আমার তো মনে হচ্ছে এই পাহাড়েই কোনও একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থেকে যাই।"

অনু বলল, "তবু তো তুমি বটেশ্বরে যাওনি। সেখানে গেলে কী যে করবে তুমি তা ভেবে পাচ্ছি না।"

বাবলু পঞ্চুকে নিয়েই আপনমনে এদিক-সেদিক ঘুরতে লাগল এবার। ওর খুব ইচ্ছে করল পাহাড়ের দ্বীপে যেতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গঙ্গার ঘাটেই দ্যাখা হয়ে গেল দয়ালজির সঙ্গে। দয়ালজি বলল, "এতসব কাণ্ডের পর আবার তোমরা এদিকে এসেছ? এসব জায়গা একদম ভাল নয়।"

বাবলু বলল, "এখানে আসবার আগেও তো বিপদ কম হয়নি দয়ালজি। তা এতদূরে এসে আপনি যেমন গঙ্গাস্নানের লোভ সামলাতে পারলেন না, আমরাও তেমনই কহলগাঁওয়ের গঙ্গার সৌন্দর্য না দেখে থাকতে পারলাম না। আমরা মানে আমি। অনু এবারে না হলেও আগে দেখেছে।"

হঠাৎই পঞ্চু কাকে দেখে যেন ভৌ-ভৌ করে ছুটল।

বাবলুও ছুটল ওর পিছ পিছু। বিলু, ভোম্বলরা যখন বুঝতে পারল ব্যাপারটা, বাবলু আর পঞ্চু তখন অনেক দূরে। তবুও মেয়েদের সবাইকে ঘাটে অপেক্ষা করতে বলে ওরা বাবলুকে অনুসরণ করল।

একটু পরেই দেখল, বাবলু একজনের জামার কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

এ সেই লোক। একটু আগে লজের কাছে যে কিনা ভিড়ের ভেতর থেকে ওদের দিকে নজর রাখছিল। অর্থাৎ এদেরই দলের একজন পঞ্চুর চিৎকারে হাত ফসকে পড়ে গিয়েছিল। লোকটির হাতে একটি পিস্তল। কী ভাগ্যিস ওটা ও টিপে দেয়নি!

লোকটি এমনই বেকায়দায় পড়ল যে, কোনওরকমেই পালানোর রাস্তা পেল না। কেন না পঞ্চু যেভাবে রাগে গরগর কবছে, এখন পালাতে গেলেই বিপদ।

বাবলু ওর পিস্তলটি কেড়ে নিয়ে ওকে যখন টানতে টানতে ঘাটের কাছে নিয়ে এল তখন সেখানে আর তিলধারণের জায়গা নেই। তবুও ওরই মধ্যে লোকটিকে টেনে নামাল ঘাটের পাশে গঙ্গার ভাঙনের পাড়ে।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই ঘিরে ধরল লোকটিকে। অনু, রিয়াং, গান্ধারীও এগিয়ে এল মারমুখী হয়ে।

বাবলু বলল, "তোমার নাম কী ভাই?"

"আমার নাম জেনে তোমাদের কোনও লাভ আছে?"

"আছে বইকী। আমাদের সঙ্গে দোস্তি করতে আসছ। তা বন্ধু বন্ধুর নাম জানবে না এ কি হয়?"

"আমার নাম আছে গোপীচাঁদ।"

"বাঃ, বাঃ। তা বাবা শ্যাওড়াগাছের কেলেমানিক, দিব্যি তো চাঁদের জ্যোৎস্নায় ফুটফুট করছ। তা—।"

"ক্যা বোলা?"

"যা বললাম, নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। না হলে এমন খ্যাঁক করে উঠতে না। তা বলছিলাম কী যে, চাঁদের শোভা তো রাতের অন্ধকারে। এমন দিনের বেলায় পিস্তল নিয়ে উদয় হলে কেন?"

"আমরা খুব বুরা ধান্দার লোক আছি রে ভাই। আমরা যখন ঘুরে বেড়াই তখনই এটা সঙ্গে থাকে। এখন ভালয় ভালয় আমাকে যেতে দাও। না হলে জান নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না এখান থেকে।"

বিলু তখন এক ঘুষি মেরে দিয়েছে লোকটির মুখে।

ভোম্বল বলল, "কোনওরকম বাজে কথা বললে বা ভয় দেখাবার চেষ্টা করলে তোমার ওই গোপীচাঁদ নাম পালটে বাঁকাচাঁদ করে দেব।"

বাবলু বলল, "এখন বলো, ওই লজের তিনতলায় উঠে আমাদের ঘরে নজরদারি করতে গিয়েছিল কেন? তোমাদের যে লোকটি ওপর থেকে পড়ে মারা গেল তার নাম কী?"

"ওর নাম আছে ভাকু।"

"আছে নয়, ছিল। তা যাক, কে পাঠিয়েছিল তোমাদের?"

"রামুদাদা ভেজা থা।"

"কিন্তু কেন? আমাদের মারবে বলে? তোমাদের সঙ্গে আমাদের তো কোনও দুশমনি নেই!"

"হ্যাঁ, আছে। সেইজন্য তো ওই কুত্তাটাকে শেষ করে দিতে এসেছিলাম। কিন্তু ও দেখে ফেলেই গোলমাল হল।"

"তোমাদের রামুদাদা কার হয়ে কাজ করে? লালজি ভিমানি? না কি বিন্ধ্যাচল রাম? কার লোক?"

গোপীচাঁদ হেসে বলল, "সে খোঁজে তোমাদের দরকার কী? দুনো জনেরই লোক আছি আমরা।"

এইসব কথাবার্তার মধ্যেই দ্যাখা গেল ডাকাতের মতো চেহারার দু'-তিনজন লোক এগিয়ে এল ভিড় হটিয়ে। প্রত্যেকের হাতে লোহার রড ইত্যাদি। তাদের দেখেই ঘাট একদম ফাঁকা।

একমাত্র দয়ালজি ছাড়া সেখানে আর কেউই রইল না।

ওদেরই একজন রক্তচক্ষুতে বাবলুর দিকে তাকিয়ে বলল, "বঙ্গাল সে হিঁয়া কিউ আয়া তুম সব? গুন্ডাগর্দি করনে কে লিয়ে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "গুন্ডাগর্দি কি আমরা করছি না আমাদেরই ওপর হচ্ছে? আমরা এখানে এসেছি বিন্ধ্যাচল রামের রামনাম সত্যা হ্যায় করতে। দুধ ঘি আর ছানা মাখন খেয়ে দিব্যি তো গতরগুলো তৈরি করেছ। এখন ভালয় ভালয় কেটে পড়ো, না হলে কিন্তু...।"

বাবলুকে আর কথা বলার কোনও সুযোগই দিল না লোকটি। হঠাৎই এমন জোরে একটা ধাক্কা দিল যে, ও এক ধাক্কায় ছিটকে পড়ল গঙ্গার জলে।

বিলু আর ভোম্বল সেই মুহূর্তে জলে লাফিয়ে বাবলুর হাত না ধরলে কোথায় তলিয়ে যেত সে।

দয়ালজি হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

ততক্ষণে পঞ্চুও প্রতিশোধ নিয়েছে তার। একেবারে লোকটির টুঁটি কামড়ে ঝুলে পড়েছে।

আর সেই অবসরে বাচ্চু, বিচ্ছু, রিয়াং এক এক করে এমন লাথি মেরেছে তাকে যে, বাবলুর মতো দশা তারও হল। একেবারে জলে পড়ে হাঁকপাঁক করতে লাগল সে।

গোপীচাঁদ ততক্ষণে উধাও।

অনু আর গান্ধারীকে ওদের দু'জন দু'দিক থেকে চেপে ধরতেই বাবলু পিস্তল তাক করল ওদের দিকে।

পঞ্চু তখন সাঁতার কেটে ডাঙায় উঠে এসেছে।

পঞ্চুর কামড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সেই লোকটি সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচাল একটা নৌকোয় উঠে। বাদবাকিরা পঞ্চুর তাড়া খেয়ে যে যেদিকে পারল পালাল।

দয়ালজি বললেন, "তোমরা আর থেকো না এখানে। এরা দেখছি খুব ভয়ানক হয়ে উঠেছে। এখন আমি থানায় গিয়ে রিপোর্ট লেখাচ্ছি। তারপর আমার কিছু লোককে ফিট করে দিচ্ছি এদের পেছনে। আমার এক দোস্ত আছে মহাবীর নাথ। ওর সঙ্গে একটু মুলাকাত করে তারপর যাচ্ছি আমি। এদের দিন এবারে শেষ হবেই। এখানকার পুলিশ প্রশাসন ঠিকমতো কাজকাম না করলে আমি পটনায় চলে যাব। ওখানকার আই জি পুলিশ আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু।"

বাবলু গোপীচাঁদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া সেই পিস্তলটা দয়ালজির হাতে দিয়ে বলল, "প্রমাণ হিসেবে এটাও তা হলে আপনি জমা দিয়ে দেবেন পুলিশের হাতে।"

দয়ালজি কী ভেবে যেন বললেন, "তুম ভি চলো মেরে সাথ। সব মিলকর।"

দয়ালজির স্নান সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ওরা সবাই ওঁর সঙ্গ নিয়ে প্রথমে এল মহাবীর নাথের বাড়িতে। তারপর ওদের সব কথা খুলে বলতেই মহাবীর নাথ দারুণ উল্লসিত হয়ে উঠলেন। কারণও ছিল। কেন না ইতিমধ্যেই লালজি ভিমানির ওই ব্যাপারটায় দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল ওখানে। তখনই তিনি শুনেছিলেন ওদের কথা। এখন বন্ধু দয়ালজির সঙ্গে আসায় ওদের দেখে আনন্দের আর অবধি রইল না ওঁর।

সব শোনার পর মহাবীরজি বললেন, "আমি এইখানে আসার পর বিন্ধ্যাচলের কাজকারবার একটু মন্দা করে দিয়েছি। ও এখন বেশিরভাগ সময়টাই থাকে আন্তিচকে। তা যাই হোক, আমার লোকদের আমি এখনই বলে দিচ্ছি ওরা সবসময় নজর রাখবে ওদের দিকে। স্টেশনবাজারে আমার এখন চার-পাঁচটা দোকান। আমার ছেলেরা জানতে পারলে বিন্ধ্যাচলের দফারফা করে দেবে। এখনই আমার লোক গিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছে বিন্ধ্যাচলের লোকেদের। ওরা আর ভুলেও ওদের দিকে তাকাবে না কেউ।" বলে দয়ালজির হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে একজনকে ডাকিয়ে বললেন, "যা। রামনিবাসে গিয়ে এটা পৌঁছে দিয়ে আয়। আর ওদের বলবি যেন সময়মতো আমার সঙ্গে দ্যাখা করে।"

দয়ালজি বললেন, "এটা কী করলেন মহাবীরভাই?"

মহাবীরজি হেসে বললেন, "দুশমনদের সঙ্গে একটু দোস্তি করে নিলাম। এটা থানায় জমা পড়লে পুলিশই আবার এটা ওদের হাতে তুলে দিত। তার চেয়ে আমিই দিলাম। আর এর ফলে হল কী, ওরাও বুঝে গেল। এদের গায়ে হাত পড়া মানেই...।"

একটু পরেই প্লেটভর্তি নামকিন, মেঠাই আর চা নিয়ে ঘরে ঢুকল মহাবীরজির বউ ও মেয়ে।

মেয়ে তো অনুকে দেখেই লাফিয়ে উঠল, "অনুরাধা, তুম!"

অনুরও চোখ কপালে উঠে গেল, "আরে বাসন্তী!"

চোখ কপালে উঠল মহাবীরজিরও। বললেন, "কী ব্যাপার। পহলে সে জান পয়ছান ছিল নাকি তোমাদের?"

বাসন্তী আর অনুরাধা দু'জনেই দু'জনকে তখন জড়িয়ে ধরেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাসন্তী সাহেবগঞ্জে মেয়েদের যে স্কুলে পড়ে, অনুরাধার মা তো সেই স্কুলেরই হেডমিস্ট্রেস। তাই ওর আনন্দ দ্যাখে কে! স্বাভাবিকভাবেই ওদের খাতিরযত্ন আরও বেড়ে গেল।

এর পর দয়ালজি যখন রাজারাম চৌধুরীদের যাওয়ার কথা বললেন, বাসন্তীও তখন লাফিয়ে উঠল।

বাসন্তী বলল, "আমি তো কাল সকালে যেতাম। আজই না হয় চলে যাই। তা হলে আমার গাড়িতেই যেতে পারবেন ওঁরা। দুপুর দুটোয় গাড়ি নিয়ে লজের সামনে হাজির হয়ে যাব আমি।"

দয়ালজি বললেন, " একসঙ্গেই যাওয়া যাবে তা হলে।"

মহাবীরজি বললেন, "সঙ্গে ভীরু আর ভার্মাকে দিয়ে দেব। ওরা সঙ্গে থাকলে যতবড় টেররিস্টই আসুক না কেন, কেউ এগোবে না ভয়ে।"

মহাবীরজির বাড়িতে ভালরকম নাস্তা সারবার পর সবাই ফিরে এল লজে। দয়ালজির একটা গাড়ি তো ছিলই, মহাবীরজিও একটা গাড়ি দিলেন। তাই কোনও অসুবিধে হল না ওদের।

লজে ফিরে রাজারামবাবুকে সুসংবাদটা দিতেই অত্যন্ত খুশি হলেন তিনি।

অনুরাধাও ওর মাকে জানাল বাসন্তীর কথা।

যাই হোক, এবার পাণ্ডব গোয়েন্দাদের জয়ের পালা। বেলাও পড়ছে। তাই খাওয়াটা সেরে নিতে হবে তাড়াতাড়ি।

বাবলু তো গঙ্গায় পড়ে গিয়ে ভিজে জামাকাপড়ে ছিল। তাই সর্বাগ্রে ও-ই স্নানপর্বটা মিটিয়ে নিল। তারপর একে-একে সবাই। মেয়েদের স্বাভাবিকভাবেই একটু দেরি হয়। অনেক পরে সবাই বেশ ঝরঝরে তরতরে হয়ে নিলে খেতে গেল সকলে। সস্ত্রীক রাজারামবাবু আগে গেলেন। তারপরে ওরা।

মহাবীরনাথের ওখানে যা ওরা খেয়েছিল তারপরে আর ওদের খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তবুও দুপুরের খাওয়া তো! খেতেই হল। খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম।

পঞ্চু বাবলুর গা ঘেঁষে শুয়ে আদর খেতে লাগল।

ঠিক দুটোতেই এসে গেলেন দয়ালজি। সেইসঙ্গে বাসন্তীও।

অনুর মা খুব খুশি হলেন বাসন্তীকে দেখে। বাসন্তী অনেক অনুরোধ করল অনুকেও ওদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য। কিন্তু অনু কিছুতেই রাজি হল না। ওর ভয়ানক জেদ পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গ ও এখনই ছাড়বে না। রিয়াং-এরও একই মত।

রাজারামবাবু সকলের কাছে বিদায় নিয়ে সেই দুর্লভ ধর্মচক্রকে বুকে করে গাড়িতে উঠলেন। অনুর মা, বাসন্তী ও রাজারামবাবু বসলেন পেছনের সিটে। আর ড্রাইভারের পাশে বসল ভীরু ও ভার্মা। যেমন বলবান চেহারা ওদের, তেমনই চোখের চাহনি।

গাড়ি ছাড়ার আগে অনুর মা বললেন, "তোমরা কিন্তু বেশিদিন এখানে থেকো না। যখন-তখনই ফোনে যোগাযোগ কোরো।"

সবাই হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাল ওঁদের।

দয়ালজির গাড়ি এবং ওদের গাড়ি, দুটো গাড়িই একসঙ্গে চলতে শুরু করল।

গাড়ি স্টার্ট নিতেই পঞ্চু ওর অভ্যাসবশে ডেকে উঠল একবার, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

ওরা লজের সিঁড়ি বেয়ে ওদের ঘরে গেল। জিনিসটাকে যে ভালয়-ভালয় পাঠিয়ে দেওয়া গেল, এতেই ওরা নিশ্চিন্ত। আর যাই হোক, ধর্মচক্রটা বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছবে।

॥ ১৬ ॥

কী অনাবিল শান্তি এখন মনের মধ্যে। এবারে যা কিছুই পরিকল্পনা হোক না কেন তার মধ্যে একটা উদ্যম থাকবে। দৃঢ় সংকল্প থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা, আর যেটা থাকবে সেটা হল বল এবং ভরসা। দলেও ওরা এখন রীতিমতো ভারী। এবং সংঘর্ষের লক্ষ্যও বিন্ধ্যাচল রাম।

ওরা সবাই ঘন হয়ে বসে এখনকার করণীয় কী তাই নিয়ে আলোচনায় বসল।

বিলু বলল, "বাবলু, তুই-ই বল, আমরা এবার কীভাবে এগোব?"

বাবলু বলল, "বিন্ধ্যাচল রাম আসলে একটি রাঘববোয়াল। ওকে ফাঁদে ফেলতে বেগ একটু পেতেই হবে।"

গান্ধারী বলল, "কোনও ফাঁদ-টাঁদ নয়। ওকে একেবারে শেষ করে দেওয়াই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "ওকে যদি একেবারেই শেষ করে দেওয়া হয় তা হলে ওকে মোচড় দিয়ে আম্রপালির উদ্যান থেকে পাওয়া সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলোর খোঁজ পাব কী করে?"

গান্ধারী ঠোঁট উলটে বলল, "তোমরাও যেমন! ওগুলো ওর সঞ্চয়ে এখনও আছে নাকি? থাকলে এত বিত্তবান হত কী করে? ও সব মোটা টাকার বিনিময়ে বিদেশে পাচার করেছে। লালজি ভিমানি আর বিন্ধ্যাচল রাম দু'জনেই ভাগাভাগি করেছে ওগুলো। কাজেই ওর আশা ছেড়েই দাও তোমরা।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই বলল, "আমাদেরও কিন্তু তাই বলেই মনে হয়। এত বছর বাদে ও জিনিস আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়।"

বিলু বলল, "তবে কিনা তাঁকে যেভাবেই হোক একটু বেকায়দায় ফেলতে পারলে অনেক খবরই জানা যাবে ওঁর মুখ থেকে।"

ভোম্বল বলল, "বেড়ালের গলায় ঘণ্টা তা হলে বাঁধবে কে?"

বাবলু বলল, "আমরা সবাই।"

অনু বলল, "লালজি ভিমানি নিপাত গেছেন কিন্তু বিন্ধ্যাচলের দিন ঘনিয়ে আনতেই হবে।"

গান্ধারী বলল, "ওসব কথা থাক। আমাদের যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করো এবার। কাজের কাজ করো। কখন যাবে? কীভাবে যাবে? এইসব কথা বলো।"

রিয়াং বলল, "আমি বলি কী, আজ আর এখান থেকে যাওয়ার কোনও মতলব কোরো না। আজকের দিনটা সবাই একসঙ্গে কাটাই এসো। তারপর কাল সকালে যা করার করবে।"

বাবলু বলল, "যদিও সময় এবং সুযোগ কখনওই নষ্ট করা উচিত নয় তবুও অনিদ্রার কারণে শরীর যেন আর বইছে না। তা ছাড়া বিন্ধ্যাচলের ব্যাপারে খুব সতর্কভাবেই এগোতে হবে আমাদের। কেন না, ওই ধুরন্ধর শয়তানের ছলের অভাব নেই। মহাবীর প্রসাদের লোকরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে আমাদের ব্যাপারে ওঁকে সতর্ক করে দিয়েছে। তাই উনি নিজে কিছু না করলেও অন্য একটা চাল চালতে পারেন।"

বিলু বলল, "আবার এমনও হতে পারে, মহাবীরজির ভয়ে উনি আর আমাদের ঘাঁটাবার কোনওরকম চেষ্টাই করবেন না।"

"সে যা হয় হবে। মোট কথা, প্রয়োজনে ছলনাও করতে হবে আমাদের।"

গান্ধারী একটু অধৈর্য হয়ে বলল, "যা কিছু করবার কাল সকাল থেকেই করবে তা হলে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। আমি বড় ক্লান্ত।" বলে পঞ্চুর দিকে তাকিয়ে বলল, "পঞ্চু তোর কী মত?"

পঞ্চু একবার ডেকে উঠল, "ভৌ। ভো-উ-উ-উ।"

গান্ধারী বলল, "অভিযানটা কীভাবে শুরু করবে শুনি?"

বাবলু বলল, "প্রথমে একটা গাড়ি নিয়ে বটেশ্বরে যাব। ওখান থেকে বিক্রমশীলা যখন খুব কাছে তখন বটেশ্বরেই কোথাও কোনও থাকবার ঠেক খুঁজে নিয়ে শুরু করব আমাদের কাজ।"

"কীভাবে?"

"সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। তবে গান্ধারী, লোকটাকে একেবারে বধ করার চেয়ে ওকে আইনের জালে জড়িয়ে তিলতিল করে নিঃশেষ করাই আমার মনে হয় ভাল।"

গান্ধারী রাগতস্বরে বলল, "কী বুদ্ধি। যারা আমাদের হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, আমার মাকে মেরে ফেলেছে তারা নাকি থানা-পুলিশের ভয় করে। আইনের জাল কখনও ছুঁতে পারে ওদের? যা করবার আমরাই করব।"

বাবলু বলল, "তোমার ক্ষোভের কারণটা আমি জানি। অন্য যে কেউ হলে তোমার ইচ্ছেমতোই কাজ হত। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন না করলে পুরো পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে।"

"পরিকল্পনাটা কী? সেটাই তো এখনও ঠিক হল না। সেই থেকে তোমরা এটা করব, ওটা করব, এই করছ।"

বাবলু বলল, "পরিকল্পনাটা আক্রমণাত্মক। তবে সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে। এই ব্যাপারটা এমনই যে, চটজলদি কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। তাই আজকের রাতটুকু বিশ্রামের মধ্যেই আমি আমার চরম সিদ্ধান্তটা নিয়ে নেব। একটু পরে বরং চা-টা খেয়ে বাইরে বেরিয়ে কাল সকালের জন্য একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে আসি চলো।"

ভোম্বল বলল, "টাটা সুমো হওয়া চাই কিন্তু।"

অনু বলল, "আমরা আর এখানে ফিরে আসবার মতলব যদি না করি তা হলে টাটা সুমো আমাদের কোন কাজে লাগবে? যাত্রিবাহী ট্রেকারেই যাব আমরা। অনেক কমে হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রিয়াং বলল, "উইথ ব্যাগ অ্যান্ড ব্যাগেজ তো?"

বিলু বলল, "অবশ্যই।"

পরিকল্পনা স্থির হওয়ার পর সবাই যে-যার ব্যাগ গুছিয়ে নিল। সামান্যই জিনিসপত্র থাকে পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সঙ্গে। শুধুমাত্র গান্ধারী, রিয়াং ও অনুরই যা একদম কিছু ছিল না।

বাবলু বলল, "এদের তিনজনের জন্য তিনটে রুকস্যাক অথবা বহনযোগ্য ছোট্ট ব্যাগ ও এক সেট করে চুড়িদার কিনে নিলেই হবে। বিকেলে স্টেশন বাজারেই পাওয়া যাবে সব কিছু।"

ভোম্বল বলল, "বিকেল তো হয়েই এল। তা হলে আর দেরি না করে চা-পর্বটা মিটিয়ে নিই আয়।"

বিলু বলল, "হ্যাঁ, এবার একটু চা হলে কিন্তু মন্দ হত না।"

ভোম্বলই গেল চায়ের অর্ডার দিতে। কিন্তু দরজা খুলেই দেখল গালপোড়া কালো মতো একজন লোক সরে গেল সেখান থেকে। এই লোককে এই লজে ও তো এর আগে একবারও দেখেনি। লোকটা কে? নিশ্চয়ই ও দরজার কাছে আড়ি পাতছিল। আড়ি পেতে শুনছিল ওদের কথা। লোকটা কি তবে বিন্ধ্যাচলের স্পাই?

ভোম্বলও ছাড়বার পাত্র নয়। ছুটে গিয়ে ধরল লোকটাকে। বলল, "আমাদের ঘরের সামনে কী করছিলে?"

লোকটি দেঁতো হেসে বলল, "কুছ নেহি।"

"কিছু না হলেই ভাল। তুমি যদি বিন্ধ্যাচলের লোক হও তাকে বলে দিয়ো এইসব আড়িটাড়ি পেতে কোনও লাভ হবে না।"

লোকটি ঘাড় নেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। ভোম্বল কিন্তু সহজে ছাড়ল না তাকে। টানতে-টানতে ম্যানেজারের ঘরে নিয়ে এল। ম্যানেজার ছিলেন না। কিন্তু অন্য কর্মচারীরা দু'-এক কথার পর লোকটিকে ধমকধামক দিয়ে ভাগিয়ে দিল সেখান থেকে।

ভোম্বল চায়ের অর্ডার দিয়ে ঘরে এল।

একটু পরেই চা এলে চা খেতে খেতে ভোম্বল লোকটির ব্যাপারে সকলকে শুনিয়ে দিল ঘটনাটা।

বিচ্ছু বলল, "এত কাণ্ডের পরও বিন্ধ্যাচল আমাদের পেছনে ওর স্পাই লাগাতে ছাড়েনি! কী দুঃসাহস।"

বাচ্চু বলল, "এই অল্প সময়ের মধ্যে মহাবীরজির নির্দেশ নিশ্চয়ই পৌঁছয়নি বিন্ধ্যাচলের কাছে।"

বাবলু একটু গম্ভীরভাবে বলল, "কারও কোনও নির্দেশে এখানে কিছু হওয়ার নয়। শুধু একটা কথা মনে রাখবি, আমরা কিন্তু মৌচাকে ঢিল ছুড়েছি।"

চা-পর্ব শেষ করে ওরা বাইরে বেরিয়ে ওদের প্রয়োজনীয় যা কিছু তা কেনাকাটা করল। তারপর সন্ধে পর্যন্ত স্টেশনে কাটিয়ে যখন ফিরে আসছে তখনই দেখা হল একজনের সঙ্গে। এর একটি মারুতি ভ্যান আছে। ওদের দেখেই এগিয়ে এসে বলল, "কী রে ভাই, তোমাদের জবানের কি কোনও দাম নেই?"

বাবলু চমকে উঠে বলল, "কেন?"

"তোমরা যে বদ্রীদাসকে বললে দুটোর সময় আসছি, তা এলে না কেন? সে বেচারি তোমাদের জন্য ইন্তেজার করে করে এই একটু আগে ভাগলপুরে চলে গেল।"

বাবলু বলল, "আমরা তো যাব। তবে কিনা হঠাৎ করে আমাদের বাড়ির লোকজন এসে পড়ায় আমরা রয়ে গেলাম। আর এমন সময় তো যাওয়া যায় না। তাই ভাবছি কাল খুব ভোরে যাব।"

"বিক্রমশীলা?"

"অরিয়প। বটেশ্বরনাথকে লিয়ে। লেকিন এক দফে যানে কা।"

"অ্যায়সা তো নেহি হোগা।"

ভোম্বল বলল, "কেন হবে না শুনি? আপ-ডাউন দুয়েরই ফেয়ার নিয়ে নেবেন আপনি।"

"টু হান্ড্রেড রুপিজ লাগ যায়ে গা।"

"দেব। আমরা আটজন, সঙ্গে এই কুকুরটা।"

"তো আভি চলিয়ে।"

বাবলু বলল, "না, এখন নয়। আর্লি ইন দ্য মর্নিং। কাল খুব ভোরেই যাব আমরা।"

"শুভে পাঁচ বাজে?"

"একদম পাক্কা। ফাইনাল। আপনি সময়মতো চলে আসবেন।"

লোকটি হাসিমুখে বিদায় নিলে ওরা ওদের কেনাকাটা শেষ করে লজে ফিরল। লজে ফিরেই অনু ফোন করল বাড়িতে। বাবা-মা খুব ভালভাবেই পৌঁছে গেছেন। কোনওরকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি ওঁদের। যে জিনিসকে কেন্দ্র করে এমন মহাভারত, তা যে এবার বিপন্মুক্ত তা ভেবেই আনন্দের অবধি রইল না ওদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাত্রিবেলা রুটি মাংস আর কহলগাঁওয়ের বিখ্যাত প্যাঁড়া খেয়ে শুয়ে পড়ল সবাই। কাল খুব ভোরে উঠেই রওয়ানা। অভিযান কে অভিযান, সেইসঙ্গে দেশ দেখার আনন্দ। রীতিমতো লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েই এগোবে ওরা। নতুন জায়গা দেখার ভূমিকাটা হবে ওদের ছল। গান্ধারী প্রতিশোধ নেবে ওর মাতৃহন্তার। পাণ্ডব গোয়েন্দারা বদলা নেবে পণ্ডিত দীননাথ উপাধ্যায়ের হত্যাকারীর। কোনও ছাড়নছোড়ন নেই। অনুর বুকেও তো চাপা আগুন। ওর বাবার জীবন দুঃসহ করে তুলেছিল এই দুই দুষ্কৃতী। লালজি ও বিন্ধ্যাচল। অতএব সবারই অন্তরে প্রতিশোধের স্পৃহা। শুধু তাই নয়, গান্ধারী ও বাবলুর জীবনেও তো মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠেছিল। একটু চালাকি না করলে দু'জনেই শেষ হয়ে যেত কাল।

খুব ভোরেই ঘুম ভাঙল ওদের। ম্যানেজারকে বলা ছিল। তাই কর্মচারীরা ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলেন। ওঁরা এসে ডাকলেন ওদের। শুধু তাই নয়, এত ভোরেও কেক আর চায়ের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ঠিক পাঁচটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে মোটরের হর্ন শুনে নীচে নেমে এল ওরা। ভোরের ট্রেনের যাত্রীতে এলাকাটা তখন জমজমাট। আপ জামালপুর এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে এসেছে। তারই প্যাসেঞ্জার।

গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল ড্রাইভার। মারুতি নয়, একটা অ্যামবাসাডারই নিয়ে এসেছিল। ওরা তাতেই ঠাসাঠাসি করে বসল সকলে।

ভোম্বল বিরক্ত হয়ে বলল, "এত কষ্ট করে যাওয়া যায়? এর চেয়ে ট্রেকারে কিংবা জিপে যাওয়া ভাল ছিল।"

ড্রাইভার বলল, "তা হলে তোমাদের এখন যাওয়া হত না। সকাল আটটা-ন'টার আগে ট্রেকার পেতে না তোমরা।"

বাবলু বলল, "সক্কালবেলায় আর গোলমাল করিস না, এখন ভালয়-ভালয় যেখানে যাচ্ছি সেখানে চল।"

"বাধ্য। তাও এমন সময় যাচ্ছি যে, চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। প্রকৃতির দৃশ্য কিছুই দেখতে পাব না।"

এমন সময় হঠাৎ বদ্রীদাসের সেই টাটা সুমোটাকে দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠল ভোম্বল। বলল, "ওই— ওই তো সেই গাড়ি। ওতেই যাব আমরা। এ-গাড়িতে কখনও নয়।"

ভোম্বলের কথায় সায় দিল সকলেই।

বাবলু পঞ্চাশটা টাকা ড্রাইভারের হাতে দিয়ে তাকে খুশি করে বদ্রীদাসের গাড়িতেই এল। বড় গাড়ি। হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল সকলে।

গাড়ি এগিয়ে চলল।

খানিক যাওয়ার পর এক জায়গায় পাহাড়ের কোলে গাড়ি রেখে ড্রাইভার বললেন, "এখানে একটু চা-টা খাও তো খেয়ে নিতে পারো। খুব ভাল চা হয় এখানে। খাঁটি দুধের মশলা দেওয়া চা।"

এত ভোরে একাধিকবার চা খেতেও আপত্তি নেই পাণ্ডব গোয়েন্দাদের। যদিও লজেই এক রাউন্ড হয়ে গেছে ওদের। তবুও ভোরের আবছায়ায় পাহাড়-জঙ্গলের দেশে উন্মুক্ত পরিবেশে এইভাবে চা খাওয়ার আলাদা একটা ইমেজ আছে।

পঞ্চু বেচারি চুপচাপ ছিল এতক্ষণ। এবার সেও নেমে এসে দেহটাকে একবার টান করে মর্নিং দৌড় করে নিল কিছুক্ষণ।

চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা পঞ্চুর জন্যও করে নেওয়া হল।

সত্যই কী অপূর্ব স্বাদ এই চায়ের। চায়ে চুমুক দিয়ে মনে হল যেন চা নয় গরম ক্ষীর খাচ্ছে ওরা। অথচ চায়ের স্বাদ।

সবে দু'-এক চুমুক দিয়েছে সবাই, এমন সময় হঠাৎ কে যেন এসে জড়িয়ে ধরল অনুকে। বলল, "তুই ইখানে? কাল রাতে আমরা তুকে কত খুঁজলাম। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম...।"

অনু বলল, "তুমি তো কমলি। তুমি এখানে কী করে এলে?"

"আমাদের এক কুটুমবাড়ি এসেছি। এখন অরিয়প যাব।"

"এত ভোরে কীভাবে যাবে?"

"যেভাবেই হোক চলে যাব। না হলে হাঁটা দিব।"

বোঝো কারবার। পরিবহনের ব্যবস্থা না হলে হাঁটবে। উদ্দেশ্য একটাই। পয়সা বাঁচানো।

বাবলু বলল, "এই তা হলে কমলি!"

অনু বলল, "যার কথা তোমাকে বলেছিলাম। ওদের গ্রামে গিয়ে পড়লে ওরা আমাকে খুব আদরযত্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করেছিল। পরে টেররিস্টদের মিটিং-এর ব্যাপারটা এসে যাওয়ায় গোলমালের ভয়ে আমাকে ঝরনার কাছে একটা কুঁড়েঘরে রেখে আসে। তারপরই তো পথ হারিয়ে তোমার দেখা পাই।"

কমলি অনুকে বলল, "তুই ওইভাবে পালিয়ে এলি কেন?"

অনু বলল, "পালিয়ে ঠিক যাইনি। তবে কিনা ঝরনার জল খেতে গিয়েই পথ হারিয়ে ফেলি।"

কমলি এর পর যা বলল তা হল এই—অনেক রাতে ওদের মিটিং শেষ হলে অনুর জন্য খাবার নিয়ে কমলি আসছিল অনুর কাছে শুতে। কিন্তু এসে ওকে না দেখেই ভয় পেয়ে গেল ও। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে এসে লোকজন ডেকে মশাল জ্বেলে চারদিক তোলপাড় করল ওরা। কিন্তু সারারাত খুঁজেও ওর সন্ধান না পেয়ে ফিরে এল ওদের গ্রামে। তারপর একটু বেলায় এখানে এই কুটুমবাড়িতে এসেছিল ও। এখন ঘরে ফিরছে।

বাবলু বুঝল ফাদারের ওখানে থাকার সময় এদেরই হইহট্টগোলে ওরা টেররিস্ট ভেবে ভয় পেয়ে পালিয়েছিল। এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় সন্দেহের অবসান হল।

যাই হোক, কমলিকে ওদেরই গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে পাহাড়-জঙ্গল ভেদ করে অরিয়পের দিকে এগিয়ে চলল ওরা।

আকাশ ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। ঘন বন ও পাহাড-নদী পরিবেষ্টিত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে টাটা সুমো। পথের ডান দিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। যেন পাহাড়ের পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে জায়গাটাকে। মনে হচ্ছে যেন একটা ভূখণ্ডকে ভাগ করা হয়েছে পার্বত্যরেখা টেনে। আর একদিকে নদী। নদী এখানে গঙ্গা। আর তার সর্বত্র জলের মাঝে মাঝে দ্বীপেব মতো পাহাড়।

বাবলুর বিস্ময়ের অন্ত রইল না। শুধু বিস্ময় নয়, বিমুগ্ধবিস্ময়। ওব মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, "কী সুন্দর!"

শুধু বাবলু নয়, পাণ্ডব গোয়েন্দারা সকলেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অভিভূত।

বিলু বলল, "আমরা এতদিন এত অভিযান করলাম কিন্তু ঘবেব কাছেই এমন রমণীয় পরিবেশ এর আগে আর কখনও পাইনি।"

রিয়াং বলল, "আমার তো ঘর থেকে বেরোনোই হয় না। শুধু অনুদের ওখানেই কয়েকবার যা এসেছি গেছি।"

বাবলু বলল, "আমরা ভাগলপুর, মান্দারহিল, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর, মুঙ্গের—কত জায়গাতেই না গেছি। এই বেল্টে এসেও মাঝের এই ভূখণ্ডের কোনও মানচিত্রজ্ঞানই ছিল না আমাদের। তা যদি থাকত তা হলে অভিযানের জন্য নয়, সময় পেলেই দু'-চারদিনের জন্য চলে আসতাম এখানে।"

ভোম্বল বলল, "আগে যা হয়নি তার জন্য আক্ষেপ করে লাভ নেই। এখন যখন জেনে গেছি তখন এই বনাঞ্চলই হবে আমাদের আশ্রয়।

বিচ্ছু বেশ আবেগ নিয়েই বলল, "মাঝেমধ্যে এমন সব পরিবেশে এসে থাকারও প্রয়োজন আছে। এই যেমন ধরো, এখনও থাকব। কিন্তু সেটা অভিযানের তাগিদে। ভ্রমণের মেজাজে নয়। এখন আমাদের মনপ্রাণ সমস্ত অন্তরাত্মাটা পড়ে থাকবে শত্রুর ক্ষতিসাধনের দিকে লক্ষ রেখে। তাতে ভয় থাকবে, আশঙ্কা থাকবে, সতর্কতা থাকবে। কিন্তু আমরা এমনভাবে থাকতে চাই যাতে ওইসবের কোনও বালাই থাকবে না। শুধুই নির্মল আনন্দে থাকব।"

পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবাই একবাক্যে বলল, "আমরা এই ব্যাপারে একমত।"

বিচ্ছু বলল, "এবং থাকাটা হবে সম্পূর্ণ অন্যরকম। যেমন ধরো, ঘন অরণ্যের মধ্যে পাহাড়ের একটু উচ্চস্থানে কোনও ঝরনার ধারে লোকালয় থেকে দূরে আমাদের তাঁবু পড়বে। আমরা পিকনিকের মেজাজে নিজেরা রান্না করে খাব। সবরকমের আয়োজনই বহন করে নিয়ে আসব আমরা। শুধুমাত্র প্রকৃতিকেই উপভোগ করব। এবং সেখানে আমরা পাঁচজনই থাকব। ছ'জন নয়।"

অনু বলল, "সে কী? আমি থাকব না? আমাকে তোমরা এত তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে?"

বাচ্চু বলল, "তোমার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকলে তোমাকে অবশ্য নিতে পারি।"

গান্ধারী বলল, "আমি তা হলে বানের জলে ভেসে গেলাম। তা না হয় যাব। তোমাদের স্বজাতি তো নই।"

বাবলু বলল, "অবজেকশন। এই একই কথা রিয়াংও তা হলে বলতে পারে। আসলে ব্যাপার হল কী, আমাদের হঠাৎ করে মন হলে হঠাৎ করেই আমরা চলে আসব। সেই সময় তোমাদের আমরা পাব কোথায়? আর, সবাইকে নিয়ে যোগাযোগ করে আসতে গেলে শেষপর্যন্ত হয়তো আমাদেরই আসা হবে না। তবে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ব্যাপার হতে পারে, পরিকল্পনার পরই আমরা ফোনে তোমাদের জানিয়ে দিতে পারি। সেক্ষেত্রে এই অরণ্যে আমরা কোথায় আছি না আছি তা কিন্তু খুঁজে বের করতে হবে তোমাদেরই। কেন না, এই অরণ্যে আমাদের নির্দিষ্ট কোনও ঠিকানাই থাকবে না। বলো রাজি আছ এতে?"

গান্ধারী বলল, "পরের কথা পরে। আমরা কিন্তু অরিয়পের কাছাকাছি এসে গেছি।"

সত্যিই তাই। এখানে গঙ্গার দিকে একটি পাহাড়ে সুদৃশ্য মন্দির ও কিছু ঘরবাড়ি দেখা গেল। পাহাড়টা ডলফিন নোজের মতো গঙ্গার প্রায় মাঝ বরাবর এগিয়ে গেছে।

অনু বলল, "ওইখানেই বটেশ্বর। আমাকে ওরা মিথ্যে বলে যেখানে কিডন্যাপ করেছিল।"

বিশেষ একটি জায়গার কাছে এসে পৌঁছতেই কমলি বলল, "গাড়ি থামা। আমি নামব ইখানে। তুদের কোনও অসুবিধা হলে আমাদের গিরামে আসবি। আমরা তির-কাঁড় লিয়ে ছুটে আসব। আমাদের গিরামের নাম জিলিমিলি।"

কমলিকে নামিয়ে দিয়ে একটা বাঁক পেরোতেই অরিয়পে পৌঁছে গেল ওরা।

অনুর নির্দেশে গাড়ি থামল।

ড্রাইভার বললেন, "বটেশ্বর নেহি যাওগি?"

অনু বাবলুকে বলল, "বটেশ্বর এখান থেকে এক কিমির পথ। এই পথটুকুর সৌন্দর্য এমনই রমণীয় যে, এই পথ পায়ে হেঁটে পরিক্রমার মতো আনন্দ আর কিছুতেই নেই। তাই বলি...।"

বাবলু বলল, "বলার দরকার নেই। হেঁটেই যাব আমরা।"

ড্রাইভারের হাতে দুশো টাকা দিয়ে ওরা বিদায় জানাল তাকে।

ওরা এর পর দারুণ উল্লাসে শুরু করল পথ পরিক্রমা। সত্যিই অনবদ্য প্রকৃতি। পাহাড় আর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ব্যস্ততম পথ। শুধু ওরা নয়, দলে দলে পুণ্যকামী নরনারী চলেছেন বটেশ্বরের পুজো দিতে। ওরাও চলেছে।

সবার আগে চলেছে পঞ্চু। হঠাৎই পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হল সবাই। দেখল, কোথা থেকে একটা বানর এসে একলাফে পঞ্চুর পিঠে উঠে ওর গলা জড়িয়ে ধরেছে। আর তাই দেখে গাছের ডালে ডালে অজস্র হনুমানের সে কী লাফালাফি।

এমন সময় ঝড়ের বেগে ওদের পাশ কাটিয়ে একটা অ্যামবাসাডার সাঁ করে বেরিয়ে গেল মন্দিরের দিকে। গাড়ির ভেতর থেকে দুটো মুখ উঁকি দিয়ে দেখল ওদের। একটি মুখ সম্পূর্ণ অচেনা। কিন্তু ভয়ংকর। হিন্দি ছবির সেই ভিলেনদের মতো। আর-একটি মুখ ভোম্বলের পরিচিত। সে মুখ গতকাল দুপুরে স্পাইগিরি করতে আসা সেই গালপোড়া লোকটার। আবার সেই গা জ্বালানো দেঁতো হাসি। আবার এক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর আমন্ত্রণ।

বিলু বলল, "এখানে থাকাও দেখছি নিরাপদ নয়। এর চেয়ে কমলিদের গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নিলেই বোধ হয় ঠিক হত।"

বাবলু বলল, "আমাদের থাকার পক্ষে এটাই উপযুক্ত স্থান। ওই গালপোড়ার মোকাবিলা পঞ্চুই করে নেবে। কিন্তু সঙ্গের একজনই আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ।"

ওই গাড়িটা এসে পড়বার পরই বানরটা পঞ্চুকে ছেড়ে পালিয়েছে।

ওরাও তখন পায়ে পায়ে মন্দির প্রাঙ্গণে। একদিকে বড় নৌকোয় জিনিসপত্র ওঠা-নামা হচ্ছে। একদিকে গুমটির দোকান, হোটেল। আর একদিকে ছোট ছোট অসংখ্য গুহায় ভরা পাহাড়। তারই প্রান্তে গঙ্গার তীরে বটেশ্বরনাথের মন্দির।

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের তখন মন্দির দর্শন করবার সময় নয়। যেভাবেই হোক এই রমণীয় পরিবেশের তীর্থভূমিতে ওদের থাকবার মতো একটু আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

চমৎকার একটি গেস্ট হাউস ছিল এখানে। কিন্তু বিধি বাম। তাই পাওয়া গেল না সেটা। ভাগলপুরের এক ব্যবসায়ী কয়েকদিনের জন্য নিয়ে রেখেছেন সেটা।

তবুও ব্যবস্থা একটা হয়ে গেল। এবং সেই ব্যবস্থাটা এমনই যা কিনা ওদের সকলেরই বেশ মনোমতো। আসলে অনুকে নিয়ে এখানে যে হইচইটা হয়ে গিয়েছিল তাতে অনেকেই চিনে গিয়েছিল তাকে। তাই পাহাড়ের একটু উচ্চস্থানে একজন তাদের নবনির্মিত একটি ঘর ওদের ভাড়া দিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিল। ঘরে আলো-পাখা কিছু নেই। তবে লণ্ঠনের ব্যবস্থা আছে। পরিবেশটা এমনই সুন্দর যে, মুগ্ধ হয়ে গেল সকলে।

পাহাড়ের উচ্চস্থানে হওয়ায় এখান থেকে চারদিকেই বেশ ভালভাবে নজর দেওয়া যাবে। পাহাড়, বনভূমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এবং গঙ্গার দিগন্তজোড়া বিস্তৃতি এত ভাল দেখা যায় এখান থেকে যে, মন যেন ভরে যায়।

ঘর পেয়ে তো দারুণ খুশি হল পাণ্ডব গোয়েন্দারা। এ ঘরে বিছানাপত্তর কিছু নেই। তবে তারও অসুবিধে হল না। বাড়ির মালিক একজন দোকানদার। তিনি মোটা কার্পেটদুটো আনিয়ে দিলেন। সেইসঙ্গে বড় মশারিদুটো। গদি তাকিয়াটারই যা অভাব হল। তাতে ওদের অসুবিধে হল না কিছু। কিন্তু অভাব হল জলের। এখানে কোথাও কোনও কলের ব্যবস্থা নেই। রান্নাখাওয়া সবকিছুই এখানে গঙ্গাজলে।

বাবলু বলল, "কেলেঙ্কারির চরম দেখছি। জলের ধারে বাস করে জলাভাবে পালাতে হবে এখান থেকে?"

বিলু বলল, "আমাদের অবস্থা এখন মাঝ সমুদ্রের নাবিকদের মতো। জল ফুরিয়ে গেলে জলের জন্য তাদের যে অবস্থা হয় আমাদেরও ঠিক সেই অবস্থা।"

ওরা যখন জলের চিন্তায় বিভোর তখনই হঠাৎ এক পাহাড়িয়া ওদের সমস্যার সমাধান করে দিল। তার নাম বুরারু। বলল, "তোমাদের পানিকা জরুরত হোবে তো হাফ কিলোমিটার ওপরে উঠে যাও। ওইখানে একটা ছোট্ট ঝরনা আছে। তার মিঠা পানি তোমরা খেতে পারো। খুব হজমি জল আছে। গাঁওবালেরা কেউ কেউ নিয়ে আসে।"

বাবলু বলল, "ওই জলও যে কতখানি উপাদেয় তাই বা কে জানে? তবু গঙ্গার জল খাওয়ার চেয়ে তো ভাল।"

বিলু বলল, "এ এমনই জায়গা যে, কোনও মেডিসিনের দোকানও নেই। থাকলে না হয় জিওলিন বা ওইজাতীয় কিছু কিনে নেওয়া যেত।"

বাচ্চু বলল, "তা না থাক। ওই ঝরনার জলই বরং ফুটিয়ে খাব আমরা। নীচের দোকান থেকে কোনও হাঁড়ি বা গামলা কিনে কাঠের জ্বাল দিয়ে ফুটিয়ে নিলেই হবে।"

ভোম্বল বলল, "আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।"

অনু বলল, "কীরকম!"

"আমি বলি কী, নীচে যেসব হোটেল আছে ওদের কাছ থেকেই বরং গরম জল কিনে নিয়ে এসে সেই জলই আমরা খাই।"

বাবলু বলল, "এটা তুমি মন্দ বলোনি! সে জল গঙ্গারই হোক আর যেখানকারই হোক, ফুটনো জল স্বচ্ছন্দে খাওয়া যায়।"

রিয়াং বলল, "আর তা হলে জলের সমস্যাটা রইল না। এখন চলো, আমরা এখানকার ঝরনাটা একবার দেখে আসি।"

গান্ধারী বলল, "কেন যে তোমাদের জলে এত ভয় তা জানি না। আমরা তো ঝরনার জল হাতের কাছে পেলেই খাই। কিছু তো হয় না।"

বাবলু বলল, "আসলে তোমরা এই দেশের জলহাওয়ায় মানুষ। তোমাদের ধাতে সয়ে আছে এখানকার সবকিছু। কিন্তু আমাদের তো তা নয়, যে-কোনও মুহূর্তে পেটের গোলমাল হতে পারে। আর তা যদি হয়, এই বনে-পাহাড়ে কী অবস্থা হবে আমাদের বলো তো? যে কাজের জন্য এখানে এতদূরে আসা সেই কাজ ফেলে রেখেই চলে যেতে হবে তখন।"

গান্ধারী বলল, "নদী বা ঝরনার জল না ফুটিয়ে খাওয়া ঠিক নয়। তবে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের জলে যেমন হিল ডায়ারিয়া ধরবার আশঙ্কা থাকে, বিহার প্রদেশের ঝরনার জলে কিন্তু সে ভয়টা থাকে না। এখানকার ঝরনার জল তোমরা নির্ভয়ে খেতে পারো।"

বাবলু বলল, "তা হলে একটা কাজ করা যাক। ঝরনা দেখতে যখন যাচ্ছিই আমরা, তখন একটা জলের জায়গাও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাক।"

বিলু বলল, "তা হলে একটু তোরা অপেক্ষা কর। আমি ভোম্বলকে নিয়ে চট করে পাঁচ লিটারের জলের জায়গা একটা কিনে নিয়ে আসছি।"

বিলু আর ভোম্বল যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই পঞ্চুও সঙ্গ নিল ওদের।

ওরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে গেল।

একটু পরেই যখন ফিরে এল তখন ওদের হাতে শুধু জলের জায়গা নয়, সঙ্গে ঠোঙা-ভর্তি খাবারও আছে। গরম-গরম কচুরি, লাড্ডু আর প্যাঁড়া। ভোরে ঘর ছেড়ে বেরোনোর পর থেকে একমাত্র চা-বিস্কুট ছাড়া ভালরকম কিছু পেটে পড়েনি। এখন ঝরনার ধারে বসেই এগুলোর সদগতি করা যাবে।

ওরা ঘর বন্ধ করে বুরারুর নির্দেশিত পথ ধরে ঝরনার দিকে এগোল। পথ এখানে নেই বললেই চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছোট ছোট ঝোপঝাড় ও জঙ্গলের আধিক্য বেশি। লাল নুড়িপাথরের ওপর দিয়ে পথ চলতে বারেবারে পা হড়কে যায়। পাহাড়ও এখানে খুব যে একটা উঁচু তা নয়। তবে কিনা এই পাহাড়ের নীচে-ওপরে গুহার আধিক্য বেশি। বিশেষ করে নীচের অংশে তো শতাধিক গুহা। কিন্তু সেগুলোর অবস্থান এমনই জায়গায়, যেখানে গঙ্গার জোয়ার এলে সবই জলে ভরে যায়। তা যদি না হত তা হলে ওইসব গুহা কবেই সাধু-সন্ন্যাসীদের আখড়া হয়ে যেত।

যেতে যেতে ওরা অনেকদূর চলে এল। কিন্তু এলে কী হবে, এখানে কোথাও কোনও ঝরনার দেখাই পেল না।

বাবলু বলল, "তাই তো রে, লোকটা আমাদের মিথ্যে কথা বলল না তো?"

বিলু বলল, "বলে লাভ?"

ভোম্বল বলল, "আর জলে কাজ নেই। এখানেই বসে বরং খাওয়াদাওয়ার পাটটা চুকিয়ে নিয়ে নীচে নেমে যাই চল।"

ওরা যখন থমকে দাঁড়িয়ে এইসব কথাবার্তা বলছে, তখনই দেখা গেল পাহাড়ের একটু উচ্চস্থান থেকে একটি অল্পবয়সি মেয়ে ছাগল ভেড়া ইত্যাদির পাল নিয়ে এদিকে আসছে।

বাবলু মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, "এই! ঝরনা কিধার?"

মেয়েটি বাবলুর কথার উত্তর না দিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল ওদের মুখের দিকে।

অবশেষে গান্ধারী এগিয়ে গিয়ে ওকে ওদের দেশোয়ালি ভাষায় জিজ্ঞেস করতেই মেয়েটি যা বলল তাতে বোঝা গেল ওরা ভুল পথেই এসেছে। গান্ধারী ওকে খাবার দেওয়ার কথা বলতে সে খুব খুশি হয়ে ওরা যে পথ ধরে এসেছিল সেই পথেই বেশ খানিকটা নিয়ে গিয়ে গঙ্গার বিপরীত দিকের ঢাল বেয়ে খানিক নামতেই ছোট্ট একটি ঝরনার দেখা মিলল। জায়গাটা দারুণ নির্জন। পাহাড়ের একটি ফাটল বেয়ে কুলকুল করে একটি ধারা আপন গতিতে বেরিয়ে আসছে। কী সুন্দর পরিবেশ। এদিকে গঙ্গা নেই। আছে শুধু পাহাড আর জঙ্গল। পাহাড় ও জঙ্গলের এখানে এক ভয়াবহ রূপ।

মেয়েটি বলল, "উ দেখো কালিঝুরা।"

পাণ্ডব গোয়েন্দাদের আনন্দ দেখে কে! আনন্দ অন্যদেরও বড় কম নয়।

অনু বলল, "ভাগ্যে তোমাদের সঙ্গে ভিড়েছিলাম। না হলে এমন সুন্দর সব প্রকৃতির দৃশ্য দেখা থেকে বাদ পড়ে যেতাম।"

রিয়াং বলল, "প্রকৃতি কত সুন্দর। অথচ মানুষ তার মর্যাদা দেয় না। লোভের হাত বাড়িয়ে দিয়ে জঙ্গল কেটে সাফ করে।"

ভোম্বল বলল, "স্পিকটি নট। আর কোনও কথা নয়! এখন এসো, সবাই জলযোগ-পর্বটা মিটিয়ে নিই।"

মেয়েরা খাবার ভাগ করতে বসল।

যে মেয়েটি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিল, তাকে বলতেই সে কয়েকটি কাঁচা শালপাতা জোগাড় করে ফেলল নিমেষের মধ্যে।

পঞ্চু একটি উঁচু পাথরের ওপর বসে রইল গ্যাঁট হয়ে।

খাবার ভাগ হলে ওরা ঝরনার জলে মুখ-হাত ধুয়ে জলের জায়গায় জল ভরে খেতে বসে গেল যে-যার সুবিধেমতো জায়গায়। ভোম্বলের একটা গুণ আছে। ও সবসময়ই গোনাগুনতিতে কিছু কেনে না। সবই কেনে কেজি হিসেবে। এক কিলো লাড্ডু আর এক কিলো প্যাঁড়া ও কিনেছিল। আর কচুরি নিয়েছিল খান চল্লিশেক। কাজেই খাবার ভাগাভাগিতে কোনও অসুবিধে হল না।

বাচ্চা মেয়েটিও খুব খুশি হল খাবার পেয়ে। ওর খাওয়া দেখে মনে হল এমন খাবার ও অনেকদিন খায়নি। বাচ্চু-বিচ্ছু নিজেদের ভাগ থেকেও কিছু দিয়ে খুব যত্ন করে খাওয়াল ওকে। শুধু তাই নয়, দুটো কচুরি, একটা প্যাঁড়া ও লাড্ডু ও শালপাতায় মুড়ে নিজের কাছে রেখে দিল।

বিচ্ছু বলল, "কী হল! ওগুলো খেলি না যে?"

মেয়েটি বিচ্ছুর বাংলা কথা বুঝল না। তবে কিনা অনুমান করেই উত্তর দিল, "ভাইয়া কো খিলায়গা।"

ভাইয়ের প্রতি বোনের এই দরদ, এই পাহাড়ি গাঁওয়ে ছোট্ট একটি বালিকার বুকে ভালবাসার এমন ফল্গুধারা দেখে অভিভূত হল সকলে।

ওরা সবাই আকণ্ঠ সেই ঝরনার জল খেয়ে কী দারুণ তৃপ্তি যে পেল তা বলবার নয়। মিষ্টি জলের স্বাদে প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "কমলিদের গ্রামের কাছে ফাদারের ঘরে যখন ছিলাম তখনও ঝরনার জল খেয়েছিলাম। তার চেয়েও এর স্বাদ যেন আরও বেশি।"

অনু বলল, "এখন তা হলে কী করবে? এখানে বসে প্রকৃতির রূপ দেখবে, না ঘরে ফিরবে?"

বিচ্ছু বলল, "ঘরে ফেরার এখন কোনও দরকার আছে বলে মনে করি না। প্রয়োজনে আমরা জঙ্গলের আরও গভীরে যাব। তারপর দুপুরের খাওয়া সেরে চলে যাব বিক্রমশীলায়। মহাবিদ্যালয়ের সেই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ তো দেখবই আর দেখব বিন্ধ্যাচলের রামনিবাস।"

বাচ্চু এতক্ষণ পরে কথা বলল, "শুধু দেখা তো নয়, দেখামাত্রই যা হবে বা হতে পারে তার জন্যও প্রস্তুত হয়েই যাব।"

ভোম্বল বলল, "আমরা গেলেই যে ওর লোকজনরা আমাদের ওপর চড়াও হবে এ কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি।"

রিয়াং বলল, "তা ঠিক। তবে কিনা আমাদের দিক থেকে আক্রমণটা অতর্কিতে করতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু তা তো হওয়ার উপায় নেই। জানাজানি হয়ে গেছে সব।"

পঞ্চুর হঠাৎ কী হল কে জানে? সে দূরের দিকে তাকিয়ে দেহটা টান করে কী যেন দেখতে লাগল।

বাবলু বলল, "কী হল পঞ্চু! কী দেখছিস অমন করে?"

পঞ্চু সে-কথার কোনও উত্তর না দিয়ে এক লাফে বড় একটি পাথরের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে আরও ভাল করে দূরের দিকটা দেখে নিয়ে নেমে এল সেখান থেকে। তারপর দ্রুত ধেয়ে আসতে লাগল বাবলুর দিকে। ওর চোখে-মুখে দারুণ উৎকণ্ঠা। কিন্তু কেন?

উৎকণ্ঠা দেখা দিল বাবলুরও চোখে-মুখে। কেন না, পঞ্চু সহজে বিচলিত হয় না। সে যখন এতটাই অস্থির তখন ধারণাই করা যায় বিপজ্জনক কিছু সে নিশ্চয়ই দেখেছে। বাবলু ইশারায় সবাইকে চুপচাপ বসে থাকতে বলে পঞ্চুকে অনুসরণ করল। তারপর সেই বড় পাথরটার কাছে গিয়ে দূরের দিকে তাকাতেই দেখল পাহাড়ের বেশ খানিকটা নীচে বড়সড় একটি গুহামুখের সামনে বন্ধুকধারী কয়েকজন লোক কেউ বসে আছে, কেউ ঘোরাফেরা করছে। ডাকাতির উদ্দেশ্যেই যে এরা এখানে জমায়েত হয়েছে অথবা এটাই যে এদের গোপন ঘাঁটি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এক জায়গায় ধোঁয়া উড়ছে। তার মানে কাঠের জ্বাল দিয়ে রান্নার ব্যবস্থা করেছে কেউ।

বিলু, ভোম্বল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বাবলুর দিকে।

বাবলু ওদের ইশারায় ডাকতেই ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল ওরা। ওদের সঙ্গ নিয়ে মেয়েরাও এল।

বাবলু গুহার দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত কবতেই সবাই তাকাল সেদিকে।

বিচ্ছু বলল, "এ যে দেখছি আলিবাবা চল্লিশ চোরের সেই গুহা।"

বাচ্চু বলল, "এই পাহাড়ে এতবড় গুহা ভাবা যায়?"

গান্ধারী বলল, "এই পাহাড়ের সর্বত্রই তো গুহা। যদিও সেগুলো আকারে ছোট, তবুও সেগুলো কত বলো তো। তা হলে তারই মধ্যে এক-আধটা এরকম থাকবে নাই বা কেন?

অনু বলল, "তার ওপর মানুষ সেগুলোকে কেটেকুটে আরও একটু বড় কবে নিজেদের বসবাসযোগ্য করে নিয়েছে হয়তো।"

বিলু বলল, "না। আমার মনে হয় কাউকে কিছুই করতে হয়নি। প্রকৃতিগতভাবেই এই গুহার আকৃতি এরকম।"

ভোম্বল বলল, "গুলি মারো। ওদের নিয়ে আমাদের এখন মাথা না ঘামালেও চলবে। ভাল কাজ যখন করে না তখন এই সমস্ত জায়গায় থাকবে না তো যাবে কোথায় এরা।"

বাবলু বলল, "তা ঠিক। তবে কিনা ওদের দেখে আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছে।"

"কীরকম!"

"আমার কিন্তু মনে পড়ছে গান্ধারীর মায়ের ব্যাপারটা।" বলেই গান্ধারীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার মা এখানেই পুজো দিতে এসে ডাকাতের খপ্পরে পড়েছিলেন না?"

গান্ধারী চমকে উঠল। বলল, "হ্যাঁ, তাই তো।"

"তাঁর ডেডবডি পাওয়া গিয়েছিল কোথায়?"

"বিক্রমশীলার খাদানে। আন্তিচকে।"

"তার মানে বিন্ধ্যাচল রামের রামনিবাসের কাছাকাছি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গান্ধারী মাথা নত করে নীরবে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলে বলল, "হ্যাঁ।"

"তা যদি হয়, তা হলে আমি যদি অনুমান করি এই ডাকাতদলের সঙ্গে বিন্ধ্যাচল রামের ঘনিষ্ঠ একটা যোগসাজস আছে, অথবা এরাই বিন্ধ্যাচলের মদতপুষ্ট, তবে খুব একটা ভুল করব কি?"

গান্ধারী দু' হাতে মুখ ঢেকে বাবলুর পায়ের কাছে বসে বলল, "আমি আর ভাবতে পারছি না বাবলু। তোমার অনুমানে কোনও ভুল নেই।"

অনু বলল, "লোকচক্ষুর অন্তরালে এই গিরিগুহাই হয়তো ওর আসল কোষাগার।"

বাচ্চু বলল, "ওদের অসৎ উপায়ে অর্জিত সবকিছুই হয়তো এই গুহার ভেতর লুকোনো আছে।"

বিচ্ছু বলল, "এমনও হতে পারে, আম্রপালির উদ্যান থেকে পাওয়া সেই স্বর্ণমুদ্রাগুলোও সঞ্চিত আছে এর ভেতর।"

ভোম্বল বলল, "তারই মধ্যে হয়তো লুকোনো আছে গান্ধারীর মায়ের গহনাগুলোও।"

বিলু বলল, "তা হলে কি আমাদের ওই গুহার মধ্যে অভিযান করতে হবে?"

গান্ধারী বলল, "অসম্ভব। ওই শত্রুব্যূহ ভেদ করতে যাওয়া মানেই অকালে মৃত্যুকে ডেকে আনা। সংখ্যায় ওরা প্রায় দশ-বারোজন।"

বিচ্ছু বলল, "আমরাও আট।"

"কিন্তু আমরা নিরস্ত্র। ওরা সবাই সশস্ত্র। ওদের বন্দুকের গুলির কাছে আমাদের কোনও জারিজুরিই খাটবে না।"

বাচ্চু বলল, "এখন বাবলুদার মতামতটাই শোনা যাক।"

বাবলু একটু গম্ভীর থেকে বলল, "যেভাবেই হোক, ওই গুহার জঠরে আমাদের ঢুকতেই হবে।"

বিলু বলল, "ব্যাপারটা কিন্তু খুব-একটা সহজ হবে না।"

"তা জানি। খুব মাথা ঠান্ডা রেখে কৌশলে পৌঁছতে হবে ওখানে। তাও দিনমানে নয়, রাতের অন্ধকারে। অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে।"

ভোম্বল বলল, "সেই ভাল। এখন তা হলে ফেরা যাক।"

বাবলু বলল, "দুপুরে খাওয়ার পর আমরা একটু ঘুমিয়ে নেব। তারপর রাতেব অন্ধকারে শুরু হবে অভিযান। এখন ফেরা যাক।"

ওরা জলের জায়গায় ঝরনার জল ভরে পায়ে-পায়ে নীরবে ওদের বাসায় ফিরে এল। মন্দির প্রাঙ্গণে তখন যাত্রীদের মেলা।

॥ ১৭ ॥

এখন আর অন্য কোনও ভাবনাচিন্তা নয়। স্নানাহারের পর অভিযানের চরম মুহূর্তের মোকাবিলা করা। ওই ডাকাতদলের সঙ্গে বিন্ধ্যাচলের সম্পর্কটা যে ঠিক কীরকম, এই নিয়েই পাণ্ডব গোয়েন্দারা এখন যে-যার মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে লাগল।

ঘরে এসে স্নানের সরঞ্জাম নিয়ে সবাই চলল গঙ্গার ঘাটে। দলে দলে নারী-পুরুষ স্নান করছে এখানে। পাণ্ডব গোয়েন্দারাও এক-এক করে স্নান করে নিল। তারপর সবাই গিয়ে জড়ো হল হোগলার ছাউনি দেওয়া সস্তার একটি হোটেল। এখানে উন্নতমানের কোনও হোটেল তো নেই। সবই এইরকম। তবে কিনা রমরমা খুব।

খেতে খেতে, বাবলুর হঠাৎ চোখ পড়ল একজনের দিকে। পাশেরই আর-একটি হোটেলে বসে গোগ্রাসে খাচ্ছিল লোকটি।

বাবলু গান্ধারীর চোখের দিকে একবার তাকিয়েই ইশারা করল ওকে।

গান্ধারী বুঝতে পারল না কিছুই। বলল, "কী!"

"ওদিকে তাকিয়ে দ্যাখো।"

গান্ধারী তাকিয়ে দেখল। তবু কিছু বুঝতে না পেরে বাবলুর দিকে ইশারায় জানাল ও ঠিক বুঝতে পারছে না।

বাবলু এবার চাপা গলায় বলল, "ওই লোকটিকে দেখে কি একটুও চেনা চেনা লাগছে তোমার?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এইবার চিনতে পারল গান্ধারী। বলল, "এ তো সেই।"

"হ্যাঁ তিনিই। যিনি আমাদের ডাকুয়ার মোড় থেকে আন্তিচক পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই শর্মাজি।"

"কিন্তু এ-লোক এখানে কেন?"

"আসতেই পারেন। এমন এক মহান তীর্থের পটভূমিতে কে না আসে?"

"এদের আবার তীর্থ। যত্তসব চোর-ডাকাত বদমাশগুলো। নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলব বা ধান্দা আছে ওদের।"

বাবলু হেসে বলল, "এমনও হতে পারে আমাদের খোঁজেই এসেছে। এমনও হতে পারে স্বয়ং বিন্ধ্যাচল রামও এখানে এসেছেন। পাহাড়ের গুহার সামনে যাদের আমরা দেখেছি তারা যদি সত্যিসত্যিই বিন্ধ্যাচলবাহিনী হয়, তবে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেই হয়তো উনি এসেছেন।"

গান্ধারী বলল, "তা যদি হয় তা হলে ওঁর খেলা কিন্তু এখানেই শেষ।"

বাবলু বলল, "ওঁর খেলা এখানেই শেষ হবে কিনা জানি না, তবে আমাদের দৌরাত্ম্য এখান থেকেই শুরু হবে।"

বাবলু আর গান্ধারীর মুখে পাণ্ডব গোয়েন্দারা সবই তো শুনেছিল। তাই ওদের কথোপকথন শুনে বুঝে নিল ব্যাপারটা।

বিলু বলল, "আমার মনে হয় বিন্ধ্যাচল নির্ঘাত এসেছেন এখানে।"

ভোম্বল বলল, "এবং, এসে যদি থাকেন তা হলে উনি নির্ঘাত ওই গুহার দিকে যাবেন। আমার মনে হয় এই ব্যাপারে এখনও একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার। বিন্ধ্যাচলের নির্দেশেই হয়তো ওই গালপোড়া লোকটা আগেভাগে এসে জুটেছে। শুধু ও নয়, সঙ্গের ওই বদখত লোকটিও।"

বিলু বলল, "বাবলু, তুই বরং মেয়েদের নিয়ে ঘরে যা। ভোম্বল আর আমি খোঁজখবর নিয়ে দেখি ব্যাপারটা আসলে কী। শর্মাজিকে চিনলাম। গালপোড়াটাকেও চিনেছি। এর পরে বিন্ধ্যাচল রামকে চিনে নিতে খুব একটা অসুবিধে হবে না।"

বাবলু বলল, "না হওয়ারই কথা। তবে কিনা বিন্ধ্যাচল পর্বতের মতো কোনও রহিস আদমিকে দেখতে পেলেই জানবি সে-ই বিন্ধ্যাচল রাম।"

রিয়াং অনেকক্ষণ থেকেই এদের কথাবার্তা একভাবে শুনে যাচ্ছিল। এইবারে মুখ খুলল সে। বলল, "একটা কথা বলব? বিন্ধ্যাচলকে খুঁজে বের করার দায়িত্বটা তোমরা আমাকেই দাও। এই ছোট্ট জায়গায় কোনও অসুবিধে হবে না আমার।"

গান্ধারী বলল, "তুমি একা?"

"তাতে কী? তোমরা অনেকেই চিহ্নিত হয়ে গেছ। আমি একটা নেপালি মেয়ে। তাই আমার দিকে ওরা নজরও দেবে না কেউ। আমাকে সন্দেহও করবে না।"

ভোম্বল বলল, "না না। একা তোমাকে এরকম একটা কাজের দায়িত্ব দেওয়ার ঝুঁকি নেব না।"

রিয়াং হেসে বলল, "ভুলে যেয়ো না আমার বাবা একজন আর্মির লোক। কার্গিলে যুদ্ধ করেছেন। তা ছাড়া তোমাদের দলের সঙ্গে মিশে এই ক'দিনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি আমি তাতে হয়তো আমি আর স্বাভাবিক জীবনকে মেনে নেব না। আমার লাইফটাকেও আমি অ্যাডভেঞ্চারাস করে তুলব। আমারও খুব ইচ্ছে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার। প্রয়োজনে মানববোমা বুকে বেঁধে ঢুকে যাব শত্রুপুরীর ভেতর। তারপর নিজে মরে ছারখার করে দেব সবকিছু।"

বিলু বলল, "বাপ রে। তুমি নিজেই তো দেখছি একটি অ্যাটম বোম। কী সাংঘাতিক।"

রিয়াং হেসে বলল, "আমার অনেকদিনের স্বপ্ন গোর্খা রেজিমেন্টে যোগ দেওয়ার। কিন্তু মনে আমার ভয় ছিল। তোমাদের সঙ্গে মিশে সেই ভয়টা এখন কেটে গেছে।"

বিল্টু ওর হাতে হাত মিলিয়ে বলল, "পাণ্ডব গোয়েন্দারা আর কিছু করতে পারুক না পারুক, একজন নির্ভীক সৈনিককে তৈরি করতে পেরেছে। তুমি তোমার সংকল্প থেকে কখনও সরে এসো না রিয়াং। তোমার জয় হবেই।"

বাবলু সব শুনে একটু কী যেন চিন্তা করে বলল, "আমি এই কাজের দায়িত্বটা রিয়াংকেই দিলাম।"

রিয়াং খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আর তা হলে দেরি করা ঠিক হবে না। আমি যাই।"

বাবলু বলল, "এসো।" তারপর বলল, "তুমি কীভাবে তোমার কাজ শুরু করবে তা নিয়ে ভেবেছ কিছু?"

রিয়াং বলল, "হ্যাঁ। আমি শর্মাজিকে দূর থেকে অনুসরণ করেই আবিষ্কার করব বিন্ধ্যাচলকে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "অত্যন্ত সহজ পন্থা। তুমি এগোও। আমরা নজর রাখব তোমার দিকে। কোনওরকম অসুবিধেয় পড়লেই আত্মপ্রকাশ করে ঝাঁপিয়ে পড়ব আমরা।"

রিয়াং সকলের কাছে বিদায় নিয়ে পথে নামতেই পঞ্চু এক লাফে চলে গেল ওর কাছে।

অনু বলল, "এ কীরকম হল?"

বাবলু বলল, "এমনই তো হওয়া উচিত। বুদ্ধিমান পঞ্চু জানে কোন অবস্থায় কী করতে হয়। আমাদের হয়ে রিয়াং-এর বডিগার্ডের কাজটা ও-ই করবে।"

গান্ধারী বলল, "এমন কুকুর আমি কখনও দেখিনি।"

বাবলু বলল, "ও আমার প্রাণ। আমাদের সকলেরই। আমাদের জয়ের গৌরব তো শুধুমাত্র ওরই কারণে। শিশুকাল থেকে আমাদের সঙ্গে মিশে আমাদের মন মেজাজের সঙ্গে ও এমনভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে যে, উপস্থিত বুদ্ধিতে আমাদেরও ওপরে যায় কখনও সখনও। পরিস্থিতির মোকাবিলায় ওর জুড়ি নেই।"

রিয়াং পঞ্চুকে নিয়ে পাহাড়ের ঢালে একটি গাছের ছায়ায় গিয়ে চুপচাপ বসে রইলে বাবলুরা ওর সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে একটি আশ্রমের নাট মন্দিরে বসে গঙ্গার শোভা, সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করতে লাগল।

একটু পরেই দেখা গেল শর্মাজিকে হনহন করে ওদের দিকে আসতে।

গান্ধারী বলল, "সেরেছে। কী হবে বাবলু?"

বাবলু বলল, "কী আবার হবে?"

"কিন্তু আমাদের দেখলেই তো চিনে ফেলবে ও।"

"বয়েই গেল। বেশি বাড়াবাড়ি করলে নাকে একটা ঘুষি মারব। মেরে বলব, 'আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এলে এরকমই অবস্থা হবে। আমাদের ওপর নজরদারি করলে খোয়াতে হবে চোখ-দুটো।"

বাবলুকে অবশ্য সেসবের কিছুই করতে হল না। কেন না, শর্মাজি এদিকে মুখ করে এগিয়ে এলেও হঠাৎই ঘুরে গেলেন অন্যদিকে। গঙ্গার ধার ধরে পাহাড়ের কোল বেয়ে জঙ্গলের দিকেই এগিয়ে চললেন। সেই সঙ্গে ওকে অনুসরণ করে এগিয়ে চলল রিয়াংও।

পঞ্চুর ভূমিকাও এখানে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যেন সত্যিকারের একটা রাস্তার কুকুর, এমনই ভূমিকা ওর। সত্যি, অভিনয়ও জানে!

রিয়াং শর্মাজির দিকে নজর রাখল! পঞ্চু দু'জনের দিকেই। দেখতে দেখতেই একসময় চোখের আড়াল হয়ে গেল ওরা।

বিলু বাবলুকে বলল, "কী করবি রে এবার? এগিয়ে দেখবি একটু?"

বাবলু বলল, "কোনও প্রয়োজন নেই।"

"হঠাৎ করে যদি কোনও বিপদে পড়ে ও?"

"তার মোকাবিলার জন্য পঞ্চু তো আছেই। তা ছাড়া রিয়াং নিশ্চয়ই কোনওরকম কাঁচা কাজ করে নিজেকে বিপদে ফেলবে না। অসম্ভব রকমের বুদ্ধিমতী মেয়ে ও।"

গান্ধারী বলল, "আচ্ছা বাবলু, মনে করো শর্মাজির পিছু নিয়ে রিয়াং আবিষ্কার করল বিন্ধ্যাচলকে। তারপরে ওর মোকাবিলাটা কীভাবে করবে তোমরা?"

"যদিও সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করবে, তবুও আমাদের দিক থেকে কাজের সুবিধে হবে অনেক। যেমন ধরো, এই মুহূর্তে আর আমাদের আন্তিচকের দিকে মন না দিলেও চলবে। অবশ্য আমাদের অনুমান যদি সত্যি হয় অর্থাৎ ওই গুহাই যদি বিন্ধ্যাচলের কোষাগার হয়, তা হলে আন্তিচকে ওর ওই প্রাসাদে হানা দিলে কিছুমাত্র মিলবে না। সে কারণে এখানেই এই অরণ্যের পরিবেশে আমাদের কাজের সুবিধে হবে খুব। একই সঙ্গে বিন্ধ্যাচল ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের পেয়ে যাব। সেইসঙ্গে মুঠোয় আসবে ওদের ওই গোপন ঘাঁটিও। এখানে কাজ করবার আর একটা সুবিধে এই যে, হাঁকডাক করলে কিছু লোকের সাহায্যও আমরা পাব। যা কিনা আন্তিচকে পাব না। তাই ঝামেলা পাকানোর জন্য এই জায়গাই ঠিক। কিন্তু বিক্রমশীলার জন্য আন্তিচকই।"

বিলু বলল, "বিক্রমশীলা এখন মাথায় থাক। আগে বিন্ধ্যাচল পর্বতকে মাথা থেকে নামাই, তারপরে অন্য চিন্তা। দু'-দুটো শয়তানে আমাদের যেন নাস্তানাবুদ করে দিলে। একটা মরে রেহাই পেয়েছে। তবে এটাকে আমরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারব।"

বিল্টু বলল, "ইনিই কিন্তু আসল ভিলেন। লালজির সঙ্গে এঁর সম্পর্ক কতটা কী ছিল তা জানি না, তবে এটুকু বোঝা গেছে, লালজির চেয়েও ইনি অনেক বেশি প্রভাবশালী। হয়তো বা লালজি ভিমানি ওঁর হয়েই কাজ করতেন।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওরা যখন নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা করছে ঠিক তখনই দেখা গেল সেই গালপোড়া লোকটা আর ওর সেই ভয়ংকর সঙ্গী দূর থেকে একবার বাবলুদের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কীসব যেন বলাবলি করে জঙ্গলের পথ ধরল।

বিচ্ছু বলল, "বাবলুদা, এবার কিন্তু আমাদের একটা কিছু করা উচিত। আর নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা চলে না।"

বাচ্চু বলল, "রিয়াংকে এবারে সপ্তরথীতে ঘিরে ধরবে। ও শর্মাজির পিছু নিয়ে যেদিকে গেছে এরা দু'জনেও সেইদিকেই গেল। বিপদের শেষ থাকবে না কিন্তু ওর।"

বাবলুরও চোখের দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠা। ও-ও সবাইকে ওর সঙ্গে আসতে বলে জঙ্গলের পথ ধরল। তবে কিনা সহজ-সরল পথে নয়, পাহাড়ের একটু উচ্চস্থান দিয়ে সেনাবাহিনীর কায়দায় চারদিকে নজর রাখতে রাখতে। হঠাৎই এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল একজন লোক মাটিতে শুয়ে ছটফট করছে। সর্বাঙ্গ রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার। মনে হচ্ছে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে। কে করল? কে করতে পারে এই কাজ?

এদিকে রিয়াং বা পঞ্চু কারও কোনও পাত্তা নেই। নেই সেই গালপোড়া লোকটা ও তার সেই নৃসিংহ অবতারের মতো সঙ্গীটির।

লোকটির অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়াল সকলে। তারপর বাবলুর নির্দেশে সবাই নেমে এল ধীরে ধীরে। কিন্তু নেমে এসেই যাকে দেখল তাকে দেখেই চমকে উঠল বাবলু। গান্ধারীও চমকে উঠল তাকে দেখে। এ সেই লোক, যে কিনা গান্ধারীকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। বাবলুও পিছু নিয়েছিল যার। কে করল? কে করতে পারে এই কাজ? এ তো দুঃসাহসিক। এমন এক ভয়ংকরের মুখোমুখি যে হতে পারে সে না জানি কী দারুণ শক্তিমান।

ওরা লোকটির কাছে গিয়ে তাকে ধরাধরি করে তুলে বসাল। বড় একটি পাথরের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে থরথর করে কাঁপতে লাগল লোকটি।

বাবলু বলল, "আপকা অ্যায়সা হাল ক্যায়সে হো গিয়া?"

লোকটি একবার তাকিযে দেখল ওদের সকলকে। তারপর বিড়বিড় করে কী যে বলল, কিছু বুঝতে পারল না কেউ।

বিলু বলল, "আপনাব মাথা ফাটাল কে?"

লোকটি দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, "উয়ো .. উয়ো ..।" আর কিছু বলতে পারল না লোকটি। সাময়িকভাবে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল।

হঠাৎই দেখা গেল জঙ্গলের ভেতর থেকে শ্রীমান পঞ্চুকে তিরবেগে ছুটে আসতে। শুধুই পঞ্চু। রিয়াং নেই।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা ব্যস্ত হয়ে পড়ল পঞ্চুকে দেখে। পঞ্চু ওদের কাছে এসে একবার মাত্র দেখা দিয়েই যেদিকে এসেছিল সেদিকেই ছুটল।

বাবলুর নিদেশে সবাই তখন পঞ্চুর পিছু নিল। নুড়িপাথরের উঁচু-নিচু পথ পার হতে খুবই কষ্ট হল ওদের। তার ওপর পথ বলেও কিছু নেই কয়েকটা জায়গায়। তবুও খানিক যাওয়ার পর এক জায়গায় প্রচণ্ড বিস্ময় নিয়েই থমকে দাঁড়াল ওরা। দেখল, ভীষণ মূর্তি ধারণ করে কে যেন একজন শর্মাজির গলার টুঁটি দু'হাতে টিপে একটি গাছের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে তাকে আর ভয়ংকরী রিয়াং একটা তীক্ষ্ণ ছোরা ঠেকিয়ে রেখেছে ওঁর পেটের ওপব।

পাণ্ডব গোয়েন্দারা হতবাক! রিয়াং না হয় শর্মাজিব পিছু নিয়ে এতদূর এসেছে। কিন্তু রাজু! রাজু এখানে কী করে এল?

পঞ্চু তখন শর্মাজির কাছে গিয়ে গরগর করে গর্জাচ্ছে।

বাবলু ছুটে গিয়ে ধরল রাজুকে। বলল, "এ কী রাজু তুমি! তুমি এখানে কী করে এলে?"

রাজু বলল, "ভগবান আমাকে নিয়ে এসেছেন। ভাগ্যে ঠিক সময়টিতেই এসে পড়েছিলাম! তাই, অল্পের জন্য বেঁচে গেল রিয়াংটা।"

বাবলু বলল, "ভগবান ঠিক লোককেই ঠিক সময় ঠিক জায়গায় নিয়ে আসেন। তা রিয়াং-এর কি কোনও বিপদ হতে যাচ্ছিল?"

"হ্যাঁ। শত্রুপক্ষের একজন ওকে গুলি করতে যাচ্ছিল। আমি না এসে পড়লেই শেষ হয়ে যেত মেয়েটা। হাতের কাছে একটা বড় পাথর ছিল, তাই দিয়েই গুঁড়িয়ে দিয়েছি ওর মাথাটা।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গান্ধারী বলল, "একটু আগে যাকে দেখে এলাম সেই কি তবে...?"

"হ্যাঁ, সেই।"

বাবলুর নির্দেশে শর্মাজির ওপর থেকে আক্রমণের চাপটা শিথিল করা হল।

রিয়াং বলল, "আমি শর্মাজির পিছু নিয়ে আসছি। হঠাৎই পেছনে একটা চাপা আর্তনাদ। তারপরই দেখি রাজু এসে লাফিয়ে পড়ল আমার সামনে। ও যে কোথা থেকে কীভাবে এল, তা ভেবে পেলাম না। ওকে কিছু জিজ্ঞেস করারও সময় পাইনি। তার কারণ ও তখন পলায়মান শর্মাজির দিকে ধাওয়া করেছে। আমি তোমাদের আগেই বলেছি, শিকারি বাঘের মতো আমরা যাকে টার্গেট করি, আমাদের নজর এড়িয়ে তার পক্ষে পালিয়ে বাঁচা অসম্ভব। শর্মাজি তাই ধরা পড়ে গেলেন রাজুর হাতে।"

বাবলু রাজুব পিঠ চাপড়ে বলল, "শাবাশ রাজু। তোমার কথা পরে শুনব। আশা করি তুমি সেরে উঠেছ। না হলে এতদূবে এসে এইভাবে আমাদের শত্রুপক্ষের সঙ্গে লড়ে যেতে পারতে না। তুমি ভাল থাকো ভাই। আমরা এখন শর্মাজির সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলি।" বলে শর্মাজিকে বলল, "তা শর্মাজি। আপনি হঠাৎ আন্তিচকের গ্রাম ছেড়ে এই বটেশ্বরের জঙ্গলে এলেন কেন?"

শর্মাজি দারুণ ভয় পেয়ে গেছেন বলে মনে হল। বললেন, "এটাই তো আমার কাজ। যাঁব গোলামি করি তাঁর নির্দেশেই আমাকে পাহাড়ে সমুদ্রে অরণ্যে নগরে সর্বত্রই যেতে হয়। তা আমার ওপর এভাবে চড়াও হওয়ার মানে?"

বাবলু বলল, "সবকিছুরই যখন মানে হয়, তখন এরও মানে আছে নিশ্চয়ই। আপনি যে দলের হয়ে কাজ করেন, তাতে আপনাকে মোচড় দিলেই যে তাদের ব্যাপারে সবকিছুই আমরা জানতে পারব দাদা।"

"ধরো যদি আমি একটি কথাও না বলি?"

"তা হলে অতি মর্মান্তিক পরিণতির জন্য আপনি তৈরি থাকুন।"

শর্মাজি বললেন, "শোনো, আমাদের এই দলের কাছে তোমাদের এই ছোট্ট কয়েকজনের দল বাঘের মুখে হরিণশিশুর মতোই ক্ষীণ এবং সামান্য। তাই বলি, অকালে নিজেদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে অযথা মৃত্যুকে ডাকিয়ে এনো না।"

বাবলু বলল, "শুনুন, আপনার লেকচার শোনবার বা আপনাব কাছ থেকে জ্ঞানলাভ করবার মতো সময় এবং ধৈর্য কোনওটাই আমাদের নেই।"

রিয়াং বলল, "চোখের সামনেই তো দেখলেন আপনাদের অমন এক দুর্দান্ত সঙ্গীর কী দারুণ দুর্দশাটাই না হল! আমরা মারব বলে এবং মরব বলেই এসেছি। বিন্ধ্যাচল রাম নামের ওই বিষবৃক্ষর শিকড় থেকে শাখাপ্রশাখা পর্যন্ত ভস্মীভূত করে তবেই আমরা যাব।"

"তোমরা লালজি ভিমানিকে যত সহজে বধ করতে পেবেছ, বিন্ধ্যাচল রামকে কিন্তু তা পারবে না।"

"সেটা আমাদের ব্যাপার। তা ছাড়া লালজি ভিমানিকে আমরা বধ করব কেন? আমরা খুনে গুন্ডা নাকি? উনি নিজেই নিজেকে বধ করেছেন।"

"না। তা উনি করেননি। তোমরাই ওঁর নিয়তি।"

"এ-কথা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু ওঁর তো সলিলসমাধি হয়েছে।"

"তার জন্য দায়ী তোমরা।"

"না। তার জন্য দায়ি উনি নিজে। ওঁর কর্মফল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন উনি। ঠিক যেমন আর-একজন ওধারে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। রিয়াংকে গুলি করতে না গেলে ওর কিন্তু এই অবস্থা হত না।"

শর্মাজি চুপ করলেন।

রাজু শর্মাজিকে একটা রিভলভার দেখিয়ে বলল, "এই দেখুন, এটা ওরই হাত থেকে নেওয়া।"

রিয়াং বলল, "এটা যত্ন করে রেখে দে রাজু, পরে পুলিশকে জমা দেব। এখন যে-কোনও মুহূর্তে এটা আমাদের কাজে লেগে যেতে পারে।"

বাবলু শর্মাজিকে বলল, "আপনি যে আপনার গডফাদারের শক্তির বড়াই করছেন, তা আমাদের নমুনাও তো স্বচক্ষে দেখেছেন। তা হলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমরাও নেহাত দুর্বল নই।"

বিলু বলল, "শর্মাজি! একটা কথা জেনে রাখুন, কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হোক তারও বিদ্ধ করবার ক্ষমতা থাকে।"

ভোম্বল বলল, "এখন বলুন, আপনার সেই গডফাদারটি কোথায়? আপনি আমাদের টার্গেট নন। আপনাকে মেরে অযথা হাতগন্ধও আমরা করতে চাই না। কিন্তু আপনাকে মোচড় দিয়েই আমরা ওঁর কাছে পৌঁছতে চাই। উনি এখন কোথায়?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শর্মাজি মৃদু একটু হেসে বললেন, "উনি এখন এখানেই আছেন। কিন্তু যেখানে আছেন সেখানে তোমরা কোনওরকমেই পৌঁছতে পারবে না।"

গান্ধারী এবার কঠিন গলায় বলল, "কেউ না পারুক আমি পারব। আমি ওঁকে নৃশংসভাবে খুন করে বদলা নিতে চাই।"

শর্মাজি বললেন, "আমি তোমাকে চিনি। তোমার ক্ষোভের কারণ আছে। কিন্তু তবুও বলছি, এইরকম জেদ মনের মধ্যে না রেখে ঘরে ফিরে যাও। এখানে শুধু বিন্ধ্যাচল নয়, হিমালয় পর্বতও আছে। প্রশাসনের অনেক কর্তাব্যক্তিও জড়িয়ে আছেন ওঁর সঙ্গে। তাই বলি, কোনওদিক থেকেই ওঁকে তোমরা কবজা করতে পারবে না।"

বাবলু তখন শর্মাজির হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে এল এক জায়গায়। তারপর বড়সড় একটি পাথরের ওপর ওঁকে বসতে বলে বলল, "শুনুন, শুধু বিন্ধ্যাচল নয়, প্রয়োজনে হিমালয়ও আমরা টপকাব। এখন কতকগুলো প্রশ্নের উত্তর আপনি আমাদের দিন।"

"কীরকম!"

"দীননাথ উপাধ্যায়ের কথা আপনার মনে আছে?"

"আছে বইকী।"

"ওঁর মৃত্যুটা কিন্তু অত্যন্ত রহস্যজনকভাবেই হয়েছিল।"

"জানি। খুন করা হয়েছিল ওঁকে।"

"কে করেছিল এই কাজ?"

"যমরাজন।"

"যমরাজন কে?"

"অন্ধ্রের লোক।"

"সে এখন কোথায়?"

"যমের দরবারে। কয়েক বছর আগে একটি পেট্রল পাম্পে আগুন দিতে গিয়ে নিজেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়।"

"যমেরও মৃত্যু হয়?"

"হয়।"

বিলু বলল, "এই ব্যাপারে আপনার কি মনে হয় লোকটা তার পাপের উপযুক্ত বেতন পেয়েছে?"

"অবশ্যই। দীননাথ উপাধ্যায়ের মতো সৎ ও ধার্মিক লোক তখনকার দিনে এই অঞ্চলে কেউ ছিল না বললেই চলে। ওঁর মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলাম।"

বাচ্চু বলল, "কিন্তু যমরাজন ওঁকে মারতে গেল কেন?"

"গডফাদারের নির্দেশে।"

বাবলু বলল, "কিন্তু গডফাদার এমন একটা নির্দেশ কেন দিয়েছিলেন?"

"তা ঠিক বলতে পারব না। কেন না সে অনেকদিনের ব্যাপার। তখন আমি সবে এদের দলে এসেছি। তবে শুনেছি কোনও একটা দুষ্প্রাপ্য কিছু ওঁর কাছে ছিল এবং সেটি ভয় দেখিয়ে আদায় করতে না পেরে।"

"ওঁকে খুন করার পর কি সে জিনিস ওঁর কাছ থেকে আদায় করা গিয়েছিল?"

"না। উনি বিপদের গন্ধ টের পেয়ে আগেভাগেই পাচার করে দিয়েছিলেন সেটা।"

বাবলু বলল, "এ পর্যন্ত আপনার বক্তব্য তো বেশ পরিষ্কার। এখন বলুন লালজি ভিমানির সঙ্গে বিন্ধ্যাচল রামের সম্পর্কটা ঠিক কীরকম ছিল।"

"লালজি ভিমানি ছিলেন বিন্ধ্যাচলের ডান হাত। এই অঞ্চলের মধ্যে বিন্ধ্যাচল রামের প্রভাব-প্রতিপত্তি আকাশছোঁয়া হলেও এলাকার বাইরে কিন্তু ওর খুব একটা দাপট নেই। উনি সম্পত্তি সংগ্রহে ব্যস্ত। বড় বড় ডাকাতি গুন্ডাগার্দি সবকিছুতেই সিদ্ধহস্ত উনি। প্রশাসনের তাবড়-তাবড় লোকেদের বলতে গেলে কিনেই রেখেছেন। এই তো কিছুদিন আগে রাজঘেরিয়া সাহেবের মেয়ের বিয়ে গেল, উনি পঞ্চাশ লাখ টাকা নগদ আর একশো ভরি সোনা পাঠিয়ে দিলেন। তার মানে ওঁকেও উনি কিনে নিলেন। কিন্তু লালজি ভিমানি এই পথে না গিয়ে নানারকম ধান্দাবাজির ব্যবসা করে ফুলে লাল হয়ে গেলেন। বিহারের লালগঞ্জ থেকে হাওড়া কলকাতা সর্বত্র ব্যবসার ঘাঁটি ওঁর। বড় বড় শহরে বেশ কয়েকটি সিনেমা হলও আছে। ভাগলপুর, মুঙ্গের, এমনকী কহলগাঁওতেও ওঁর বেশ শক্ত ঘাঁটি। তবে কিনা ইদানীং মহাবীর নাথ নামে এক দুর্দান্ত ব্যবসায়ী

এখানকার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে প্রশাসনের অনেক কর্তাব্যক্তিদের দিকে নজর দিয়ে ওঁদের দৌরাত্ম্য কমাতে পেরেছেন। এই মহাবীর নাথ এখন কহলগাঁও শের। ওঁর দাপটে এবং ভয়ে লালজি তো ইদানীং এই তল্লাটে আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শেষ এসেছিলেন সম্ভবত তোমাদের হাতে মরবার জন্য। ওঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে রামজি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। তোমাদের ভাগ্য ভাল যে, সেদিন যখন তোমরা ওঁর মুখোমুখি হয়েছিলে তখনও উনি জানতেনই না লালজির ব্যাপারে। যদি জানতেন, তা হলে তোমাদের দু'জনকেই জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতেন উনি। যাদের ওপর উনি হিংস্র হয়ে ওঠেন তাদের গায়ে উনি কেরোসিন অথবা পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে মারেন। মৃত্যুর যন্ত্রণায় তারা যখন ছটফট করে, আর্তনাদ করে, উনি তখন উল্লসিত হন।"

ভোম্বল আর থাকতে না পেরে বলল, "আর তুমি তখন কী করো চাঁদু, পটলচেরা চোখ মেলে সেই দৃশ্য দ্যাখো?"

শর্মাজি বললেন, "আমার আর কাজ কী বলো? দলে যখন আছি তখন দলের নির্দেশ মানতেই হয়। দেখতেও হয় সবকিছু।"

বিচ্ছু এতক্ষণে কথা বলল, "তা এমন একটি দলের হয়ে কাজকর্ম না করলেই কি চলত না? আপনার চেহারায় কিন্তু অপরাধ জগতের ছাপ নেই।"

শর্মাজি বললেন, "প্রথম প্রথম তো বুঝতে পারিনি। গাড়ির ড্রাইভার হিসেবে আমার যা পাওয়ার তার থেকে অনেক—অনেক বেশি পেতে পেতে রামজিকেই দেবতা মনে করি। ভাবতাম ইনিই বোধহয় সাক্ষাৎ রাম অবতার।"

বিলু বলল, "অনেক পরে বুঝলেন উনি একটি— হা- রাম অবতার। এই তো?"

"ঠিক তাই। তখন আর পালাবার পথ নেই।"

গান্ধারী উত্তেজিত হয়ে বলল, "পালাবার পথ কি এখনও আছে? এবার আপনি আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন।"

"কী জানতে চাও, বলো?"

"আমি জানতে চাই কয়েকজন পুণ্যার্থীর সঙ্গে আমার মা যেবার এইখানকার মন্দিরে এসেছিলেন পূজা দিতে, তখন কার নির্দেশে এবং কেনই বা তাঁকে অপরহণ করা হয়েছিল?"

শর্মাজি বললেন, "কঠিন প্রশ্ন। যখনকার কথা, তখন এই এলাকা ছিল আরও বনময়। এত জনসমাগমও ছিল না তখন এখানে। সেই সময় প্রায় বিশ-পঁচিশজনের একদল পুণ্যকামী রমণী এখানে এসেছিলেন বাবা বটেশ্বরনাথের পুজো দিতে। সকলেই ছিলেন সালঙ্কারা। তখন এখানকার এক প্রাগৈতিহাসিক গুহার অভ্যন্তরে দুষ্কৃতীদের একটি পাকাপোক্ত ঘাঁটি তৈরি হয়ে গেছে। তাদেরই লোলুপ দৃষ্টিতে পড়ে যান ওই রমণীরা। মন্দিরের দেবতা মন্দিরেই থাকেন। কিন্তু দানবরা সক্রিয় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁদের ওপর। চলতে থাকে অবাধে লুঠতরাজ। ওই সময় ঘটনাচক্রে রামজিকে নিয়ে আমি এখানে এসে পড়ি। তোমার মা এবং আরও কয়েকজন রামজির কাছে আসেন সাহায্য ভিক্ষায়। উনি ওঁদের কয়েকজনকে ওঁর গাড়িতে বসতে বলে দুষ্কৃতীচক্রের দিকে এগিয়ে যান। ওঁর মেকি ধমকের সুরে দুষ্কৃতীরা তখনকার মতো পালিয়ে যায় সেখান থেকে। অন্যান্য রমণীরাও যে যেদিকে পারেন পালিয়ে যান। ইতিমধ্যে গাড়িতে বসা রমণীরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন। তাঁরা বুঝতে পারেন তাঁদের এই রক্ষাকর্তার সঙ্গেই ডাকাতদলের ভাল যোগাযোগ আছে। তাই তারা আত্মরক্ষার তাগিদে পালাবার জন্য গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। ইতিমধ্যে ফিরে আসেন বিন্ধ্যাচল রাম। তোমার মা তখন ভয়ংকরী মূর্তিতে আক্রমণ করেন তাঁকে। পা থেকে জুতো খুলে কয়েক ঘা বসিয়ে দিতেই রামজির ক্রোধ বেড়ে যায়। অপমানিত রামজি তখন বদলা নিতে জোর করে টেনে নিয়ে আসেন তোমার মাকে। তারপর গাড়ির মধ্যেই ওঁর গলা টিপে শ্বাসরোধ করে খুন করেন। মৃতদেহটা আন্তিচকে তাঁর দলের লোকেদের হাতে তুলে দিলে তারা ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে দেয় খাদানের পাশে একটা ঝোপের ধারে। পরে থানা পুলিশ ইত্যাদি অনেক কিছুই হয়। কিন্তু কোনও প্রত্যক্ষদর্শী না থাকায় কারও বিরুদ্ধেই কোনও চার্জ গঠন করা যায়নি।"

গান্ধারী বলল, "সেদিন ওই গাড়ির চালক কি আপনি ছিলেন?"

"সেদিনও ছিলাম। এখনও আছি।"

"অর্থাৎ কি না এত পাপ দ্যাখার পরও আপনি এই পাপীদের সঙ্গ ছাড়তে পারেননি। এর ফল কিন্তু আপনাকে এখনই পেতে হবে। আপনার শাস্তি প্রাণদণ্ড নয়, অন্ধত্ব।" বলেই বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল শর্মাজির ওপর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সাপের ছোবল খেলে মানুষ যেভাবে চিৎকার করে ওঠে, ঠিক সেইভাবেই আর্তনাদ করে উঠলেন শর্মাজি। ওঁর দু'চোখের কোল বেয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়তে লাগল রক্তের ধারা।

হঠাৎই বাবলুর চোখ পড়ল পাহাড় জঙ্গলের একটু ঢালু অংশে ছোট্ট একটি একতলা বাড়ির দিকে। ওরা দেখল সেই বাড়ির ছাদ থেকে ওদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নজরদারি করছে সেই গালপোড়া লোকটা ও তার সঙ্গী দানব।

বাবলু সকলের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করে ধীরে ধীরে ওই দু'জনের মোকাবিলায় এগিয়ে চলল।

সকলের আগে পঞ্চু। তার পেছনে অন্য সকলে।

রাজু আর রিয়াং পেছনের দিকটায় নজর রাখতে লাগল। বাকিরা আশপাশে। একসময় ওরা সবাই এসে পৌঁছল সেই বাড়ির কাছে। বাড়িটা নবনির্মিত এবং অতি সুন্দর। বড়লোকের নিজস্ব রেস্ট হাউসের মতো বাড়ি। একপাশে লোহার রেলিং-ঘেরা বাগান। সেই বাগানে হরেকরকমের ফুল। একেবারে গঙ্গার ধারেই বাড়িটা। একটি ভটভটি লঞ্চও বাঁধা আছে সেখানে।

বাবলু বলল, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিন্ধ্যাচল রাম এখানেই আছেন। রাজু আর রিয়াং বাইরে থেকে আমাদের দিকে নজর রাখুক। অনু আর গান্ধারী বাচ্চু-বিচ্ছুকে নিয়ে আত্মগোপন করে থাকুক কাছাকাছিই কোনও গোপন স্থানে। বিলু আর ভোম্বলকে নিয়ে আমি ওর মোকাবিলা করি।"

বাবলুর কথায় ফোঁস করে উঠল গান্ধারী। বলল, "না, তা তুমি পারো না। বিন্ধ্যাচলের মোকাবিলার জন্যই আমি। একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ যেন ওঁর গায়ে হাত না দেয়। এতদিনে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।"

গান্ধারীর চোখের দিকে তাকিয়ে সকলেই হতবাক!

বাবলুও চমকে উঠল সেদিকে তাকিয়ে। গান্ধারীর দুটো চোখই যেন প্রতিশোধের হিংসায় ছুরির ফলার মতো চকচক করছে।

বাবলু বলল, "বেশ। তোমার আবেদন মঞ্জুর। তবুও এই মুহূর্তে তুমি আমাদের সঙ্গে ভেতরে যাবে না।"

গান্ধারী বলল, "কেন আমি কি আনফিট?"

এবার বিলু বলল, "কোনও ফিটনেসের ব্যাপার এখানে নেই। আমাদের দলের আর কোনও মেয়েও যাচ্ছে না। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে থাকলে বাবলুর কথা সব সময়ই মেনে চলতে হবে।"

গান্ধারী এবার কঠিন গলায় বলল, "আমার পক্ষে সবসময় তা মানা সম্ভব নয়। গুড বাই পাণ্ডব গোয়েন্দা। আমি তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। তোমাদের কোনও সাহায্যেরই আর দরকার হবে না আমার।"

বলেই কারও দিকে না তাকিয়ে আরও গভীর জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলল সে।

অনু, রিয়াং, বাচ্চু, বিচ্ছু সবাই ছুটল ওর দিকে। বলল, "গান্ধারী! শোনো, যেও না। এইভাবে নিজের বিপদ্ ডেকে এনো না, গান্ধারী!"

বাবলুও কঠিন গলায় বলল, "ওকে যেতে দাও। ও হয় মারবে, না হয় মরবে। ওর জন্য আমরা আমাদের কাজের অসুবিধে করব না।"

বাবলুর কথা অমান্য করতে সাহস পেল না কেউ। পঞ্চু বাবলুর চোখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে এগোতে গিয়েও এগোতে পারল না। সেও বোবা দৃষ্টি মেলে দূরের দিকে তাকিয়ে বাবলুকেই অনুসরণ করল।

এই বাড়ির ভেতরে ঢুকতে গেলে শক্ত মোটা লোহার একটা গেট পেরিয়ে প্রথমেই বাগানে ঢুকতে হবে। তারপরে বাড়ির দরজায়। অর্থাৎ কিনা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

বিলু বাবলুর দিকে একবার তাকাল। মৃদু হেসে বাবলু বলল, "দ্যাখাদেখির কিছু নেই। আমরা যে এখানে আসব বা এসেছি তা ওরা জানে। কেন না, ওরা এ-বাড়ির ছাদ থেকে অনেক আগেই লক্ষ করেছে আমাদের। আমরা এদিকে এসেছি তাও দেখেছে। এখন শুধু ওদের মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষা।

বাবলু আর বিলু কোনওদিকে না তাকিয়ে গেটটা টপকাল। তারপর বাগানে নেমে গেট খুলে দিতেই ছুটে ঢুকে এল পঞ্চু।

ওরা ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সেই গালপোড়া লোকটি ও তার সঙ্গী বেরিয়ে এল ঘরের দরজা খুলে তারপর বিস্মিত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কোনও কথা না বলে।

বাবলু ধীরে ধীরে গালপোড়াটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, "মালিক আছেন?"

সঙ্গী লোকটি একবার বাবলুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, "অন্দর আইয়ে।"

বাবলু, বিলু দু'জনেই নির্ভয়ে ঢুকে গেল ভেতরে। ওদের সঙ্গে পঞ্চুও ঢুকল। কেউ ওদের প্রবেশাধিকারে কোনও বাধা সৃষ্টি করল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছোট্ট একটি সাজানোগোছানো ঘরের মধ্যে সোফায় গিয়ে বসল ওরা।

গালপোড়াটা এগিয়ে এসে ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, "এনি কোল্ড ড্রিংকস?"

বাবলু বলল, "নো থ্যাঙ্কস।" তারপর বলল, "আমরা একটু মালিকের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

অপরজন বলল, "কিনোনে ভেজা?"

বাবলু বলল, "কে আবার পাঠাবে? আমরা নিজেরাই এসেছি।"

লোকটি ভেতরে চলে গেল। একটু পরেই ওর সঙ্গে যিনি এলেন তাঁকে দেখে শুধু বিস্মিত নয়, হতাশও হল ওরা।

ভয়ংকর চেহারার একজন দুর্ধর্ষ লোক। সাপের চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বতাইয়ে।"

বিস্মিত বাবলু বলল, "আপ! মানে আপনি...?"

"হ্যাঁ আমিই। এই গেস্ট হাউসে আমি থাকব না তো কি তোমরা থাকবে? এমন দিনদুপুরে কেন তোমরা আমাকে ডিসটার্ব করতে এসেছ?"

বাবলু এবার একটু গম্ভীর স্বরে জবাব দিল, "তার কারণ আছে বলে তাই। এখন আমরা আপনার পরিচয় পেলেই খুশি হয়ে চলে যাবে।"

"আমার নাম এইচ এল সিক্কা। সবাই আমাকে সিক্কা বলেই জানে। আমি একজন বিজনেসম্যান। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আমার কোনও বিজনেসের ব্যাপার থাকতে পারে না।"

বাবলু বলল, "কে বলে পারে না? আপনার বিজনেসের ধরনটা আমাদের মনের মতো হলে নিশ্চয়ই পারে। আমরা আপনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব বলেই তো নিজের থেকে এখানে এসেছি।"

সিক্কা হো হো করে হেসে বললেন, "হাউ ফানি। আউর কুছ?"

"হ্যাঁ, আরও কিছু আছে বইকী। আপনার লোকেরা আমাদের দিকে একটু বেশি নজর দিচ্ছে। তাই সে ব্যাপারেও আপনাকে আমরা সাবধান করে দিতে এসেছি।'

বোমার মতো ফেটে পড়লেন সিক্কা, "আমাকে তোমরা সাবধান করতে এসেছ? ওয়ার্নিং! আমি কে তা জানো? যদি জানতে তা হলে এই কথা বলার মতো দুঃসাহস তোমাদের হত না।"

বাবলু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "কে আপনি! আর পাঁচজন মামুলি আদমির মতোই আপনিও একজন। তবে কিনা অন্যদের চেহারা মানুষের মতো। আপনি...।"

"আমি! আমি কী?" বলেই সিক্কা ওঁর ড্রয়ারের ভেতর থেকে একটি রিভলভার বের করে বললেন, "এই জিনিসটার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় আছে?"

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে গোপন স্থান থেকে ওর পিস্তলটিও বের করে বলল, "এই জিনিস যখন আমিও সবসময় বয়ে বেড়াই তখন নিশ্চয়ই ওটার ব্যাপারেও কিছু একটা ধারণা আছে আমাদের।"

বাবলুর হাতে পিস্তল দেখে চোখ কপালে উঠে গেল সিক্কার। বলল, "স্ট্রেঞ্জ! ইউ আর মোস্ট ডেঞ্জারাস বয়।"

বাবলু বলল, "এবার বলুন আমরা আপনার বিজনেস পার্টনার হতে পারি কিনা?"

"নো। নেভার। তার কারণ আমার কিছু সিক্রেসি আছে। আমি কিন্তু যা-তা লোক নই। ইন্টারন্যাশনাল গ্যাং-এর আমি হচ্ছি ম্যান অব দ্য গ্যাং। আমার এই রিভলভারের নলে আমি দিল্লি মুম্বই প্রভৃতি বড় বড় শহরের অনেক কোটিপতি শিল্পপতিদের জীবনদীপ নিভিয়ে দিয়েছি। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে পুলিশ। যেসব পুলিশ অফিসার আমার বাধ্য হয়নি তাদের আমি এমনভাবে ব্ল্যাকমেল করেছি যে, তারা হয় আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করেছে নয়তো মিথ্যে মামলায় ফেঁসে গিয়ে চাকরি খুইয়ে হাজতবাস করছে।"

বাবলু বলল, "বলেন কী!"

"আমি এক-একজন কোটিপতি শিল্পপতির কাছে এমন এক বিশাল অঙ্কের টাকা দাবি করি যে, তারা বাধ্য হয় পুলিশের সাহায্য নিতে। যেসব পুলিশ অফিসার আমার রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করে ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায় আমি সেইসব পুলিশ অফিসারের বুলেট চুরি করে ওই ধনীদের প্রাণহানি ঘটাই। পোস্টমর্টেমের সময় গোয়েন্দা তদন্তে যখন প্রমাণ হয় ওই প্রাণঘাতী বুলেট পুলিশেরই, তখন অবস্থাটা কী এবং কেমন হয় একবার ভেবে দ্যাখো। নিরপরাধ সরকারি কর্মচারী চাকরি খুইয়ে জেলের ঘানি টানে আর আমি ফাইভ স্টার হোটেলে বসে মজা করি। আমার কাজই হল মানুষ খুন করা আর পুলিশকে ব্ল্যাকমেল করা। আমার মতো ক্রিমিনাল আর কয়েকজন যদি এদেশে জন্মাত তা হলে সব পুলিশকে জেলে ঢুকিয়ে আমরাই চারদিকে দাপিয়ে বেড়াতাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "থ্যাঙ্ক গড। থ্যাঙ্কস মি. সিক্কা। যাই হোক, এইবারই আপনি আপনার উচিত শিক্ষা পাবেন।"

"ক্যা বোলা?"

"বলছি দিল্লি মুম্বইয়ের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আপনি এখানে কীভাবে এলেন?"

"কেন? দিল্লি থেকে প্লেনে পটনায় এসেছি। পটনা থেকে এসেছি এখানে। আমি রাজঘেরিয়া সাহেবের গেস্ট আছি। এইখানকার এই গেস্ট হাউস শুধুমাত্র আমারই জন্যে তৈরি হয়েছে।"

"তার মানে আপনি বিন্ধ্যাচল রামেরও গেস্ট।" সিক্কা চোখ বড় বড় করে বললেন, "তুমহে ক্যায়সে মালুম?"

বাবলু হেসে বলল, "আমরা ওই শয়তানটারই খোঁজে এসেছিলাম। মাঝখান থেকে আর-এক শয়তানকে পেয়ে গেলাম।"

সিক্কা চিৎকার করে উঠলেন, "আমি শয়তান?"

বিলু আর থাকতে না পেরে বলল, "না। তুমি ভগবানের কল্কি অবতার।"

"হোয়াট?" বলেই রিভলবার উদ্যত করে বললেন, "আই হেট ইউ। ইউ উইল ডাই।"

ততক্ষণে বিলুর একটি ঘুষি সিক্কার নাকের ওপর পড়তে যাচ্ছিল। বাবলু সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলল ওকে। বলল, "এ কী! মি. সিক্কা আমাদের বিজনেস পার্টনার। এইসব কথাবার্তা বলার সময় উত্তেজনা একটু হয়েই থাকে। তাই বলে কি এমন ব্যবহার করতে হয়? আর সত্যিই যদি সেরকম পরিস্থিতি তৈরি হয় তা হলে গুলির জবাব গুলিতেই হবে। এভাবে নয়।" বলে সিক্কাকে বলল, "মি. সিক্কা, সিট ডাউন প্লিজ।"

সিক্কা আশ্বস্ত হয়ে বসলে বাবলু মৃদু হেসে বলল, "মি. সিক্কা, আপনি হয়তো জানেন না আপনি এখন ঘুঘুর ফাঁদে পড়ে গেছেন। নাউ ইউ আর ইন গ্রেট ডেঞ্জার।"

চমকে উঠলেন সিক্কা, বললেন, "নো নো। ইউ আর রং।"

"উই আর রাইট। আপনি যে কাজের জন্য এখানে এসেছেন সেই কাজ সেবে আপনি কখনওই এখান থেকে ফিরে যেতে পারবেন না।"

"কিন্তু এর আগে আমি যতবার এসেছি ততবারই ফিরে গেছি।"

"এবারে আর পারবেন না। তার কারণ এদের খেলা এখন শেষ পর্যায়ে। একটু আগে এদেরই দলের একজনকে এরা গুপ্তঘাতক দিয়ে মেরেছে। মাথাটা এমনভাবে গুঁড়িয়ে দিয়েছে যে, তাকে হয়তো আর বাঁচানো যাবে না। বিন্ধ্যাচল রাম ওঁর গোপন ঘাঁটি জেনে ফেলার অপরাধে ওঁরই এতদিনের বিশ্বস্ত ড্রাইভার শর্মাজির চোখ অন্ধ করে দিয়েছে। বিশ্বাস না হলে আমাদের সঙ্গে গিয়ে দেখে আসতে পারেন। অথবা আপনার সঙ্গী দু'জনের কাউকে পাঠাতে পারেন। এখন ওই রাজঘেরিয়াই বলুন আর বিন্ধ্যাচল রামই বলুন, দু'জনেই আপনার শত্রু। অথবা বিন্ধ্যাচল রাম আপনাদের দু'জনকেই ফাঁসাতে চান।"

সিক্কা এবার শিরদাঁড়া টান করে বসলেন। তারপর বললেন, "কিন্তু এতসব কথা তোমরা জানতে পারলে কী করে?"

"তা হলে শুনুন, আমরা মোটেই ভাল ছেলে নই। আমাদের দলে ছেলে ছাড়াও মেয়ে আছে কয়েকজন। সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে এদের দলে আমরা ইনফরমারের কাজ করি। এই করতে গিয়ে এদের গোপন ঘাঁটির ব্যাপারে আমরা জেনে গেছি অনেক কিছু। বৈশালী আর বিক্রমশীলা থেকে পাওয়া দুষ্প্রাপ্য মূর্তিসহ প্রায় দশ সহস্র বৌদ্ধযুগের স্বর্ণমুদ্রা এরা স্টোর করে রেখেছে। তার কিছু বিদেশে পাচার করেছে, কিছু এখনও একটি গুহার মধ্যে মজুত। যাই হোক, আমরা ওদের ঘাঁটি জেনে ফেলায় ওরা এখন আমাদেরকেও হত্যার পরিকল্পনা করেছে। আর সেটা জানতে পেরেই আমরাও বিন্ধ্যাচল বধের পরিকল্পনা করি। আপনার ব্যাপারে অবশ্য আমরা জেনেছি শর্মাজির মুখে। আপনি তো আমাদের শত্রু নন, তাই আপনার সঙ্গে আমাদের কোনও দুশমনি নেই। এখন আসুন আপনার সঙ্গে একজোট হয়ে আমরা আমাদের শত্রুর মোকাবিলা করি।"

সিক্কা এবার হিংস্র বাঘের মতো ঘরের মধ্যে দু'-একবার পায়চারি করে বললেন, "তা হলে তোমরাও জেনে রাখো, আমার এখানে বিন্ধ্যাচলের যে দু'জনকে তোমরা দেখেছ এরা কিন্তু আমারই স্পাই। বিন্ধ্যাচল যে ওর জাল গুটিয়ে নিতে চলেছে সে-খবর ওরা আগেই আমাকে দিয়েছে। কিন্তু তোমরা আমাকে যা বললে সে-ব্যাপারে ওরা কিন্তু কিছুই বলেনি।"

"তা হলেই বুঝুন কী রকম স্পাই ওরা।"

সিক্কা একটু চুপ করে থেকে বললেন, "ওদের ওই স্টোররুমটা তোমরা আমাকে চিনিয়ে দিতে পারো?

আমি আর ডি এক্স দিয়ে রিমোটের সাহায্যে উড়িয়ে দেব সবকিছু। অবশ্যই ওইখানকার স্বর্ণমুদ্রাগুলো হস্তগত করে।"

বাবলু বলল, "এইরকম কাজই আমরা পছন্দ করি। তবে একটা কথা, এই লোকরা আবার আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো?"

"না। তা করবে না। কেন না, রাজঘেরিয়া সাহেব একজন দারুণ প্রভাবশালী মানুষ। এখানকার প্রশাসনের মাথা। ওরা তাঁকে খুব ভয় পায়।"

বাবলু বলল, "তবু সতর্ক থাকবেন। তা আমি বলি কী, আর ডি এক্স-এর ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন। আমরা আপনাকে ওই রত্নগুহার পথ চিনিয়ে দেব। আপনি আমাদের হাতে রিমোটটা তুলে দিয়ে বিস্ফোরক নিয়ে গুহার ভেতর ঢুকে যাবেন। তারপর এই দু'জনের সাহায্য নিয়ে ভেতরে ঢুকে আসল জায়গাটা চিনে বেরিয়ে এলেই রিমোটে চাপ দেব আমরা।"

সিক্কা ধুরন্ধরের হাসি হেসে বললেন, "আমি কি একটা ব্লাডি ফুল আছি? আমি আমার সঙ্গী দু'জনকে নিয়ে গুহার ভেতরে ঢোকার পরই তোমরা যে রিমোটে চাপ দেবে না তা কে বলতে পারে?"

বাবলু বলল, "এইরকম ধারণা অবশ্যই আপনি করতে পারেন। কিন্তু সিক্কা সাহেব, তা যদি করি, তা হলে ওই রত্নভাণ্ডার ওই গুহার ধ্বংসস্তূপে কোথায় কোনখানে কীভাবে আছে তা কি আমরা জানতে পারব?"

সিক্কা একবার বাবলুর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ঠিক। কিন্তু ওই রত্নগুহার ভেতরে আমি ঢুকব কী করে?"

"রত্নগুহার পথ আমরা আপনাকে চিনিয়ে দেব। আপনি বিন্ধ্যাচলের এই লোকদের নিয়ে কৌশলে ভেতরে ঢুকবেন। ব্যাপারটা সহজসাধ্য নয়। অথবা আপনি বাইরে পাহারা দেবেন, আমরা ভেতরে ঢুকব।"

"না। ভেতরে ঢুকব আমি। আর ডি এক্স থাকবে আমার দুই সঙ্গীর কাছে। রিমোট কন্ট্রোল করব আমি। তোমরা বরং বাইরে থেকে আমাদের দিকে নজর রাখবে।"

সিক্কা এবার গম্ভীর গলায় ডাকলেন, "মঞ্জু!"

গালপোড়া লোকটি ভেতরে এল।

"রেনোকে ডাকো একবার।"

গালপোড়া সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘটোৎকচের মতো লোকটিকে ভেতরে নিয়ে এল।

সিক্কা বললেন, "বিন্ধ্যাচলের স্ট্রং-রুমে কত জিনিস জমানো আছে?"

"তা পাহাড়প্রমাণ। রেলে ডাকাতি, ব্যাঙ্ক ডাকাতির বিপুল সম্পদ।"

"আমি এবারে কিছু জিনিস কেনাকাটা করলে ওই স্ট্রং-রুমে ঢুকে দেখেশুনেই কিনতে চাই।"

ওরা দু'জনেই দু'জনের মুখের দিকে তাকাল।

মি. সিক্কা বললেন, "তার মানে ওই আসল জায়গাটা তোমরাও আমাকে চেনাতে চাও না।"

গালপোড়া লোকটির নাম মঞ্জু। বলল, "আমরা বিন্ধ্যাচলের লোক হলেও ওই গুহায় ঢোকবার অধিকার আমাদেরও নেই। একমাত্র রাজঘেরিয়া সাহেব ছাড়া কোনও গেস্টই ওর ভেতরে ঢোকবার প্রবেশাধিকার পায় না!"

"কিন্তু আমি ঢুকব। আমার কাছে খবর আছে বিন্ধ্যাচল আমাকে খুনের পরিকল্পনা করেছে।"

"এমন খবর আমাদের কাছে নেই। তবে সত্যিও হতে পারে।" বলে বাবলু বিলুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বলল, "আপনি কি এদের মুখ থেকে খবর পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে পাকা খবর। এরা অনেক খবরই রাখে।"

"বিন্ধ্যাচল এদেরকে মারবার চেষ্টা করছে।"

"জানি।"

"বিন্ধ্যাচল একটু আগে ওর দলের দু'জনকে নাকি মেরেছে।"

"পাকা খবর। একজনের মাথায় ভারী পাথর ঠুকে। আর-একজনের চোখের অবস্থা খারাপ করে। তবে শেষের জন মরেনি।"

সিক্কা বললেন, "আজই ওদের খেলা শেষ করছি। আমার মনে হয় রাজঘেরিয়াও ওর সঙ্গে এই খুনের খেলায় যুক্ত। ওদের দু'জনকেই ব্ল্যাকমেল করব আমি। রিমোটটাকে কন্ট্রোলে আনো। তারপর আমার কাজ আমাকে করতে দাও। বিনা রক্তপাতে ওদের সব ক'টাকে কীভাবে ঘায়েল করি তাই শুধু দ্যাখো।" বলে উঠে দাঁড়িয়ে বাবলুদের একটু অপেক্ষা করতে বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আর ঠিক তখনই কী যেন একটা দেখে উশখুশ করতে লাগল পঞ্চু।

বাবলু বিলুরও নজরে পড়ল সেটা। দেখল রেকর্ড করার একটা মিনি যন্ত্র অত্যন্ত সুকৌশলে ফিট করা আছে একটি ফুলদানির মধ্যে।

বিলু বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাবলু ইশারায় চুপ করতে বলল ওকে। চাপা গলায় বলল, "কোনও কথা নয়, তা হলে আমাদের কথাগুলোও রেকর্ড হয়ে যাবে।"

বিলুও চাপা গলায় বলল, "আমরা তো এতসব মিথ্যে করে বানিয়ে বললাম কিন্তু এখানে এই টেপ রাখার মানে নিশ্চয়ই আমাদের আলোচনা ধরে রাখার জন্য নয়। ভেতরে-ভেতবে এরা বোধহয় সত্যিসত্যিই মি. সিক্কাকে কোনও না কোনওভাবে ফাঁসাবার চেষ্টা করছে।"

"অর্থাৎ এই মঞ্জু আর রেনোও স্পাই সেজে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। বোঝাই যাচ্ছে এরা আসলে বিন্ধ্যাচলের হয়েই কাজ করছে এখনও। তার চেয়েও বড় কথা, এদের আচরণও রহস্যময়। না হলে বিনা বাধায় আমাদের এখানে ঢুকতেই বা দিল কেন?"

"আরও আশ্চর্য! ওই ঘটোৎকচের মৃত্যুর ব্যাপারটা ওরা জানে। কীভাবে মৃত্যু হয়েছে তাও জানে। এমনকী, শর্মাজির অন্ধ হওয়ার ব্যাপারটাও অজানা নয় ওদের। তার মানে এসব যে আমাদের দ্বারা হয়েছে তাও তো জানে ওরা।"

ওদের কথা শেষ হতেই সিক্কা এসে ঘরে ঢুকলেন।

মঞ্জু আর রেনো খুব ব্যস্ততার সঙ্গে কোথায় যেন চলে গেল।

সিক্কা বললেন, "তোমরা আমাকে কখন ওই গুহার কাছে নিয়ে যাবে?"

বাবলু বলল, "দিনের আলোয় নিশ্চয়ই নয়। রাতের অন্ধকারেই যাব আমরা।" বলেই বলল, "আমি একবার একটু আপনার বাথরুমে যেতে চাই।"

"বেশ তো যাও না।"

বাবলুর ছল বিলু বোঝে। তাই নানা কথার অবতারণা করল সিক্কার সঙ্গে। আর সেই সুযোগে উঠে গেল বাবলু। অবশ্যই পঞ্চুও গেল সঙ্গে।

দরজার পাশেই ছোট বক্স রেডিয়োর মতো যন্ত্রটা দেওয়ালের হুকে লাগানো ছিল। বাবলু সেটাকে সংযোগমুক্ত করে পঞ্চুকে দিতেই পঞ্চু চোখের পলকে হাওয়া।

এবার বাবলু এলে সিক্কা বললেন, "ওই কথাই রইল তা হলে। একটু পবেই রাজঘেরিয়া সাহেব আসবেন এখানে। তার আগেই তোমাদের চলে যাওয়া উচিত।"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। আমরাও যাওয়ার জন্যই তৈরি। এখন তা হলে আসি? আবার আসব রাত দশটায়।"

বাবলু বিলু বাইরে আসতেই পঞ্চু জিনিসটা মুখে নিয়ে ছুটে এল ওদের কাছে।

বাবলু সেটা হাতে নিতেই বিলু বলল, "কী করে ম্যানেজ করলি রে ওটা?"

"দরজার পাশেই দেওয়ালের গায়ে কায়দা করে আটকানো ছিল ওটা। দেখেই পঞ্চুকে দিয়েছি।"

"ওটা তোর পকেটে নেওয়া উচিত ছিল।"

"ইচ্ছে করেই নিইনি। পঞ্চুর কাছে থাকলে এটা যতটা নিরাপদে থাকবে আমাদের কাছে কিন্তু থাকবে না। ধর, এই মুহূর্তেই যদি আমরা আক্রান্ত হই?" বাবলুর কথা শেষ হতে-না-হতেই দেখল গালপোড়া মঞ্জু দ্রুত ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। বাবলু একটুও দেরি না করে ওটা পঞ্চুকে দিতেই পঞ্চু চোখের পলকে হাওয়া।

মঞ্জু ওদের একেবারে খুব কাছে এসে বলল, "ওটা কেন নিয়ে এলে? ওটা তোমাদের কোনও কাজে লাগবে না। দাও, ফিরিয়ে দাও ওটা।"

বাবলু বলল, "যদি না দিই?"

"তা হলে পরে কিন্তু অনুশোচনা করতে হবে। আশা করি আমরা যেমন অবাধে তোমাদের ঘরে ঢুকতে দিয়েছিলাম তোমরাও তেমনই বিনা চালাকিতে ওটা আমাদের ফিরিয়ে দেবে।"

বাবলু একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মঞ্জুর চোখের দিকে। রেনোকেও দেখল। দু'জনেরই চোখের গভীরে মনে হল অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। তবে আশ্চর্য এই, ওরা শুধু মুখের কথাই বলল। কোনওরকম ভীতি প্রদর্শন করল না, বা আক্রমণের হুমকি দিল না।

রেনো বলল, "সিক্কার সঙ্গে তোমাদের যা কথাবার্তা হয়েছে তার সবই আমরা রেকর্ড করে নিয়েছি। তোমরা একটির-পর-একটি গুলতাপ্পি মেরেছ আর উনিও তোমাদের অতি তুচ্ছ জ্ঞান করে ওঁর গোপনীয়তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লিক করে ফেলেছেন। এতে আমাদের দারুণ উপকার হয়েছে। ওঁর ওই স্বীকারোক্তির জন্যই ওই টেপটা আমাদের প্রয়োজন।"

বাবলু বুঝতে পারল জল এখানে রীতিমতো ঘোলাটে। তবু ওদের সন্তুষ্ট করতেই পঞ্চুকে ডাকল, "পঞ্চু!"

বাবলুর ডাকে ছুটে এল পঞ্চু। তারপর বাবলুর হাতে জিনিসটা দিতেই ও সেটা ফিরিয়ে দিল ওদের হাতে।

মঞ্জুই হাত পেতে নিল সেটা। তারপর বলল, "তোমরা এগোতে থাকো। আমরা তোমাদের পেছনে আছি।"

বাবলু বলল, "তার মানে?"

"বিন্ধ্যাচলের ওই ঘটোৎকচকে তোমাদেরই একজন শেষ করেছে জেনেও আমরা নীরব ছিলাম।"

"আপনারা জানতেন?"

"শর্মাজির চোখের ক্ষতি করেছে তোমাদেরই দলের একটি মেয়ে, ঠিক কিনা?"

"এও তো জানেন দেখছি।"

"প্রথম আক্রমণের সময় আমরা ঘটনাস্থলের কাছাকাছিই ছিলাম। আর দ্বিতীয় ঘটনা যা হল তা আমরা ছাদ থেকেই দেখেছি। শুধু দেখা নয়, তোমরা যাতে আমাদের দেখতে পাও তাই তোমাদের নজরে আসার জন্য আমরা ইচ্ছে করেই দাঁড়িয়ে ছিলাম ছাদে।"

বাবলু বলল, "আপনারা কারা?"

"আমরা আমরাই।"

"আপনাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে আমরা আপনাদের যা ভেবেছিলাম তা নয়। অর্থাৎ আপনারা আমাদের বন্ধুলোক।"

মঞ্জু আর রেনো দু'জনেই হাত মেলাল বাবলুর সঙ্গে।

মঞ্জু বলল, "তা হলে শোনো, বিন্ধ্যাচলের চ্যাপ্টার এখন ক্লোজড হওয়ার মুখে। একটু একটু করে জাল আমরা অনেকটাই গুটিয়ে এনেছি।"

"কিন্তু আপনারা তো বিন্ধ্যাচলেরই লোক?"

"তাতে কী? আমরা সিক্কার হয়েও কাজ করি। সকলের হয়ে কাজ করাই তো আমাদের কাজ। তবে একজনকেই আমরা গুরু বলে মানি। তাঁর সঙ্গে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করি না।"

"কে তিনি?"

"মহাবীর নাথ। ওঁরই নির্দেশে তোমাদের দিকে নজরদারি করতে গিয়ে তোমাদেরই এক বন্ধুর চোখে পড়ে যাই আমরা। লজের লোকজন আমাদের চিনত। তবু না চেনার ভান করে তাড়িয়ে দেয় আমাদের। আমাদের মানে শুধু আমাকে। রেনোটা অবশ্য ছিল না তখন সঙ্গে। তা সে যাই হোক, তোমরা সুকৌশলে তোমাদের কাজ করে যাও। আমরাও আমাদের কাজ করি।"

"আপনাদের কাজটা কী?"

"মহাবীর নাথের নির্দেশেই কাজ করছি আমরা। আমাদের কাজ হল এই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ করে ওদের ফাঁসানো।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, একটু আগে আমরা দূর থেকে একটা গুহা দেখতে পাই। সেখানে কিছু সশস্ত্র ডাকাতও চোখে পড়ে। ওরা কি...?"

"ওরা ওই লায়ন্‌স কেভের রক্ষী। মোট বারোজন আছে ওখানে।"

"লায়ন্‌স কেভ! সিংহ থাকত নাকি ওখানে?"

"শোনা যায়।"

"বিহারের পার্বত্যগুহায় সিংহ! অসম্ভব ব্যাপার!"

মঞ্জু হেসে বলল, "এখন বিহার। কিন্তু যে সময়ের প্রবাদ, তখন তো এ-দেশ বাংলাতেই ছিল। শুধু এখানে নয়, শুনলে অবাক হবে তোমাদের সুন্দরবনেও সিংহ ছিল একদিন। তা সে যাই হোক, ওই গুহার ধারেকাছেও কি যেতে পেরেছিলে তোমরা?"

"না। চেষ্টা করিনি। তবে কিনা রাতের অন্ধকারে ওখানে আমরা হানা দেব।"

"দিয়ে তোমাদের লাভ?"

"লাভ-লোকসানের হিসেবটা এখনও পর্যন্ত করিনি। তবে কিনা বিন্ধ্যাচলকে হত্যা অথবা বন্দি করাই আমাদের উদ্দেশ্য।"

"হত্যা করলে ঝামেলাই চুকে যায়। কিন্তু বন্দি করলে রাখবে কোথায় ওকে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"ওঁর ব্যবস্থা করবেন মহাবীর নাথ। সর্বাগ্রে তাঁকে খবর পাঠাব আমরা।"

মঞ্জু বলল, "শোনো তা হলে, বিন্ধ্যাচলের মোকাবিলা করা অতটা সোজা নয়। ওই যে গুহাটা দেখছ ওই গুহার ভেতরের পথঘাট এমনই সর্পিল ও সংকীর্ণ যে, সেখানে পৌঁছনো খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। সবচেয়ে বড় কথা, যে অংশে ডাকাতির ধনরত্ন গচ্ছিত আছে সেখানে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তার এমনভাবে ফিট করা আছে যে, না জেনে হাত দিলেই যাচ্ছেতাই ব্যাপার একটা ঘটে যাবে।"

বাবলু বলল, "বলেন কী! তা হলে?"

"তা হলেই বোঝো!"

"বিন্ধ্যাচল এখন কোথায়?"

"ওই গুহার মধ্যেই আছেন। রাজঘেরিয়াসাহেবেব সঙ্গে ওঁর একটা বোঝাপড়া চলছে এখন।"

"কীসের বোঝাপডা?"

"ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে। রাজঘেরিয়াসাহেব এখন হয়তো ওই জিনিসের দরদাম করতে সিক্কার কাছে এসে গেছেন। আদানপ্রদান যা হওয়ার তা হবে মোটা টাকার বিনিময়ে রাতের অন্ধকারে।"

বাবলু বলল, "অশেষ ধন্যবাদ।"

মঞ্জু বলল, "শুধু ধন্যবাদে হবে না। আমাদের সঙ্গেও হাত মিলিয়ে কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ বলুন?"

"কাজটা হল, যেভাবেই হোক রক্ষীদের নজর এড়িয়ে ওই গুহার ভেতরে তোমাদেব যে-কোনও একজনকে ঢুকতে হবে।"

"তারপর?"

"তারপবের কাজটা আমরা কবব।"

"বুঝেছি রিমোটের ব্যাপারটা।"

"ঠিক তাই। বিস্ফোবক তোমাদেরই কেউ গিয়ে ভেতবে ঢুকিয়ে দিয়ে আসবে।"

বাবলু বলল, "আচ্ছা, এই চিন্তাভাবনাটা একটু অন্যভাবে কবলে হয় না? অর্থাৎ শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করে যদি আমরা গুহাটার দখল নিতে পারি?"

"পারব না। কারণ মি. রাজঘেরিয়া এখানকার প্রশাসনের একজন পদস্থ মানুষ। পুরোটাই তখন ওঁরই কবজায় চলে যাবে। এখনও উনি বিন্ধ্যাচলের সঙ্গে দোস্তি রেখেছেন এই কারণে যে, ওকে ভাঙিয়ে উনি বিত্তবান হচ্ছেন বলে। বিন্ধ্যাচলের ওই বিশাল রত্নভাণ্ডার সম্বন্ধে এখনও কিন্তু ওঁর তেমন কোনও ধারণাই নেই। থাকলে কবেই ওঁকে শেষ করে দিতেন।"

বাবলু বলল, "এই ব্যাপারে আজ দুপুবের মধ্যেই আমবা একটা সিদ্ধান্তে আসছি। ওদিকে সিক্কার ব্যাপারে আপনারা কী ব্যবস্থা নেবেন?"

"উনি এখান থেকে আর ফিরে যেতে পারবেন না। ওঁকে ফাঁদে ফেলে পুলিশের হাতেই তুলে দেব। এ-কাজটা মহাবীরজিই করে দেবেন। আমরা নিয়মিত ফোনে যোগাযোগ রাখছি ওঁর সঙ্গে।"

বাবলু বলল, "ঠিক আছে। আমরা তা হলে এখন বিদায় নিই। সন্ধের পর আমরা আবার যোগাযোগ করব আপনাদের সঙ্গে।" তারপর কী ভেবে যেন বলল, "আচ্ছা, আমাদের জরুরি কোনও প্রয়োজনে একটা মোটরবাইকের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন কি?"

মঞ্জু বলল, "কখন চাই?"

"ধরুন এক-দেড় ঘণ্টা পরে।"

মঞ্জু সঙ্গে সঙ্গে রাজি। বলল, "এখানে আসার সময় গঙ্গার ধারে যে আশ্রমটা দেখলে ওই আশ্রমে ভগীরথ নামে একজন আছে। তোমরা গিয়ে আমার নাম করলেই দিয়ে দেবে ও। আমাদের বলা থাকবে।"

মঞ্জু আর রেনো আশ্রমের দিকে অগ্রসর হলে ওরা এসে ওদের দলের সঙ্গে মিশল। একমাত্র গান্ধারী ছাড়া সবাই আছে সেখানে।

বাবলু বলল, "গান্ধারীর কোনও খবর নেই?"

বাচ্চু বলল, "না।"

বিচ্ছু বলল, "ওকে ওইভাবে না যেতে দিলেই হত। আসলে মেয়েটা বড় সেন্টিমেন্টাল।"

অনু বলল, "যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। এখন এক কাজ করো, মেয়েটার ব্যাপারে দু'-একজন একটু এদিক-ওদিক করি এসো।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রিয়াং বলল, "খোঁজখবর একটু নিতেই হবে। না হলে ওইসব ডাকাতদের খপ্পরে যদি পড়ে যায় ও, তো কী যে হবে ওর তা কে জানে?"

বাবলু বলল, "হ্যাঁ। ওর ব্যাপারেও দায়িত্ব একটু এসে গেল। তবে এখন কিন্তু আমাদের অনেকেরই অনেক কাজ। আগে আমরা ঘরে যাই চলো। তারপর আলোচনার মাধ্যমে যা করবার তা করব।"

রাজু বলল, "আমি কি ওর খোঁজে যাব একবার?"

"এখনই নয়। আগে ঘরে চলো।"

ওরা বনপথ ধরে পাহাড়ের উচ্চস্থানে ওদের সেই ঘরে এসে জুটল। তখন ভরা দুপুর। সারাদিনের পরিশ্রমে সবাই তখন ক্লান্ত।

॥ ১৮ ॥

অনেকক্ষণ ওরা স্থির হয়ে বসে রইল ঘরের মধ্যে। একদিকে মেয়েরা। অন্যদিকে ছেলেরা। সকলের মাঝে পঞ্চু। সেও কি এই অভিযানের ব্যাপারে আর সকলের মতো ভাবছে? কে জানে?

বাবলু একবার সকলের মুখের দিকে চোখের দিকে তাকিয়ে কারও সঙ্গে কোনও কথা না বলে বর্তমান পরিস্থিতির ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে লাগল। এখন এই মুহূর্তে বিন্ধ্যাচলই ওদের প্রথম বাধা নয়। কোনওরকমে বিন্ধ্যাচলের মোকাবিলা করলেও দুর্দান্ত সিক্কা ওদের আর এক সমস্যা। তার চেয়েও জটিল হলেন রাজঘেরিয়াসাহেব। কেন না এখানকার প্রশাসন তাঁর হাতেই। শুধু তাই নয়, বিন্ধ্যাচলের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক যদি জোটের মধ্যেই থাকে তা হলে বিন্ধ্যাচলের গায়ে হাত পড়া মানেই কেলেঙ্কারির একটা চরম অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া।

বিলু বলল, "এমন চুপচাপ হয়ে গেলি কেন বাবলু, কিছু একটা বল?"

বাবলু হঠাৎই জেগে উঠল যেন। বলল, "একটাই ফাঁদ পাতা যেতে পারে ওদের জন্য।"

"কীরকম শুনি?"

বাবলু কী যেন বলল ফিসফিস করে। শুনেই লাফিয়ে উঠল বিলু। বলল, "বিনা যুদ্ধে কাজ হাসিল করবার এর চেয়ে ভাল উপায় আর নেই। তবে কিনা একটু ঝুঁকির ব্যাপার আছে।"

"তা তো থাকবেই। ওই গুহার ভেতরে ঢুকতে গেলে ওই হবে মোক্ষম দাওয়াই।"

"কিন্তু সেটা তো সময়সাপেক্ষ।"

"এ ছাড়া আর তো কোনও উপায় দেখছি না। শুধু রাজঘেরিয়াসাহেবই এখন আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিক্কার সঙ্গে ওঁর একটু বেশ ঢিসুম ঢুসুম হয় তবেই আমরা বাঁচি।"

"তবে মঞ্জু আর রেনো যদি ঠিকমতো কাজ করতে পারে অর্থাৎ সিক্কার সঙ্গে যেসব গোপন কথাবার্তা হবে সেগুলো কোনওরকমে রেকর্ড করে নিতে পারে তা হলে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ফেঁসে যাবেন উনি। কেন না এসবই মহাবীর নাথের চাল। উনি বুঝে-শুনেই পাঠিয়েছেন ওদের দু'জনকে। অতএব এখানে পরিস্থিতি অন্যরকম হয়ে গেলেও নাথজির সাহায্য আমরা পাবই।"

বিলু বলল, "আমি কি তা হলে ভোম্বলকে নিয়ে চলে যাব?"

"হ্যাঁ। এখনই যা। ভগীরথের কাছ থেকে মোটরবাইকটা নিয়ে যত জোরে পারবি যাবি। সন্ধের আগেই ফিরে আসা চাই কিন্তু। এক দোকান থেকে বেশি নিবি না। বিভিন্ন দোকান থেকে নিবি। না হলে সন্দেহ করবে। দিতে চাইবে না।"

বিলু, ভোম্বল একটুও দেরি না করে তখনই রওনা হয়ে গেল।

ওরা চলে গেলে বিচ্ছু বলল, "ওদের কোথায় পাঠালে বাবলুদা?"

"কহলগাঁও।"

চমকে উঠল সকলে। চমকে ওঠারই তো কথা। কী এমন দরকার হল যে, লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই আবার অতদূরে যেতে হল ওদের।

বাবলু বলল, "খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিস, না?"

বাচ্চু বলল, "সে তো হবই। সেই কহলগাঁও, তাও মাত্র ওরা দু'জন।"

রাজু আর রিয়াং পাশাপাশি বসে ওদের নিজেদের মধ্যে কী যেন আলোচনা করছিল। বাবলু রাজুকে বলল, "তা রাজুভাই, তুমি হঠাৎ এখানে এসে পড়লে কীভাবে?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজু বলল, "আমার এখানে আসাটা সত্যিই অপরিকল্পিত। আমি ওষুধের জোরে একটু সুস্থ হতেই চলে এলাম সাহেবগঞ্জে। ওখানে এসে শুনি তোমরা কহলগাঁওতে এসেছ। কিন্তু কহলগাঁওতেও এসে শুনলাম তোমরা নাকি বটেশ্বর হয়ে বিক্রমশীলার দিকে চলে গেছ। তাই একটুও দেরি না করে চলে এলাম এখানে।"

"বুদ্ধিমানের কাজ করেছ। এখন শোনো, আমাদের এবারের এই অভিযানে শুধু বুদ্ধির খেলা নয়, বাহুবলও লাগবে। তিনটি ঘোড়েল শয়তান ভাগ্যচক্রে এক হয়েছে এখানে। তিনজনকেই যদি আমরা কোনওরকমে ফাঁদে ফেলে কবজা করতে পারি তা হলে কিন্তু এক চালেই বাজিমাত হয়ে যাবে।"

রাজু বলল, "বিলু, ভোম্বলের ফিরতে অনেক দেরি হবে। কম-সে-কম দু'তিন ঘণ্টা সময় তো লাগবেই?"

"তা তো লাগবে।"

"এই সময়টা আমরা কী করব? ঘরে বসে থাকব?"

বাবলু বলল, "মোটেই না। আগে একটু চা-পর্ব সেরে নেব। তারপর গান্ধারীর ব্যাপারে মাথা ঘামাব একটু।"

অনু বলল, "তা হলে তাড়াতাড়ি করো।"

বাবলু বলল, "তাড়াতাড়ি কি কাজ হয়? ও যদি বিপদে পড়ে থাকে তা হলে বিন্ধ্যাচলের লোকেদের দ্বারাই বিপদ হবে ওর। যতক্ষণ না আমরা ওই গুহার দখল নিতে পারছি, ততক্ষণ ওকে পাওয়ার কোনও আশাই নেই। তবে আমার মনে হয়, কোনও বিপদই হয়নি ওর। কেন না আমি ওকে যতটুকু চিনেছি তাতে বুঝেছি ও একটা সাংঘাতিক মেয়ে।"

অনু বলল, "তা ঠিক। তবে সেটা আগে ছিল না। তোমার পাল্লায় পড়েই হয়েছে।"

অনুর কথায় হেসে উঠল সকলে।

রাজু বলল, "বাবলুভাই, এবার তা হলে চা-পর্বটা সেরে আসা যাক।"

ওরা আর দেরি না করে সবাই যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিল।

আর ঠিক তখনই পঞ্চুর ভৌ ভৌ ডাক শুনে ঘরের বাইরে এসে দেখল কেটলি-ভর্তি চা ও মাটির ভাঁড় নিয়ে একটি ছেলে হাসি হাসি মুখ করে ওদের ঘরের দিকে আসছে।

বাবলু বলল, "কী ব্যাপার!"

"গরম চা। তুমহারে লিয়ে।"

"আমাদের জন্য! কে পাঠাল?"

"পারো দিদিমণি।"

এরা সকলেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

ছেলেটি বলল, "পারো দিদিমণি যো চায় বানাবে ওইরকম চায় এই পাহাড়গাঁওতে আর কেউ বানাতে পারবে না।"

"কিন্তু আমরা তো চায়ের অর্ডার দিইনি।"

"তুমি লোগ্‌কে লিয়েই ভেজা। রাত কো খানা ভি মিলেগা।" বলে প্রত্যেকের হাতে ভাঁড় দিয়ে চা ঢালতে লাগল কেটলি থেকে। বেশ গরম চা। শুধু চা নয়, চায়ের সঙ্গে বিস্কুটও মিলল। এমনকী পঞ্চুও ভাগীদার হল ওদের।

সকলে চায়ে চুমুক দিয়ে অবাক হয়ে গেল। দুধের পরিমাণ বেশি। তার ওপর মসালা চা। কী চমৎকার!

চা খাওয়া হলে বাবলু বলল, "তোমার পারো দিদিমণিকে বোলো দারুণ চা বানিয়েছে কিন্তু।"

ছেলেটি হেসে বলল, "অ্যায়সা চায় কহি ভি নেহি মিলেগা। আভি পয়সা নিকালো। দো দো রুপাইয়া সবকো।"

বাবলু ওদের ছ'জন আর পঞ্চুকে নিয়ে মোট সাতজনের চা-বিস্কুটের দাম দিল। চা-বিস্কুট মিলিয়ে যদি দু'টাকা হয় চায়ের দাম কি তা হলে এক টাকা? ভাবা যায় না।

ছেলেটি কিন্তু চোদ্দ টাকা নিল না। বলল, "আমরা আদমির জন্য চা বানাই। জানোয়ারের জন্য নয়। জানোয়ারে চা খেলে পয়সা নিই না আমরা। ছে আদমিকা বারো রুপিয়া।"

পঞ্চুকে বারবার জানোয়ার বলায় ও রেগে গিয়ে ওর ভাষায় বলে উঠল, "ভাগ।"

ছেলেটি একছুটে হাওয়া।

বাচ্চু বলল, "ব্যাপারটা খুব সন্দেহজনক।"

বাবলু বলল, "কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"কোথাকার কে এক পারো, সে আমাদের প্রতি এমন দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়ে চা পাঠাতে যাবে কেন?"

বিচ্ছু বলল, "দয়াদাক্ষিণ্যের কী আছে? এমনিতে তো খাওয়ায়নি। দাম নিয়ে গেছে।"

রিয়াং বলল, "আসলে আমরা এখানে এসেছি, সারাদিন আছি, সে-খবর এখানকার কারও অজানা নয়। তাই ব্যবসা করে গেল।"

বাবলুকে কোনও কথা না বলে চুপ করে থাকতে দেখে অনু বলল, "তোমার কী মনে হয় বাবলু?"

"রিয়াং-এর অনুমানই ঠিক। তবুও ব্যাপারটাকে খুব একটা লঘু করে দেখানো ঠিক নয়। এখন আমাদের পারোর ব্যাপারেও একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখতে হবে।"

রাজু বলল, "এখন তা হলে আমরা কী করব?"

"বিলু আর ভোম্বলের আসতে দেরি হবে। এই সময়ের মধ্যে ওই পারো দিদিমণিটি কে তাও যেমন জানতে হবে তেমনই যেভাবে হোক খুঁজে বের করতে হবে গান্ধারীকে।"

অনু বলল, "পারো আমাদের কারও নয়, কিন্তু গান্ধারী আমাদেরই। উত্তেজনার মাথায় সে যদি একটু সেন্টিমেন্টাল হয়েই থাকে, তাই বলে...।"

ওকে আর কোনও কথা বলতে না দিয়ে বাবলু সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল, "আর তা হলে দেরি নয়। সন্ধের আগেই ওর ব্যাপারে একটা ধারণা করে নিতে হবে। মেয়েটা সত্যিই বিপদে পড়ল, না আমাদের ওপর অভিমান করে লুকিয়ে আছে কোথাও, সর্বাগ্রে তা জানতে হবে।"

ওরা আর একটুও দেরি না করে ঘর বন্ধ করে নেমে এল সকলে।

পাহাড় থেকে নেমে আবার সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলল ওরা।

বটেশ্বরের জমজমাট জায়গাটা পার হয়ে জঙ্গলের পথ ধরতেই একটি মেয়ে গলায় কে যেন চেঁচাতে লাগল, "আরে এ ভাইজি, বহিনজি! তুম সব কাঁহা যা রহে? ইধার তো আও। পারো কা চায় ক্যায়সা লাগা বতাকে তো যাও। এক-এক রুপাইয়া চায়, গর্মা গরম। আউর এক দফে পি কে তো যাও।"

এই তা হলে পারো?

ওরা মেয়েটির দিকে দৃষ্টি রেখে এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল ওর খুব কাছে। ওদেরই বয়সি মেয়ে। তামাটে রঙের ঝাঁকড়া চুলের এক কিশোরী। পাহাড়ের একাংশে একটি পর্ণকুটিরের সামনে চায়ের দোকান খুলে বসেছে। দোকানটা এমন জায়গায় যে, সচরাচর কারও নজরে পড়বার নয়। তাই সকালেও ওদের নজর পড়েনি দোকানটির দিকে।

বাবলু মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমিই পারো?"

মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ, আমিই পার্রি। ভাত, ডাল, রোটি, আন্ডাকারি, মটন, চিকেন সবই বানাতে পারি। লেকিন অর্ডার মিলনে কা বাদ। রাত কো ক্যা খানা পসন্দ তুমহারা?"

বাবলু বলল, "আমাদের সবকিছুই পছন্দ। এমনকী তোমাকেও। তার আগে বলো তোমারই নাম পারো কিনা?"

"হাঁ হাঁ। এহি নামকা লেড়কি এই পাহাড়ি গাঁওতে আর দুসরা নেহি। আমার নাম পার্বতী। সবাই আদর করে ডাকে পারু—পারো।"

"তোমার চা আমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেছে। কাল ভোরেও তুমি আমাদের জন্য চা পাঠিয়ে দিয়ো। আর রাতের খানা যা হয় কোরো তুমি।"

পারো বলল, "দিনের খানা রাতের খানা কেউ অর্ডার দিলে তবেই করি। কেন না আমার এটা তো হোটেল নয়। স্রেফ চায় কি দুকান। তোমরা বাঙালি। আমাদের এখানকার ঝোপড়ির হোটেলের খানা ভাল লাগবে না তোমাদের। লেকিন আমি তোমাদের বাংলা কি মাফিক খানা বানিয়ে দেব।" বলে ওদের সকলকে বসতে বলে বলল, "খানা কখন পাঠাব?"

বাবলু একটু চিন্তা করে বলল, "সে-কথা এখনই তো বলা মুশকিল।"

বাচ্চু বলল, "খানা তোমাকে পাঠাতে হবে না, যা পারো তৈরি করে রেখো। আট-দশ প্লেট। আমরা সময়মতো এসে খেয়ে যাব। আমাদের আসতে অনেক রাতও হতে পারে। তুমি যদি ঘুমিয়ে পড়ো তোমাকে আমরা ডেকে তুলব। কেমন?"

"যদি তোমরা না আসো?"

বাবলু একশো টাকার একটি নোট ওর হাতে দিয়ে বলল, "অ্যাডভান্স দিলাম। এটা তুমি রেখে দাও।"

পারো দারুণ খুশি হয়ে টাকাটা রেখে হাঁক দিল, "বুলবুল, আরে এ বুলবুল?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বলার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের পেছনদিক থেকে সেই ছেলেটি ছুটে বেরিয়ে এল। শুধু বেরিয়ে আসা নয়, তিড়িং-তিড়িং করে লাফানি আর ওদের দেখে সে কী হাসি।

পারো বলল, "চুপচাপ বৈঠা রহো হিঁয়াপর। হমকো মার্কিট মে যানা পড়েগা।"

সকলের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই কেটলি বসিয়ে আবার চা তৈরি করে ফেলেছিল পারো। সেই চা সকলকে দিয়ে বলল, "পিয়ো।"

পারোর চায়ে না করল না ওরা। চায়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে মুখে দিতেই মেজাজ এসে গেল ওদের।

পারো বলল, "এই অবেলায় তোমরা ওই জঙ্গলের দিকে কোথায় যাচ্ছ?"

বাবলু বলল, "এমনি ঘুরে বেড়াতে।"

"মাত যাও। জান কা খতরা হো যায়ে গা। এক দো খুন ভি হো গিয়া আজ। বহুৎ বুরা আদমি কা আনা যানা হোতা হ্যায় উধার। মার ডালেগা।"

বাবলু চোখ কপালে উঠিয়ে বলল, "বলো কী।"

"আজ সবেরে এক লেড়কিকো উঠাকে লে গয়ী ও লোগ।"

পারোর কথায় চমকে উঠল সকলে।

বাবলু বলল, "তারপর?"

"একদম মার ডালা উসকো। মুখ মে অ্যাসিড ডাল কর ফিক দিয়া পানি মে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু দু'জনেই দু'হাতে মুখ ঢাকল।

রিয়াং বলল, "এতসব তুমি কী করে জানলে?"

পারো বিজয়িনীর হাসি হেসে বলল, "তুম সব ক্যা সমঝা হমকো? ওইসব চোর ডাকাত লুটেরাদের সঙ্গেও আমার দোস্তি আছে। পারোর চা না খেলে ওরা বন্দুক ধরতে পারে না। এই বুলবুল আর আমি ছাড়া কেউ যেতে পারে না ওদের কাছে। আমার চোখের সামনেই তো মেয়েটাকে মারল ওরা। সত্যি, কী ভালই না দেখতে ছিল মেয়েটাকে। ওকে দেখে আমার খুব হিংসে হচ্ছিল। ভগবান আমাকে কেন ওর মতো দেখতে করলেন না তাই। কী যেন নাম মেয়েটার। গান্ধারী না কী।"

আর বলার দরকার নেই। এতেই যথেষ্ট। চা খাওয়া মাথায় উঠে গেল সকলের। ওরা কোনওরকমে পারোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আর জঙ্গলের গভীরে না গিয়ে সেই উচ্চস্থানে ঝরনার ধারে অতি নির্জনে শোকস্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

বাবলু বলল, "এবারের অভিযানে আমাদের এতবড় একটা বিপর্যয় হবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। কত বড় বড় চোর-ডাকাতকে ঘায়েল করলাম আমরা, অথচ একটি মেয়ের জীবন রক্ষা করতে পারলাম না।".

বিচ্ছু বলল, "তুমি তো কখনও কারও প্রতি এমন নির্দয় হওনি বাবলুদা। অথচ গান্ধারীর বেলায় অমন কঠিন হয়ে উঠলে কেন, তা আমরা এখনও বুঝতে পারছি না।"

বাচ্চু বলল, "ওকে ফিরিয়ে আনতে বললাম, তুমি রাজি হলে না। কাউকে যেতে তো দিলেই না, এমনকী পঞ্চুকেও আটকালে।"

"আসলে আমি ভেবেছিলাম ও নিজেই একসময় অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু ওর মতো মেয়ে এমন কাঁচা কাজ করবে, এ যেন ভাবাই যায় না।"

অনু বলল, "আসলে আমার মনে হয় বেশিদূর যেতেই পারেনি ও। পথেই দুষ্কৃতীচক্রে পড়ে গেছে। যেহেতু ওদের একজন লোককে মেরেছি আমরা, তাই আমাদেরও একজনকে মেরে ওরা বদলা নিল।"

রিয়াং বলল, "না, না। কোনও বদলাটদলা নেওয়ার ব্যাপার বলে আমার কিন্তু মনে হচ্ছে না। এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট।"

অনু বলল, "বদলা নয় কেন?"

"তা হলে গান্ধারীকে মেরে ওর লাশ ওরা গঙ্গায় ফেলে দিত না। আমাদের ঘরের সামনেই শুইয়ে রেখে যেত।"

রাজু বলল, "শোনো ভাই, একটা কথা আমি বেশ ঠান্ডা মাথায় বলি। শত্রুর শেষ আর কিন্তু তোমরা রাখতে যেয়ো না। লালজি নিপাত গেছে, এখন বিন্ধ্যাচলকে শেষ করো। এরা এককথায় ম্যান ইটার। বাঘ সিংহরা খাদ্যের প্রয়োজনে হিংসা করে। সেটা তাদের ঈশ্বরদত্ত প্রবৃত্তি। তাতে কোনও পাপ নেই। কিন্তু বিন্ধ্যাচল রামেরা অন্যের সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য, নিজের প্রভাব বিস্তারের জন্য, আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য নরহত্যা করে। অতএব এদের দ্যাখো আর মারো।"

বাবলু বলল, "সত্যি, এ ছাড়া এখন আর আমাদের সামনে কোনও পথই খোলা নেই। ফুলের মতো শুভ্রসুন্দর একটি মেয়েকে অমন নৃশংসভাবে যারা খুন করতে পারে তাদের হিংস্রতার শেষ রাত্রিশেষ হওয়ার আগেই হওয়া উচিত।"

অনু বলল, "ওদের নাগাল পেলে তো?"

"পাবই। আজ রাতে আমাদের অভিযান হবে ওদের ধ্বংসলীলার জন্য। দুর্জন সিক্কা, রাজঘেরিয়া, বিন্ধ্যাচল তিনজনেরই ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের মেঘ ঘনিয়ে আনব আজ।"

অনু বলল, "আমার কিন্তু ভয় করছে। অযথা খুনখারাপির মধ্যে গিয়ে...।"

রাজু বলল, "এ ছাড়া উপায় নেই। থানা-পুলিশ দিয়ে ওদের টিট করা যাবে না। তাই সম্পূর্ণ ঝুঁকিটা আমিই নেব। কালান্তক যমের ভূমিকাটা পালন করব আমিই।"

বিচ্ছু বলল, "না, না। খুনখারাপির পথে একদমই নয়। তার কারণ রাজঘেরিয়া এখানকার প্রশাসনের একজন মাথাওয়ালা লোক। ওঁর গায়ে হাত পড়লে জল কোনদিকে গড়াবে বুঝতে পারছ? অতএব যা করবে বুঝেশুনে।"

রিয়াং বলল, "বিচ্ছু ঠিকই বলেছে। খুনের পরিকল্পনাটা তোমরা মাথা থেকে সরাও।"

রাজু বলল, "খুন যে করবই এমন তো নয়। ঘটনাচক্রে যা হওয়ার তা হবে। আর খুনখারাপি যদি কিছু হয়ও তা হলে রাজঘেরিয়ার ব্যাপারেও প্রশাসনের চোখ কিন্তু খুলে যাবে। সর্ষের মধ্যে ভূত যখন দেখতে পাবে ওরা তখন নিজেরাই ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করবে সবকিছু।"

বাবলু বলল, "পরিস্থিতিই সবকিছুর ফয়সালা করবে। একেবারে প্রাণে না মেরেও যে ওদের সর্বনাশ কীভাবে ঘনাতে হয় তা আমি জানি। বিলু আর ভোম্বলকে একবার শুধু ফিরে আসতে দাও।"

কথা শেষ করে বাবলু বারবার ঝরনার জলে চোখে-মুখে ঝাপটা দিতে লাগল। গান্ধারীর মর্মান্তিক মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর থেকেই বাবলু যেন একটু বেশিরকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ওর মধ্যে দারুণ এক অস্থিরতা লক্ষ করল সকলেই।

বাবলু বেশ গম্ভীর এবং থমথমে মুখে সবাইকে ইশারায় আসতে বলল ওর সঙ্গে।

কেউ কোনও কথা না বলে নিঃশব্দে ওকেই অনুসরণ করল। পঞ্চুও একবার করে বাবলুর দিকে তাকায় আর ছুটে ছুটে এগোয়।

একসময় ওরা আবার সেই জায়গায় এল। সেখান থেকে গুহাটা খুব ভালভাবেই দেখা যায়। আসন্ন সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে জায়গাটা যেন প্রেতপুরীর মতো আতঙ্কময়। সশস্ত্র বন্দুকধারীরা যেভাবে জায়গাটা পাহারা দিচ্ছে তাতে ওদের নজর এড়িয়ে ওই গুহায় প্রবেশ করা সত্যই অসম্ভব। আর সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে গেলে অনেক অনেক রক্ত ওখানে ঝরবেই। শুধুমাত্র একটি পিস্তল ও পঞ্চুকে নিয়ে সে কাজ কি কখনও সম্ভব?

বিচ্ছু বাবলুর খুব কাছে এসে বলল, "ওদিকে তাকিয়ে কী দেখছ বাবলুদা?"

"দেখছি এই পথ ধরে কোনওরকমে ওখানে পৌঁছনো যায় কি না।"

"যাওয়া যাবে। তবে কিনা অন্য উপায়ে। ওই জায়গাটা বেশ কিছুটা নীচের দিকে। তাই এই পথে ওই পর্যন্ত যাওয়ার পর কোনও গাছের সঙ্গে দড়ি বেঁধে এক-একজন করে নামতে হবে ওখানে। আমার মনে হয় সেটাই হবে ভাল উপায়।"

বাবলু বলল, "আর একটু পরে সেইভাবেই তৈরি হয়ে আসব আমরা। বিলু, ভোম্বল এতক্ষণে নিশ্চয়ই এসে গেছে। ওরা কতটা সফল হল সেটা জানি আগে, তারপর...।"

ওরা আর সময় নষ্ট না করে ঘরে ফিরে এল। এসে দেখল বিলু, ভোম্বল অধীর আগ্রহে ওদের জন্য অপেক্ষা করছে।

বাবলু বলল, "কাজের কাজ কিছু হল?"

বিলু ঘাড় নেড়ে জানাল, হয়েছে।

সকলে ঘরে এসে বাতি জ্বেলে গোল হয়ে বসলে পঞ্চু বাইরে পাহারা দিতে লাগল।

বেশ কয়েকটি নীরব মুহূর্ত। কারও মুখে কোনও কথা নেই। বাবলুর যে কী পরিকল্পনা, বিলু ভোম্বল যে কহলগাঁওতে কেন গিয়েছিল তা কেউ টেরও পেল না।

বাবলু বলল, "নাথজির সঙ্গে দেখা করেছিলি?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"করেছিলাম। বলেওছি সব। উনি বললেন ওঁর কিছু লোক আজ রাতের মধ্যেই আস্তিচকের বাড়িতে চড়াও হয়ে যাচ্ছেতাই একটা কাণ্ড করে আসবে। আর এখানে আসবে ওরই মোকাবিলায়। মোটকথা এই এলাকা থেকে বিন্ধ্যাচল কোনওমতেই পালাতে পারবে না আজ।"

"সেটা তো আমরাও চাই। কিন্তু তার আগে আমরাই মোকাবিলা করতে চাই বিন্ধ্যাচলের। ওইসঙ্গে বাজঘেরিয়া ও সিক্কাকেও এমন শিক্ষা দেব যে, নাম ভুলিয়ে দেব ওদের।"

ভোম্বল বলল, "আমাদের কাজ কখন শুরু হবে?"

"এখনই। বিস্তারিত আলোচনার পর। এদিকে একটা খারাপ খবরও আছে।"

"কীরকম!"

"গান্ধারী দুষ্কৃতীদের হাতে পড়ে শেষ হয়ে গেছে।"

বিলু বলল, "তার মানে?"

"ওরা ওর মুখে অ্যাসিড ঢেলে নৃশংসভাবে খুন করেছে ওকে।"

ভোম্বল দারুণ উত্তেজিত হয়ে বলল, "এর জন্য দায়ী কিন্তু তুই। মেয়েটা আমাদের ওপর অভিমান করে চলে গেল, অথচ তুই একটুও বাধা দিলি না। পঞ্চুটা যাচ্ছিল, তাকেও যেতে দিলি না। অমন সুন্দর একটি মেয়ে...।"

বাবলু বিষণ্ণভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমি ওর বাইরের রূপ তো দেখিনি রে! দেখেছিলাম ওর ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা তেজস্বী রূপকেই। আমার ধারণা ছিল, এই ধরনের মেয়েরা এক-একটি স্ফুলিঙ্গ। এরা দাবানল জ্বালাতে পারে। কিন্তু গান্ধারীর ব্যাপারে এমন ভুল যে করব তা আমি ভাবতেও পারিনি। এতদিন ধবে এত অভিযান করে এই বয়সেব এত মেয়ের সঙ্গে মিশে শেষ পর্যন্ত ওকে চিনতে এমন ভুল করলাম?"

বিলু বলল, "কী আর করা যাবে। এই বোধ হয় ওর নিয়তি ছিল।"

ভোম্বল বলল, "কেউ যদি নিজে হাতে বিষপান কবে তাকেও নিয়তি বলে চালাবার চেষ্টা করে, তা হলে অবশ্য বলবার কিছু নেই। কিন্তু আমি এখনও বলব, ওকে আমরা জেনেশুনেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছি।"

বাবলু ম্লান মুখে বলল, "আমাব দোষ আমি স্বীকাব করছি।" বলে বাতির অগ্নিশিখার ওপরে হাত রেখে বলল, "এই আগুন ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, বিন্ধ্যাচলকে শেষ না করে আমি এখান থেকে যাব না।"

বাবলুর দেখাদেখি সকলেই এই ঘরের মধ্যে একই শপথ নিল। বলল, "আমরাও।"

বাবলু সকলকে শুনিয়ে এবার বলল, "তোমরা আশা করি আজকের নৈশ অভিযানের জন্য সকলেই প্রস্তুত? এখন শোনো, আমাদের শত্রুপক্ষকে কীভাবে জব্দ করতে হবে। বিলু আর ভোম্বলকে আমি কহলগাঁওয়ে পাঠিয়েছিলাম কিছু ঘুমের ওষুধ নিয়ে আসতে। ওরা প্রয়োজনের অতিরিক্তই তা সংগ্রহ করেছে। সেইসঙ্গে নিয়ে এসেছে কয়েক শিশি ভর্তি চাকভাঙা মধু। এই শিশি ভর্তি মধু নিয়ে আমাদের যেতে হবে ওই লায়ন্স কেভ-এর শত্রুপুরীতে। মউলি সেজে মধু বিক্রেতার ছলে। এই কাজের দায়িত্ব দেব আমি রাজু আর রিয়াং-এর ওপর।"

বাচ্চু বলল, "ওই মধুর মধ্যে কি ঘুমেব ওষুধ দেওয়া থাকবে?"

"হ্যাঁ। ওই মধু পান করলে এমন ঘুম আসবে যে, এক ঘুমেই রাত কাবার। অথচ শরীরের কোনও ক্ষতি হবে না। ওরা যখন ঘুমের ঘোবে আচ্ছন্ন থাকবে ঠিক তখনই আমরা গুহার ভেতরে ঢুকে পডব। বিন্ধ্যাচলের সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া হবে তারপর।"

বিচ্ছু বলল, "অযথা মারদাঙ্গার চেয়ে এটা কিন্তু সবচেয়ে ভাল উপায়। এখন কথা হল, ওই মধু ওদের পান করানো যাবে কীভাবে? ওখানে ওদের ধারেকাছে কেউ গেলেই তো ছুটে আসবে ওরা।"

"এর দুটো উপায় আমি ভেবে রেখেছি। এক, পারোকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে কাজে লাগাতে হবে, অথবা পঞ্চুকে।"

"পঞ্চুকে কীভাবে কাজে লাগাবে?"

"ওরা নেপালি ছেলেমেয়ে। কাঁধে ঝোলা নিয়ে পঞ্চুর তাড়া খেয়ে ওরা ছুটবে। ফলে হবে কী, ওরা ওদের সন্দেহ করবে না। তারপর যখন ওরা ওদের ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করবে তখন মধুবিক্রেতা বলে ওরা পরিচয় দেবে ওদের। এবং মধু টেস্ট করার জন্য একটা করে স্যাম্পেল শিশিও ফ্রি দেবে ওদের। মাথামোটাগুলো এমনিতে মধু পেলে খাবেই খাবে। তারপরেই জমে উঠবে খেলা।"

এমন সময় হঠাৎই পঞ্চুর চিৎকারে সচকিত হল সকলে।

বাবলু সবাইকে বসতে বলে পিস্তলটা ঠিক জায়গামতো আছে কিনা দেখে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। এসেই দেখল গালপোড়া মঞ্জু আর রেনো অপেক্ষা কবছে ওদের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "বলুন কী ব্যাপার!"

"তোমাদের কেউ নাথজির ওখানে গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ। আমার দু' বন্ধুকে পাঠিয়েছিলাম। উনি যা বলবার বলে দিয়েছেন।"

"একটু আগে আমাদেরও খবর দিয়েছেন উনি। তোমরা সিক্কাসাহেবের ওখানে কখন আসছ?"

"সবাই তো নয়, আমি একাই যাব একটু পরেই।"

"খুব সাবধান। ওই লোকটি কিন্তু অত্যন্ত ডেঞ্জারাস। ইতিমধ্যে কিছু বিস্ফোরক উনি কায়দা করে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ওই গুহার মধ্যে।"

চমকে উঠল বাবলু, "এ কী করে সম্ভব!"

"এই সব লোকের দ্বারা সবকিছুই সম্ভব। তখন তোমরা চলে আসবার পর রাজঘেরিয়াসাহেব এসেছিলেন। বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উনি কিনে নিয়ে গেলেন। তারই মধ্য দিয়ে কিছু বিস্ফোরক ওঁর অজান্তেই কায়দা করে পাঠিয়ে দিয়েছেন উনি। এবার তোমার সঙ্গ নিয়ে রাতের অন্ধকারে ওই গুহায় গিয়ে কী যে করবেন উনি তা কে জানে? তবে কিনা বিপদ বুঝলেই রিমোটে চাপ দেবেন। তাই বলি তোমরা ওঁকে গুহাটা দেখিয়ে দিয়েই পালিয়ে আসবে। ধারেকাছে থাকবে না। ইতিমধ্যে আমাদের লোকজনকে আমরা পথ চিনিয়ে নিয়ে আসব।"

বাবলু বলল, "সিক্কার ওই রিমোটটাকে আপনারা কি কোনওভাবেই অকেজো করে দিতে পারেন না?"

"অসম্ভব ব্যাপার। ওঁকে আমরা মেরেই শেষ করে দিতাম। কিন্তু নাথজির আদেশে তা পারছি না। কেন না যেভাবেই হোক লোকটাকে বাঁচিয়ে রেখে কাজ করতে হবে। ওঁর কথাবার্তা তো টেপ করা হয়েই গেছে। শুধুমাত্র রাজঘেরিয়ার জন্য অ্যারেস্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। এখন ওদের তিনজনকেই যাতে হাতেনাতে ধরা যায় সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সিক্কা গ্রেফতার হলেই সারা ভারতে ওদের দলের যেখানে যত বড় বড় চাঁই আছে সব ধরা পড়বে।"

বাবলু বলল, "আপনারা যান। সিক্কাকে উচিত শিক্ষাটা আমিই দিয়ে আসছি।"

ওদের বিদায় দিয়ে বাবলু আবার ঘরে এল।

বিলু বলল, "ব্যাপার কী বাবলু? ওরা আবার কী করতে এসেছিল?"

বাবলু বলল, "ব্যাপার বেশ চরমে। শয়তান সিক্কাটা কিছু বিস্ফোরক কায়দা কবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ওই গুহার মধ্যে। এখন কোনওরকম বেকায়দায় পড়ে যদি উনি সত্যি সত্যিই উড়িয়ে দেন গুহাটাকে তা হলে পুরাতত্ত্বের কিছুই আর উদ্ধার হবে না। উদ্ধার হবে না ডাকাতির মালপত্রগুলোও। বিন্ধ্যাচল আর রাজঘেরিয়ারও জীবনান্ত হবে। এদিকে মধু নিয়ে ওই গুহায় গেলে রাজু আর বিয়াংও বিপন্ন হবে ওই বিস্ফোরণে।"

ভোম্বল বলল, "এখন তা হলে কী করবি বল?"

"আপ্রাণ চেষ্টা কবব সিক্কার কবল থেকে ওই রিমোটটাকে কন্ট্রোল করবার।"

"এ তো অসম্ভব ব্যাপার।"

"ওই অসম্ভবকেই সম্ভব করতে হবে এবং এ কাজটা আমিই করতে পারব।" বলে বিলুকে বলল, "আমাকে একটু ঘুমের ওষুধ দে। তোরাও মধুগুলোতে ওই ওষুধ দিয়ে দে প্রয়োজনমতো। আর একটুও দেরি নয়।"

নিমেষের মধ্যে কাজ হাসিল হয়ে গেল।

বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু আর অনু, বাবলুর নির্দেশে টর্চ দড়ি ইত্যাদি নিয়ে ঝরনাধারার পথে এগিয়ে গেল। যাওয়ার আগে বাবলু বলল, "যা করবি খুব সাবধানে করবি কিন্তু। আমার জন্য চিন্তা করিস না।"

বিলু বলল, "চিন্তাটা আমরা তোর জন্যই বেশি করব। কেন না তুই একা। আমরা থাকব অন্ধকারে পাহাড়ের উচ্চস্থানে। নীচে গুহামুখে মশালের আলো জ্বললে ওরা হাজার চেষ্টা করেও আমাদের দেখতে পাবে না। তার ওপর কহলগাঁও থেকে আসবার সময় কয়েকটা শব্দবাজি যা জোগাড় করে এনেছি তাতেই পিলে চমকে দেব ওদের।"

বাবলু তো আনন্দের উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে উঠল, "বলিস কী রে!"

"এতক্ষণ বলবার সময় পাইনি। রাজু আর রিয়াং ওখানে গিয়ে কোনও বিপদে পড়লে আমরাও সকলে ইট পাথর ছুড়ে বাজি ফাটিয়ে দফা খেয়ে দেব ওদের।"

বাবলু বলল, "গো অ্যাহেড।" বলে রাজু, রিয়াং আর পঞ্চুকে নিয়ে নীচে নামল।

চারদিক তখন অন্ধকারে ঢেকে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

॥ ১৯ ॥

বাবলুর ইচ্ছে ছিল এই কাজটা ও পারোকে দিয়েই হাসিল করাবে। অর্থাৎ পারোর উপাদেয় চায়ের মতো নেপালের দুষ্প্রাপ্য পদ্মমধু ডাকাতদলের লোকেদের বিতরণ করে যাতে কিছু মধু বিক্রি হয় সেই ব্যবস্থা করবে। অথবা কেন এবং কী কারণে ওরা ওখানে যেতে চায় তা ওকে বুঝিয়ে বলে কিছু টাকা পয়সা দিয়ে ওকেও টেনে নেবে ওদেরই দলে। কিন্তু না। তা আর হল না। কেন না পারোর সেই ঝোপড়ির দোকানে এসে দেখল সেটি ঝাঁপবন্ধ। এমনকী ওর সেই ছেলেটাও সেখানে নেই।

বিস্মিত বাবলু বলল, "ব্যাপার কী! গেল কোথায় ওরা?"

রাজু বলল, "কারও সাহায্যের দরকার নেই বাবলুভাই। এই কাজটা আমরাই পারব। এই তুচ্ছ কাজে রিয়াং আর আমি দু'জনেই যথেষ্ট তার ওপর পঞ্চু আছে সঙ্গে। তুমি ওদিকটা সামলাও, আমরা এদিক দেখছি।"

বাবলু পিঠ চাপড়ে পঞ্চুকে নির্দেশ দিল যা ওকে করতে হবে। বাবলুর নির্দেশমতো জঙ্গলের পথ ধরে ছুটতে লাগল রাজু ও রিয়াং, আর পঞ্চু 'ভৌ ভৌ' ডাক ছেড়ে তাড়া করল ওদের।

ওরা সম্পূর্ণভাবে চোখের আড়ালে চলে গেলে বাবলু ধীরে ধীরে সেই বাড়ির দিকে এগোল, যেখানে অধীর আগ্রহে সিক্কা অপেক্ষা করছিলেন ওর জন্য।

বাবলু যেতেই সিক্কা বললেন, "মঞ্জু আর রেনো গিয়েছিল তোমার ওখানে?"

"হ্যাঁ, কথা হয়েছে। কিন্তু ওরা কই?"

"ওই আপদদুটোকে আমি অন্য ধান্দায় পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তুমি একা কেন?"

"আমার বন্ধুকে আর সঙ্গে নিলাম না। ওইসব কাজে বেশি সঙ্গীসাথি নেওয়া ঠিক নয়।"

"ভেরি গুড। ভেরি গুড।"

বাবলু বলল, "তা সিক্কাসাহেব, আমরা কিন্তু এখনই যাব না। তার কারণ সবে তো সন্ধেরাত। আর একটু রাত হলে ওরা যখন নেশার ঘোরে থাকবে ঠিক তখনই যাব আমরা।"

"গুড আইডিয়া। এদিকে আমি রিমোটের কাজ পাকা করে রেখেছি। আমার কাজ হাসিল হয়ে গেলেই বোতাম আমি টিপে দেব। একসঙ্গে দশ-বিশটা জিনিস ফেটে পড়বে রিমোটের চাপ পেলে। একেবারে ফরেন জিনিস। একদিকে রাজঘেরিয়া সাহেব, অন্যদিকে বিন্ধ্যাচল রাম দু'জনেই রাম রাম করবে।"

বাবলু বলল, "গুহাটাই যদি উড়ে যায় তা হলে রামনাম করবার সময় পাবে কি ওরা?"

সিক্কা হেসে উঠলেন হাঃ হাঃ হাঃ।

বাবলু বলল, "গুহাই যদি উড়িয়ে দেন তো আসল জিনিসপত্র আপনি পাবেন কী করে?"

সিক্কা বললেন, "ঘাবড়াও মাত। আমার টার্গেট ভুল হবে না। কিছু ভাগ তুমিও পাবে। আগে আমাকে জায়গাটা চিনিয়ে দাও। তারপর তুমি দূরে থাকবে। পরের ব্যাপারটা আমি বুঝে নেব। যদি ওরা আমাকে ওই গুহায় ঢুকতে না দেয় তখনই নিজমূর্তি ধরব আমি। তার আগে নয়।"

বাবলু বলল, "সে আপনি যাই করুন না কেন, আমার শত্রুর নিপাত হোক এটাই আমি চাই।"

"আমি তোমাকে কথা দিলাম। তোমার আশা পূর্ণ হবে।"

বাবলু এবার এ কথা সে কথার পর একসঙ্গে বলল, "ওঃ হো। একটা কথা বলতে তো ভুলেই গেছি। আপনার জন্য একটু চাকভাঙা মধু এনেছি। আমার এক নেপালি বন্ধু দিয়েছে আমাকে। একটু টেস্ট করে দেখুন। আশা করি ভালই লাগবে।" বলে সঙ্গে নিয়ে আসা একটি মধুর শিশি বের করে সিক্কাকে দিল।

সিক্কা মধু পেয়ে দারুণ উল্লসিত হলেন। বললেন, "মধু! হনি! আমি অত্যন্ত ফেভার করি।" বলে বাবলুর হাত থেকে মধুর শিশিটা নিয়ে বললেন, "তবে কিনা তুমি যেরকম জুয়েল বয় তাতে তোমার হাত থেকে এই জিনিস নিয়ে খেতে আমার ভয় করছে। নিশ্চয়ই তুমি এর মধ্যে কোনও পয়জন ভরে নিয়ে এসেছ। তাই বলি আগে তুমি এর অর্ধেকটা খাও, তারপরে আমি খাব।"

বাবলু বলল, "শুনুন সিক্কাসাহেব, আপনি যদি ওই ভয় করেন তা হলে আপনি খাবেন না। আমার জিনিস আমারই থাক। আপনি আপনার বিশ্বস্ত লোকদের সঙ্গেই গুহায় যান। আমি বিদায় নিচ্ছি।"

বাবলুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির ছাদের ওপর একটা ভারী কিছু পড়ার শব্দ শোনা গেল।

সিক্কা সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার উঁচিয়ে ছাদের দিকে ছুটলেন। আর সেই সুযোগে বাবলু জলের জাগে, কলসিতে বেশ কিছুটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল।

একটু পরেই সিক্কা বিরক্ত হয়ে নেমে এলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলু বলল, "কী হল?"

"কুছ নেহি। কিসি নে পাথর ফিকা।"

বাবলু তখন সিক্কার সামনেই মধুর শিশির ছিপি খুলে একটু ওর মুখে দিয়ে বলল, "এই দেখুন, এতে কীরকম পয়জন আছে। আমি এক্ষুনি মরে যাব।"

সিক্কার চোখ কপালে উঠে গেল। বললেন, "ডোন্ট মাইন্ড। আসলে আমি ক্রিমিন্যাল দেখতে দেখতে সবাইকে তাই ভাবছিলাম।"

বাবলু বলল, "তবুও কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করতেই হয় সিক্কাজি। তা ছাড়া আমিও খুব একটা ভাল ছেলে নই। একজনের মৃত্যুকামনা নিয়েই তো আপনার সঙ্গে দোস্তি করতে এসেছি।"

সিক্কা বাবলুকে জড়িয়ে ধরলেন, "হাঁ হাঁ। দোস্তি দোস্তি।" তারপর ওর হাত থেকে মধুর শিশিটা নিয়ে সবটুকুই ঢেলে দিলেন গলায়। এর পর জাগের জল কিছুটা খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন।

বাবলু বলল, "আপনি ততক্ষণ একটু বিশ্রাম করুন, আমি অপেক্ষা করছি। রাত ঠিক ন'টা বাজলেই রওনা দেব আমরা।"

সিক্কাসাহেব সময় কাটাবার জন্য একটি ইংরেজি ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ রাখলেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? কিছু সময়ের মধ্যেই ঢুলতে ঢুলতে ঘুমে লুটিয়ে পড়লেন তিনি।

ওষুধের প্রভাবে একসময় যখন একেবারে অবশ হয়ে পড়লেন, বাবলু তখনই ওঁর কাছ থেকে হাতিয়ে নিল রিমোটটা। সেইসঙ্গে রিভলভারটাও পকেটস্থ করল। এর পর অন্য ঘরে গিয়ে দুটো তালা জোগাড় করে একটি তালা ভেতরদিক থেকে লাগিয়ে অন্যটি বাড়ির বাইরে গিয়ে লাগাল।

আর ঠিক তখনই সেই অন্ধকারে কে বা কারা যেন লাফিয়ে পড়ল ওর ওপর।

বাবলু বাধা দেওয়ার একটুও সময় পেল না। ওরা ওর চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ওর পেটের কাছে ছুরি ধরে বলল, "একদম চেঁচাবে না। চেঁচালেই...।"

বাবলুর মনে হল সে কোনও প্রমীলা বাহিনীর হাতে পড়েছে। কেন না ওদের স্পর্শ এবং কণ্ঠস্বরেই তা মালুম।

বাবলু বলল, "তোমরা কারা?"

কঠিন গলায় উত্তর এল এবার, "মারের চোটে যখন ভুবন অন্ধকার করে দেব তখন বুঝবে আমরা কারা। এখন যেখানে আমরা নিয়ে যাব সেখানেই চলো।"

অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠস্বর।

বাবলু বলল, "আমি যখন তোমাদের হাতে বন্দি তখন তোমাদের মর্জিমতোই চলতে হবে আমাকে। তার আগে বলো তুমি কি পারো?"

"আমি কী পারি, কী না পারি সেটা পরে বুঝবে। এখন কোনও কথা নয়। জলদি চলো।"

ওরা চলা শুরু করল।

যেতে যেতেই বাবলু বলল, "আমাকে তোমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?"

"বধ্যভূমিতে।"

"আমার অপরাধ?"

"সেটা পরে জানতে পারবে। এখন যেভাবে যেতে বলছি সেইভাবে চলো।"

অগত্যা কোনও কথা না বলেই নীরবে পথ চলতে হল ওই বাহিনীর সঙ্গে।

বেশ খানিকটা যাওয়ার পর এক জায়গায় এসে থামল ওরা। বাবলুর চোখ বাঁধা। তাই ও বুঝতেই পারল না জায়গাটা কোথায়।

পারোর কণ্ঠস্বর আবারও শোনা গেল, "বুলবুল, তুই দেবীজিকে খবর দে আমরা এসে গেছি।"

বুলবুল বলল, "আমি এখনই আপনার হুকুম তামিল করছি পারো দিদিমণি।"

এদের দলে আরও অনেক মেয়ে ছিল। তাদেরই একজন বলল, "এখন আমাদের কী কাজকাম আছে পারো বহিন?"

"তোমরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হও। আজই আমরা আমাদের দুর্গের দখল নেব। আজ রাতে অনেক রক্ত ঝরবে এখানে। তারপর থেকে আর কোনও রক্তপাতের ব্যাপারই ঘটবে না। এখানে একটা নতুন পৃথিবী গড়ে তুলব আমরা। আমাদের দেবীদর্শন হয়েছে। দেবীর কৃপা লাভ করেছি আমরা। বাহুবলে আমরা আমাদের অধিকার কেড়ে নেব। আমাদের মতো অনাথ ও নির্বান্ধবদের মুক্তাঞ্চল হবে এই বনভূমি। এত দিন আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চোখ ছিল কিন্তু চোখের দৃষ্টি ছিল না। আজ আমাদের চোখ খুলে গেছে। এখন আমরা স্বাধীন। এবং সামনে আমাদের সুদিন।"

পারোর কথা শেষ হতেই বাবলু কী যেন বলতে যাচ্ছিল। পারো অমনই ওর মুখ চেপে ধরল, "চু-উ-প।"

একটু পরেই বুলবুল এল। বলল, "থোড়া ইন্তেজার করো। দেবী আ যায়েগি।"

পারো তখন বাবলুর হাত ধরে টানতে টানতে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। তারপর ওর চোখের ঢাকা সরিয়ে বলল, "এইবার দ্যাখো আমরা কারা।"

বাবলু দেখল পাহাড়ের কোলে একটি ভগ্নপ্রাসাদের একটি ঘরে ও পৌঁছে গেছে। ঘরের মধ্যে মশালের আলো জ্বলছে। আর সেই আলোয় ও দেখল বেশ কয়েকজন কিশোরী ও বালিকা একেবারে বন্য সাজে সম্পূর্ণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। প্রত্যেকেব হাতে তির কাঁড়। ওরা সবাই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বাবলুর দিকে। শুধু ওরা নয়, পারোরও এখন রণরঙ্গিণী মূর্তি।

পারো বলল, "আমার দলে এরা প্রায় পঞ্চাশজন।"

বাবলু বলল, "পঞ্চাশজনই হও আর একশোজনই হও, তোমাদের এই বাহিনীর মধ্যে তোমরা আমাকে টেনে আনলে কেন?"

"দেবীর ইচ্ছায়।"

"কে তোমাদের দেবী?"

"সেই তিনি। যিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন, বাঁচার জন্য লড়াই করতে শিখিয়েছেন, অরণ্যের অধিকার নিতে সাহস জুগিয়েছেন। এই বনে এখন থেকে হবে শুধুমাত্র আমাদের রাজত্ব। এখানে গবাদি পশু চরবে। হরিণেরা নির্ভয়ে ছুটোছুটি করবে। কাল সকালের মধ্যে পাঁচ-ছ'টি হরিণশিশুকে এদিক ওদিক থেকে নিয়ে আসব আমরা। বানর হনুমানরা হবে আমাদের প্রহরী। আর এই তির-কাঁড় হবে আমাদেব আত্মরক্ষার হাতিয়ার। তবে কিনা আজ রাতের মধ্যেই যা হওয়ার তা হবে। কাল থেকে আমরা শত্রুমুক্ত হব। আমাদের দলে সবাই যে মেয়ে তা নয়, ছেলেও আছে কয়েকজন। তবে তাদের সংখ্যা খুবই কম। আমরা বড়ই অসহায়। আমাদের অনেকেরই বাবা-মা নেই। অনেকের থেকেও নেই। আমি চা দোকান করি। অনেকে কিছুই কবে না। কেউ ভিক্ষে করে, কেউ এর-ওর বাড়িতে কাজ করে, কেউ গোরু ছাগল চরায়। আমাদের মধ্যে অনেকেরই মাথা গোঁজবার মতো একটু ঠাঁইও নেই। পাঁচ বছর বয়সে আমার মা-বাবা মারা গেলে এক বিহারি দম্পতি আমাকে বর্ধমানের গ্রাম থেকে এখানে নিয়ে আসেন। আমার যখন দশ বছর বয়স তখন তাঁরাও মারা যান। আমি এর-ওর বাড়ি কাজ করে ভিক্ষে দুঃখ করে কোনওরকমে এখন একটু দাঁড়িয়ে গেছি। যাই হোক, এখন বিদ্রোহের পথ ধরেই আমি শুধু আমার নয় আমাদের সকলেরই সোনালি আলোর দিন ফিরিয়ে আনব। দেবীর কৃপায় এখন আমাদের চোখ খুলে গেছে।"

বাবলু বলল, "বেশ তো, জীবনসংগ্রামে যদি জয়ী হতে পারো তবে এর চেয়ে আনন্দের আর কী আছে! কিন্তু তোমরা আমাকে এইভাবে এখানে এনে আমার এবং আরও অনেকের কী ক্ষতি যে করলে তা ভাবতেও পারবে না। বরং আমার সঙ্গে হাত মেলালে আমিও আমার দলবল নিয়ে তোমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে লড়ে যেতে পারতাম।"

"পারতে না বন্ধু, পারতে না। ছলে বলে কৌশলে সিক্কাসাহেবকে ওই ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে কোন পৌরুষটা দেখালে তুমি? প্রশাসনের হাতে তুলে দেবে ওকে? ওই লোককে আটকে রাখার জন্য কোনও জেলখানা যে আজও তৈরি হয়নি তা নিশ্চয়ই জানা নেই তোমার? দাও চাবিটা দাও ওটাকে শেষ করে দিয়ে আসি।"

বাবলু বলল, "আমার পিস্তল ও সিক্কার রিভলভার দুটোই এখন আমার কাছে। মারলে আমিই মারতে পারতাম। কিন্তু ওকে বাঁচিয়ে না রাখলে ওকে ঘিরে আরও যারা, তাদের নাগাল কোনওদিনই পাওয়া যাবে না। তা একটা কথা আমাকে খুলে বলবে? তোমাদের লড়াইটা ঠিক কাদের সঙ্গে? আমরা যাদের শেষ করতে এসেছি তাদের সঙ্গেই কী?"

পারো হেসে বলল, "তোমরা কাউকেই শেষ করতে আসোনি। নিজেরাই শেষ হতে এসেছ। শত্রুর শেষ কী করে করতে হয় আজ তোমাকে দেখাব। তাই দেবীর নির্দেশে তোমাকে এখানে ধরে এনেছি। তুমি শুধু দেখবে আর আমরা উল্লাসে নৃত্য করব।"

বাবলু বলল, "একদম ছেলেমানুষি কোরো না। তোমরা যাদের মারতে যাচ্ছ তাদের মধ্যে প্রশাসনের তাবড়-তাবড় লোকও জড়িত। একজন তো এখনও ওর ভেতরে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পারো বলল, "ওদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য তুমি যেরকম আগ্রহী তাতে মনে হচ্ছে ওদের হাতে তুমিও হাত মিলিয়েছ? তা তোমার আর সব সঙ্গীরা কোথায়?"

"তারা আছে। তারাও ওদের মোকাবিলার জন্য ওত পেতে আছে। তবে অন্য উপায়ে। অযথা রক্ত ঝরিয়ে নয়।"

পারো ফোঁস করে উঠল, "আশ্চর্য তোমরা। তোমাদের দলের একটি মেয়েকে কী নৃশংসভাবেই না হত্যা করল ওরা, তারপরেও তোমরা এই কথা বলছ?"

"হ্যাঁ। তার হত্যার বদলা নেব বলেই আমরা তিনভাগে ভাগ হয়ে ত্রিমুখী আক্রমণ চালাচ্ছি। কিন্তু দোহাই তোমাদের, অযথা গণহত্যার পথে যেয়ো না। যে দুর্গের দখল তোমরা নিতে যাচ্ছ তার দখল কিন্তু কাল সকালে পুলিশে নেবে। আর তোমরা যাবে সদলবলে জেলের ঘানি টানতে। তা যদি হয় তখন আমি কী করব বলো তো? মি. সিক্কা ওই লায়ন্স কেভ উড়িয়ে দেওয়ার যে পরিকল্পনা করেছেন তার রিমোট এখন আমার কাছে। একটি শুধু বোতাম টিপব, নিমেষে সব উড়ে যাবে। আমি ধ্বংস চাই না। চাই অপরাধী তার উপযুক্ত শাস্তি পাক। হৃতসর্বস্ব মানুষরাও তাদের অনেক কিছুই ফিরে পাক, অবশ্য অবশিষ্ট কিছু যদি এখনও থাকে।"

পারো বলল, "তুমি তোমার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকো, আমরা দেবীর ইচ্ছানুযায়ী চলব।" বলে বাবলুকে ডেকে নিয়ে এল জানলার কাছে।

তারপর জলের মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপের মতো পাহাড়ে দুধসাদা একটা বাড়ির দিকে দেখিয়ে বলল, "ওটা কী বলো তো?"

"একটা প্রাসাদ।"

"হ্যাঁ। আমাদের দেবী-নিবাস। আজ রাতে দুর্গের দখল নিয়েই ওই প্রাসাদেরও দখল নেব আমরা। ওই রামনিবাসের কাল থেকে নাম হবে দেবী-নিবাস। দেবী ওখান থেকেই আমাদেব নির্দেশ দেবেন।"

এমন সময় বুলবুল এসে জানাল, দেবী আসছেন।

পারো মেয়েদের বলল, "দেবী এলেই দেবীকে হাত তুলে নমস্কার করবি। বলবি, 'জয় দেবীরানির জয়'।"

বিস্মিত বাবলু দরজার দিকে তাকিয়ে রইল দেবীর আগমন প্রতীক্ষায়।

কোন সে দেবী? কেমন দেবী? কী তাঁর ক্ষমতা। কোন জাদুকাঠির পরশে এত মেয়েকে তিনি বশে আনতে পেরেছেন তা কে জানে? কিন্তু এতই যদি তাঁর প্রভাব তা হলে এতদিন তিনি নীরব ছিলেন কেন? কেন তিনি ভয়ংকরী মূর্তিতে এতদিন জেগে ওঠেননি? তা হলে তো এইভাবে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে এত কলাকৌশল করে এই অভিযানের প্রয়োজন হত না ওদের। বাবলু তাই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

একসময় দেবী এলেন। দেবীদর্শন করেই চোখ কপালে উঠে গেল বাবলুর। সেইসঙ্গে বুকের বোঝাটাও হালকা হয়ে গেল অনেক। বলল, "এ কী! এ আমি কী দেখছি?"

"খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ, না?"

"আমি ভাবতেও পারিনি।"

বাবলুর অবস্থা দেখে অন্য মেয়েরা হেসে উঠল হোহো করে। পারো তো গড়িয়েই পড়ল হেসে।

বাবলু নির্বাক হয়ে গেল। এও কী সম্ভব?

পরিকল্পনা-মতোই রাজু আর রিয়াং চলল গুহার দিকে মধু বিক্রি করতে। দুটো ব্যাগ কিনে মধু নিয়ে অন্ধকার বনপথে পঞ্চুর সাহচর্যে এগিয়ে চলল ওরা।

বিবর্ণ মলিন পোশাক দু'জনেরই। চেহারাও হতশ্রী। নেপালি ছেলেমেয়ে। তাই অবিশ্বাসও হয় না। দারুণ মানিয়েছে দু'জনকে। মনে হচ্ছে সত্যিই মউলি বোধহয়।

ওরা সন্তর্পণে বেশ কিছুটা যাওয়ার পর হঠাৎই উসকে দিল পঞ্চুকে। দিয়েই ছোটা শুরু করল। পঞ্চুও ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে তাড়া করল ওদের। জমে উঠল নাটক।

রাজু আর রিয়াং প্রাণের দায়ে একেবারে গুহামুখে। আর পঞ্চু বেশ খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে পিলে চমকানো চেঁচানি শুরু করল একভাবে-একটানা, "ভৌ-ভৌ-ভৌ-ভৌ।"

দু'-একজন প্রহরী পঞ্চুকে লক্ষ করে ইঁট-পাথর ছুড়ল কিন্তু পঞ্চু জানে কী করে গা আড়াল দিতে হয়। তাই কিছুই হল না ওর। প্রতিটি নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ও অন্ধকারের আড়ালে পাথরের খাঁজে লুকিয়ে পড়তে লাগল।

রাজু আর রিয়াং কাঁপতে লাগল থরথর করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একজন প্রহরী কঠিন গলায় বলল, "ইধার তুম দোনো কিস লিয়ে আয়া?"

রাজু বলল, "আমরা নেপাল দেশের ছেলেমেয়ে। সীতামারীর দিক থেকে আসছি মধু নিয়ে। আমরা নাইট হল্টের জায়গা খুঁজছিলাম, এমন সময় এই কুকুরটা কী ভীষণ তাড়া করল আমাদের।"

আর একজন প্রহরী বলল, "নাইট হল্ট কে লিয়ে ইধার কিউ আয়া?"

রিয়াং বলল, "আমরা ওদিকে কোথাও থাকার মতো কোনও জায়গা পাইনি। তাই পাহাড়ি গাঁওয়ের দিকে যাচ্ছিলাম। এইসময় কয়েকটি বাঙালি ছেলেমেয়ে ওই কুকুরটাকে আমাদের দিকে এগিয়ে দেয়।"

"সমঝ গিয়া। কাঁহা হ্যায় ও বাঙালি?"

"ওই ওদিকে। গঙ্গার ধারে আশ্রমের কাছে।"

"ঠিক হ্যায়। যাও, উধারই যাও। ইধার নাইট হল্ট নেহি হোগা।"

রিয়াং বলল, "ওদিকে গেলে ওই কুকুরটা আমাদের আবার তাড়া করবে। আজকের রাতটুকুর মতো আমাদের এখানেই কোথাও থাকতে দিন। কাল ভোরেই চলে যাব আমরা।" বলে কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে বলল, "আমরা দু'-ভাইবোনে অনেক আশা নিয়ে অনেকদূর থেকে এসেছি মধু নিয়ে। আমাদের মধু একটু খেয়ে দেখুন না? ভাল মধু। ছোট শিশির মধুর স্যাম্পেল ফ্রি। আর বড় শিশির মধু পঁচিশ রুপিয়া। একদম খাঁটি মধু।"

স্যাম্পেল ফ্রি শুনেই জিভে জল এসে গেল অনেকের। ওই মধু নেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল ওদের মধ্যে। সংখ্যায় ওরা মোট দশজন ছিল। এক-একজনে দু'-তিন শিশি মধু খেয়েও বড় বোতল নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে লাগল।

একজন প্রহরী একটি বড় বোতল নিয়ে ঢুকে গেল গুহার ভেতর। পরক্ষণেই বেরিয়ে এসে আরও একটা বোতল নিয়ে ওদের হাতে একশো টাকার একটা নোট দিয়ে ঢুকে গেল গুহার মধ্যে।

রাজু হেঁকে বলল, "ভাইসাব, শ' রুপিয়া নেহি, পঁচাশ রুপিয়া। বেশি দাম নেব না আমরা।"

অন্যেরা বলল, "আরে রাখো না বাবা।"

ওদেরই ভেতর থেকে একজন রাজু আর রিয়াংকে গুহামুখ থেকে একটু তফাতে একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, "ব্যস। ইধারই তুম দোনো নাইট হল্ট করো। খুলা আসমান কি নীচে।"

ওরা তো এমনই চাইছিল। দু'জনে একটি বড পাথরের খাঁজে পিঠ আটকে দেহদুটো এলিয়ে দিয়ে বসে রইল চুপচাপ। মনের মধ্যে গভীর প্রশান্তি।

একসময় পঞ্চুও চুপিসারে উঠে এসে সঙ্গ নিল ওদের।

রাজু পঞ্চুর পিঠ চাপড়ে বলল, "শাব্বাশ পঞ্চু, যা খেল দেখালি না তুই...।"

রাজুর আদরে পঞ্চু খুশি হল। তবে কিনা 'গোঁ-ও-ঔ' করে অযথা সোহাগ জানিয়ে নিজেদের বিপদ বাড়াল না। ওদের গা ঘেঁষে শুয়ে থেকে সময়ের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

দস্যু হলেও লোকগুলোর হৃদয় আছে। একটু পরেই কয়েকটি মোটা মোটা রুটি আর ডাল নিয়ে এসে ওদের সামনে রেখে বলল, "খা লো।"

আর-একজন একটি প্লাস্টিক বোতলে জল দিয়ে গেল। বলল, "পানি।"

রাজু আর রিয়াং ওদের চোখমুখের দিকে তাকিয়েই বুঝল ওষুধ ধরেছে এবার। পেটে ডাল-রুটি পড়লেই মনে হবে একটু গড়িয়ে নিই। আর সেই যে শোবে একেবারে এক ঘুমেই রাত কাবার।

কী দারুণ বুদ্ধিটাই না খাটিয়েছিল বাবলু!

রিয়াং বলল, "এইরকম অভিযানে জীবনের ঝুঁকি থাকলেও অনেক আনন্দ আছে, কী বল রাজু?"

"সত্যি তাই। আমি ভেবেছি এদের সঙ্গ কখনও ছাড়ব না।"

"আমিও। কত ভাল এরা।"

"সবই ভাল। শুধু গান্ধারীর ওইরকম পরিণতি যদি না হত, বেচারা।"

রিয়াং বলল, "গান্ধারীর জন্য মনে বড় দুঃখ হয় রে! মেয়েটাকে যেভাবে মারল এরা!"

"কিন্তু দেখ, এখানকার এই দস্যু-প্রহরীদের দেখে কিন্তু খুব একটা নৃশংস বলে মনে হচ্ছে না।"

"আসলে এরা তো কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে। গান্ধারীর অকালমৃত্যু ঘটিয়েছে ওই শয়তান বিন্ধ্যাচল ও রাজঘেরিয়াসাহেব। এই গুহার ভেতরেই হয়েছে ওই নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ওকে খুন করে ওর মুখে অ্যাসিড ঢেলেছে এখানেই। তারপরে ওর মরদেহ ভাসিয়েছে গঙ্গায়।"

"কিন্তু কেন?"

"এই কেন-র উত্তর কে দেবে? হয়তো ওদের একজন বলবান লোককে আমরা মেরেছি তাই। আঙুলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

খোঁচা দিয়ে শর্মাজির চোখদুটো তো গান্ধারীই নষ্ট করেছিল, ওরা হয়তো দূর থেকে লক্ষ করেছে তাই। শর্মাজির অন্ধত্বের প্রতিশোধ ওরা এইভাবেই নিয়েছে হয়তো।"

রাজু বলল, "তা সে যাই হোক না কেন, ওই বিন্ধ্যাচলের মাথা আমি ভাঙবই ভাঙব। ওটাকে না মারলে...।"

রিয়াং হঠাৎ ঠোঁটের কাছে তর্জনি রেখে বলল, "চু-উ-উ-উ-প।"

ওরা দেখল, অন্ধকারে বুকে হেঁটে নিঃশব্দে কে যেন একজন গুটিগুটি এগিয়ে আসছে ওদের দিকে।

যে আসছে, তাকে দেখেই ছুটে গেল পঞ্চু।

রিয়াং বলল, "নিশ্চয়ই বাবলু।

ছায়ামূর্তি আরও কাছে এলে ওরা দেখল, বাবলু নয়, বিলু।

রাজু বলল, "তুমি কী করে এখানে এলে?"

"কেন? যেভাবে আসবার কথা, ঠিক সেইভাবে। একটা গাছের সঙ্গে নাইলনের ফিতে বেঁধে তারই সাহায্যে।"

"ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, অনু ওরা?"

"ওরা ওপরেই আছে। আমি আলোর সংকেত না দিলে আসবে না কেউ। আমরা ওপর থেকে তোমাদের কীর্তিকলাপ সবই লক্ষ করেছি। যেভাবে লোকগুলোকে মধুপান করালে তোমরা, তাতে তোমাদের সাহসের প্রশংসা না করে পারি না। যাই হোক, আমরা সফল। মধুর সঙ্গে একটু বেশি পরিমাণেই ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলাম, তাই ঘুমিয়ে কাদা সব। এই অবসরে আমাদের যা কিছু করবার তা করে নিতে হবে।"

"ওদের তা হলে নামতে বলো।"

বাবলু ওর টর্চের আলোয় বার তিনেক সংকেত দিয়েই ওদের নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সেই খাড়াই পাহাড়ের দিকে। পঞ্চু অবশ্য সকলের আগেই।

ওরা যেতে এক এক করে নেমে এল সবাই।

বাচ্চু বলল, "বাবলুদার খবর কী?"

রিয়াং বলল, "জানি না। এখনও তো এসে পৌঁছল না সে।"

ভোম্বল বলল, "কিন্তু এত দেরি হওয়ার কথা তো নয়! ওই শয়তান সিক্কাটার ওখানে গিয়ে কোনও বিপদে পড়ে গেল না তো?"

"আমারও কিন্তু তাই মনে হচ্ছে। আমরা কি এখন এসেছি? ও তো জানে ও না এলে আমাদের পক্ষে এক পা-ও এগনো সম্ভব নয়।"

অনু বলল, "আমি বলি কী, এদিকের ব্যাপারটা এখন থাক। চলো, সবাই বাবলুর খোঁজটা আগে নিই। পঞ্চু সঙ্গে না থাকায় নিশ্চয়ই কোনও বিপদে পড়েছে ও।"

বিচ্ছু বলল, "ধরো আমরা সবাই চলে যাওয়ার পর বাবলুদা যদি অন্য কোনও গোপন পথ দিয়ে হঠাৎই চলে আসে?"

বিলু বলল, "আসবার সময় কিন্তু পার হয়ে গেছে। সিক্কা ধুরন্ধর লোক। তারই জালে হয়তো ফেঁসেছে ও। আমার মনে হয় বাবলুর খোঁজটা আগে নেওয়া দরকার।"

রাজু কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "বাবলুর ব্যাপারে আশঙ্কা কিন্তু আমারও হচ্ছে। তা আমি বলি কী, সকলের যাওয়ার দরকার নেই। বিলু আর ভোম্বল বরং পঞ্চুকে নিয়ে বাবলুর খোঁজে যাক। আমি মেয়েদের নিয়ে এদিকটা পাহারা দিচ্ছি। তোমরা আর দেরি কোরো না, যাও। আমার কাছে ঘটোৎকচের সেই রিভলভারটা আছে। মেয়েদের কাছে আছে কালিপটকার মতো শব্দবাজি।"

বিলু আর ভোম্বল তখনই চলল বাবলুর খোঁজে। এই অন্ধকারে পথ চিনে যাওয়া কি সম্ভব? তার ওপর পথ বলেও তো কিছু নেই এখানে।

ওরা চলে গেলে অনু আর রিয়াংকে নিয়ে গুহার চারপাশ বেশ ভালভাবে একবার ঘুরে দেখে নিল বাচ্চু-বিচ্ছু। চারদিক কেমন যেন থমথম করছে। শুধুমাত্র একটি মশাল জ্বলছে গুহামুখের সামনে।

হঠাৎই এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে বাচ্চু বলল, "কী ব্যাপার বল তো? ঘুমন্ত প্রহরী ছাড়া কেউ কি নেই গুহার ভেতর?"

রিয়াং বলল, "তাই তো মনে হচ্ছে। একবার কিন্তু ঢুকে দেখলে হয়।"

বিচ্ছুর হঠাৎই কী মনে পড়ায় লাফিয়ে উঠে বলল, "সত্যি, আমরা কী বোকা। এতক্ষণ আমরা অকারণে ঘুরে বেড়াচ্ছি, অথচ আসল কাজের কাজই করিনি।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাচ্চু বলল, "কী বল তো?"

"এই ঘুমন্ত প্রহরীদের বন্দুকগুলো তো অনেক আগেই কেড়ে নেওয়া উচিত ছিল আমাদের।"

বাচ্চু বলল, "তাই তো রে! এ-কথা তো একবারের জন্যও মনে হয়নি। আয় আয়, হাত লাগা।"

বিচ্ছু বলল, "বন্দুকগুলোকে সরিয়েই একটু ঝুঁকি নিয়ে হাত-পাগুলোকে বেঁধে ফেলতে হবে ওদের। তারপরই আমরা ওই গুহার ভেতরে ঢুকে দেখব কী আছে ওর ভেতর।"

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কাজ। দশজনের দশটি বন্দুকই হস্তগত করল ওরা। তারপর সেগুলো গুহার অদূরে জঙ্গলের ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে আবার ফিরে এল। বাচ্চুর স্টকে নাইলনের ফিতে ছিল বেশ কয়েকটা। তারই সাহায্যে ওরা খাদি কেটে কেটে প্রত্যেকের পা এবং হাত বেঁধে দিল দারুণ কায়দা করে। এমনভাবে বাঁধল, যাতে ঘুম ভেঙে উঠে বসতে গেলেই বেকায়দায় পড়ে। চলতে গেলেও বাধা পায়।

কাজ শেষ হলে গুহায় ঢোকার প্রস্তুতি নিল ওরা।

পঞ্চুই সকলের আগে যাচ্ছিল, কিন্তু বিচ্ছু ওকে যেতে দিল না। বলল, "এই মুহূর্তে তুই নয়। তুই এখন বাইরে থাক। এদের পাহারা দে। হঠাৎ করে কেউ এসে পড়লে চেঁচিয়ে জানিয়ে দিবি আমাদের।"

পঞ্চু ব্যাপারটা বুঝল। তাই গুহার বাইরে একটি ঝোপের আড়ালে পাথরের খাঁজের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে লক্ষ রাখতে লাগল চারদিকে।

বিলুর কাছে টর্চ ছিল। সেই আলোয় পথ দেখিয়ে ও সবাইকে নিয়ে চলল গুহার ভেতরে।

রিভলভার হাতে ওর পাশে পাশেই চলল রাজু। কোনওরকম বাধা পেলেই 'ঢিসুম'।

অন্যেরা রইল ওদের পেছনে।

গুহাটি প্রাগৈতিহাসিক। গুহার বাইরে আলোর ব্যবস্থা না থাকলেও ভেতরে আছে। গোপন পথে বিদ্যুৎ চুরি করেই যে এখানে আলোর ব্যবস্থা তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে বাধা পেল ওরা। দেখল কয়েকটা সূক্ষ্ম তারের জাল লোহার একটি গেটের সঙ্গে জড়ানো।

রাজু এগোতে যাচ্ছিল। বিলু সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরল ওকে। বলল, "সাবধান। মনে হচ্ছে আমাদের চরম বিপদটি এখানেই ওত পেতে আছে। ওই তার ছুঁলেই কিন্তু কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।"

"তা হলে উপায়?"

"উপায় একটা খুঁজে বের করতেই হবে। দেখতে হবে এর সুইচবোর্ডটা কোনদিকে। পাথরের দেওয়ালের গায়েই কোথাও-না-কোথাও অবশ্যই আছে সেটা।"

বিলু টর্চের আলোয় চারদিক দেখতে লাগল তন্নতন্ন করে। হঠাৎই নজর পড়ল ওপরদিকে। ও দেখল পিয়ানো সুইচের মতো একটা সুইচ ওদের মাথার ওপর অর্থাৎ গুহার ছাদের অংশটায় ছোট্ট একটি কাঠের বোর্ডে যুক্ত আছে। বিলু সেটাতে চাপ দিতেই উল্লসিত হয়ে উঠল সকলে।

রাজু বলল, "এবার যাওয়া যাক?"

ভোম্বল বলল, "না। আমি কিন্তু এখনও সন্দেহমুক্ত নই। তার কারণ ওই তারগুলোয় বিদ্যুৎপ্রবাহ এল না বন্ধ হয়ে গেল তা আমরা বুঝব কী করে? এই সুইচের মাধ্যমে অন্য কোনও কিছুর সংযোগও তো থাকতে পারে।"

বিলু বলল, "সে ভয় নেই। যা দেখার আমি দেখে নিয়েছি। ওই সুইচবোর্ডেই লাল আলোর ক্ষীণ সংকেত দেওয়া আছে। সেটা এখন নিভেছে।" বলে দু'-একবার পরীক্ষামূলকভাবে অন-অফ করে বলল, "এবার চল।"

ওরা এবার নির্ভয়ে সেই লোহার গেট পেরিয়ে ঘন অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে পড়ল। টর্চের আলোয় পথ দেখে খানিক যেতেই দেখতে পেল এক জায়গায় একটি সিঁড়ি ধাপে ধাপে নীচের দিকে নেমে গেছে। ওরা সাহসে ভর করে সেই সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। নেমেই আঁতকে উঠল সকলে। টর্চের আলোয় দেখল দেওয়ালের হুকের মধ্যে গাঁথা আছে সারি সারি কয়েকটি নরকঙ্কাল।

অনু সভয়ে চিৎকার করে জড়িয়ে ধরল রিয়াংকে। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও চেপে ধরল পরস্পরকে।

আর ঠিক তখনই গোটা ঘর আলোয় ভরে উঠল। মনে হল সিঁড়ির ধাপ বেয়ে কেউ বা কারা যেন দ্রুত নীচের দিকে নেমে আসছে।

ওরা সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে কঙ্কালগুলোর আড়ালে গা-ঢাকা দিল।

যারা এল তাদের দু'জনেরই হাতে বন্দুক। কথা শুনে মনে হল দু'জনেই বাঙালি। একজন বলল, "গৌতম, তুই সিন্দুকের পেছনগুলো দ্যাখ। নিশ্চয়ই কেউ এসেছে এখানে। ভল্টের দরজা খোলা কেন?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

"এলে তো আলো জ্বলত?"

"হয়তো আলোর সন্ধান পায়নি, তাই।"

ঘরের মধ্যে আলো জ্বললেও কঙ্কালের পেছনদিকটা ছিল অন্ধকার। তাই ওরা ওদের চোখে পড়ল না। ওরা বারবার সিন্দুকের আড়ালগুলো ঘুরেফিরে দেখতে লাগল।

বিলুরাও বুঝতে পারল, এই ঘরেই আছে কুবেরের ঐশ্বর্য। অর্থাৎ কিনা যার সন্ধানে ওদের এদিকে আসা। বিশালাকার ওইসব সিন্দুকের অভ্যন্তরে কত অমূল্য সম্পদই না লুকোনো আছে তা কে জানে?

গৌতম বলল, "আমার মনে হয়, বৃথাই আমরা খুঁজে মরছি। কেউ তো নেই এখানে। বাইরে অমন কড়া পাহারা। ওদের নজর এড়িয়ে কারও পক্ষে এখানে আসা কি সম্ভব?"

"আমি কিন্তু অন্যরকম গন্ধ পাচ্ছি। রাতদুপুরে এটা যদি ভুতুড়ে ব্যাপার না হয় তা হলে...।"

"তা হলে?"

"ওই মধুর মধ্য দিয়েই বিপদ এখানে নিঃশব্দে ঢুকে পড়েছে। তুই তখন কী একটা মধু খাওয়ালি যে, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম। হঠাৎ কোথা থেকে একটা ধেড়ে ইঁদুর এসে বুকের ওপর উঠে পড়তেই ঘুমটা ভাঙল আমার। সেই ঘুমের ঘোর এখনও কাটছে না।"

"আমারও। তুই না ডেকে তুললে তো আমিও উঠতাম না। শুধু তাই নয়, পাশের ঘরে রাজঘেরিয়া সাহেবও দেখছি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। যে দৃশ্য বিরল। ওই নিশাচরকে কেউ কখনও ওইভাবে ঘুমোতে দেখেছে?"

"তা ছাড়া রাতও তো অনেক হল, রামজিই বা এখনও আসছেন না কেন বল তো?"

"জানি না। যা আসছে তা শুধু ঘুম। এত ঘুম যে কোথা থেকে আসছে তা কে জানে? এ যেন মরণ ঘুমে ধরেছে রে আমাদের!"

"তুই এক কাজ কর। এদিকটায় একটু নজর দে। আমি একবার চট করে বাইরেটা দেখে আসি। মনে হচ্ছে ওই মধু খেয়ে ওদের অবস্থাও কাত।"

গৌতম বলল, "ব্রজদা, এই কবরখানায় একা থাকবার সাহস আমার নেই। থাকলে তুমি থাকো, নয়তো চলো দু'জনেই যাই। এই ঘরে একা থাকতে আমার কিন্তু গা ছমছম করবে।"

"এত ভয় তোর?"

"ভয় পাওয়ার আরও একটা কারণ আছে। আমরা যখন নীচে নামছিলাম তখন মনে হল কে যেন একজন আর্তনাদ করে উঠল।"

ব্রজদা একটু চুপ করে থেকে বলল, "তুই কিন্তু ভুল শুনিসনি রে! ওই আর্তনাদ আমিও শুনেছি।"

"এবং কণ্ঠস্বর একটি মেয়ের।"

"হ্যাঁ, মেয়ের। আর আমাদের সামনে এই যে কঙ্কালটা দেখছিস, এও একটি মেয়ের। নাথ নগরের মোহনদাসের বউ উজালার। রাজঘেরিয়াসাহেব নিজে হাতে গলা টিপে মেরেছিলেন ওকে।" বলেই কী যেন দেখে চমকে উঠল ব্রজদা, "কে? কে ওখানে?"

রিয়াং ছিল সেই কঙ্কালের আড়ালে। এবার কঙ্কালসুদ্ধুই এগিয়ে গেল ওদের দিকে। বলল, "আমি উজালা।"

আঁ-আঁ-আঁ করে মুখ দিয়ে একটা শব্দ বের করেই জ্ঞান হারাল ব্রজদা।

আর গৌতম! সবক'টি কঙ্কালই তখন এক এক করে এগিয়ে গেল ওর দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে জ্ঞান হারাল গৌতমও।

ঠিক তখনই ঘরের আলো নিভে গেল।

অন্ধকারের আতঙ্কে ওরা যখন কী করবে কিছু ভেবে পাচ্ছে না তখন বিলুর টর্চের আলোয় ওরা দেখতে পেল সিঁড়ির ওপরের ধাপে স্টেনগান হাতে কে যেন একজন দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারার এক আগন্তুক।

বিলু বলল, "কে? কে আপনি? পথ ছাড়ুন। না হলে কিন্তু বাধ্য হব গুলি করতে।"

আগন্তুক কী যে করলেন তা কে জানে? নিমেষে গোটা ঘর ধোঁয়ায় ভরে উঠল।

রাজু রিভলভার তাক করে ট্রিগারে চাপ দিল। গুলির শব্দে কেঁপে উঠল পাতালপুরী। আগন্তুক উধাও হয়ে গেল। কিন্তু কিছুই হল না তার।

ওরা কোনওরকমে বুকে হেঁটে সিঁড়ির কাছ বরাবর এলেও আর এগোতে পারল না। গা-মাথা ঘুলিয়ে কেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যেন করে উঠল সকলের। শুধু তাই নয়, ওরা বুঝতে পারল সিঁড়ির ওপরের ধাপে একটা লোহার দরজা ছিল যা ওরা নীচে নামবার সময় লক্ষ করেনি। সেটি সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। পালাবার আর পথ নেই। নিশ্চিত মৃত্যু যেন এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসতে লাগল ওদের দিকে। মৃত্যু—মৃত্যু—মৃত্যুই যে ওদের শেষ পরিণতি তা বুঝতে দেরি হল না কারও।

॥ ২০ ॥

কী সম্ভব আর কী অসম্ভব, অনেক সময় বুদ্ধিতেও তার ব্যাখ্যা মেলে না। বাবলু ভেবেও পেল না কীভাবে কী হল।

দেবী হাসি হাসি মুখে বললেন, "পারো! এদের ডাল রুটি অথবা মুরগির মাংসের কোনও ব্যবস্থা কি করে এসেছিস?"

"না দেবী! সময় পেলাম কোথায়?"

"ওই ছোকরার একশোটা টাকা তা হলে জলে গেল?"

"তা কেন? কাল আমাদের দেবীনিবাসে জোর খানা খাওয়া হবে। ওই টাকাটা তখন কাজে লাগবে। আর ওরা যদি আমাদের সঙ্গে খানা খেতে রাজি না হয়, তা হলে টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারি।"

"তাই বরং দিস। এখন আর একটুও সময় নষ্ট নয়! ওদের পাঠিয়ে দে রামনিবাস ধ্বংস করতে।"

পারো একটা শাঁখে ফুঁ দিতেই একদল বন্য মেয়ে তির-কাঁড় নিয়ে রে-রে শব্দে ছুটল গঙ্গার দিকে।

পারো বলল, "আমরা এই ঘরে বসেই আমাদের প্রমীলা বাহিনীর দুর্গ দখল প্রত্যক্ষ করব।"

দেবী বললেন, "ওকে একটু ভাল করে দৃশ্যটা দেখতে দে।"

বাবলু বলল, "যা দেখলাম এখন পর্যন্ত তা-ই যথেষ্ট। কিন্তু ব্যাপার কী বলো তো? তোমার এমন দেবী চৌধুরানীর মতো ব্যবহার কেন? তুমি তো মৃত।"

"মৃত বলেই তো আমি দেবী। দেবী গান্ধারী।"

বাবলু বলল, "আমাদের দিক থেকে যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে তা হলে তুমি ক্ষমা করো। তোমার ওই মর্মান্তিক সংবাদ পাওয়ার পরই...।"

"ওটা আমিই রটিয়েছিলাম। তোমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে, তোমাদের আরও উত্তেজিত করতেই এই ছলনার আশ্রয় নিয়েছিলাম আমি।"

"তা বেশ করেছ। ভাল করেছ। কিন্তু কোন জাদুতে তুমি বশ করলে এই অল্প সময়ের মধ্যে এত মেয়েকে?"

"এসবের মূলেই কিন্তু পারো।"

"সবের মূলেই তুমি। তুমি এমন কিছু নিশ্চয়ই করেছ যাতে—।"

"শোনো তবে। আমি তো অভিমান করে, রাগ দেখিয়ে তোমাদের ছেড়ে চলে এলাম। একবার ভাবলাম মাথা হেঁট করে আবার ফিরে যাই। কিন্তু তা করলাম না এই কারণে যে, ওতে আমার সেন্টিমেন্টে লাগত। সবচেয়ে বড় কথা, দলের সবাই যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে অনুরোধ করল, তুমি তখন তোমার জেদকেই বজায় রাখলে। এমনকী পঞ্চুকেও আসতে দিলে না আমার সঙ্গে। ক্ষোভে-দুঃখে ফেটে পড়লাম আমি। তবে কিনা পিছু না হটে ওই গুহার দিকেই এগিয়ে চললাম। আর ঠিক তখনই দেখা হয়ে গেল পারোর সঙ্গে। পারোকে আমি এর আগেও দেখেছিলাম। এবারও দেখলাম। পরিচয় ছিল না। পরিচয় হল। এই বনপথে একা আমাকে ওইভাবে গুহার দিকে যেতে দেখে ও এসে বাধা দিল আমাকে। বলল, 'উধার মাত যাও বহিনজি। উয়ো ডাকুলোগ তুমকো মার ডালেগি।'

আমি বললাম, 'আমি তো মরতেই যাচ্ছি। তবে কিনা ওদের ওই পালের গোদাটাকে মেরে আমি মরব।'

'উয়ো রামজিকো কুছ নেহি কর পাওগি তুম।'

আমি তখন কান্নায় ভেঙে পড়লাম। তারপর বললাম, 'তুমি ওদের চেনো? ওদের ওই ঘাঁটিতে ঢোকার পথ আমাকে বাতলে দিতে পারো? আমি গুপ্তঘাতকের ভূমিকা নিতে চাই। শুধুমাত্র বিন্ধ্যাচল রামকে হত্যা করতে পারলেই আমার সব দুঃখের অবসান হবে। তারপরে ওর লোকেরা আমাকে মেরে ফেললেও আমার আর কোনও ক্ষোভ বা দুঃখ থাকবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পারো হেসে বলল, 'মরে গেলে শুধু ক্ষোভ দুঃখ কেন, কোনও কিছুই থাকবে না। তা কী ব্যাপার বলো তো? কেন তুমি এমন অসম্ভব জেদ ধরেছ।'

'সব বলব তোমাকে। তুমি আমাকে কথা দাও, যেভাবেই হোক একটা বিষমাখানো তির আমাকে এনে দেবে? আমি তোমার দিদি, ছোট বোন অথবা বান্ধবীর মতো। তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়াও।'

পারো বলল, 'শুধু তীর নয়, সেইসঙ্গে ধনুকও দেব। যে-কাজ তুমি করতে যাচ্ছ সে-কাজে আমারও সায় আছে। ওরা ভীষণ অত্যাচারী। কালই এক আদিবাসী মহিলাকে হত্যা করে কী বীভৎসভাবে তার সারা মুখে অ্যাসিড ঢেলে তাকে বিকৃত করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছে।'

'তবেই বোঝো! কিন্তু ওই ডাকাতদলের আস্তানায় তুমি এমন নির্ভয়ে যাও কী করে?'

'ভেতরে তো ঢুকতে পারি না। তবে কিনা সারাদিনে চার-পাঁচবার চা দিতে যাই ওদের। ভাল টাকা পাই।'

'তুমি যদি আমার সঙ্গে হাত মেলাও তা হলে তোমার কোনও অভাবই থাকবে না আর। অনেক অনেক টাকার মালিক হবে তুমি। এখন ভেবে দ্যাখো কী করবে। আমার কথা শুনলে শুধু তুমি নয়, তোমার মতো গরিব-দুঃখী যারা, তারাও কিন্তু উপকৃত হবে।'

'বেশ, বলো তা হলে শুনি তোমার ব্যাপারে আমার ভূমিকাটা কী হবে? তোমাকে সাহায্য করবার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

আমরা দু'জনে একটু নিরিবিলিতে একটি গাছতলায় বসে আলাপ পরিচয়ের পর্ব শুরু এবং শেষ করলাম। আমার সব কথা শুনে, তোমাদের কথা শুনে, যারপরনাই অবাক হয়ে গেল পারো। বলল, 'পারি। ওদের ধ্বংস করতে আমি পারি। এই বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলে আমার মতো হতদরিদ্র অনাথিনী মেয়ে অনেক আছে। বুলবুলের মতো ছেলেও আছে অনেক। ওদের এখান থেকে মেরেধরে তাড়াতে পারলে পাহাড়ের ওপরে ওই রামনিবাস আর এই দুর্গ দু'য়েরই দখল নেব আমরা।'

'হ্যাঁ। ওদের উৎপাতের কড়ি চিৎপাতে যাবে। অনেক নিরাশ্রয় আশ্রয় পাবে। আমাদের তিরের আঘাতে ওরাও ওদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। এই বনভূমিতে ওই গুহাটা একটা অনাথ আশ্রমে পরিণত হবে।'

পারো বলল, 'ওই বিপুল ধনরাশি এতদিনে ব্যয় হবে একটি সৎকাজে। তুমিই আমাদের পরিচালনা করবে। কখন কীভাবে কী করতে হবে সব বলে দেবে। আমাদের বনদেবী হবে তুমি। আমরা তো লেখাপড়া জানি না। তুমি লেখাপড়া-জানা মেয়ে। তুমি মাঝে মাঝে এসে ওই রামনিবাসে থেকে আমাদের বুদ্ধি দেবে। এখন তুমি আমার সঙ্গে এসো। তোমাকে একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে আসি। আমাকে তুমি কিছুটা সময় দাও, তার মধ্যেই যা ব্যবস্থা করবার আমি করে ফেলছি।' এই বলে পারো আমাকে এই ঘরে নিয়ে এসে দেবীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করল।"

গান্ধারীর মুখে সব শুনে অবাক হয়ে গেল বাবলু।

গান্ধারী বলল, "আমার মুখে শুনেই ও তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। আর দারুণ মরিয়া হয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ও খেপিয়ে তোলে এই মেয়েদের। এখন আমাদের অতর্কিত আক্রমণে ওরা বিধ্বস্ত হবে। রামনিবাসের চার-পাঁচজন আর রত্নগুহার দশ-বারোজনকে খতম করতে পারলেই আমরা শত্রুমুক্ত হব। দখল নিতে পারব দুটো জায়গারই। তবে কিনা বিন্ধ্যাচলের বুকে মৃত্যুবাণটা নিক্ষেপ করব আমিই।"

বাবলু বলল, "চমৎকার পরিকল্পনা। এবার তা হলে আমার পরিকল্পনাটা কী তোমরা শোনো। ডাকাত মেরে ওই জায়গাকে শত্রুমুক্ত যদি তোমরা করতে পারো, তা কিন্তু মন্দ নয়। তবে কিনা আমি যা করেছি তাতে করে এত প্রাণহানি ঘটানোর কোনও প্রয়োজনই হবে না।" বলে এক এক করে ওর পরিকল্পনার কথা সবই বলল গান্ধারীকে। এমনকী সিক্কাকে কীভাবে মধুপান করিয়ে তালাবন্দি করে এসেছে, তাও বলল। ওর রিভলভার, রিমোট সবই দেখাল গান্ধারীকে।

বাবলুর মুখে সব শুনে গান্ধারী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তা হলে বলছ তোমার ওই ঘুমপাড়ানি মধুতে কাজ হবে?"

"হওয়া তো উচিত।"

"আমরা তা হলে গুহার কাছেই যাই চলো। রাজু আর রিয়াং-এর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। ওখানে তোমাদের পঞ্চু আছে। আর পাহাড়ের উঁচু ধাপে আছে বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিছু, অনুরা। ওরা নিশ্চয়ই তোমার কথা ভাবছে।"

"ভাবছেই তো! অনেক, অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর নয়।"

এমন সময় হঠাৎই একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে আঁতকে উঠল ওরা। কোথায়? কোথায় এই বিস্ফোরণ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওরা দেখল গঙ্গার মাঝে সেই মোচাকৃতি খাড়াই পাহাড়ের বুকে রামনিবাসটা যেন এক লহমায় উড়ে গেছে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে সেখানে।

গান্ধারী বলল, "সর্বনাশ! এ কী করে হল? এমন তো হওয়ার কথা নয়! আমাদের মেয়েদের কাছে শুধু তির-ধনুক। বিস্ফোরকের ব্যাপারে তো কিছুই জানে না ওরা। তা হলে?"

পারো বলল, "ভয়ের কিছু নেই। আমাদের মেয়েরা এখনও পৌঁছতে পারেনি ওই বাড়ির কাছ পর্যন্ত। মনে হয় বিপদ বুঝে বিন্ধ্যাচলের লোকেরাই ও-কাজ করেছে। না হলে এটা নিছকই দুর্ঘটনা। ওদের স্টকে কোনওভাবে আগুন লেগে এই সাংঘাতিক ব্যাপারটা হয়ে গেছে।"

বাবলু বলল, "আমার মনে হয় এটা কোনও দুর্ঘটনা নয়। শেষ মুহূর্তে বিন্ধ্যাচল নিজেই শেষ করে দিচ্ছে ওর সবকিছু। এবার হয়তো ওই গুহার মধ্যেও বিপর্যয়টা ঘটাবে। তাই আরও খারাপ কিছু ঘটে যাওয়ার আগেই আমাদের গিয়ে পৌঁছতে হবে ওখানে। না হলে আমাদের ওরাও মরবে ওখানে অসহায়ভাবে। এখনই গিয়ে সাবধান করে দিতে হবে ওদের।"

পারো দারুণ উত্তেজিত হয়ে ফুঁসে উঠল এবার। ও দু'-একজন মেয়েকে ওখানেই থাকতে বলে সবাইকে এগিয়ে যেতে বলল গুহার দিকে। যারা রইল তাদের বলল, বাকি মেয়েরা যারা রামনিবাস দখলে গেছে তারা ফিরে এলেই তাদের নিয়ে গুহার দিকে এগিয়ে যেতে।

যাওয়ার আগে বাবলু শুধু একটা কথাই বলল, "শোনো, কেউ কোনও হট্টগোল করবে না। নিঃশব্দে চুপিসারে সবাই ধীরে ধীরে এগিয়ে চলো। এমনভাবে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব আমরা, যাতে ওদের কেউ টেরও পাব না।"

বাবলুর কথামতোই রাতের অন্ধকারে কালো কালো ছায়ার মতো এগিয়ে চলল ওরা। যেতে যেতেই একসময় চাপা গলায় গান্ধারী বলল, "আমার ওপর রাগ করোনি তো বাবলু?"

বাবলু বলল, "না।"

পারো বলল, "এখন কোনও কথা নয়, চুপ।"

চুপ তো চুপ। চুপই করে গেল ওরা।

আগন্তুক যে কখন কোন ফাঁকে গুহায় প্রবেশ করেছিল পঞ্চু তা লক্ষ করেনি। আসলে তার মন পড়ে ছিল বাবলুর দিকে। হঠাৎ গুহার মধ্যে গুলির শব্দ শুনেই আত্মপ্রকাশ করল সে। ঘুমন্ত প্রহরীদের ডিঙিয়ে সে তিরবেগে ঢুকে গেল গুহার ভেতর।

আগন্তুক তখন বীরদর্পে বেরিয়ে আসছে গুহা থেকে। পঞ্চু তাকে আত্মরক্ষার কোনওরকম সুযোগ না দিয়ে ভয়ংকর একটা ডাক ছেড়ে লাফিয়ে পড়ল তার বুকের ওপর। সে কী ভয়াবহ কাণ্ড। চিৎকার, চেঁচামেচি আর দাপাদাপিতে কেঁপে উঠল গুহাটা।

আগন্তুক পঞ্চুকে জাপটে ধরে গুহার বাইরে এসে পাথরের চাতালে গড়াগড়ি খেতে লাগল। আর ক্রুদ্ধ পঞ্চু আঁচড়ে কামড়ে ফালাফালা করতে লাগল তাকে।

ঘুমের ঘোর যতই থাকুক, এই চেঁচামেচিতে কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রাভঙ্গ হয়। তাই ঘুমন্ত প্রহরী দস্যুরা একে একে জেগে উঠল সবাই। কিন্তু উঠলে কী হবে? হাতের কাছে একটিও বন্দুক নেই। হাত-পাগুলোও নাইলনের ফিতে দিয়ে বাঁধা। ওরা চিৎকার করতে লাগল, "হামলোগোনকো অ্যায়সা হাল কৌন কিয়া রে? ইয়ে ক্যা দুশমনি!"

ওদিকে রাজঘেরিয়াসাহেবও ঘুমের ঘোর কাটিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসেছেন। বাইরের অবস্থা দেখেই তো চোখ কপালে উঠে গেল তাঁর। উনি প্রহরীদের বন্ধনমুক্ত করতে যেতেই আগন্তুককে ছেড়ে পঞ্চু ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজঘেরিয়ার ঘাড়ে। রাজঘেরিয়া চিৎকার করতে লাগলেন, "হেল্প মি। হেল্প মি। গৌতম! ব্রজ! কাম হিয়ার!"

আর ঠিক তখনই আকাশ ফুঁড়ে যেন একটা গুলি এসে লাগল রাজঘেরিয়ার গায়ে। পাঁজর ভেদ করে গুলিটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিল একেবারে।

প্রায় দশ-বারোজন বন্দুকধারী নিয়ে কুটিল হাসি হাসতে হাসতে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন সিক্কাসাহেব। গঙ্গার দিকের পাহাড়ের ঢাল বেয়েই উঠে এসেছেন তিনি। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে রাজঘেরিয়ার বুকের ওপর একটা পা রেখে বললেন, "ইয়োর গেম ইজ এন্ড। আমার বন্ধু ব্ল্যাক ক্যাটের সাহায্য না পেলে আজ আমাকে মরতেই হত। ভাগ্যে সময়মতো এসে পড়েছিল ও। বিন্ধ্যাচলের রামনিবাস আমি ধ্বংস করে এসেছি। এখন ওই শয়তানটাকে পেলে আর সেই ডেঞ্জারাস বয়...। ওর বুক আমার গুলিতে আমি ঝাঁজরা করে দেব।"

সেই আগন্তুকই সিক্কার ব্ল্যাক ক্যাট। পঞ্চুর আক্রমণে গুরুতর আহত হয়ে যে কিনা ছটফট করছিল। সে চিৎকার করে বলল, "মি. সিক্কা! প্রাণে যদি বাঁচতে চাও তো আগে তুমি ওই কুকুরটাকে গুলি করো।"

সিক্কা বন্দুক উঁচিয়ে বললেন, "হোয়্যার ইজ দ্য ডেঞ্জারাস ডগ?"

পঞ্চু তখন কোথায়? সে একসঙ্গে অত বন্দুকধারী দেখে বিপদ বুঝে বিলুদের সতর্ক করতে গুহার ভেতর ছুটে গেছে। গুহার মধ্যে অনেক খুপরি খুপরি ঘর। সেগুলো ঘুরে দেখে সে ঠিক জায়গাতেই চলে এল। সেই সেখানে, বিপন্ন বিলু-ভোম্বলরা যেখানে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

সিক্কা এই বন্দুক কোথা থেকে জোগাড় করলেন তা কে জানে? হয়তো ব্ল্যাক ক্যাটই দিয়েছে তাঁকে। যেমন কালো গায়ের রং, তেমনই বেড়ালের মতো কটা চোখ লোকটার। তবে কিনা পঞ্চুর আক্রমণে এমনই ক্ষতবিক্ষত সে যে, সম্পূর্ণ শক্তিহীন।

সিক্কাসাহেব চিৎকার করে সেই বন্দুকধারীদের বললেন, "তোমরা আর বাইরে কেন? যাও, ভেতরে যাও। গিয়ে কোথায় কী আছে দেখে নিয়ে এসো সব। আমি একাই বাইরেটা দেখব।"

সিক্কার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাবলুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "তা হলে কিন্তু মারাত্মক একটা ভুল করবেন সিক্কাসাহেব। কেন না আপনারই তৈরি সেই রিমোট এখন আমার হাতে। এমনকী পয়েন্ট থার্টি এইট অটোমেটিকটাও।"

সিক্কা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "কোথায় রে তুই পাজি হতচ্ছাড়া নটি বয়। সামনে আয়। একটি গুলিতে তোর খুলি আমি উড়িয়ে দিতে চাই।"

প্রত্যুত্তরে একটি বড়সড় নুড়ি-পাথর অন্ধকার ভেদ করে মুখে গিয়ে পড়ল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে সামনের সবক'টি দাঁত ভেঙে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগল। তাই দেখে ক্ষিপ্ত বন্দুকধারীরা লক্ষ্যহীনভাবে বন্দুক তাগ করতেই ঝাঁকে ঝাঁকে তির এসে বিদ্ধ হতে লাগল তাদের গায়ে।

যন্ত্রণায় ককিয়ে আর্তনাদ করে বন্দুক ফেলে বেঁধা তির গা থেকে খুলে ফেলার জন্য বসে পড়ল তারা। আর তখনই পারোর প্রমীলাবাহিনী অন্ধকার ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে দলে দলে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর।

পারো তো সিক্কার বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে ওকেই তাগ করে বলল, "এইবার কোথায় যাবি বাছাধন?"

বাবলু বলল, "গুলি কোরো না। এই লোকটাকে যেভাবেই হোক বাঁচিয়ে রাখো। আমি ততক্ষণ দেখছি গুহার ভেতরে কী হচ্ছে। নিশ্চয়ই এইসব শয়তানের জালে বাঁধা পড়েছে আমাদের ওরা।" বলে যেই না ও গুহার ভেতরে ঢুকতে যাবে অমনই কোথা থেকে যেন একটা বুলেট ওর কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে গুহার পাথরে লেগে সশব্দে ফেটে পড়ল।

আর ঠিক তখনই গান্ধারীর আর্তনাদ শোনা গেল, "বা-ব-লু-উ-উ-উ।"

এই মুহূর্তে বাবলু যে কী করবে কিছু ভেবে পেল না। কেন না, চারদিক থেকে তখন ঝাঁকে-ঝাঁকে গুলি ছুটে আসছে ওদের দিকে। পারোও সিক্কাকে ছেড়ে বন্দুক নিয়েই ছুটে এল গুহার ভেতর। এসেই বলল, "বাবলু! আমি এদিকটা দেখছি। তুমি দ্যাখো দেবীর কী হল। নিশ্চয়ই ওর কোনও বিপদ হয়েছে।"

বাবলু বলল, "পঞ্চু গুহার ভেতরে সমানে চিৎকার করছে। তুমি তোমার কয়েকজন মেয়েকে নিয়ে ওদের উদ্ধারে যাও। আমি গান্ধারীকে দেখছি।"

বাবলুর গলা শুনেই ভৌ ভৌ করে ছুটে এল পঞ্চু। তারপর একবার দেখা দিয়ে আবার ভেতরে যেতেই পারো ওর দু'জন মেয়েকে নিয়ে ছুটে চলল পঞ্চুর পিছু পিছু। গিয়ে সেই লৌহকপাট খুলে দিতেই একটা বিজাতীয় গ্যাসের প্রভাবে পিছিয়ে এল।

এখানে চারদিক কী দারুণ অন্ধকারে ঢাকা। অনেক কষ্টে সেই অন্ধকার ভেদ করে পা টিপে-টিপে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে দু'-এক পা নামতেই কার গায়ে যেন পা ঠেকল ওর। কে যেন একজন সিঁড়ির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মনে হল। ও তার গায়ে হাত বুলিয়েই তার হাতে রাখা একটি টর্চের সন্ধান পেল। সেই টর্চের আলোয় ও দেখতে পেল অনেকেই গ্যাসের প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে সেখানে। পারো তখনই দেওয়ালে আলো ফেলে সুইচবোর্ড আবিষ্কার করে ঘরের আলো জ্বালল। তারপর অন্য মেয়েদের ডেকে এনে ধরাধরি করে বের করল সকলকে। এমনকী সেই গৌতম ও ব্রজকেও।

বাইরে তখন গুলির লড়াই থেমেছে। অজ্ঞাত আততায়ীদের গুলিতে যেমন হতাহত হয়েছে সিক্কার বন্দুকধারীরা, তেমনই প্রমীলা বাহিনীর গোপন জায়গা থেকে নিক্ষেপ করা তিরে বিদ্ধ হয়ে অনেক আততায়ীও ছটফট করছে। শুধু গান্ধারী আর বাবলুই যা ঘনান্ধকারে লোপাট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পারো যখন বিলু, ভোম্বলদের উদ্ধারে ব্যস্ত, পঞ্চু তখন বাবলুকে সাহায্য করবে বলে এগিয়ে এল। কিন্তু কোথায় বাবলু? সে তো ধারেকাছেও নেই। পঞ্চু ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে ছুটোছুটি করতে লাগল চারদিকে।

অনেক পরে একসময় গান্ধারীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, "পঞ্চু! হেল্প মি প্লিজ! প-ন্-চু-উ-উ-।"

পঞ্চু তিরবেগে ছুটল সেদিকে। গিয়ে দেখল একটা ছোটখাটো গুহার মধ্যে আত্মগোপন করে থরথর করে কাঁপছে গান্ধারী। ওর হাতের তির-ধনুক হাতেই আছে। আর-একটা বড় সাপ ফণা তুলে ফোঁসফোঁস করছে ওর দিকে তাকিয়ে।

পঞ্চুর ভৌ ভৌ ডাক শুনেই বোধ হয় বিরক্ত হয়ে পালিয়ে গেল সাপটা।

গান্ধারীও গুহা থেকে বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু বাবলু? বাবলু কোথায়? সে নেই কেন? তার কথা বলবে কে?

ওদিকে গুহামুক্তির পর বাইরের মুক্ত বাতাসের স্বাদ পেয়ে এক এক করে প্রকৃতিস্থ হল বিলুরা। বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছু, অনু, রিয়াং, রাজু সকলেই। ওরা বাইরের সেই রণক্ষেত্র দেখে বলল, "এসব কী! এরা কারা? এত মেয়ে এখানে কোথা থেকে এল?"

পারো বলল, "ওসব পরে শুনবে। এখন বাবলুর সন্ধান করো।"

বিলু বলল, "কোথায় বাবলু! এই মুহূর্তে ওকে যে আমাদের ভীষণ দরকার। আমরা রত্নগুহার সন্ধান পেয়েছি। ও দেখলে কতই না খুশি হবে।"

বাচ্চু-বিচ্ছু বলল, "পঞ্চু কোথায়? পঞ্চু! পঞ্চুকে দেখছি না কেন?"

পঞ্চু তখন ভৌ ভৌ ডাক ছেড়ে ছুটে এল ওদের দিকে।

সেইসঙ্গে আর যে এল তাকে দেখেই তো চোখ কপালে! সবাই সবিস্ময়ে বলল, "এ কী গান্ধারী, তুমি!"

গান্ধারী বলল, "হ্যাঁ, আমি। আমি মরিনি। আমাব ব্যাপারে পরে শুনবে। আগে বাবলুকে উদ্ধার করবে চলো।"

বিলু বলল, "কোথায় বাবলু?"

"বিন্ধ্যাচল তাকে কবজা করেছে। ওর লোকরা যখন আমাকে আক্রমণ করেছিল বাবলু তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওদের ওপর। দু'জন লোককে গুলি করার পর বিন্ধ্যাচল ওর মাথায় আঘাত করে ওকে ওই গুহাপর্বতের ওপরদিকে নিয়ে যায়। আমি তখন সাপের তাড়া খেয়ে একটা ছোট্ট গুহায় লুকিয়ে পড়ি। আমার হাতে তির-ধনুক থাকলেও পাছে লক্ষ্য ঠিক রাখতে না পারি, তাই—।"

আর শোনবার দরকার নেই। পঞ্চু তখন গান্ধারীর নির্দেশিত পথে তিরবেগে ছুটেছে।

ঠিক তখনই দেখা গেল গুহার ছাদে বিন্ধ্যাচল রামকে। কী ভয়ানক মূর্তি তার! শুধু বিন্ধ্যাচল নয়, বাবলুও আছে সেখানে। আর আছে দু'জন দুষ্কৃতী। দু'দিক থেকে বাবলুর গায়ে পিস্তল অথবা রিভলভারের নল ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিন্ধ্যাচলের হাতে আছে সেই রিমোটটা। বিন্ধ্যাচল ওপর থেকেই হাঁক দিয়ে বললেন, "নীচে যারা যেখানে আছে তারা যেন এখনই আমার লোকেদের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেয়। আমি এক-দুই-তিন বলার পরও যদি তা না করে তা হলে কিন্তু লাথি মেরে এই শয়তান ছেলেটাকে আমি ফেলে দেব এখান থেকে।"

দাঁতভাঙা সিক্কা তখন মুখের যন্ত্রণা ভুলেও চেঁচিয়ে বললেন, "আপনি এখনও দ্বিধা করছেন কেন? আগে ফেলুন ওকে। ওর মরণ আমি এখনই দেখতে চাই।"

রামজি বললেন, "তারপর তোমার মরণও তুমি দেখবে শয়তান। আমার ক্ষতি করবার কম চেষ্টা তুমি করোনি। আমার রামনিবাস তুমিই ধ্বংস করেছ। এই গুহার ভেতর তোমাকে ঢুকিয়ে তোমারই রিমোটে তোমাকে ওড়াব আমি। আমি জানি আজই আমার শেষ রাত। কিন্তু আমার মৃত্যুর পর আমার কুবেরের ঐশ্বর্য অন্যেরা লুটেপুটে খাবে এ-আমি কখনওই হতে দেব না। আর দেরি না করে আমার লোকেদের বাঁধন আগে খুলে দেওয়া হোক। এক-দুই-তিন-।"

আর্তনাদ করে উঠলেন বিন্ধ্যাচল। কেন না গান্ধারীর বিষের তির অকস্মাৎ তাঁর বুকের মাঝখানে বিদ্ধ হয়েছে।

গুহার ছাদটা খুব কম করেও চল্লিশ ফুট উঁচুতে। তিরবিদ্ধ বিন্ধ্যাচল সেখান থেকেই মুখ থুবড়ে পড়লেন নীচের প্রশস্ত চাতালে।

গান্ধারী বিজয় উল্লাসে নৃত্য শুরু করল। সে এমনই নাচ যে, বাচ্চু, বিচ্ছু, অনু, রিয়াং ও পারো থামাতে পারল না তাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাবলুকে যে দু'জন ধরেছিল তারা এবার রক্তচক্ষু হয়ে বলল, "রামজিকা নিধন তো হো গিয়া। আভি তেরে কো কৌন সামহালেগা রে দুশমনিয়া?"

বাবলুকে যে সামলাবে সেই পঞ্চু তখন কালান্তক যমের মতো ছুটে আসছে। তার ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে পাহাড় বনভূমিও যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠল। একজন বাবলুকে ছেড়ে পঞ্চুকে যেই না গুলি করতে গেল বাবলু অমনই এক লাথিতে লোকটাকে ফেলে দিল পাহাড়ের খাদে। বাকি একজন প্রাণভয়ে পালাতে গিয়েও বাঁচাতে পারল না নিজেকে। পঞ্চু বুলডগের মতো তার গলার টুঁটি কামড়ে তাকে শেষ করে দিল।

সম্পূর্ণভাবে বিপন্মুক্ত হয়ে বাবলু আর পঞ্চু যখন নীচে নেমে এল তখন সেখানে হুলুস্থুলু ব্যাপার। আহত, অল্প আহত যারা, তারা তখন দলে দলে গুহার ভেতরে ঢুকে পড়েছে লুটপাট করতে।

সিক্কা উন্মাদের মতো চিৎকার করছেন। ওঁর হাতে সেই অভিশপ্ত রিমোটটা। যেটি বিন্ধ্যাচলের পতনের পরই তাঁর হাত থেকে সংগ্রহ করেছেন উনি।

বিলু আর ভোম্বল তখন ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেটি উদ্ধারের জন্য। সে কী প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি তখন! আর তারই মধ্য দিয়ে বিপর্যয়টা ঘটে গেল একসময়। গুহার মধ্যে বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ। গাঢ় ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলি কুলকুল করে বেরিয়ে আসতে লাগল গুহার ভেতর থেকে।

সবাই যখন নির্বাক হয়ে সেই দৃশ্য দেখছে ঠিক তখনই মঞ্জু আর রেনো মহাবীর নাথসহ কয়েক ব্যাটেলিয়ান পুলিশ নিয়ে হাজির সেখানে।

নাথজি বললেন, "আমাদেব আসতে খুব দেরি হয়ে গেল।"

বাবলু বলল, "দেরি হয়ে ভালই হয়েছে। ওই জিনিস উদ্ধার হলে ওগুলো নেওয়ার জন্য আবার নতুন করে খুনোখুনি শুরু হত। তার চেয়ে এই হয়েছে ভাল।"

পুলিশের কাজ পুলিশই করল এবার। সিক্কার হাতে হাতকড়া পরিয়ে ব্ল্যাক ক্যাটকেও গ্রেফতার করল। তারপর বন্দি প্রহরীদের মুক্ত করে বিয়াং ও রাজুর সাহায্যে তাদেব বন্দুকগুলো উদ্ধার করে হতাহত সকলকেই উঠিয়ে নিল গাড়িতে।

পারো বলল, "এবার তা হলে আমাদেরও কাজ শেষ। আমরা তা হলে বিদায় নিই?"

বাবলু বলল, "আবার কী! এখন চলো তোমাদের ওই ঘরে বসে ভোর না হওয়া পর্যন্ত একটু আলাপ-আলোচনা করি।"

গান্ধারী বলল, "অবশ্যই। গুহার সম্পদ ধ্বংস হলেও সম্পূর্ণ গুহা তো বিধ্বস্ত নয়। খুব শিগগিরই ওই গুহার দখল নেব আমরা। পাণ্ডব গোয়েন্দাদের সংস্পর্শে না এলে শত্রুর মোকাবিলা কববার মতো মনোবল আমার কখনও আসত না। সেইসঙ্গে পারো। তাই থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডব গোয়েন্দা।"

সবাই বলল, "হিপ হিপ হুরবরে।"

অনু বলল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পারো।"

"হিপ হিপ হুররে।"

রিয়াং বলল, "থ্রি চিয়ার্স ফর পঞ্চু।"

কেউ কিছু বলার আগে পঞ্চুই ডেকে উঠল, "ভৌ। ভৌ ভৌ।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম